Registered No C. 65

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ। ১২শ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯১

2nd October, 1920.

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴০

প্রার্থনা।

হে জীবনবিধাতা, তুমি জীবনের অনন্ত প্রস্রবণ হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা জীবিত রাখিতেছ এবং জীবনপথে চালিত করিতেছ। তুমিই আমাদিগকে জীবনের আদর্শ দেখাইয়াছ এবং তদনুরূপ জীবন যাপন করিবার জন্য প্রতিনিয়ত আহ্বান করিতেছ। কিন্তু আমরা এতই উদাসীন যে, তোমার সে আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া আমরা অতি হীন জীবনই যাপন করিতেছি। সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থের পঙ্কে ডুবিয়া জীবনের গতি ও প্রসার হারাইয়া ফেলিতেছি। গভীর ভাবে তোমাতেও ডুবিতে পারি না, নীচ স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রেম চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিয়া সকলকে প্লাবিত ও সঞ্জীবিতও করিতে পারিতেছে না। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান জীবনধারা নিজের বা অপরের কাহারও কল্যাণ সাধিত হইতেছে না। আমাদের উন্নতি ও বিকাশের জন্যই আমাদিগকে বিশাল কার্য্য-ক্ষেত্র প্রদান করিয়াছ, আমাদের জন্য বিবিধ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছ। তুমি যে একটা অস্পষ্ট আদর্শের আভাস দিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছ, তাহাও নহে। আমাদের সম্মুখে আদর্শানুরূপ কত জীবনও উপস্থিত করিয়াছ। তবু কেন আমাদের মোহ ভাঙ্গিতেছে না, জানি না। করুণাময় পিতা, তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের এই দুর্গতি দূর করিবে? আমাদিগকে পূর্ণ আদর্শানুরূপ জীবন প্রদান করিবে? তুমি ভিন্ন আর আমাদের অপর গতি নাই। আমরা তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার সেবক করিয়া লও। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের ও সমগ্র সমাজের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়।

জীবনের পূর্ণতা—শরীর ও আত্মা লইয়া মানব-জীবন,—পরমাত্মা ও সংসারক্ষেত্র উভয় মানবের বাসভূমি। ইহাদের কোনও একটিকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু অপরটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে মানবজীবনকে আংশিক ভাবেই দেখা হইবে, পূর্ণ ভাবে নহে। তাই একদেশদর্শী মানুষ চিরকাল ইহাকে খণ্ড আকারে দেখাতে উহাদিগকে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছে,—উহাদের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, উহাদের উভয়ের মিলনেই যে জীবনের পূর্ণতা, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। এইহেতুই আদিকাল হইতে দুইটি পরস্পরবিরোধী আদর্শ আসিয়া মানুষকে দুই বিভিন্ন পথে লইয়া চলিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, এই দুইটি আদর্শকে 'ধর্ম্ম' ও 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত করা যায়। কার্য্যগত জীবনে যে সকল সময়ে বা সকল বিষয়ে এই দুইটি পথ পরস্পরবিরোধী আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা নহে। কার্য্যগত জীবনে কোন কোন স্থলে সকল দেশে ও সকল কালেই উহাদের অল্লাধিক মিলনও হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার কারণ, মানুষ শুধু জ্ঞান-বিচার দ্বারা চালিত হয় না, কার্য্যগত জীবনে অনেক সময় তাহাকে জ্ঞান বিচারের মীমাংসাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার অন্তরনিহিত প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। সুতরাং

তাহার একদেশদর্শী জ্ঞান ও চিন্তা পরস্পরের মধ্যে যত মিথ্যা বিরোধই সৃষ্টি করুক না কেন, প্রকৃত সত্যকে উহা উড়াইয়া দিতে পারে না, স্বভাবকে আপনার প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে বিচলিত করিতে পারে না। সুতরাং কার্য্যগত জীবন মতকে অতিক্রম করিয়াই চলে। জ্ঞানবিচারের নিকটও এই যোগ যে একেবারেই ধরা পড়ে নাই, এরূপ কথাও বলা যায় না। সকল দেশের চিন্তাশীল মানুষই, যত অস্পষ্টভাবেই হউক না কেন, ইহার একটা আভাস পাইয়াছে। তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, বিরোধটাই মানুষ স্পষ্টতররূপে—উজ্জ্বলতররূপে দেখিয়াছে; ইহা হইতেই ধর্ম্মের দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শের উৎপত্তি হইয়াছে—আধ্যাত্মিক যোগের ধর্ম ও সেবার ধর্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সাধারণ ভাবে ইহাদিগকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ, —হিন্দু ও খৃষ্টীয় আদর্শ নামে অভিহিত করিলেই কথাটা সহজে বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু আদর্শে সেবার কথা নাই, অথবা খৃষ্টীয় আদর্শে যোগের কথা নাই, এরূপ কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আর এরূপ কথা ঠিক সত্যও নহে। আমরা জানি, বহু পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় সাধকের জীবন গভীর যোগ ভক্তির দৃষ্টান্তস্থল—আবার বহু হিন্দুসাধক সেবা ও কর্ম্মের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তথাপি এই দুই ধর্ম যে উক্ত দুইটির একটি ভাবকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়াছে ও অপরটিকে পশ্চাতে রাখিয়াছে এবং সাধারণতঃ দুইটি পৃথক বিরোধী ভাবেরই প্রতিনিধিরূপে জগতের নিকট পরিচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং সূক্ষ্ম ন্যায়দণ্ডের বিচার পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায়, তাহাই আমরা এখানে স্বীকার করিয়া লইলাম। এই দুইটি আদর্শই যে আংশিক ও অপূর্ণ তাহা আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতে জ্ঞানের যেরূপ বিনিময় ঘটিয়াছে, সকল ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বসকল যেরূপ মানবের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ দুইয়ের সম্মিলনেই যে ধর্ম্মের পূর্ণতা, আদর্শের পূর্ণতা, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। তথাপি বর্ত্তমানে সকল সম্প্রদায়ই অল্পাধিক পরিমাণে ধর্ম্মের এই পূর্ণ আদর্শ গ্রহণ করিলেও বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজই যে ইহা প্রচার ও গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হইবে না, অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট হইতে হইবে না। ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথমে এই পূর্ণতার ধর্ম্মকে, এই সম্মিলন ও সমন্বয়ের ধর্ম্মকে, এই হিন্দু ও খৃষ্টীয় ভাবের, এই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনকে জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন, এবং বিশেষভাবে এই তত্ত্ব প্রচার ও সাধন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক রাজর্ষি রামমোহন রায় যে ইহার আদি পুরোহিত এবং তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্য ও ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ যে এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রথম সময়ের ব্রাহ্মগণের জীবনে ও কার্য্যে এই পূর্ণ আদর্শের পরিচয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। "তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনকেই" তাঁহারা উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই উপাসনারই তাঁহারা সাধন করিয়াছিলেন; ইহাতেই তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন এক দিকে মননে কীর্ত্তনে, গভীর ধ্যান ধারণাতে নিযুক্ত থাকিতেন, অপরদিকে আবার তেমনি দেশের ও দশের সেবাতে, যাবতীয় কল্যাণকর অনুষ্ঠানে আপনাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না—প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই সকল প্রকার হিতকর অনুষ্ঠানের জনক ছিলেন, এমন কোনও কাজ ছিল না তাঁহারাই যাহার প্রতিষ্ঠাতা ও চালক ছিলেন না। অথচ শুধু কর্ম্মের জন্য তাঁহারা এ সকল কাজে জীবনপাত করেন নাই, ব্রহ্মপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। জীবনে প্রভুর ইচ্ছা পালন ভিন্ন তাঁহাদের কার্য্যের অপর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তাই কোনও বাধা বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহারা ভীত হন নাই, কোনও নীচ বাসনা তাঁহাদিগকে বিচলিত বা পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। প্রভুর ইচ্ছাপালনের জন্য তাঁহারা কোনও ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া মনে করেন নাই, কোনও দুঃখ কষ্টকেই দুঃখ কষ্ট বলিয়া বোধ করেন নাই। যশোমান প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা কল্পনাতেও তাঁহাদের মনে উদয় হয় নাই। অথচ তাঁহাদের জীবনের পূর্ণতা স্বতঃই সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। সে সময়ের ব্রাহ্মগণ নানা স্থানে কিরূপ জীবনের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, দেশের সম্মুখে কিরূপ পূর্ণজীবনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সেরূপ আদর্শ ব্রাহ্মজীবনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অল্প দিন হইল আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন। আমরা ভক্ত-কর্ম্মী, ত্যাগীসংসারী ভুবনমোহন কর মহাশয়ের কথা বলিতেছি, ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। অবশ্য তাঁহার তুল্য উন্নত-জীবন জগতে খুব সুলভ নহে। সুতরাং সকলেই তাঁহার সমতুল ছিলেন, এরূপ কথা কেহ বলিবে না। তথাপি নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, তাঁহার আদর্শের অনুসরণকারী লোকের সংখ্যা অল্প ছিল না; আর, ইহাই যে প্রকৃষ্ট পন্থা সে বিষয়েও মতভেদ ছিল না। কিন্তু আজকাল আবার দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে বিশেষ গৌরব বোধ করেন, সকল বিষয়ে দেশীয় ভাব রক্ষা করিবার জন্য একান্ত ব্যস্ত তাঁহারাও বলেন, হিন্দুর বিশেষত্বজ্ঞাপক আধ্যাত্মিকতা, যোগ ভক্তি প্রভৃতি কল্পনা রাজ্যের কথা, অলস ভাবুকদিগের জন্য থাকে থাক, তাঁহাদের জন্য সে পথ নয়, তাঁহাদের পথ কর্ম্ম—সেবা। অথচ দিন দিন এ মত যতই বিস্তার লাভ করুক না কেন কার্য্যগত জীবনে কিন্তু ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। দেশের বর্ত্তমান দুর্দিনে সেবার ক্ষেত্র যেরূপ প্রশস্ত সেবকের সংখ্যা তাহার অনুপাতে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতি বিপৎপাতে সাময়িক সাহায্যপ্রদান করা হয় সত্য, তাহাতে অনেক সেবকও পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্তই অপ্রচুর, তাহার মধ্যে আবার সাত্ত্বিক ভাবেরও যথেষ্ট অভাব দৃষ্ট হইবে। গোপনে লোক চক্ষুর অগোচরে দীর্ঘকালব্যাপী ত্যাগ ও সেবায় জীবন ব্যয় করিতেছেন, এরূপ লোক আরও বিরল। দেশের স্থায়ী দুর্গতি নিবারণের জন্য জীবনব্যাপী অক্লান্ত সেবায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা আরও কম। সেবার গৌরব লাভের জন্য লোকে যত ব্যস্ত প্রকৃত সেবা করিবার জন্য তত ব্যস্ত নহে। অধিক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার

করিতে হইলেই সমস্ত উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, কার্য্যের মূলে স্থায়ী প্রেরণা নাই, জীবনের পশ্চাতে প্রেমের অনুপ্রাণন নাই। মূলচ্ছেদ করিয়া শাখা জীবিত রাখিবার প্রয়াস কখনও সফল হইতে পারে না, একাংশ গ্রহণ করিয়া কোনও প্রকারেই পূর্ণতা লাভ করা যায় না। পাশ্চাত্য জগতে যে সেবা ও কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কিন্তু এরূপ মূলবিচ্ছিন্ন প্রাণহীন নহে। তাহার পশ্চাতে যিশু প্রেমই প্রেরণা দিতেছে। তাই সেবাকে প্রধান লক্ষ্য স্থানে রাখিয়া চলিতে গেলেও যোগ ভক্তিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যাহা হউক, সে দিক উপেক্ষা করিয়াও যদি কেহ কর্ম্মের পথে, সেবার পথে চলিতে ইচ্ছুক হন, তিনি সেরূপ চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। চলিতে চলিতে তিনি যখন সে পথের অপূর্ণতা দেখিতে পাইবেন, তখন তিনি অন্য পথ অবলম্বন করিবেন। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সেবকেরও প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ যিনি যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াই চলুন না কেন, দেশের বর্ত্তমান দুর্গতির অবস্থায় নিঃস্বার্থ সেবকের, অক্লান্ত কর্ম্মীর প্রয়োজন খুব বেশী। দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতি সাময়িক দুঃখ নিবারণের জন্য ত চেষ্টা করিতেই হইবে। এ জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ সামর্থ্য ও সময় ত দিতেই হইবে। তাহা ছাড়া দেশের আর্থিক দুর্গতি, অজ্ঞানান্ধকার, রোগ, অকাল মৃত্যু, সামাজিক অত্যাচার প্রভৃতি বিদূরিত করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিতে পারিলে আর আমাদের কোন প্রকার উন্নতি লাভের আশা নাই। অথচ এ সকল কাজের জন্য ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কি বাহিরে যথোপযুক্ত চেষ্টা বা আয়োজন কিছুই দেখা যায় না। অর্থাভাব অপেক্ষা সেবকের অভাবই অধিক। উপযুক্ত কর্ম্মী থাকিলে কোনও সাধুকার্য্যেই অর্থের অভাব হয় না। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের মধ্যে সর্ব্বত্র সাহায্য প্রদানের জন্যও যে যথোপযুক্ত আয়োজন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজ হইতে একটি মাত্র সাহায্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। অপর দুই এক স্থলেও অবশ্য সামান্য সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কি বলিতে পারি এ কার্য্যের জন্যও প্রয়োজনানুরূপ সেবক ও অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে? অপর সকল কাজ ত দূরের কথা। এ বিষয়ে যে ব্রাহ্মসমাজের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে—তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। আমাদের নিকট যে আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রাণপনে পালন করিবার জন্য আমরা দায়ী। আমাদিগকে জীবনের এই পূর্ণ আদর্শ সাধন করিতে হইবে—জীবনদ্বারা প্রচার করিতে হইবে। ইহার উপর যেমন আমাদের জীবনের সার্থকতা নির্ভর করিতেছে, সেরূপ আমাদের ধর্ম্মের গৌরবও নির্ভর করিতেছে। আমরা যেন অযোগ্য প্রমাণিত না হই। আমরা যেন একদিকে যোগ ভক্তি ও অপর দিকে সেবার জীবন যাপন করিয়া নিজেরা কৃতার্থ হই, দেশকেও উপকৃত করি। প্রেমময় পিতার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।*

৯৩ বৎসর হইল এ দেশে ব্রহ্মপূজা আরম্ভ হইয়াছে। এই কালের মধ্যে জগৎ ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে! মানুষ কত দিকে কত কাজের সূচনা করিতেছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতিতে ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। মানুষের সুখের কত উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। এত সুখের আয়োজনের মধ্যে একি বাণী উত্থিত হইল ধর্ম্মং চর? কেন ধর্ম্ম আচরণ করিব? ধর্ম্ম না হইলে আমরা কেহ কাহাকেও চিনিতে পারি না; ধর্ম্মই পরস্পরকে চিনিয়ে দেয়। ধর্ম্ম না হইলে সংসারে, পরিবারে, মানুষে মানুষে শান্তি থাকে না। ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া আমাদের নানা দুর্গতি হইতেছে। এই ধর্ম্ম হইতে দূরে গেলে স্বামী স্ত্রীতে সদ্ভাব থাকে না; স্বামী স্ত্রীর নামে, পুত্র পিতার নামে অভিযোগ করে, পরস্পরের মধ্যে বিবাদ অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিলে আমরা পরস্পরকে স্নেহ প্রীতি, শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে পারিনা। ধর্ম্মকে না চিনিলে সংসার শান্তির নিকেতন হয় না। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। হে মহা ধনি, হে মহা সংসারী, হে মহা বিষয়ী, যদি সুখে শান্তিতে থাকিতে চাও তবে অচিরাৎ ধর্ম্মকে আশ্রয় কর, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। ধর্ম্ম সকল জীবের পক্ষে মধু; ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। মধুর মধ্যে কত পিপীলিকা প্রাণ দিতেছে। সামান্য মধুর ভাণ্ডে পিপীলিকা প্রাণ অর্পণ করে। ধর্ম্মের জন্য লোকে যেমন মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারে এমন আর কিছুতে নয়। রামমোহন রায় কি কষ্ট পেয়েছিলেন! তবু তাঁহার সকলই ধর্ম্মের জন্য বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন! মধু গন্ধ যেথানে মক্ষিকা পাগল সেখানে।

রামমোহন রায় যখন ছেলে মানুষ, কি এক সুগন্ধ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সকল অতিক্রম করিয়া তিনি পর্ব্বত পার হইয়া চলিয়া গেলেন! তখনও ধর্ম্মের আস্বাদ পান নাই, কেবল আভাস পাইয়াছিলেন। শেষে ধর্ম্মের মধুর স্বাদ পেলেন! কি এমন নিরাকার চিন্ময় অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সন্ধান পেলেন যে, তাঁর আর সংসারের কোন সুখের স্বাদই ভাল লাগিলনা। রামমোহন না হয় অনেক দিনের কথা; সে দিনের কথা বলি। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কি মধুর বাণী শুনিলেন, সে বাণী কেবল ডাকিতে লাগিল, কেবল আয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যতক্ষণ না মধুর মধ্যে ডুবলেন শরীর জীর্ণ শীর্ণ হ'তে লাগ্‌লো। যখন ব্রহ্মমধু পেলেন তখন সর্ব্ব যন্ত্রণার শান্তি হইল।

যদি আত্মাকে অবিকৃত রাখিতে চাও, যদি বাঁচিতে চাও, যদি টাট্‌কা থাকিতে চাও, তবে ধর্ম্ম রূপ যে মধু তাহাতে হে পুরুষ! হে নারী! ডুবে থাকো। যখন বৃশ্চিকে দংশন করে তখন লোকে মধুর প্রলেপ দিতে বলে। এ পৃথিবীতে কত প্রকার দংশন আমাদের শরীর মনকে জ্বালাতন করিতেছে! তখন ধর্ম্ম রূপ মধু আত্মাতে প্রলেপ দাও। মধু মৃতদেহ তাজা রাখে, তাই বৌদ্ধ পুরোহিতদের মৃতদেহ মধুর মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। ধর্ম্মও মানুষকে

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ৬ই ভাদ্র সায়ংকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

তাজা রাখে, তাই ধর্ম্মকে মধু বলা হয়। এ পৃথিবীতে যারা মৃত তারা যদি আরও মৃত হ'তে না চাও, তবে ধর্ম্মকে আশ্রয় কর। ধর্ম্ম যেখানে নাই সেখানে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে না। সংসারে ধর্ম্ম না থাকিলে সংসার ছারখার হইয়া যায়।

আর এক হলাহল উপস্থিত হ'য়েছে রাজনৈতিক আন্দোলন। হিংসাতে ক্রোধেতে কিছু হবে না। যদি দেশকে শান্তিনিকেতন করিতে চাও, তবে ধর্ম্মং চর। আত্মা হইতে এই ধ্বনি উত্থিত হউক, ধর্ম্ম ছাড়া শ্রেষ্ঠ ধন কিছু নাই। এই শ্রেষ্ঠ ধন লাভের জন্ত আমরা সকলে ব্যাকুল হই।

হে পরব্রহ্ম, তোমাকে ভুলিয়া গিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম সুখী হইব। কৈ আমরা ত সুখী হইলাম না? বাহ্য উন্নতির মধ্যে আমরা দিন দিন নানা দুর্গতিতে পতিত হইতেছি। আমাদের আত্মা নানারূপ ক্লেশে ও গ্লানিতে পূর্ণ হইতেছে। তোমাকে না হ'লে জগৎ হইতে হিংসা দ্বেষ কিছুতে যাবে না; নরনারীর মধ্যে তোমাকে দেখিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতে পারিব না। তুমি আমাদিগকে ধর্ম্ম আচরণ করিতে শিক্ষা দাও। হে দুঃখহারী, তুমি জগতের দুঃখ হরণ কর। তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা। তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।

(৭)

দীক্ষিতের নির্য্যাতন—(১)

দীক্ষার পর এক বন্ধু আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ছিল,—"accept my humble congratulation on your declaring the holy resolution of living in your faith before the All-Holy. That is the Kingdom of God * * *" বিশ্বাসানুরূপ জীবন যাপনকে তিনি স্বর্গরাজ্য বলিয়াছেন। বাস্তবিক যিনি বিশ্বাসানুরূপ জীবন যাপন করেন, তাঁহার জীবন সুখ, শান্তি, আনন্দ এবং পবিত্রতায় পূর্ণ থাকে। ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত পুরস্কার এখানে। আমরা এ পথে অগ্রসর হইলাম। পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর ন্যায় দুই চারিজন তাহাতে আনন্দিত হইলেন; কিন্তু অনেকের নিকট তাহা অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিলে কিছু ক্ষতি হইত না; কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। এক সময় নির্য্যাতনে হৃদয় ব্যথিত হইত। এখন মনে হয় ইহাও প্রভুর হাতের আশীর্ব্বাদ। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা নিপীড়িত হইয়াছেন তাঁহারা পৃথিবীতে ধন্য হইয়াছেন। মহৎ জীবনেত আছেই, দীনজীবনেও তাহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নিপীড়ন মানবজীবনে নব নব শিক্ষা আনয়ন করে, হৃদয়ের সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করে এবং আত্মার গৃহে নব আলোকের সঞ্চার করিয়া পরমেশ্বরের নৈকট্য অনুভব করিবার সুযোগ দেয়। তাই বলিতেছি ইহা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ। অহন্তেই বুঝি তাহা তিনি সন্তানের জীবনে বর্ষণ করেন।

ষোড়শীমোহন আরামের পথে চলিয়া যাইতেছিল, কে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া নির্য্যাতনের পথে রাখিল? স্কুল পরিত্যাগ করিয়া পুলিশ-বিভাগে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে ষোড়শীমোহন পুলিশ-ট্রেনিং-স্কুলে শিক্ষালাভ করিবার জন্য কলিকাতা গিয়াছিল। সেখানে এক বন্ধু তাহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজে লইয়া গেলেন। ইহাতে তাহার মন ফিরিল। ক্রমে সুনামখ্যাত পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত (তত্ত্বভূষণ) মহাশয়ের নিকট ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়া কিছু কাল অধ্যয়ন করিল। একদিন এক মেসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাহার মনে হইল পুলিশ-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অকল্যাণকর হইবে। তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিতে হইল। চট্টগ্রামে ফিরিয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় প্রচারক মনোরঞ্জন বাবু চট্টগ্রামে আসিলেন। ষোড়শীমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তখন তাহার অভিভাবক। সে তাঁহার সঙ্গেই বাস করিত। আরও কয়েক জন আত্মীয় এক সঙ্গে থাকিতেন। দীক্ষার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া সকলেই বিরক্ত—অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহাকে ডাকিয়া কৈফিয়ৎ চাহিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, শাসন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই সফলকাম না হইয়া তাঁহারা তাহাকে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের প্রাণ যখন মুক্তি চায়, তখন বাহিরের বন্ধন কি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? ষোড়শীমোহন সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশ করিল। সেই সঙ্গে তাহার অজ্ঞাতসারে আত্মীয় স্বজনের স্নেহের বন্ধনও ছিন্ন হইয়া গেল। দীক্ষিত হইয়া যিনি পরমেশ্বরের বিশ্বাসী ও অনুরাগী সন্তান হইলেন, তিনি পরিবার পরিজনের নিকট ঘৃণিত, অস্পৃশ্য এবং পরিত্যক্ত হইলেন। তাঁহাকে আর গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না।

ভ্রান্ত মানুষ মনে করে নিজেরাই অন্নজলের কর্ত্তা; নিজেরাই অন্নজল গ্রহণ করে এবং বিতরণ করে। বাস্তবিক তাহা নয়, যিনি জীবনদাতা তিনিই অন্নজলবিধাতা। ষোড়শীমোহনের অভিভাবক তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, ভগবান্ তাঁহার কৃপার দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন। পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া কে কখন অন্নাভাবে মরিয়াছে? তিনি ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেন, গৃহহীনকে গৃহ দেন। ষোড়শীর অভিভাবকের আদেশ প্রচারিত হওয়ামাত্রই তাহার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। স্থানীয় ডাক্তার বাবু প্যারীমোহন দাস তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু ইতিমধ্যেই বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয় তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং কিছুদিন সেখানে রাখিলেন। কয়েক দিন প্যারী বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া কিছুকাল পরে ষোড়শী আমার সঙ্গেই আসিয়া রহিল এবং আমার স্কুলে এক শিক্ষকের কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

ইহার কিছুদিন পরে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে কুকীর অত্যাচার নিবারণের জন্য সৈন্য প্রেরিত হয় এবং সেই সঙ্গে সেই নিবিড় অরণ্যে ডাকঘরেরও প্রয়োজন হয়। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয়ের চেষ্টায় ষোড়শীমোহন ৪০৲ টাকা বেতনে পোষ্টমাষ্টার হইয়া লুসাই হিলে চলিয়া যায়। ভগবানের কৃপায় তাহার জীবিকা

উপার্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের সুযোগ হইল এবং বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্ম পালনের সকল বাধা নিরাকৃত হইল। ধর্ম্ম-পথে চলিবার জন্য মানুষ যাহাকে ক্ষুধায় অন্ন দিতে ও গৃহে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিল পরমেশ্বর তাহার জীবনের সুব্যবস্থা করিলেন!

ব্রাহ্মসমাজ এবং ধর্ম্মবন্ধুগণকে ছাড়িয়া দূরে যাওয়াতে ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে অসুবিধা হইল বটে, কিন্তু তপোবনসদৃশ প্রকৃতির মনোহর দৃশ্যের মধ্যে বসিয়া নির্জ্জনে ইষ্টদেবতার পূজা করিবার সুবিধা কিছু কম মূল্যবান্ নয়। সেখানে তাহাকে প্রায় দুই বৎসর থাকিতে হইয়াছিল এবং একবার একাকী চেষ্টা করিয়া সেই নির্জ্জন পর্ব্বতে পরমানন্দে মাঘোৎসব করিয়াছিল; সৈন্যাবাসের সৈন্যগণকে ডাকিয়া কীর্ত্তন এবং ব্রহ্মোপাসনা করিয়া, ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়া পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ সম্ভোগ করিয়াছিল। যোড়শীমোহনের অরণ্যবাস শেষ হইলে সে দেশে ফিরিয়া আসিল এবং ডাক-বিভাগে প্রবেশ করিল, জীবিকা উপার্জ্জনের তাহার আর কোন অসুবিধা রহিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিশচন্দ্র দত্ত।

নানক বাণী

যজ্ঞোপবীত

জনম সাখী অর্থাৎ গুরু নানকের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, যখন তাঁহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর তখন তাঁহার পিতা মেহতা কালু তাঁহার উপনয়নের উদ্যোগ করেন ও তাঁহাদের কুলপুরোহিত পণ্ডিত হরদয়াল মিশ্র সমস্ত সামগ্রীর আয়োজন করেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আত্মীয় স্বজন সমবেত হন। সেই সভায় নানক দেব উপবীত গ্রহণে অস্বীকার করিয়া পণ্ডিত হরদয়ালকে নানা প্রশ্ন করেন ও কথাচ্ছলে নিম্নলিখিত বাণী বলেন। তিনি উপবীত গ্রহণ করিলেন কি না, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে লেখা নাই। তবে অনেকে অনুমান করেন যে, উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন; নতুবা তাঁহার ক্রোধস্বভাবাপন্ন পিতা রক্ষা রাখিতেন না ও সমস্ত সভাসীন আত্মীয়েরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। ইহার পরিবর্ত্তে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ও আহারাদি করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ইহাই লেখা আছে। যাহা হউক গুরুনানকের উপবীত সম্বন্ধে মত তাঁহার বাণীতে প্রকাশিত হইতেছে। এ মত মতেই ছিল; খালসা গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ মতের পোষকতা কোন সমাজ জীবনে নিদর্শিত করে নাই।

মূল

বার আসা

দইআ কপাহ সংতোখ সূত জত গনডী সতবট
এহ জনেউ জীঅকা হঈ ত পাড়ে ঘত
না ইহ তুটে না মল লগে না ইহ জলৈ ন জাই
ধন্ন সু মানস নানকা জো গল চলে পাই
চউকড় মুল অনাইআ বহি চৌকে পাইআ
সিখা কন্ন চড়াঈআ গুরু ব্রাহ্মণ থীআ
উহ মুআ উহ ঝড় পাইআ বেতগা গইআ
লখ চোরীআঁ লখ জারীআঁ লখ কূড়ীআঁ লখ গাল
লখ ঠগীআঁ পহিনামীআঁ রাত দিনস জীঅ নাল
তগ কপাহো কতী ঐ ব্রহমণ বটে আই
কুহি বকরা রিন্ন খাইআ সভ কো আখৈ পাই
হোই পুরাণা সুটীঐ ফির পাঈঐ হোর
নানক তগনতুট ঈ জে তগ হোবৈ জোর
নাই মন্নিঐ পত উপজৈ মানাহী সচ সূত
দরগহ অনদর পাঈঐ তগ এ তুটস পূত
তগ ন ই নদ্রী তগ ন নারী
ভলকে থুক পবৈ নিত দাড়ী
তগ ন পৈরী তগ ন হথী
তগ ন জিহবা তগ ন অখী
বেতগা আপে বতৈ
বট ধাগে অবরাঁ ঘতৈ
লৈ ভাড় করে বী আহ
কঢ কাগল দসে রাহ
সুণ দেখহু লোকা এহ বিডাণ
মন অন্ধা নাউ সুজাণ
সাহিব হোই দইআল কিরপা করে তা সাঈ কার করাইসী
সো সেবক সেবা করে জিসনো হুকম মনাইসী
হুকম মন্নিঐ হোবে পরবাণ তাখসমৈ কা মহল পাইসী
খসমৈ ভাবৈ সো করে মনহু চিন্দআ সো ফল পাইসী
তা দরগহ পৈধা জাংসী

অনুবাদ।

দয়া কাপাস, সন্তোষ সূত্র, সংযম গ্রন্থি, সত্য সূতায় পাক।

হে পুরোহিত! এই উপকরণে প্রস্তুত উপবীত মানবের থাকে ত লইয়া এস।

ইহা ভগ্ন হয় না, ইহাতে মলা ধরে না, ইহা পুড়ে যায় না, ইহা নষ্ট হয় না।

ধন্য সেই মানব! নানক বলেন, যে গলায় দিয়া বেড়ায়।

চার কড়া মূল্যে যে উপবীত আনাইলে, গোময় দিয়া শুদ্ধ স্থানে বসিয়া পরাইলে, কাণে মন্ত্র দিলে, ব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া মানিলে.

পৈতাধারী মরিলে পৈতা পড়িয়া রহিল, জীব বিনাসূত্রে পরলোকে গেল।

লক্ষ প্রকারের চুরি, অপবিত্রতা, মিথ্যা, গালাগালি, লক্ষ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা রাত্রিদিন জীবের সহিত রহিয়াছে।

সেই লোকের জন্য কাপাসের পৈতা প্রস্তুত হয় ব্রাহ্মণ সেই সুতা পাকায়।

ছাগ হত্যা করিয়া, রন্ধন করিয়া খাইয়া, সকলে বলে পৈতা হইল।

পুরাতন হইলে ফেলিয়াও দেয় আবার আর একটা গলায় দেয়।

নানক বলেন যদি সূতার শক্তি থাকিত তবে উহা ছিঁড়িত না।

নাম ধ্যান করিলে গতি হয়, ভগবানের গুণ গানই সত্য পৈতা।

ভগবানের দরবারে এই পৈতা গলায় দিলে এই পবিত্র পৈতা ছিন্ন হয় না।

ইন্দ্রিয়গণের পৈতা নাই, নারীর পৈতা নাই।
পুরুষের দাড়িতে প্রতিদিন সকালে খুতু লাগে।
পায়ের পৈতা নাই হাতের পৈতা নাই।
জিহ্বার পৈতা নাই চক্ষুর পৈতা নাই।
পৈতা বিহীন আপনি বেড়ায়।
সুতার পাক দিয়া অপরকে দেয়।
ভাড়া লইয়া বিবাহ দেয়।
কাগজ বাহির করিয়া পথ দেখায়।
লোকেরা শোনে ও দেখে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার।
অন্তঃকরণে অন্ধ অথচ নামেতে বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত।
প্রভু দয়ালু হইয়া কৃপা করিলে প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন।
যাহাকে আজ্ঞার অনুবর্ত্তী করেন সেই সেবক সেবা করিতে পারে।
আজ্ঞা পালন করিলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বামীর গৃহে স্থান পাইবে।
স্বামীর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিলে মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।
তাঁর দরবারে সম্মানের সহিত যাইবে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

পরলোকগতা কুমারী লীলা রায়।*

• • •

ইংরাজী ১৮৯৬ সনের ২০শে নবেম্বর, বাঙ্গলা ৬ই অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার রাত্রে ভবানীপুরে ৯৮ বেলতলা রোড মাতামহ গৃহে তাহার জন্ম হয়। মাতামহী তাহার নাম পূর্ণিমা রাখিয়াছিলেন। তাহার পিতৃদত্ত নাম লীলা, কিন্তু মায়ের দেওয়া বুলবুল্ তাহার ডাক নাম হইল; আত্মীয় স্বজনের কাছে সে চিরদিন এই নামেই পরিচিত ছিল। • • • স্নেহ ও আদর যেন আলোক ও বাতাসের মত তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, দৈনিক অন্নপানের মত তাহার নিত্যপ্রাপ্য ও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; সেই জন্যই বোধ হয় এ সম্বন্ধে তাহার কোন দিন এতটুকু গর্ব্বও ছিল না।

পাঁচ বৎসর বয়সে লীলা চারিবৎসর বয়স্ক ভ্রাতা অশোকের সহিত একত্র পড়াশুনা আরম্ভ করে। কিছুদিন গৃহ শিক্ষকের কাছে একত্র পড়িয়া লীলার আট বৎসর বয়সে দুই ভাই বোন ডায়োসিসান স্কুলে ভর্ত্তি হয়। এক বৎসর পরে পিতামাতার সহিত যশোহর এবং পরে হাজারিবাগ ও বীরভূম গিয়া গৃহশিক্ষক এবং ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীর নিকট লেখাপড়া ও গান বাজনা শিখিতে থাকে। এই তিন বৎসর কাল পরিবারের পক্ষে বড়ই আনন্দের হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে যখন পাঁচটি ভাইবোন একসঙ্গে বাজনার তালে 'ড্রিল' করিত ও কর্ম্ম ভঙ্গীর সহিত (Musical drill দেখাইত ও action songs) গাহিত; বাহিরের বন্ধুবান্ধবেরাও আসিয়া দেখিতেন এবং আমোদ লাভ করিতেন। সাড়ে এগার বৎসর বয়সে সে কিছু দিনের জন্য বেথুন স্কুলে বোর্ডার হয়, কিন্তু পিতার অবসর গ্রহণের সঙ্গে সকলে কলিকাতা আসিলে আবার ডায়োসিসনে বৎসরকাল দৈনিক ছাত্রীরূপে পড়িতে থাকে। অয়োদশ বৎসর বয়সে তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল। পরবর্ত্তী এক বৎসর সে হাজারিবাগে মাতার সঙ্গে থাকিয়া মাতার নিকট পাঠ ও ওস্তাদের নিকট সেতার অভ্যাস করিয়াছে। চতুর্দ্দশ বৎসর হইতে সে পুনরায় ডায়োসিসানে পড়িতে আসিল। এখানে তিন বৎসর আড়ম্বরহীন অধ্যবসায়ের সহিত সে অধ্যয়নে রত ছিল। এই তিন বৎসরের অধিকাংশ কালই 'বোর্ডার' রূপে এবং মাঝে কিছুকাল দৈনিক ছাত্রীরূপে কাটাইয়াছে। এই সময়ে সে যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তাহা নহে, পিয়ানো বাজনায় ট্রিনিটী কলেজের পরীক্ষা দিবার জন্য তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সে যথাক্রমে উহাতে জুনিয়ার, ইণ্টারমিডিয়েট এবং সিনিয়ার পরীক্ষাগুলিতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। তৎকালে মাননীয়া শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী কর্ত্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতসঙ্ঘেও তাহাকে সেতার শিখিতে যাইতে হইত। ভাল বাজাইতে পারিত বলিয়া নানা উপলক্ষে Sister Mary Victoriaর সঙ্গে এবং সঙ্গীত সঙ্ঘের ছাত্রীগণের সহিত তাহাকে নানা স্থানে বাজাইতে যাইতে হইয়াছে। পরে জানিতে পারিয়াছি, কোন কোন দিন সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত, বিশ্রাম তো পায়ই নাই, অনাহারে বা অল্পাহারেও থাকিতে হইয়াছে। এই সময়ে তাহার স্কুলের 'প্রোগ্রেস রিপোর্ট বুক' (Progres Report Book) তাহার মনোযোগ, অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতার প্রশংসায় পূর্ণ ছিল।

এখন মনে হয় কলিকাতার মত স্থানে থাকিয়া স্কুলের খাওয়া খাইয়া অত পরিশ্রম তাহার সহ্য হয় নাই। বার তের বৎসর পিতামাতার কোলে অতি যত্নে লালিত হইয়া নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা সে অন্য কাহাকেও বলিতে শিখে নাই, কারণ বলিবার আবশ্যকতাই হয় নাই। কলিকাতায় সে নীরবে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছে এবং তাহাতেই হয়তো অজ্ঞাতসারে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া থাকিবে।

১৯১৩ সনের এপ্রিল মাসের শেষে অশোকের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাহার মাতৃষ্বসা তাহাকে লইয়া হাজারিবাগ আসেন। ভ্রাতার রোগশয্যার পার্শ্বে ভগিনীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি, আর অক্লান্ত হাতে পাখার ব্যজন এখনও চক্ষে আমার ভাসিতেছে। আশৈশব সঙ্গী, সহপাঠী সহোদরের মৃত্যুতে তাহার কোমল প্রাণে বড়ই লাগিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে সে কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ করে নাই।

এই বৎসরের শেষভাগে আমি কলিকাতায় আসিলাম এবং লীলা আমার কাছে আসিল। ১৯১৪ সনে সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে ১৯১৫ সনের মে মাসে তাহার একটু একটু জ্বর ও কাসি দেখিয়া রোগ সন্দেহ করা গেল। চারি মাস পরে রোগ ধরা পড়িল। পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর রোগের সহিত সংগ্রামেই কাটিয়াছে।

প্রথম আক্রমণের পর চিকিৎসা ও স্থান পরিবর্ত্তনে রোগ অদৃশ্য হইল। ছয় মাস পুরুলিয়া ও সাত মাস সিমলা পাহাড়ে বাস করিয়া যখন কলিকাতা ফিরিয়া আসা গেল, তখন সম্পূর্ণ সুস্থ কন্যা লইয়া আসিয়াছি মনে করিলাম। কিন্তু সে কলেজে গিয়া

---

* মাতা শ্রীযুক্তা কামিনী রায় লিখিত ও ব্রাহ্মবাসরে পঠিত।

আবার পড়া আরম্ভ করিতেই স্বাস্থ্য পুনরায় ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিল। আবার তাহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ হইল। কিন্তু তাহার ভাইদের কলিকাতায় ফেলিয়া, তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া মাতা কেবল তাহাকে লইয়া থাকিবেন, এ চিন্তা তাহার অসহ্য হইল। তখন তাহার ভাইদের কলিকাতা রাখা শ্রেয়ঃ নহে, এই কথা বলিয়া তাহাকে হাজারিবাগ যাইতে সম্মত করা গেল। কিন্তু যেখানেই সে গিয়াছে একটু সারিয়া উঠিলেই I. A. পরীক্ষা দিবার জন্য পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, পড়িতে না দিলে অত্যন্ত অসুখী হইয়াছে। তাহাতেও স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা ছিল বলিয়া দুইজন অধ্যাপকের নিকট তাহাকে কিছু কিছু পড়িতে দেওয়া হইয়াছে।

দেড় বৎসর হইল চিকিৎসকের ইচ্ছানুসারেই তাহাকে আবার কলিকাতা আনিয়া রাখা হয়। সে গত মার্চ্চ মাসের I. A. পরীক্ষা দিবার জন্য পূজার ছুটীর পর হইতে আবার পড়িতে আরম্ভ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠায়। অনুমতিও আসিয়াছিল। এ দিকে প্রত্যহ জ্বর হইতেছে দেখিয়া জানুয়ারী মাসে ডাক্তার তাহাকে পুরী লইয়া যাইতে বলেন। আর পরীক্ষা দেওয়া হইবে না বলিয়া, ব্যর্থচেষ্টার গভীর বেদনা হৃদয়ে লইয়া বালিকা গত ১২ই মাঘ অতি বিষণ্ণ চিত্তে পুরী যাত্রা করিল। সেখানে গিয়া জ্বর অত্যন্ত বাড়িল, সে একেবারে শয্যাশায়িনী হইল। আড়াই মাস পরে তাহাকে কলিকাতা লইয়া আসিলাম; কিন্তু সে আর একদিনের জন্যও শয্যা ত্যাগ করিতে পারিল না। রোগযন্ত্রণাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার ভগিনী যামিনী তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য দূর বেরার প্রদেশ হইতে ছুটী লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার অক্লান্ত শুশ্রূষার গুণে এক একবার একটু আরোগ্যের আশা হইতে লাগিল। কিন্তু চিকিৎসকের চিকিৎসা, স্বজনগণের ব্যাকুল স্নেহ ও পরিচর্য্যা, চিন্তা চেষ্টা, অর্থ সামর্থ্য সমুদয় ব্যর্থ করিয়া রোগ ও মৃত্যু জয়লাভ করিল। গত ২১শে জুলাই রাত্রি ৯টা ৭ মিনিটের সময় তেইশ বৎসর আট মাস বয়সে দেহপিঞ্জর শূন্য করিয়া 'বুল্‌বুল্‌' পাখী উড়িয়া পলাইল। সারাটি দিন সে বলিতেছিল—"মাসী মা কখন শেষ হইবে?—বলুন, কখন শেষ হইবে? আমি যে আর পার্‌ছি না! শান্তি দিন।" সে যে শান্তি লাভ করিয়াছে, ইহাই শোকে একটু সান্ত্বনা।

* * * * *

রোগযন্ত্রণার সময় সে আর্ত্তনাদ করে নাই, মুখটি বুজিয়া যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে; কেবল তাহার চক্ষের দৃষ্টি, তাহার মুখের ভাব, তাহার কম্পিত ওষ্ঠ ও কণ্ঠ তাহার ভিতরকার কষ্ট প্রকাশ করিয়াছে। সে কাসির শব্দ ও নিশ্বাসের টান প্রাণপণ চাপিয়া রাখিয়াছে; যখন সেটা সম্পূর্ণ গোপন করা অসম্ভব হইয়াছে, তখন নিতান্ত আপনার লোক ছাড়া কাহাকেও কাছে আসিতে দেয় নাই। বাহিরের সহানুভূতি বা সান্ত্বনা-বাক্যের জন্য সে লালায়িত ছিল না।

তবু যে কেহ যে কোন সময়ে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই তাহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য, গৌরব ও একটু অসাধারণত্ব স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। তাহার সরলতা ও পবিত্রতাপূর্ণ হাসিভরা উজ্জ্বল মুখখানির স্মৃতি অনেকের মনেই মুদ্রিত আছে। অনেকেই এ কথা লিখিয়া পাঠাইতেছেন।

সৌজন্য ও আতিথেয়তা দ্বারা সে সম্পর্কিত নিঃসম্পর্কিত সকলেরই প্রিয় হইত। এতদ্ভিন্ন তাহার ভিতরে এমন কিছু ছিল যাহাতে সে সকলের স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। সে দিন একজন বলিতেছিলেন যে, তাহার উপরে যেন মহত্ত্বের একটা সুস্পষ্ট ছাপ (an unmistakable stamp of nobility) ছিল। তাহার সহপাঠিনীরাও ইহাই বলিতেছেন।

স্কুল কলেজে সে তাহার দরিদ্রতম সহপাঠিনীর চেয়েও সাদাসিধা বেশভূষা করিত এবং আহার সম্বন্ধে যাহাতে কোন তারতম্য লক্ষিত না হয়, সে বিষয়ে সাবধান থাকিত। সেইজন্য প্রথমতঃ অনেকে তাহাকে দরিদ্র বলিয়াই জানিত। পরে তাহার পিতৃমাতৃ-পরিবারের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছে। উপরের শ্রেণীর কোন কোন ছাত্রী উপযাচিকা হইয়া তাহার সহিত আসিয়া পরিচিত হইয়া বলিয়াছেন, দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম তুমি যে সে ঘরের মেয়ে নও। আমার যদি সহজাত আভিজাত্য কিছু থাকে তবে ইহার ভিতরে তাহা ছিল।

যাহাকে লোকে ভাল মানুষটি বলে আমার কন্যাটি সে রকম ছিল না। যে চক্ষুঃ প্রায় সর্ব্বদাই হাসিতে উজ্জ্বল থাকিত, অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার দেখিলে তাহা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিত। পরের মনে ব্যথা দিবার ভয়ে যে সাধারণতঃ সাবধানে কথা কহিত, সময় বিশেষে সে অপ্রিয় সত্য বলিতে দ্বিধা করিত না।

ভ্রাতা অশোকের সঙ্গে সে যখন ডায়োসেসান স্কুলের কিণ্ডার গার্টেন ক্লাসে পড়িত, একদিন শিক্ষয়িত্রী ভুল ধারণা হইতে নির্দ্দোষ অশোককে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি দেন। ইহাতে অশোক কাঁদে নাই, কিন্তু সে কাঁদাকাটি করিয়া এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত করে। আরও একদিন নির্ব্বাক্ অশোক অযথা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়। ইহাতে সে রাগ করিয়া একেবারে স্কুল হইতে বাহির হইয়া, একলা রাস্তা হাঁটিয়া বাড়ী চলিয়া আসে, বলে "এমন স্কুলে আমি প'ড়্‌ব না। মা আমাদের মিথ্যা কথা বল্‌তে মানা করেছেন, আমরা কখন মিথ্যা কথা বলি না।"

এখানে বলা উচিত যে, কিছুকাল পরে সংসর্গগুণে বা যে কারণেই হউক সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে তাহার মতের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যে মিথ্যা কথা বলিলে ক্ষতি হয় না বরং কোন ব্যক্তির উপকার, তাহা বলিতে কি দোষ? যে সত্য কথা বলিলে কাহারও অপকার, তাহা না বলাই ভাল কি না?—এই প্রশ্ন তাহার বালিকা হৃদয়কে অনেক দিন আন্দোলিত করিয়াছে।

এটা ভাল, ওটা মন্দ বলিয়া নামতা মুখস্থ করার মত তাহাকে কিছু শিখান যাইত না। সে নিজে যতক্ষণ না বুঝিয়াছে ততক্ষণ কোন সত্যই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু বুঝিবার জন্য আগ্রহ থাকাতে বুঝিতে খুব বিলম্ব হয় নাই। কি নীতি, কি ধর্ম্মমত সম্বন্ধে, কি পড়াশুনা কি শিল্পচর্চ্চায়, কোন কিছুই সে কেবল পরের ইচ্ছা বা নির্দ্দেশ মত গ্রহণ করিতে পারিত না। স্বাধীনতার প্রতি তাহার এক প্রবল আকর্ষণ ছিল। ভিতর হইতে গড়িয়া উঠাই তাহার স্বভাব ছিল।

বসন ভূষণ সম্বন্ধেও কৈশোর বয়স হইতে সে আত্মরুচিরই অনুসরণ করিয়াছে। সে রুচি সর্ব্বথা মার্জ্জিত, বাহুল্যবর্জ্জিত, ও আড়ম্বরের বিরোধী ছিল। স্বর্ণালঙ্কার সে বোঝা মনে করিত, রঙীন্ ও রেশমী শাড়ী সে ভালবাসিত না। সূক্ষ্ম সূতার দেশী তাঁতের, সুন্দর পাড়ওয়ালা শুভ্র শাড়ী তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল।

* * *

অতি অল্প বয়সে গাছপালার প্রতি তাহার অনুরাগ জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছি, একটু উদ্ভিদ্‌বিষয়ক জ্ঞান তাহাকে দিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। ইদানীং স্বেচ্ছায় সে I. A. পরীক্ষার জন্য উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany) লইয়াছে এবং তাহা শিখিবার জন্য যত্ন করিয়াছে।

তাহার শৈশব হইতে তাহাকে সেলাই শিখাইবার জন্য চেষ্টা করা গিয়াছে, শিখিতে চাহে নাই বলিয়া শিখান যায় নাই। গত বৎসর কিছুকাল রোগের জন্য যখন পাঠ স্থগিত রাখিতে হয়, তখন সে আগ্রহের সহিত পেন পেইন্টিং (Pen-painting) ও সেলাই শিখিতে থাকে ও অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করিয়া ফেলে। সে যখন যাহা করিত সমস্ত মন দিয়া খুব বেশী রকমই করিত। তাই যাহা কেবল চিত্তবিনোদনের উপায়রূপে গৃহীত হইত তাহাও ক্রমে পরিশ্রমের ব্যাপার হইয়া উঠিত। তবু কিছু করিতেছি মনে করিয়া সে কতকটা শান্তি লাভ করিত। সম্পূর্ণ শান্তি পাইত না; কারণ, তাহার মনে হইত তাহার জন্য বড় বেশী ব্যয় হইতেছে। সে যে ভ্রাতাদের সহিত পিতৃসম্পত্তির তুল্যাধিকারিণী এ কথা জানিয়াও নিজের জন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যয় দেখিলে সঙ্কুচিত হইত। ভয় হইত ভ্রাতাদের শিক্ষার জন্য পাছে মাতাকে বিব্রত হইতে হয়।

তাহার মাতৃভক্তি অতি গভীর ছিল; তাহা কাজে যত প্রকাশ পাইত কথায় তত নহে। তাহার নিজের মতানুসারে চলিবার চেষ্টা কখনো অবাধ্যতার মত দেখাইত, তাহাতে ভিতরে ভিতরে সে কষ্টই অনুভব করিত। মাতাকে সুখী করিবে, তাঁহাকে সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচাইয়া নিজেই তাহা বহন করিবে, ইহাই বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। বস্তুতঃ আবশ্যক হইলে সে অতি দক্ষতার সহিত গৃহ সংসার চালাইয়া একাধিকবার আপনার যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে। পুরী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর সপ্তাহকাল তাহার স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হইতেছিল। তখন বলিল, "মা আমি যদি এবার ভাল হই, আর তোমাকে ঘরকন্না করতে দিবনা, আমি সংসার দেখ্‌ব, তুমি কেবল লিখ্‌বে আর পড়্‌বে।" ইহাতে নিজের অধ্যয়ন বিষয়ে নিরাশা এবং মাতার জন্য কিছু করিবার আকাঙ্ক্ষা দুইই বুঝিতে পারিলাম, দুঃখের মধ্যেও আনন্দ পাইলাম।

মৃত্যুর পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে একদিন যখন তাহার মাসীমা ছাড়া আর কেহ কাছে ছিলেন না, তখন বলিল,—মাসী মা, আপনি আমার একটি কথা রাখ্‌বেন বলুন।" মাসী মা বলিলেন, "আগে বল, তবে তো অঙ্গীকার করিতে পারি।" "আমার মাকে আমি আপনার হাতে দিয়া গেলাম; আপনি তাঁকে কাছে কাছে রাখ্‌বেন আর দেখ্‌বেন।"

একটি বিষয়ে সে মাতার অনুরোধ সকল সময়ে রক্ষা করে নাই; সে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিল ও রোগের আরম্ভে ঔষধ পথ্য গ্রহণে বড়ই অবহেলা করিয়াছে। নিয়মিত ঔষধ পথ্য সেবন ও পাঠাদি পরিশ্রম বর্জ্জন করিয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস করিলে রোগকে চাপা দিয়া রাখা যায় এবং এরূপ না করিলে যে ভয়ানক বিপদ্ ঘটে তাহা জানিলে বোধ হয় সময়ে সাবধান হইত; কিন্তু না ভুগিয়া জানা সম্ভব ছিল না; সে পরের কথা মানিয়া লইতেও পারিত না। যখন জানিল তখন রোগ চিকিৎসার অতীত। অতঃপর রোগ প্রতীকারের জন্য বা প্রতিরোধের জন্য যাহা কিছু করিয়াছে, কেবল মাতার কথা স্মরণ করিয়াই করিয়াছে। বলিত—"এতটা তোমার জন্যই করি, নইলে এ রকম করে বেঁচে কি সুখ ?" মৃত্যুকে তাহার ভয় ছিল না, বরং নিষ্ক্রিয়, অসুস্থ জীবনই এক বিভীষিকা ছিল; কিন্তু তাহার মাকে শোকের মধ্যে একলা ফেলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া তাহার জন্য ভাবনা হইত। অসুখের মধ্যে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছে, "আমার দ্বারা মার সেবা হইল না, আমি মার সেবা লইলাম!"

সে জানিত আমি মাঝে মাঝে, বিশেষ রাত্রিকালে, পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাই। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেও বলিয়াছে, "মা, তুমি একটু আমার বিছানায় এস না, আমি তোমার পা টিপিয়া দিই।" নিজের উঠিবার সাধ্য ছিল না, তাই মাকে নিজের বিছানায় যাইবার অনুরোধ। রাত্রি জাগরণের পর দিনে কিছুক্ষণের জন্য আমি একটু নিদ্রা যাই এই তাহার প্রতিদিনের অনুরোধ ছিল। তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া নিদ্রাকর্ষণ না হইলেও কোন কোন দিন অল্পক্ষণ চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকিতাম, সে ততক্ষণ কষ্টে কাসি চাপিয়া থাকিত, আমি চোখ খুলিয়া চাহিলেই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিত "আমি বুঝি ঘুম ভেঙ্গে দিলাম ?"

ভয় জিনিষটা তাহার মধ্যে ছিল না। কি মানুষের ভয়, কি পশুর ভয়, কি রোগ বা মৃত্যুর ভয়। সংক্রামক রোগ হইয়াছে জানিয়াও রোগীর কাছে গিয়া বসিতে ভীত হইত না। নিষেধ করিলে বিরক্ত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্যায় দেখিলে গুরুজনকেও প্রিয় সত্য বলিতে ভীত হয় নাই। গৃহে স্কুলে ও কলেজে তাহার বহু পরিচয় দিয়াছে। নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও এক দিনের জন্যও কাতরতা প্রকাশ করে নাই? চলিত ভাষায় যাহাকে ন্যাকামি বলে সেটা এবং এক রকম বিহ্বলতা ও কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা যাহাকে ইংরাজীতে Nervousness বলে বিপদ্ আপদে তাহাও তাহাতে লক্ষ্য করি নাই।

পশুজাতির প্রতি তাহার আশ্চর্য্য স্নেহ ও সহানুভূতি দেখিয়াছি। তাহাদের সুখ দুঃখ ও অভাব আশ্চর্য্য রকমে বুঝিত। এক এক দিন ঘোড়া ঘাস খাইতেছে না দেখিয়া বলিয়া উঠিত—রাত্রে ওকে জল দেয় নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে তাহার অনুমান ঠিক্। এই ঘোড়াটির কোনরূপ অযত্ন হইলে সহিস কোচোয়ান যথেষ্ট শাসিত ও তিরস্কৃত হইত। সেইজন্য তাহারা গৃহস্বামিনী হইতে তাহার এই কন্যাটিকে অধিক ভয় করিয়া চলিত।

শৈশব হইতে সে ও অশোক নির্জনে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইত।

কয়েক বার পড়িয়া গিয়া বিপন্নও হইয়াছে। পশুদের সম্বন্ধে গল্প করিতে গেলে সে তাহাদের ভঙ্গী ও স্বরের সুন্দর অনুকরণ করিত। এই জন্য তাহার মুখে পশুদের কথা শুনিতে বড় ভাল লাগিত।

তাহার একখানি স্ক্রাপবুক (Scrap Book) আছে। বহুকাল ধরিয়া সে নানা ইংরাজী মাসিক পত্রিকাদি হইতে সুন্দর সুন্দর ছবি সংগ্রহ করিয়া ইহাতে লাগাইয়াছে। ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক মানুষের নানা ভাব ও অবস্থার ছবি তো ইহাতে আছেই, বন্য ও গৃহপালিত পশু পক্ষীর, বিশেষ মানুষের সঙ্গে একত্রিত পশু পক্ষীর বহু চিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। বরং ঐরূপ চিত্র সংখ্যাই বেশী। এ গুলির বিশিষ্টতা মানবের সহিত পশু পক্ষীর এক আত্মীয় ভাবের প্রকাশে। এই সংগ্রহ ব্যাপারেও সংগ্রহকারিণীর পশু পক্ষীর প্রতি অসাধারণ স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহার সহিত বালিকার একটু সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছে ও সহানুভূতির আদান প্রদান চলিয়াছে সে তাহাকেই এই Scrap Book দেখাইত। আমি এই বই খানিকে উহার treasure বা ধনরত্ন বলিয়া কতবার পরিহাস করিয়াছি।

গৃহপালিত জন্তুদের সে ভাই বোনদের চেয়েও বেশী ভালবাসে বলিয়া তাহাকে কতবার আমি তিরস্কার করিয়াছি। সে কত বার অপরের পরিত্যক্ত নিরুদ্গতপক্ষ কপোতশাবক কুড়াইয়া আনিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সে আপনার ভিতরে রুগ্ন ভগ্নদের প্রতি এত দয়া অনুভব করিয়াছে, ভগবান কেন সেরূপ করেন না এই বিষম সমস্যা তাহাকে রোগ শয্যায় বড়ই কষ্ট দিয়াছে। বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে "তোমার কি মনে হয় মা?" এতদিনে কি সে সমস্যার উত্তর সে পায় নাই?

পশু বশ করিবার একটি শক্তি তাহাতে ছিল। বাড়ীর একটা দুষ্ট ঘোড়াকে সে বেশ বাধ্য রাখিয়াছে। ভড়কাইলে বা হঠাৎ ছুটিয়া পলাইলে সহিস যখন ধরিতে পারে নাই, সে অতি সহজে ধরিয়া আনিয়াছে। গাড়ী লইয়া এই ঘোড়া লাফালাফি করিলে দুইবার সে সাহস ও ক্ষিপ্রতার সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়া ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া তাহাকে অন্যদিকে ঘুরাইয়া থামাইয়া দিয়াছে। একবার হাজারিবাগে,— সে তখন চৌদ্দ বৎসরের বালিকা—আর একটু বিলম্ব হইলেই তাহার মাতা ও ভ্রাতাদের শুদ্ধ গাড়ী নালার মধ্যে বড় বড় পাথরের উপর পড়িয়া চূর্ণ হইত এবং আরোহীদের প্রাণসংশয় হইত। আর একবার গতবৎসর কলিকাতার ধর্ম্মতলা রোড ও ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটের মোড়ে। একখানা ট্রাক সোজা যাইতে যাইতে হঠাৎ অতর্কিতভাবে ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটে একেবারে আমাদের গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। ঘোড়া ভয় পাইয়া পশ্চাতে ঘুরিয়া পড়ে এবং আর সম্মুখে যাইতে চাহে না। গাড়ী লইয়া ভয়ঙ্কর লাফালাফি করিয়া গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করে। স্থিরবুদ্ধি কন্যা গিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিল এবং সহিসকে জোত খুলিয়া দিতে বলিল। গাড়ীখানি রক্ষা পাইল।

এই ঘোড়া বিক্রয় করিবার সময় তাহাকে জানান হয় নাই। যাহারা বেশী খাটাইবে এমন লোকের কাছে ঘোড়া বিক্রয় করিতে তাহার ঘোর আপত্তি ছিল। অথচ ক্রেতা কি রকম লোক, নিষ্ঠুর কি দয়ালু, কলিকাতার মত বৃহৎ নগরে সে খবর লইয়া ঘোড়া বিক্রয় করা সহজ কর্ম্ম নয়। সে বলিত নিষ্ঠুর লোকের কাছে বিক্রয় না করিয়া ওটাকে গুলি করিয়া ফেলাই দয়ার কাজ। একটা জীবিত জন্তুকে হত্যা করাটাই আমাদের কাছে গর্হিত মনে হইতেছিল। আমাদের চিরাগত সংস্কারের অধীন যে সে ছিল না, তাহা অনেক বিষয়েই লক্ষ্য করিয়াছি।

আর লক্ষ্য করিয়াছি তাহার জ্ঞানস্পৃহার সহিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সহিষ্ণুতা এবং অপরের জন্য চিন্তা। জ্ঞানার্জ্জনের ইচ্ছা প্রবল ছিল বলিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য পাঁচ বৎসর ধরিয়া বার বার পাঠ আরম্ভ করিয়াছে এবং রোগের জ্বালায় ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। এই বৃথা চেষ্টায় তাহার রোগ বাড়িয়াছে আয়ুঃ হ্রাস হইয়াছে।

সে কি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত নীরবে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহা যে দেখিয়াছে সেই বিস্মিত হইয়াছে। জানি না এ ধৈর্য্য সে কোথায় পাইয়াছিল।

এই রোগের মধ্যে সে অপরের সুখদুঃখ সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না। যখন তাহার শ্বাসকষ্ট দেখিয়া অন্যে অশ্রুমোচন করিয়াছে সে তখনও বার বার বলিয়াছে, "মাকে একটু শুতে বলুন, মার রাত্রে ঘুম হয় নাই।" "মাসী মা আপনার ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, খেতে যান।" "দাদা, তোমার হাত ব্যথা করাচ্ছি না তো?"—ডাক্তারকে ও অভ্যাগতদের আম খাইতে দেওয়া হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিত। গত বৎসর দেখিয়াছি, ডাক্তারকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই অন্য দিক্ দিয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় গিয়া তাঁহার জলযোগের আয়োজন করিয়াছে।

তাহার আশৈশব স্বাদেশিকতার কথা বলিতে গেলে কথা বড় দীর্ঘ হইবে। কেবল বলিয়া রাখি যে, তাহার হৃদয় দেশপ্রীতিতে এবং দুর্ব্বল ও অত্যাচরিতের প্রতি সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল। সে কথাও অল্প লোকেই জানিত।

বলবুল বাল্যাবধি অনেক ছোট বড় গল্প, আখ্যায়িকা, উপন্যাস ও কবিতা পাঠ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে হাস্যরসোদ্দীপক গল্প, প্রবন্ধ ও চিত্র তাহার বিশেষ আমোদ বিধান করিত। নিজে পাঠ করিয়া আমাকে পঠিত বিষয়ের রসাস্বাদন করাইবার জন্য সে সর্ব্বদা ব্যস্ত হইত। অপ্রত্যাশিত, অসংলগ্ন ও অযৌক্তিকের ভিতরে যে হাস্যরসটুকু আছে সকলে তাহা উপভোগ করিতে জানে না। প্রকৃত জীবনের কঠোর দুঃখ দৈন্য ও জটিলতার মধ্যে যে একটি করুণ রসের ধারা প্রবাহিত তাহা এই তরুণীর দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তাহার কৈশোর বয়সের দুইখানি প্রিয় পুস্তকের নাম উল্লেখযোগ্য। একখানি Adelaide Anne Proctor's *Lyrics & Legends* অপর Beatrice Harraden's Sheps that Pass in the Night. শেষোক্ত খানি আমি তাহাকে তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে উপহার দিয়াছিলাম। সে এতকাল উহা যত্নে সংরক্ষণ করিয়াছে এবং বহুবার পাঠ করিয়াছে; উহা অনুবাদ করিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। নিয়তির অথবা রোগের প্রতিকূলতায় জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানবিতরণের আশায় নৈরাশ্য, প্রবল কর্ম্মোৎসাহের নিরসন, কেবল অপরের কল্যাণেচ্ছা

ও পরের সহিত সহানুভূতির প্রসারতালাভ এবং অবশেষে অকাল-মৃত্যু, এই সমুদয় বিষয়ে গ্রন্থের নায়িকার সহিত এই জীবনখানির এমন সাদৃশ্য ঘটিবে তাহা কেহ জানিতাম না। সাতবৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তকের Success and Failure (সিদ্ধি ও ব্যর্থতা) নামক রূপক অংশ টুকু তাহাকে দিয়া অনুবাদ করাইয়াছিলাম। পেন্সিলে লেখা সে অনুবাদ তাহার একখানিপুরাতন খাতায় রহিয়া গিয়াছে।

তাহার মনে মনে সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল। অতি অল্প বয়সেই ছোট ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দুই একটি এখনও খাতায় লুকায়িত আছে কিন্তু এ জীবনে তাহার কোন অভিলাষই পূর্ণ হইল না। এত আশা ও আকাঙ্ক্ষা যে দেহের সঙ্গে সঙ্গেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে ইহা বিশ্বাস হয় না। যে সকল সদ্গুণ ও শক্তি ইহলোকে সবেমাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল পরলোকে তাহা নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত ও ফলফুলে শোভিত হইবে।

প্রেরিত পত্র।

[পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,—

বিগত ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে আমার যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই উত্তর রূপে প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একখানি পত্র বিগত ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আমার প্রশ্নের উত্তরদাতা সে পত্রে প্রকাশিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া উত্তরদাতা আরও নূতন প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন। আমার মনে হয় এই পত্রের উত্থাপিত বিষয় সকলের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কারণ, পত্রের কোন কোন কথায় ব্রাহ্মসমাজের মূলসত্য এবং প্রচলিত মতসকলের প্রতিকূলতা আছে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক, ধীরেন বাবুর মায়াবাদবিষয়ক প্রবন্ধগুলি যদি স্বতন্ত্র ভাবে পুস্তিকার আকারে বা অন্য পত্রিকা বা পত্রে প্রকাশিত হইত, তাহাতে আমার কিছুই বলিবার প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন হইত না। দার্শনিক মত নানা দেশে নানা প্রকারের আছে। তাহাতে নানাবিধ মতও ব্যক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। সে সকলের বাদ প্রতিবাদের ইচ্ছা বা শক্তি আমার নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে যে পত্র বা পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যাহা সমাজের মত সকলের প্রকাশের যন্ত্ররূপেই পরিচিত, তাহাতে যদি ব্রাহ্মসমাজের মূলমত বা প্রচলিত মতসকলের বিরোধী কিছু প্রকাশিত হয়, তবে সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকাটা সঙ্গত মনে হয় না। তত্ত্বকৌমুদীতে যে সব প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার শিরোভাগে লেখা থাকে—"পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।" তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, প্রবন্ধলেখকের নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলেও তাহা যখন সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান লাভ করে তখন সে সকলের জন্য সম্পাদক দায়ী। সম্পাদকের দায়িত্বে যাহা তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয় তাহাকে ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। এজন্য যে সব প্রবন্ধকে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত তত্ত্বসমূহের প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়, বাধ্য হইয়া সময় সময় সে সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এরূপ আলোচনা বিতণ্ডা (মিথ্যা বিচারাদি) নামে অভিহিত হইলেও অনন্যোপায় হইয়াই এ অপ্রীতিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। আবার সেইরূপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে হইল। অপ্রীতিকর হইবে বলিয়া এ কার্য্য হইতে বিরত হইলে, তাহাতে কর্ত্তব্যের হানি হয়।

"মায়াবাদ—ব্রহ্মের সঙ্গে জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ" নামক প্রবন্ধের "ব্রহ্মের দিকে দেখ তিনি একান্ত ব্রহ্ম নন – নরনারায়ণ" এই নির্দ্দেশকে ব্রাহ্মসমাজের মূলমতের প্রতিকূল বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল—এবং এখনও হইতেছে। এরূপ মনে হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"ব্রহ্ম একান্ত ব্রহ্ম নহেন অর্থাৎ তিনি একান্ত শুদ্ধ নহেন, একান্ত জ্ঞান নহেন...তিনি নরের মত জ্ঞান, অজ্ঞান, শুদ্ধতা অশুদ্ধতা...প্রভৃতি সমন্বিত মিশ্র কিছু। উক্ত উক্তির ইহাই কি তাৎপর্য্য?" এরূপ মনে হইবার এবং জিজ্ঞাসা আসিবার হেতু ত সহজেই বুঝা যায়। 'ব্রহ্ম একান্ত ব্রহ্ম নহেন' যদি হয় তবে ত বলিতেই হয়—ব্রহ্মস্বরূপ যাহা তিনি একান্ত তাহা নহেন। অর্থাৎ তিনি একান্ত শুদ্ধ নহেন, একান্ত জ্ঞান নহেন ইত্যাদি। ইহার সঙ্গে তিনি একান্ত অনন্ত নহেন, তাহাও লিখা উচিত ছিল, তাহা কেন লিখি নাই এখনও তাহা মনে পড়িতেছে না। তবে বলা যাইতে পারে ব্রহ্মের সব স্বরূপের কথা ত সে স্থলে লেখা হয় নাই। অনন্তস্বরূপের কথাও সেই ভাবেই হয় ত উল্লেখ করি নাই। সে যাহা হউক—আমার প্রশ্নের উত্তরদাতা এ স্থলে লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বাপর দেখিলেই কোন দ্বিধার কারণ থাকে না কি অর্থে আমি উহা বলিয়াছি। স্বকপোলকল্পিত অর্থের কোন প্রয়োজন হয় না। এই স্থানের অর্থ—অসীম কেবল অসীম নন, সসীমও কেবল সসীম নয়। অসীম কেবল অসীম হইলে তিনি হইতেন শূন্যগর্ভ।" মায়াবাদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে যদি এই ভাবই ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলিতে হইতেছে যে, এই নির্দ্দেশও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যের প্রতিকূল। কারণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে ব্রহ্মকে অনন্ত বা অসীমই বলা হইয়াছে। এ স্থলে 'একান্ত' কথার পরিবর্ত্তে 'কেবল' কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 'একান্ত' কথাই ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল। যিনি অসীম—তাঁহাকে একান্ত (কেবল) অসীম না বলিলে বলিতেই হইবে এরূপ নির্দ্দেশ দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ত বা অসীম স্বরূপের হানি করা হয়। সুতরাং এরূপ উক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যের প্রতিকূল। সহজ বুদ্ধিতেও এই সিদ্ধান্ত হয় যে, যিনি অসীম তিনি একান্ত বা কেবল অসীম না হইয়া কিরূপ হইতে পারেন? অসীম ত অসীমই। তিনি কেবল অসীম নহেন বলিলে তাহাদ্বারা কি যে ব্যক্ত করা হইল তাহা ত বুঝা যায় না। আবার ইহাও বলা হইয়াছে—

"অসীম কেবল অসীম হইলে। ...
শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন প্রাচীন ঋষিসমাজও—ব্রহ্মকে অসীম বা অনন্তস্বরূপ রূপে অভিহিত করিয়া কি তাঁহাকে শূন্যগর্ভ করিয়া তুলিয়াছেন? অসীম, কেবল অসীম হইলে যদি তাঁহাতে শূন্যত্ব বাস করে, তাহা হইলে তাঁহার অসীমত্ব ও কেবলত্বকে বিদায় করিয়া দিলেই কি তাঁহার শূন্যত্ব চলিয়া যাইবে?

তৎপরে পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—"যাঁহারা শূন্যবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা ঠিক্ ঐ পথেই গিয়াছিলেন—এ পথের পথিক সকলকেই শূন্যে পৌছিতে হয়।" এ কথার বিশদ অর্থবোধ হয় এই যে, যাঁহারা ব্রহ্মকে অসীম (কেবল অসীম) বলিয়াছেন, তাঁহারা শূন্যবাদে গিয়া পৌছিয়াছেন। শূন্যবাদে পৌছিবার এই পথ বা হেতু কি না সে বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই; সুতরাং এ কথার সত্যাসত্যতা সম্বন্ধেও কিছু বলিতে সমর্থ নহি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, শূন্যবাদে পৌছিতে হইবে এই আশঙ্কায় কি ব্রহ্মের অসীমত্বের (কেবল অসীমত্বের) হানি করিতে হইবে? ব্রহ্মের অসীমত্বও রক্ষা করিবার জন্যই ত এত প্রকারের বিচার বিতর্ক ও নানাবিধ মতবাদের সৃষ্টি। ব্রহ্মের সেই অসীমত্ব (কেবল অসীমত্ব) কেই কি বিদায় করিয়া দিতে হইবে? ব্রহ্মের অসীমত্বের হানি ঘটিলে যে অনেক আপদে পড়িতে হইবে!

(ক্রমশঃ)

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

দীক্ষা—লালা রামনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ কেদারনাথ বিগত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। লালা সীতারাম আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। করুণাময় পিতা তাঁহার পথে ইঁহাকে অগ্রসর করুন।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ—২৭শে সেপ্টেম্বর স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রাজার গুণাবলী বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শারদীয়া পূজাবকাশে যদি কেন ব্রাহ্মবন্ধু কিছুদিনের জন্য বাঁকুড়ায় আসিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে তাঁহাকে প্রচারাশ্রমে বিনা ভাড়ায় রাখা যাইবে। তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য করিতে হইবে।

সাম্বৎসরিক উৎসব—বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর মহিলা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সমিতির প্রথম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার (মিসেস্ গিরিশচন্দ্র মজুমদার) উপাসনা করেন। শ্রীমতী শিশিরকুমারী দত্ত বি,এ, সম্পাদিকা বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন এবং শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত এম্,এ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়ের মাতাঠাকুরাণী পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে ডাক্তার ভি রায়ের পৌত্র বিভূতি বাহন হৃদরোগে ভুগিয়া ১৫ বৎসর বয়সে শান্তিধামে গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর গঞ্জাম জিলাস্থিত বহরমপুর নগরীতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পট্টনায়কের পত্নী বিন্ধ্যলক্ষ্মী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন।

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর পরলোকগতা সুনীতি রায়ের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক ও ২৫শে সেপ্টেম্বর তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবস শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন, পিতা প্রার্থনা করেন ও ভ্রাতা তাঁহার রচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিবস শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন ও স্বামী প্রার্থনা করেন।

বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর পরলোকগত পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত হরকালী সেন জীবনী পাঠ করেন এবং প্রার্থনা করেন। বেলা ২টা ৭ মিনিটের সময় যখন তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন সেই সময় তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত হরকালী সেন ও শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী তাঁর জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলেন ও প্রার্থনা করেন। বৈকাল বেলা ৪টা হইতে ৭॥০টা পর্য্যন্ত সমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত হরকালী সেন, শ্রীযুক্ত ডাক্তার যামিনীকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাল, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন ও শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রকুমারী গাঙ্গুলী পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলেন ও প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ করেন। সোমবার সহস্রাধিক দরিদ্রদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয় এবং অন্ধ ও খঞ্জদিগকে বস্ত্রাদি দেওয়া হয়। এই কার্য্যে স্থানীয় সর্ব্বসাধারণ ভদ্রমহোদয়গণ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক মিশন ফণ্ডে ২৲, শিবনাথ মেমোরিয়াল ফণ্ডে ২৲, নববিধান সমাজে ২৲, আদি ব্রাহ্মসমাজে ২৲, ঢাকা অনাথাশ্রমে ২৲, ঢাকা বিধবা আশ্রমে ২৲, ঢাকা মাতৃনিকেতনে ২৲—মোট ১৬৲ টাকা; শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র কর (স্বর্গীয় পণ্ডিত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র) কর্ত্তৃক দাতব্য বিভাগে ৫৲ ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন কর্ত্তৃক সাধনাশ্রমে ১৲, মিশন ফণ্ডে ১৲, দুস্থব্রাহ্ম-পরিবার ফণ্ডে ১৲, ঢাকা মাতৃনিকেতনে ১৲, ঢাকা বিধবাশ্রমে ১৲, ঢাকা অনাথাশ্রমে ১৲, শিলং অনাথাশ্রমে ১৲, দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজে ২৲, দিনাজপুর হোমিওপ্যাথিক চেরিটেবল্ পুওর ডিসপেন্সারীতে ২৲—মোট ১১৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

দান—কন্যার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় কলিকাতা অনাথাশ্রমে ১০০৲, শিলং সেবাশ্রমে ৫০৲, সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজ প্রচার বিভাগে ৫০৲, দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার সাহায্য ভাণ্ডারে ২৫৲, বরিশাল সেবাসমিতিতে ২৫৲, ও ব্যক্তিগত সাহায্য ১০০৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সুখদা নাগ স্বামী পরলোকগত ডাক্তার আর, সি, নাগের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। রায় সাহেব শরচ্চন্দ্র দাস স্বীয় পদোন্নতি উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মঙ্গল বিধাতা এ সকল দান সার্থক করুন।

রাজর্ষি রামমোহন স্মৃতি—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজর্ষি রামমোহন রায়ের সপ্তাধিক অশীতিতম মৃত্যুদিন উপলক্ষে প্রাতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস একটি প্রার্থনা করেন। তৎপর সভাপতি, শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত, শ্রীযুক্ত বেনীমাধব দাস, শ্রীযুক্ত জে, আর ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি রাজার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ ব্রহ্মমন্দিরে এক স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী সভাপতি পদে বৃত হন। প্রথমে রাজার স্বরচিত একটি সঙ্গীত গীত হইলে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র সাহা বি.এল ও মর্গেল শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রবন্ধ পাঠ করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় রাজার স্বদেশপ্রেম, সংস্কার কার্য্য, ধর্ম্মে একনিষ্ঠতা ও সত্যপরায়ণতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী—আগামী ১৯শে, ২০শে ও ২১শে অক্টোবর ময়মনসিংহ নগরীতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আশা করা যায় সকলে উৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া উহাকে সফল করিয়া তুলিবেন।

পণ্ডিত শিবনাথ স্মৃতি—বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রাতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে সিনেট হলে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। ডাক্তার স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু ও শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় বক্তৃতা করেন।

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার সহানুভূতি, সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে প্রবল অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও জীবনব্যাপী ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সর্ব্বত্র পূজিত। উপযুক্ত রূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার, (২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতাগৃহ, (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ, এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারার্থীদিগের জন্য একটি সাধনোদ্যান নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্য্যটিকে শাস্ত্রী মহাশয় অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল কার্য্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচার্য্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামান্য চেষ্টায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্মৃতি-ভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার চেকগুলিতে দুইটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রঙ্গপুর), এন্, জি, চন্দাবারকর (বোম্বে), বি, জি ত্রিবেদী (বোম্বে), আর ভেঙ্কাটা রত্নম্ নাইডু (মান্দ্রাজ), অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (পঞ্জাব), জে, আর্ দাস (রেঙ্গুন), রুচিরাম সানি (পঞ্জাব), এন্, জি, ওয়েলিঙ্কার (হাইদ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য), নীলমণি ধর (আগ্রা), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ), বিশ্বনাথ কর (উড়িষ্যা), হরকান্ত বসু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ), পি, কে, রায়, নীলরতন সরকার, পি, সি, রায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শশিভূষণ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কামিনী রায়, কানাইলাল সেন, শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র সরকার (বাঙ্গালা), পি, কে, আচার্য্য, ও পি, মহলানবীশ (সম্পাদকদ্বয় ১০ই এপ্রিল), ১৯২০।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। সভ্যগণ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করেন এই বিনীত অনুরোধ

আলোচ্য বিষয়

১। তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও হিসাব।
২। দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগকে সাহায্য প্রদানের কার্য্য।
৩। বিবিধ

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০।

শ্রীহরকান্ত বসু
সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

Registered No C. 65

তত্ত্বকৌমুদী

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ। ১৬ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯১ | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

১৪শ সংখ্যা। 2nd November, 1920. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পিতা, তোমার সমস্ত বিশ্বকে তুমি প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়াছ,—সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া কেহই দূরে পলায়ন করিতে পারে না; সকলকে প্রেমসম্মিলনে সম্মিলিত করিয়া সুন্দর ও মধুময় করিতেছ—সে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, সে সংহতি, কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না, বিযুক্ত হইতে পারে না। কি জড় ও জীবজগতে কি অধ্যাত্মরাজ্যে সর্ব্বত্র ইহাই তোমার নিয়ম, ইহাই তোমার বিধি। আমরা অনেক সময় আপন পথে চলিতে যাইয়া তোমার এই বিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে চেষ্টা করি এবং তাহার ফলে নানা দুঃখ কষ্ট ও অশান্তিতে এ সংসারকে পূর্ণ করি। কিন্তু তোমারি মঙ্গল ব্যবস্থায় তাহাদের আঘাতেই আবার আমাদিগকে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রেমের পথ অবলম্বন করিতে হয়, তোমার ইচ্ছাধীন হইয়া চলিতে হয়। নতুবা তোমার এই সুন্দর সংসার যে সকলমাধুর্য্যবিবর্জ্জিত হইয়া শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইত, মানববাসের অযোগ্য হইত! আমরা যতই কেন তোমা হইতে ও পরস্পর হইতে দূরে না যাই, একদিন না একদিন তোমার প্রেমের টান আমাদিগকে সম্মিলিত করিবেই করিবে। হে করুণাময় পিতা, তুমিই প্রাণে এই আশার সঞ্চার করিয়াছ, জীবনের সকল ঘটনায় এ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছ। তোমার মিলনের অতুল আনন্দ আস্বাদন করিতে দিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ করিতেছ। তথাপি আমরা যে ক্ষুদ্র স্বার্থ বা নীচ সুখের জন্য অনেক সময় বিপথে গমন করি, তাহা তুমি দেখিতেছ। তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের এই মোহ দূর করিবে? এই দুর্ব্বলতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? তুমি কৃপা কর, আমাদের সকল মোহ দুর্ব্বলতা দূর কর, সকল হৃদয়কে প্রেমে পূর্ণ করিয়া সম্মিলিত কর। আমাদের প্রতি হৃদয়ে ও সমাজে তোমার প্রেমের রাজ্য স্থাপিত হউক। সর্ব্বোপরি তোমার প্রেমের জয় হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়।

সম্মিলন—বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট নানা মৌলিক পদার্থের সংযোগ ও সম্মিলনে এই জগৎ রচিত। বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহের সম্মিলনে জাতি বা সমাজ গঠিত। আবার বিভিন্নধর্ম্ম-বিশিষ্ট জাতিসমূহের সম্মিলন হইতেই এক একটি মহাজাতি উৎপন্ন। সম্মিলনই এই বিশ্বের নিয়ম। শুধু যে দৃশ্যমান জগত সম্বন্ধেই এ কথা সত্য, তাহা নহে; দৃশ্যাতীত মনোজগৎ বা আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই—বিভিন্ন ভাবের সম্মিলনের উপর শুধু পূর্ণতার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য নহে, শিক্ষা ও সাধনার সফলতাও, নির্ভর করিতেছে। সকল বিষয়েই সম্মিলন এরূপ অপরিহার্য্য যে, উহাকে পরিত্যাগ করিতে গেলে বিশ্বসংসার অচল হইয়া উঠে, কোনও বিষয়েই উন্নতিলাভ করা আর সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ইহার বিশ্বব্যাপী কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে এখানে কোনও আলোচনা উপস্থিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হইতেই ধর্ম্মজীবন গঠন বিষয়ে সম্মিলনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। সে বিষয়েই কিছু আলোচনা করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সম্মিলিত উপাসনার জন্যই প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র যে নির্জ্জন বনজঙ্গলাশ্রিত ব্যক্তিগত জীবন নহে, কিন্তু বিবিধপ্রকার কর্ত্তব্য-সমন্বিত বহুজনাকীর্ণ সংসার-গৃহ পরিবার ও সংসারাশ্রিত সামাজিক জীবন—ইহাও সেই প্রথম সময়েই ঘোষিত হয়। পরবর্ত্তী

ব্রাহ্মসাধক গাহিয়াছেন—"ও সেই ব্রহ্মধামে একা যায় না যাওয়া, একা যাইলে দেখা পাবে না।" সেই আদিকাল হইতে চিরদিনই ব্রাহ্মসমাজ এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়াই সামাজিক উপাসনা, সঙ্গতসভা, আলোচনা সভা প্রভৃতিকে সাধনের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মাঘোৎসব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সময়ে যাহাতে নানাস্থানের বন্ধুগণ সম্মিলিত হইতে পারেন তাহার আয়োজন করা হইয়া থাকে। এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বিগত ত্রিংশ বৎসর "পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী" নামক—প্রতিষ্ঠানটি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। পূজার ছুটীর মধ্যে ইহার অধিবেশন হওয়াতে মাঘোৎসবের সময় অপেক্ষা এই সময়ে অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মবন্ধুগণ উৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত হইতে পারেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আলোচনার সময় কিছু হ্রাস করিয়া উপাসনা কীর্ত্তনাদির জন্য অধিক সময় ব্যয়িত হওয়াতে ইহা বাস্তবিকই উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একবার খৃষ্টমাসের ছুটিতে এবং দ্বিতীয় বার ইষ্টারের ছুটীতে এরূপ সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। এক সময়ে মানিকদহের শারদীয় উৎসবও এরূপ একটি সম্মিলনের ক্ষেত্র ছিল। এ সকল সম্মিলন যে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের বন্ধন দৃঢ় করিয়া থাকে, প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করে, জীবনে নূতন উৎসাহ আনিয়া দেয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরস্পরের চিন্তা, ভাব ও অভিজ্ঞতার বিনিময় হইতে জীবনপথে নূতন আলোক পাইয়া সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকেন তাহাও স্বীকার করিতেই হইবে। যিনি যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহার যে অপরের নিকট হইতে আর কিছুই শিখিবার নাই, এরূপ কথা কেহই বলিবেন না। পূর্ণও কেহ নহেন, সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত আলোকরশ্মিহীন ঘোর তমসাচ্ছন্নও কেহ নহেন। অপরের নিকট হইতে নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সায় পাইলে উহা যেরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। নিজ ভ্রান্তি দূরীকরণের এরূপ দ্বিতীয় সুযোগও আর কোথায় মিলে না। ধর্ম্মজীবনের ঘোর শত্রু অহঙ্কারের মস্তক চূর্ণ করিবার মত সুযোগও এই ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। অবশ্য আত্মদৃষ্টিহীন জীবনে অহঙ্কার বৃদ্ধিরও যে সুবিধা এখানে ঘটে না, তাহা নহে। কিন্তু কোনও কোনও স্থানে সাময়িক ভাবে বৰ্দ্ধিত হইলেও যে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না, এ কথা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। প্রেম ও মিলনের প্রধান অন্তরায় শ্রদ্ধাভক্তির মূলচ্ছেদনকারী পরস্পর সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার এমন অমোঘ উপায়ও আর কিছুই নাই। একটি গল্প আছে,—"দূর হইতে একটি ব্যক্তিকে কুয়াসা-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের উপর দিয়া আসিতে দেখিয়া মনে হইল কোনও দৈত্য আসিতেছে। কিছু নিকটে আসিলে বুঝিতে পারিলাম, সে দৈত্য নহে একটি মানুষ; কাছে আসিলে দেখিলাম সে আমারই ভাই!" এ কথার মধ্যে যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। দূর হইতে যাহাকে দৈত্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছি নিকটে আসিলে তাহাকেই আপনার ভাই বলিয়া চিনিতে পারি। দূরত্বহেতুই আমাদের মনে পরস্পর সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা জন্মে এবং সেই জন্য অপরকে বিরোধী শত্রু অথবা শ্রদ্ধাভালবাসার অযোগ্য ঘৃণনীয় জীব বলিয়া মনে করি। ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলেই দেখিতে পাই দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও প্রত্যেকের মধ্যেই ভালবাসিবার উপযোগী অন্ততঃ কতকগুলি গুণ আছে। এই যে উদারভাবে সকলকে শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্পণ করিতে সমর্থ হওয়া, এই যে হৃদয়ের প্রশস্ততাসাধন, ইহাও ধর্ম্মজীবনের পক্ষে সামান্য লাভ নহে। আপনার ক্ষুদ্রতা, দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা বুঝিবার এরূপ সুযোগও আর কোথাও ঘটে না। উভয় প্রকারেই ইহাদ্বারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ প্রেম বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। বিভিন্ন হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও ধর্ম্মাগ্নি মিলিত হইয়া যে মহা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, প্রতি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা যে শতগুণে-সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হয়, তাহা আর বলিতে হইবে না। চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের পক্ষে আলাপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সহজেই স্বীকৃত হইবে। কিন্তু উপাসনা প্রার্থনাদির মধ্য দিয়া যে এই উদ্দেশ্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজে ও নিশ্চিতরূপে সাধিত হয়, নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরস্পরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কথা তত সহজে স্বীকৃত না হইলেও অভিজ্ঞ লোকের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য আর কিছু নাই। বাহিরের আর কোনও উপায়েই প্রকৃত একপ্রাণতা সাধিত হইতে পারে না, প্রকৃত সামাজিক ও জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না। এ সকল কথা একটু ধীরভাবে বিচার করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, এরূপ সম্মিলনের সুযোগ যত অধিক ঘটে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের ও সমগ্র সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। সুতরাং ছুটির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এরূপ সম্মিলনের আয়োজন করাকে আমাদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করা একান্ত উচিত হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে সমস্ত অফিসাদি বন্ধ না থাকিলেও স্কুল কলেজের সুদীর্ঘ ছুটি আছে। সে সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব। উক্ত কার্য্য যে ভাবে সম্পন্ন হয় তাহা নিতান্তই অসন্তোষজনক। এই সুযোগেও এরূপ সম্মিলনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। জীবনের পূর্ণতাসাধন ও ঘনিবিষ্ট মণ্ডলীগঠনের জন্য এরূপ সম্মিলনের অধিকতর ব্যবস্থা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। আশা করি এ বিষয়ে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং আমরা যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইব। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পিতা আমাদের সহায় হউন। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

পণ্ডিত ভুবনমোহন কর। *

জীবনের প্রথমে বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে উত্তর বঙ্গে যে কয়জন ব্রাহ্ম মিলিত হইয়াছিলাম, তাহার অন্যতম পণ্ডিত ভুবনমোহন কর। তখন থেকে নানা ভাবে নানা কাজে পরস্পর মিলিত হইয়াছি। তাঁহার পাঠ্যাবস্থার বন্ধু শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। তিনি ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে আমাদের কিছু পূর্ব্বে গোবিন্দ বাবুর সমকালীন্ ছাত্র ছিলেন। সে জীবনের কথা বা পরজীবনের কি কর্ম্মের জীবনের—ব্রাহ্ম জীবনের অনেক সুখ দুঃখের কথা যাহা গোপনে বলিয়াছিলেন, তাহা গোপনই থাকুক;

* ব্রাহ্মের বিশেষ উপাসনা উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

তাহা অধিক কিছু বলিব না। তাঁহার নানারূপ সৎকার্য্যের সঙ্গে যোগ ছিল; যথাসাধ্য সহানুভূতি ও সাহায্যও করিতে প্রস্তুত ছিলাম; আজ সে সবের কিছুই উল্লেখ করিব না। জানি বলিলে হয় ত কাহারও কিছু উপকারও হইতে পারে, কিন্তু তবু নানা কারণে নীরব থাকিলাম। তাঁহার জীবনের একটি কথা লইয়াই আজ শ্রাদ্ধবাসরে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিব এবং ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ লাভ করিব।

বর্ত্তমান সময়ে সেবাধর্ম্মকেই সকল দেশে, সকল জাতিতে, সকল ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেছেন। তিনি জীবনে এই সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার মূল কোথায়? প্রতিদিন রাত্রির নিদ্রার পর প্রত্যুষে যখন গাত্রোত্থান করিতেন তখন তিনি একটি মন্ত্র জপ করিতেন। সে মন্ত্রটি এই,—"লোকেশ চৈতন্ত্য ময়াধিদেব মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব লোকস্য হিতায় তব প্রিয়ার্থং, সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।" দু'জন একত্রে শয়ন করিয়াছি; নানা কথাবার্ত্তায় কিছুক্ষণ মধ্যে নিদ্রিত হইয়াছি; প্রাতে উঠিয়া উপাসনাদি অন্তে তিনি সেবাধর্ম্ম-যাহা তাঁহার ব্রত-সাধনে বাহির হইলেন। আজও ঐ মন্ত্রটি জপ করিতে ভুলেন নাই। যে দিন তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে হবে একত্র আর উপাসনা করিবার সময় নাই; ঐ মন্ত্রটি জপ করিতে ভুলেন নাই; মন্ত্র জপ করিয়া কর্ম্মে বাহির হইলেন; এখন কখন যে ফিরিবেন স্থিরতা নাই। আমি যখন নিকটে থাকিতাম আমার কোন ক্লেশ হয় বা যত্নের ত্রুটি হয়, এই জন্য সময়ে আসিয়া আমার সঙ্গে স্নান আহার করিতেন; নতুবা যেমন দিবসে তেমনি রাত্রিতে রোগী দেখা চাই। রোগীর ডাক আসিলে ধনী দরিদ্র যেমন বিচার নাই তেমনি সময় অসময় নাই। অর্থ লইয়া যাঁহারা রোগীর চিকিৎসা করেন তাঁহাদিগকে বিরক্ত হইতে দেখা যায়, লোককে ফিরাইয়া দিতে দেখা যায়, কিন্তু ইঁহাকে কেই বা বারণ করে আর কার কথাই বা শুনবেন? মন্ত্র তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ রাখিয়াছিল। যে সময়ে লোক সব শরীরবাদী ইনিও লোকের শরীরের জন্য নিজের শরীরকে উপেক্ষা করিতেছেন, এমন লোকের প্রতি শরীরবাদীদের শ্রদ্ধা জন্মিবে ইহা ত স্বাভাবিক; তাই রাজপুরুষগণও ইঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন; নতুবা শুধু একজন ঋষিতুল্য ব্রহ্মভক্ত হইলে কেহ এইরূপ শ্রদ্ধা দিত না। শরীরবাদী হইলেও সকল লোককেই শরীর বাঁচাইয়া কাজ করিতে দেখা যায়। একবার একজন কাগজের সহ-সম্পাদকের সঙ্গে কথা হইতেছিল, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"পণ্ডিত শাস্ত্রী প্রভৃতি কর্ম্মীদের শরীর যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাঁহারা ত শরীর বাঁচাইয়া কাজ করিতে জানিতেন না; তাঁহারা জানিতেন ঈশ্বরের সেবা। সেবা করিতে করিতে যদি জীবন যায় তাহাই সার্থক। আর সকলে যে কাজ করেন, আগে শরীর রক্ষা করেন তাহার পর কাজ।" এখন কর্ম্মী ভুবনমোহনের কর্ম্মের মধ্যে এত সহিষ্ণুতা এত ত্যাগ এত প্রেম কোথা থেকে এল? প্রস্তরের উপর যদি একটি বীজ অঙ্কুরিত হয়, তখন সে বৃক্ষ রূপে পরিণত হইয়া ফলফুলে সুশোভিত হয়। যখন তাহার শিকড় প্রস্তর ভেদ করে কোমল মৃত্তিকার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন মৃত্তিকার রস আকর্ষণ করে সজীব হয়। তেমনই সেবাধর্ম্ম তখন সরস হয় যখন তাহার শিকড় ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়—সেবকের প্রেম যখন ঈশ্বর-প্রেমে যুক্ত থাকে, তখনই সেবাধর্ম্ম সরস হয়, নতুবা তাহা শুকাইয়া যায়। ভুবনমোহনের সেবাধর্ম্মের শিকড় ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ব্রাহ্মসাধকের আরও একটি দিক আছে সেটি সাধন করিলে পূর্ণ জীবন হয়। প্রীতি ও প্রিয় কার্য্যের সাধন—সে সাধনে তাহার নিকট পাপ আসিতে পারে না, পাপ প্রশ্রয় পেতে পারে না; নতুবা সে একজন খুব ভাল লোক বলে পরিচিত হতে পারে, কিন্তু তাহা ঠিক ব্রাহ্মজীবন হইল না।

ব্রাহ্মগণ! যাঁহাকে শ্রদ্ধা দিতে এসেছ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র গ্রহণ কর, সকল দিক দিয়া ব্রাহ্মজীবনকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা কর। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে এইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন তাহা সফল হউক। উত্তর বঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের শেষ স্তম্ভ পণ্ডিত ভুবনমোহন চলে গেলেন। একে একে সব চলে গেলেন, আমিই শুধু পড়ে আছি। তাঁহাদের কথা ভাবিতে প্রাণে বড় লাগে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে।

নানক বাণী।

(১)

এক ওঁ সত নাম করতা পুরখ নিরভউ নিরবৈর অকাল মূরত অজনী সৈভং গুর প্রসাদ। (১)

মূল।

রাগ সিরি রাগ।

১

মোতীত মন্দর উমরহ রতনীত হোহ জড়াউ।
কসতুর কংগু অগর চন্দন লীপ আবৈ চাউ।
মত দেখ ভুলা বিসরৈ তেরা চিত ন আবৈ নাউ।
হরি বিন জীউ জল বল জাউ।
মৈ আপনা গুর পুছ দেখিআ অবর নাহী থাউ।
ধরতীত হীরে লাল জড়তী পলঘ লাল জড়াউ।
মোহনী মুখ মনী সোহৈ করে রংগ পসাউ।
মত দেখ ভুলা বিসরৈ তেরা চিত ন আবৈ নাউ।
সিধ হোবা সিধি লাঈ রিধি আখা আউ।
গুপত পরগট হোই বৈসা লোক রাখৈ ভাউ।
মত দেখ ভুলা বিসরৈ তেরা চিত ন আবৈ নাউ।
সুলতান হোবা মেল লসকর তখত রাখা পাউ।
হুকম হাসল করী বৈঠা নানকা সভ বাউ।
মত দেখ ভুলা বিসরৈ তেরা চিত ন আবৈ নাউ।

ভাবানুবাদ।

এক ওঁকার তোমার নাম সত্য, তুমি কর্ত্তা পুরুষ, ভয়ভঞ্জন, বৈরতাশূন্য, অকাল মূরতি, অযোনি স্বয়ংভূ, গুরু, প্রসন্নময়।

১

শ্রীরাগ

হরি বিনা প্রাণ যে যায়।

মুক্তা খচিত অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া যদি রত্নদ্বারা উহা মণ্ডিত হয়।

(১) নানকের কোন মানবগুরু ছিল না; তিনি ভগবানকেই সত গুরু ও গুরু বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কস্তুরী কুঙ্কুম অগরু চন্দনদ্বারা সুবাসিত হইয়া মনকে প্রসন্ন করে।

মানব! হয় ত এই সকল দেখিয়া ভুলিলে! প্রভুকে বিস্মৃত হইলে! তোমার চিত্তে নাম উদয় হইল না।

হরিকে না পাইলে প্রাণ দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইবে।

আমি নিজের গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি অন্য কোন আশ্রয় স্থান নাই।

ঘরের মেঝে যদি হীরা ও লাল দিয়া জড়িত, পর্য্যঙ্ক রুবি জড়াউ হয়।

তদুপরি মণি-মুক্তালঙ্কৃতা সুন্দরী রমণী শোভিত হইয়া নানা হাব ভাব প্রদর্শন করে।

মানব! হয় ত এই সকল দেখিয়া ভুলিলে! প্রভুকে বিস্মৃত হইলে! তোমার চিত্তে নাম উদয় হইল না।

সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধাসনে বসিলে, ঋদ্ধি সংগ্রহ করিলে।

কখনও গুপ্ত কখনও বা প্রকাশিত হইয়া লোকপ্রশংসা পাইলে।

মানব! হয় ত এই সকল দেখিয়া ভুলিলে! প্রভুকে বিস্মৃত হইলে! তোমার চিত্তে নাম উদয় হইল না।

সুলতান হইলে, সৈন্য সামন্ত পাইলে, রাজসিংহাসন পদতলে।

অধিকার লাভ করিলে। নানক বলেন এ সকলি বাতাসের মত পদার্থ শূন্য।

মানব! হয়ত এই সকল দেখিয়া ভুলিলে! প্রভুকে বিস্মৃত হইলে! তোমার চিত্তে নাম উদয় হইল না! (২)

মূল।

কোট কোটী মেরী আরজা পবণ পীঅণ অপিআউ।
চন্দ সুরজ দুই গুফৈ ন দেখা সুপনৈ সউন ন থাউ।
ভীতেরী কীমত ন পবৈ হউ কেবড আখা নাউ।
সাচা নিরংকার নিজ থাই।
সুণ সুণ আখন আখনা জে ভাবৈ করে তমাই।
কুসা কটীআ বার বার পীসন পীসা পাই।
অগী সেতী জালিআ ভসম সেতী রলি জাউ।
ভী তেরী কীমত না পবৈ হউ কে বড আখা নাউ।
পংখী হোই কৈ জে ভবা সৈ অসমানী জাউ।
নদরী কি সৈন আবউ না কিছ পীআ ন খাউ।
ভী তেরী কীমত না পবৈ হউ কে বড আখা নাউ।
নানক কাগদ লখ মনা পড়্ হ পড়্ হ কীচে ভাউ।
মসু তোট ন আবঈ লেখন পউন চলাউ।
ভী তেরী কীমত না পবৈ হউ কে বড আখা নাউ।

(২) বাহিরের আড়ম্বর যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা দেখিয়া ভুলিও না। হরিবিনা প্রাণ জলে পুড়ে খাক্ হইবে ইহাই এই শব্দের প্রধান উপদেশ।

ভাবানুবাদ

হরি কত বড় কি বলিব।

যদি কোটি কোটি বর্ষ আমার আয়ু হয়, বায়ুপানই আমার পানীয় হয়।

গুহায় থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্য দুইকে না দেখি, স্বপনেও শয়নের স্থান না হয়।

তত্রাপি আমার দ্বারা তোমার মূল্য হয় না। কত বড়, আমি নাম কি বলিব?

সত্য নিরাকার পরমেশ্বর তুমি নিজ স্থানেই আছ।

লোকমুখে শুনিয়া যাহা বলিবার বলিলাম। যদি প্রসন্ন হও আমার প্রতি দয়া কর। *

আমাকে কাটিয়া ফেলিয়া বারম্বার জাঁতায় পিষিয়া ফেলিলে।

অগ্নিতে পোড়াইলে, ভস্মের সহিত মিশাইয়া ফেলিলে।

তত্রাপি আমার দ্বারা তোমার মূল্য হয় না। কত বড়, আমি নাম কি বলিব?

যদি পক্ষী হইয়া শত আকাশে উড়িয়া বেড়াই।

কাহারও দৃষ্টিগোচর না হই, কিছু পান বা আহার না করি।

তত্রাপি আমার দ্বারা তোমার মূল্য হয় না। কত বড়, আমি নাম কি বলিব?

নানক বলেন যদি লক্ষ মন কাগজে লেখা পড়িয়া মনে ভাবের উদয় হয়।

যদি কালী না ফুরায়, লেখনী পবনের মত চালিত হয়।

তত্রাপি আমার দ্বারা তোমার মূল্য হয় না। কত বড়, আমি নাম কি বলিব?

৩

সিরীরাগ

মূল

তু দরীআউ দানা বীণা মৈ মছলী কৈসে অন্তনহা।
জহ জহ দেখা তহ তহ তূহৈ তুঝতে নিকসী ফূট মরা।
ন জানা সেউ ন জানা জালী।
জা দুখ লাগৈ তা তুঝৈ সমুলী।
তু ভরপুর জানি আ মৈ দুর।
জো কছু করী সু তেরৈ হ দুর।
তু দেখহ হউ মুকর পাউ।
তেরৈ কম্মি ন তেরৈ নাই।
জেতা দেহ তেতা হউ খাউ।
বিআদর নাহী কৈ দর জাউ।
নানক এক কহৈ অর দাস।
জীউপিণ্ড সভ তেরৈ পাস।
আপনেঁড় দুর আপেহী আপে মঝ মি আলো।
আপে বেখৈ সুনৈ আপেহী কুদরত করে জহানো।
জো তিস ভাবৈ নানকা হুকম সোঈ পরবানো।

* ট্রাম্প সাহেব এই পংক্তির অর্থ করিয়াছেন,—Having heard, heard the word (one) tells it; if it pleases (to any), he longs (for it) আমি মেকলিফ সাহেবের অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছি।

ভাবানুবাদ।

হরি অনন্ত।

তুমি সমুদ্রবৎ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, আমি ক্ষুদ্র মৎস্যবৎ। কেমনে তোমার অন্ত পাই?

যে স্থানে দেখি সে স্থানেই তুমি বিদ্যমান; তোমা হইতে বাহির হইলেই আমি প্রাণ ফাটিয়া মারা যাই।

আমি ধীবরকেও জানি না, তাহার জালকেও জানি না।

যখন দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তোমাকেই স্মরণ করি।

তুমি সর্ব্বত্র পূর্ণ হইয়া আছ, আমি তোমাকে দূরে মনে করি।

যাহা কিছু করি উহা তোমারই সম্মুখে বিদ্যমান।

তুমি দেখিতেছ কিন্তু আমি উহা অস্বীকার করি।

না তোমার কার্য্য করি, না তোমার নাম গ্রহণ করি।

যাহা তুমি দেও তাহাই আমি খাই।

অন্য কোন দ্বার নাই, কাহার দ্বারে যাই।

নানক বলেন আমার একটি নিবেদন।

শরীর ও প্রাণ সকলি তোমার কাছে।

তুমি আপনি নিকটে, আপনি দূরে, আমি মধ্যস্থলে।

আপনি দেখ, আপনি শুন, আপনি নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি রচনা করো।

নানক বলেন যে আজ্ঞা তোমায় মনোমত তাহাই প্রকৃষ্ট।

পুণ্য-স্মৃতি।*

পঞ্চত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি অধ্যয়নার্থ রঙ্গপুরে গমন করি, তখন উত্তর বাঙ্গালায় তিনজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্রহ্ম-সাধকের পবিত্র ও মধুর সংসর্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। সেই যৌবনের উষাকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রবেশ-দ্বারে, তাঁহাদের জীবনের যে বৈদ্যুতিক প্রভাব অনুভব করিয়াছিলাম, এখনও তাহার মধুময় স্মৃতি, জীবনপথে কত শান্তি দিতেছে! রঙ্গপুরের ব্যাকুলাত্মা মৌনী বাবা (স্বর্গীয় প্যারীলাল ঘোষ), দিনাজপুরের ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মবীর সাধু ভুবনমোহন এবং জলপাইগুড়ির ব্রহ্মানুরাগী জালাল উদ্দীন মিঞা, এই তিনজন সাধু যখন উত্তর বাঙ্গালার যে স্থানে সমবেত হইতেন, তখন সেই স্থান আমাদের নিকট গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গম-সম্ভূত-ত্রিবেণী তীর্থে পরিণত হইত। তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, ইঁহাদের সহিত আলাপ করিতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ বোধ হইত, কিন্তু ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই এবং ইঁহাদের উপাসনা ও উপদেশে যোগ দিয়াই আপনাকে ধন্য মনে করিতাম। মৌনী বাবা ও অনুরাগী জালাল উদ্দীন মিঞা পূর্ব্বেই সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন; এক প্রসন্নমূর্ত্তি ভুবনমোহন পবিত্র হোমাগ্নির মত দিনাজপুরকে পবিত্র ও সুবাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; বিধাতার ইচ্ছায় গত ৫ঠা সেপ্টেম্বর সেই অগ্নিও নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

* গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে ভুবনমোহন কর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক বিবৃত।

তিনি দিনাজপুরের যে অংশে বাস করিতেন, তাহার নাম বালুবাড়ী। ছাত্রাবস্থার পরে আরও কয়েক বার তাঁহার সহিত সেই বালুবাড়ীতে বাস করিয়াছি। তখন সেই সাধু রাত্রির তৃতীয় যামে গাত্রোত্থান করিয়া উপাসনা করিতেন, পরে চিকিৎসা-গ্রন্থ পাঠ করিয়া কঠিন কঠিন রোগের ঔষধাদি নির্ণয় করিতেন, এবং তৎপরে অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত বলবতী ছিল। ভুবনমোহন সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া, 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই স্বভাববিনয়ী সাধু পুরুষ সেই উপাধি কখন ব্যবহার করিতেন না। তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজীও শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থালয় ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার বহু মূল্যবান্ গ্রন্থে পূর্ণ ছিল। তিনি সেই লাইব্রেরীতে বসিয়া, নিবিষ্ট মনে গ্রন্থপাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। প্রাতে সমাগত রোগীদিগকে দেখিতেন, তাহাদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন এবং ঔষধ ও দরিদ্র নরনারীকে পথ্য বিতরণ করিতেন। শুনিয়াছি তাঁহার চিকিৎসালয়ে বৎসরে ৫০ হাজার রোগীর সমাগম হইত। ইদানিং তাহার সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে তিনি যেমন প্রসন্নমূর্ত্তিতে, বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া, অক্লান্ত ভাবে সেই সেবাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন, তাহা না দেখিলে তাঁহার মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করান যায় না। ইহা যে তাঁহার পবিত্র উপাসনারই অঙ্গ ছিল, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বোধগম্য হইত। তিনি বার্দ্ধক্যের শেষসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। সেই জরাজীর্ণ স্থবির দেহ লইয়া তিনি যেরূপ ভাবে জনসেবায় পরিশ্রম করিতেন, তাহাতে ধর্ম্ম যে "বৃদ্ধকে করে নবীন" এ উক্তি তিনি জীবনদ্বারা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এইরূপ ১১।১২টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া ১টার সময়ে আহার করিতেন।

তাঁহার প্রসন্ন ও প্রশান্ত মূর্ত্তি কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার দর্শনমাত্রেই হৃদয়ের লঘুভাব দূরে পলায়ন করিত, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পবিত্র রসে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। হাল্কা ভাবে কথা বলিবার ও ব্যবহার করিবার কাহারও শক্তি থাকিত না। তাঁহার গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রসন্নতা মিশ্রিত থাকায় দর্শকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইত। রোগশয্যায়, সেবাক্ষেত্রে উপবাসে তাঁহার যে প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হইত, এরূপ চিরপ্রসন্নতা, সেই চিরপ্রসন্ন বিধাতার সংসর্গ ভিন্ন কেহ লাভ করিতে পারে না। সেই মধুস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত যোগ স্থাপিত হওয়াতে, সাধু ভুবনমোহনের বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহারে মধুরতা ক্ষরিত হইত। কখন তাঁহাকে তিক্ত, বিরক্ত বা বিমর্ষ হইতে দেখি নাই। তিনি পুরুষদিগকে সাধারণতঃ 'বাবা' এবং মেয়েদিগকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। সেই ডাকের ভিতর যে কি মিষ্টতা, কি প্রেম ও অনুরাগ মিশ্রিত থাকিত, তাহা যিনি একবার সেই ডাক শুনিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। সাধু ভুবনমোহন, এই প্রেম ও মিষ্টতা দ্বারাই রোগীর রোগ-যন্ত্রণার অর্দ্ধেক দূর করিয়া দিতেন। এই সকল দেবদুর্লভ গুণেই তিনি দিনাজপুরবাসীর হৃদয়-রাজ্যে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মনামে ভক্তের দেহমন যে কেমন বললাভ করে, তাহা তাঁহার জীবনে একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। সেবার দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজের কোন উৎসবের পূর্ব্বে, তিনি অসুখে শয্যাশায়ী হন। তখন তাঁহার শরীর এমন দুর্ব্বল যে, তাঁহার পক্ষে মন্দিরে যাওয়া একরূপ অসম্ভব। উৎসবের প্রারম্ভে উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে যখন তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া গেল, তখন ব্রহ্মভক্ত ভুবনমোহনের ক্ষীণদেহ ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল, তিনি তাঁহার প্রিয় একতারাটি হাতে করিয়া, কীর্ত্তনের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন—এবং গান ধরিলেন। ব্রহ্মনামের প্রভাবে কোথায় গেল তাঁহার সেই দুর্ব্বলতা, কোথায় গেল সেই অসামর্থ্য! তিনি স্বাভাবিক ভাবে সঙ্গীতে যোগ দিলেন। শুনিয়াছি প্রণবমন্ত্রে মহর্ষিদেবের মস্তকের কেশ দণ্ডায়মান হইত, আর ব্রহ্মনামে যে শয্যাশায়ী অসমর্থ ভক্ত দণ্ডায়মান হন, তাহা সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম। তাঁহার সমাগমে মুহূর্ত্তের ভিতরে কীর্ত্তন ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই রোগাতুর দেহ লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন! সকলে তাঁহার সেই দুর্ব্বল দেহে এত তেজের আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। সমাজে যাইয়া, যখন কীর্ত্তন বন্ধ হইল, তখন তিনি স্বাভাবিক স্বরে উচ্চকণ্ঠে এই বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন,—"হে বাক্যব্রহ্ম, আমার বাক্‌শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, আজ তুমি আমাকে মুখর করিয়া দিলে।" সেই জ্বলন্ত, ভক্তি গদ্‌গদ্ প্রার্থনা এখনও যেন শুনিতেছি। তিনি যখন ব্রহ্মতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে উপাসনা করিতেন, তখন সমস্ত উপাসকমণ্ডলী ও ব্রহ্মমন্দির কম্পিত হইয়া উঠিত।

দিনাজপুরের "মহীপাল দিঘি" ইতিহাসবিখ্যাত সরোবর। যদিও তাঁহার পক্ষে সেই সেবাক্ষেত্র ছাড়িয়া, দূরে যাওয়া সহজ ছিল না, তথাপি তিনি প্রাণের আবেগে সময়ে সময়ে সেই বিশাল ও নির্জ্জন সরোবর-তটে নির্জ্জনসাধনে কাটাইতেন। তখন তাঁহার সেই আদরের একতারা ভিন্ন আর কেহ সঙ্গে থাকিত না।

দিনাজপুরে তাঁহার নাম অনেকেই জানিত না। তিনি সেখানে 'পণ্ডিত মহাশয়' নামে খ্যাত ছিলেন। সেই 'পণ্ডিত মহাশয়' নামের ভিতরে যে কত শ্রদ্ধা ভক্তি, কত সম্ভ্রম গৌরব নিহিত ছিল, তাহা যিনি একবার সেই দিনাজপুরে গিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। দীনাত্মা ভুবনমোহন কখনও এই গৌরবাত্মক 'পণ্ডিত মহাশয়' নামে আপনাকে পরিচয় দিতেন না; এ জন্য তিনি কখনও কখনও অসুবিধাও ভোগ করিয়াছেন। একবার কোন বন্ধুকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন, ফিরিতে রাত্রি অনেক হইয়াছিল। পথে তাঁহাকে পাহারাওয়ালা ধরে, অন্ধকারে সে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। যদি তিনি 'পণ্ডিত মহাশয়' বলিয়া পরিচয় দিতেন, তবে কোনই গোল হইত না, তিনিও তাহা জানিতেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে 'পণ্ডিত মহাশয়', বলিয়া পরিচয় দেওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল; সুতরাং কনেষ্টবল তাঁহাকে থানায় লইয়া যায়। সেখানে আলোর সাহায্যে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও পাহারাওয়ালা দেখিল যে, ইনি তাহাদেরই ভক্তিভাজন 'পণ্ডিত মহাশয়'; তখন তাহারা নিতান্ত লজ্জিত, সঙ্কুচিত ও দুঃখিত হইয়া, তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। দারোগা ক্রুদ্ধ হইয়া যখন কনেষ্টবলকে মারিতে গেলেন, তখন তিনি এই বলিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন যে, "পাহারাওয়ালা তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন দোষই হয় নাই, ইহাকে কিছু বলিবেন না।" দারোগা কনেষ্টবলকে আলো দিয়া, তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। ইহাতে পাহারাওয়ালার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, তিনি নিজেই আলো লইয়া বাসায় আসিলেন, কিন্তু তাহাকে সঙ্গে আসিতে দিলেন না।

তাঁহার এই অপূর্ব্ব চরিত্রের গুণেই দিনাজপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তিনি অতি সাধারণ ভাবে থাকিতেন—মোটা কাপড়, মোটা চাদর তিনি পরিধান করিতেন; কোথাও যাইতে হইলে একটা সাধারণ জামা পরিতেন। তাহার উপর তিনি নিরামিষাশী ও একাহারী ছিলেন—রাত্রিতে কিছু জলযোগ করিতেন। এই সব কারণেও হিন্দুগণ তাঁহাকে আপনাদেরই একজন মনে করিতেন। যদিও তাঁহাকে পরলোকগত জালাল উদ্দীন মিঞা ও অন্যান্য মুসলমান বন্ধুর সহিত একত্র আহার করিতে হিন্দুগণ দেখিতেন, তথাপি তাঁহার চরিত্রের প্রভাবে এ সব বিষয়ে বিচার করিবার প্রবৃত্তি কাহারও হইত না।

ধর্ম্ম ও চরিত্র মানুষকে যে কত উর্দ্ধে লইয়া যায়, এই সাধুর জীবন তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করে। একজন দিনাজপুরপ্রবাসী বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, অনেক দিন পূর্ব্বে একবার পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সেই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র পথের কুলি মজুরগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার বাড়ীর দিকে ছুটিল; তখন স্কুলের বালকগণ খেলা করিতেছিল, তাহারা ছাতা জামা যথাস্থানে ফেলিয়া রাখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। বন্ধু যাইয়া দেখিলেন রাস্তা হইতে গরীব এবং রাজপুরুষগণের প্রতিনিধিতে বহির্দ্দেশ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের ভক্তিভাজন পণ্ডিত মহাশয়ের সংবাদ জানিবার জন্য, তাঁহাদের এত উদ্বেগ যে, সেই লোকের জনতার মধ্যে বিন্দুমাত্র শব্দ হইতেছিল না। যখন ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়ের জ্ঞান হইয়াছে, তখন সেই জনতা হরিধ্বনি করিয়া, যথাস্থানে চলিয়া গেল। সংসারের ধন মান, বিদ্যা বা পদের গৌরব তাঁহার কিছুই ছিল না— একমাত্র আদর্শ জীবনই তাঁহার সকল প্রতিষ্ঠার মূল।

দিনাজপুর ছাড়িয়া, তাঁহার কোথাও যাইবার বড় উপায় ছিল না; তথাপি তিনি একবার প্রাণের টানে মাঘোৎসবে যোগ দিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি এক উদ্দেশ্যে আসিলেন, আর বিধাতা তাঁহাকে অন্য কর্ম্মে ব্যবহার করিলেন। উৎসবের প্রারম্ভে দিনাজপুরবাসী একটি ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী যুবক কঠিন রোগে ছাত্রাবাসে শয্যাশায়ী হয়। এই সংবাদ পাইয়াই তিনি রোগীর পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আহার, নিদ্রা, ইহার কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, তিনি দিবানিশি তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি স্নেহময়ী জননীর মত তাহাকে অনেক সময়ে কোলে করিয়া গায়ে হাত বুলাইতেন বা পাখার বাতাস করিতেন, দেখিতাম। পথ্য ও ঔষধ খাওয়ান ইত্যাদি

সমুদায় কাজই তিনি নিজ হাতে করিতেন। "বাবা, ভয় নাই—রোগ সারিয়া যাইবে" এই বলিয়া, যখন তাঁহাকে সস্নেহে প্রবোধ দিতেন, তখন সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া চক্ষের জল সংবরণ করা, দর্শকগণের পক্ষে কঠিন হইত। সেবানন্দ ভুবনমোহনের এইরূপে সেবার ভিতর দিয়া মাঘোৎসব সম্পন্ন হইল। উৎসবও শেষ হইল, যুবকও আরোগ্য লাভ করিল। বিধাতা যেন তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র দিনাজপুরের এই মুমূর্ষু যুবকের সেবার ভার গ্রহণ করিবার জন্যই, উৎসবের ব্যপদেশে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন।

পুণ্যশ্লোক ভুবনমোহন ব্রাহ্মসমাজরূপ উদ্যানের একপ্রান্তে নীরবে ফুটিয়াছিলেন, নীরবে সুবাস ও সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া, নীরবে ঝরিয়া পড়িলেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অবগত আছেন—সেই কুসুমের কত সৌরভ, কত সুষমা, কত মাধুর্য্য ও কত কোমলতা! আমাদের ন্যায় সংসারাসক্ত নরনারীর সম্মুখে এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া, সেই কুসুম আবার স্বর্গের উদ্যানে গিয়া ফুটিয়াছে। যদি সেই সৌন্দর্য্যের শতাংশের একাংশও জীবনে প্রতিফলিত হইত, তবে ধন্য হইয়া যাইতাম।

রাজর্ষি রামমোহন ও ভারত নারী। *

আজ এ পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে গুণিজন-সভায় বক্তৃতা কি কোন প্রবন্ধ হিসাবে কিছু বলিতে আসি নাই; আর বল্‌বার সে শক্তিও নাই। তবে কেবল জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে সতত প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়ের চরণারবিন্দে প্রতিদিন যে পরমানুভূতির ভিতর নারীপ্রাণের কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি—শ্রদ্ধার তর্পণ নিবেদিত হয়, আজ তারই সাক্ষ্য মুক্তকণ্ঠে দিয়ে যাব। রাজা রামমোহন রায়ের নিকট সমগ্র নারীজাতির—বিশেষ ভাবে বঙ্গনারীর জীবন অর্ঘ্যরূপে চিরদিন অর্পিত হ'য়ে নব নব রূপে ফুটে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। দেশ যখন সামাজিক সঙ্কীর্ণ সংস্কারের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যখন নৈতিক ও সামাজিক বদ্ধ কলুষ বায়ু মানবাত্মার মহাবিনাশের সূচনার আয়োজন করিতেছিল, সেই সময় সকল মঙ্গলের কারণ যিনি তাঁরই প্রাণময় আনন্দ সত্তা রাজা রামমোহন রায়ের উদার হৃদয়খানিকে গোপনে জাগ্রত ক'রে দিয়ে, তাঁর পরমানন্দ সঙ্গ উপলব্ধির ভিতর মাতিয়ে দিয়ে, জগতে এক উদার আনন্দ উদ্বোধনের জয়ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। তাই রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষত্ব। কি শিক্ষা বিষয়ে, কি ভাষা বিষয়ে, কি বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে, কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে, কি প্রজাপুঞ্জের সত্ব বিষয়ে, কি সমাজসংস্কার, কি রাজনীতি সংস্কার সমস্ত পরিবর্ত্তনের ভিতর রাজার বিশেষত্ব—তিনি নবযুগের আদিসংস্থাপক। সেই চিকিৎসকই সুচিকিৎসক যিনি রোগীর যথার্থ রোগ নির্ণয় করতঃ উপযুক্ত প্রতীকারের ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারেন। তেমনই রাজা রামমোহন রায় সেই মঙ্গলময় পুরুষের মঙ্গল প্রেরণাতেই সমাজের সুচিকিৎসক রূপে কোথায় রোগের মূল দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া পৃথিবীর কি প্রাণগত অভাব, সমগ্র জাতির কি অন্তর-দৈন্য তাহা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলেন এবং ভাবিলেন,—এমন শক্তি দেওয়া চাই যাহাতে সমস্ত রোগ নিবারিত হয়, এমন শক্তি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে সমস্ত মানবসমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়া সত্যের দিকে ধাবিত হয়। মানবদেহে—মানব প্রাণে এমন বলসঞ্চারণ আবশ্যক যাহাতে সমগ্র জীবনকে উন্নতিমুখীন করে। রাজা ভারতের চিদাকাশে সেই নবজীবন সঞ্চার করিলেন; সেইজন্য ভারতক্ষেত্রে নবযুগের আহ্বান। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন, উপরি উপরি ভাসা ভাসা সংস্কারে ভারতের কল্যাণ নাই, পৃথিবীর কল্যাণ নাই; মূলে নবজীবন সঞ্চার করা চাই। সার্ব্বভৌমিক বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্ম ভিন্ন সে শক্তি সম্ভব কই?

রাজা বুঝিলেন, এমন ধর্ম্ম—এমন বীজ বপন করা চাই যাহা ভারতক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুদয় পৃথিবীকে তার শাখা প্রশাখায় সমাচ্ছন্ন করিবে। রাজা ভাবিলেন, ভবিষ্যতে কি হইবে, দেশ কিসে উদ্ধার পাইবে; তাই মূলমন্ত্র বিধান করিলেন। ধর্ম্মই মূল—ধর্ম্ম ভিন্ন ভারতের উদ্ধার নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন স্বার্থনাশ হইবে না, ধর্ম্ম ভিন্ন কেহ আপনাকে বিসর্জ্জন করিতে পারিবে না। যাহা কিছু সংস্কার তাহা ধর্ম্মমূলক—রাজার ধর্ম্মবিশ্বাসের এই বিশেষত্ব, রাজার সমগ্র জীবনের এই বিশেষত্ব। আংশিক উন্নতি নয়—সমগ্র জীবনের উন্নতি, নবযুগে নব আশা সেই ধর্ম্ম—সার্ব্বজনীন সার্ব্বভৌমিক উদার ধর্ম্ম—ঈশ্বরত্ব। রাজার পরমবিধান সে অসীম শক্তিকে কে গ্রাস করে? স্রোতস্বিনী পদ্মার ভীমস্রোতকে কে প্রতিহত করে—কে বাঁধে? নবযুগে নবধর্ম্মই রাজার বিশেষত্ব। জাতিতে জাতিতে একতাস্থাপনে, গৃহে গৃহে বিবাদ ভঞ্জনে, মনুষ্য-জাতির একতা স্থাপনে রাজার ধর্ম্ম অদ্বিতীয়। এমনি ক'রে নবশক্তি সঞ্চারের ভিতর, নূতন অনুপ্রেরণার ভিতর, আনন্দময়ের আনন্দ-লীলার ভিতর রাজার জীবনখানি তাঁরই হাতের যন্ত্ররূপে নবযুগে নব উৎসাহ, নবপ্রেরণা, নব শক্তিধারা প্রবাহিত করিল। এমনি করে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ের উপাসনার ভিতর, সর্ব্বমূলাধার যিনি তাঁরই অখণ্ড বিধানে, কল্যাণের পথ প্রকাশিত হইল—সে কল্যাণ-মন্ত্রে দীক্ষিত মানবপ্রাণ চিরদিন সত্য সন্ধানে ছুটবেই ছুটিবে। এই পরম সত্যের ভিতর—প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভিতরই রাজার বিশেষত্ব।

এমনি ক'রে বিশ্বসত্যপ্রেমে রাজার প্রাণ যখন পাগল, তখন তিনি কোন্‌টা বাদ দেবেন? তাঁর বিশাল উদার হৃদয়খানি যেমন সকল বিভাগের উন্নতিকল্পে ধাবিত হইল, তেমনই নারীজাতির সর্ব্বপ্রকার দুর্গতির ভিতরও কেঁদে উঠ্‌ল। আর তাকে সকল স্বাভাবিক আনন্দ অধিকারে অধিকারিণী করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন এবং নারীজাতিকে সকল প্রকার ক্ষুদ্র গণ্ডীর ঘন আঁধার-যবনিকা উত্তোলিত করিয়া আনন্দ আলোক সভায় আহ্বান করিলেন। সেই আনন্দ উদ্বোধনের জয়প্রাঙ্গণতলে আজ তাই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নরনারী সকলে করযোড়ে নত হয়ে, সেই অমর পুরুষকে স্মরণ ক'রে, ভক্তি-তর্পণাঞ্জলি নিবেদন করবে ব'লে এই রাজার স্মৃতিমর্ম্মরনিকেতনে বাণীমন্দিরে পবিত্র পীঠে এ পুণ্যসভার আয়োজন। ধন্য সে ঋষিপ্রাণের জন্মলীলা ক্ষেত্র

* সপ্তাধিক অশীতিতম স্মৃতিসভায় শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত এম্‌, এ, কর্ত্তৃক বিবৃত।

স্বাধানগর ! তাঁর পূতবক্ষ আজ সে পুণ্যস্মৃতি ধারণ করিয়া পবিত্র তীর্থরূপে চিরদিন পূজিত হউক ।

আজ যে এই বিংশ শতাব্দীতে ঘরের কুলবধূগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি পিরাস্ হ'য়ে এগিয়ে এসেছেন, ইহার প্রথম প্রাণ অঙ্কুর কাহার বুকের রক্তে সৃষ্ট হয়েছিল ? আজ ত সমাজের বক্ষঃপারাবারের লক্ষ ক্রুদ্ধ ঢেউ প্রতিহত হয়েছে। তাই মনে হয়, যেমন মহাপারাবারের ভীমগর্জ্জিত ঝঞ্চাঢেউ প্রধাবিত হইয়া আপনারই উদ্বেলিত বক্ষোবেলায় প্রতিঘাত পেয়ে আপনারই বুকে শান্ত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি যেন স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কি নারীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসংস্কার বিরুদ্ধে সমাজের উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গরাজি আপনারই বক্ষে শান্ত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে ; সমাজ তাই আনন্দে ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষার আনন্দপ্রভাব—সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ পরিবর্ত্তন—ধীরে ধীরে আপনার গৃহকোণে বরণ ক'রে আপনারই বুকের ভিতর আহ্বান করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। মহাত্মা ঋষিপ্রাণ রাজা রামমোহন রায় যে প্রাণময়ী ঝঙ্কার মানবসমাজ-প্রাণের ভিতর বাজিয়ে দিয়ে গেলেন, সে ঝঙ্কার নিত্য নব নব ভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে।

তার পর আমার ব্যক্তিগত জীবনে প্রাণের অনুভূতি প্রকাশ করিতেছি, সকলে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। অথচ হৃদয় আজ উচ্ছ্বসিত, প্রাণ তাই বলতে চায়। যে দিন রাজা রামমোহন রায়ের অক্লান্ত উদ্যোগে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম্‌ বেণ্টিং মহোদয়ের আদেশে সমগ্র ভারতাকাশের সতীদাহের পূতবহ্নি-শিখা নির্ব্বাপিত হইল, সে দিন মর্ম্মে মর্ম্মে বৈধব্য জীবনের ভারবহনের বিষময় জ্বালা তিলে তিলে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইল। উঃ! কি স্মরণীয় দিন! যে দিন আমার জীবনপ্রভাতে একদিন সহসা বিনামেঘে বজ্রাঘাত হ'য়ে গেল, যে দিন সমস্ত সূর্য্যরশ্মি কালো কালো হ'য়ে নেমে এল, যে দিন বিচিত্র বিবরণ বিশ্বভুবন ঘন কালিমায় আচ্ছন্ন হ'লো, যে দিন বিশ্বের আনন্দসুর যেন চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে গেল—সে দিন রাজার চরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষোভের অভিযোগ বারবার উঠেছিল—কোথায় রাজা রামমোহন রায় ? কোথায় ? কোথায় ? আজ এ দুর্দ্দিনে যে সহমরণপ্রথা আনন্দে বরণীয় ! এ কি বাঁধনে বেঁধে দিয়ে গেলেন জগৎকে ! এ কেমন ক'রে সইবে দুর্ব্বলা নারী ? এ যে ভীষণ কঠোর সংগ্রামময় মরুপথ ! ইহার ভিতর রাজা, কি কল্যাণ-পুষ্প বর্ষণ করিলেন বুঝি না ! বুঝি না ! তার পর চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী' বি-এ ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক ছিল; তাহাতে তিনি যেখানে বর্ণনা ক'রেছেন,—"ভারতললাটে যে সতীবহ্নি চিরদিন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল—যে হুতাশনে অসংখ্য হিন্দুরমণী স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতেছিলেন, যে জীবন্ত নারী-ভস্ম ভারতাকাশকে মলিন করিয়া রাখিয়াছিল, রামমোহনের সহকারিতায় বেণ্টিঙ্কের অঙ্গুলিসঞ্চালনে সেই বহ্নি চিরনির্ব্বাপিত হইল—রাজা রামমোহনের আযৌবন সাধনায় ও বেণ্টিঙ্কের শুভদৃষ্টিপাতে সেই ভস্ম আকাশ-ক্রোড় হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল। যাহা হউক পুণ্যনামা বেণ্টিঙ্কের সুচেষ্টায় ভারতে অবলা জাতির জীবন্ত চিতানল নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তুষানলের সৃষ্টি হইল। অনল প্রকারান্তর প্রাপ্ত হইয়া দেহের পরিবর্ত্তে হৃদয় দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত রেণু রেণু করিয়া দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল—সতীদাহে একদিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ব্যাপার শেষ হইত—এ আর চিরজীবনেও ফুরায় না।" এই বর্ণনা আমার অন্তরতর অন্তরতম স্থানে বিঁধিয়া গেল—বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইল !

স্নেহধারার ভিতর—কিন্তু তখন বিক্ষুব্ধ চিত্ত বেদনার ভিতরই—শান্ত, সে দিন রাজার চরণে ক্ষোভের অভিযোগ তেমন ক'রে উঠিল না। সে দিন মনে হইল ধন্য রাজা রামমোহন রায় ! আমার জন্য—অভাগিনী জননীদের জন্য—এ তুষানলের সৃষ্টি ক'রেছ বেশ হ'য়েছে। আসুক শত বিষবজ্র, আমার অদৃষ্টে দুঃখ নাই—মায়ের এ নীরব তুষানলে ত কোন ক্ষতি হবে না বিশ্বসংসারের। মায়ের বক্ষোনিধি কুসুমকলি প্রাণের পুতলি ত একেবারে অনাথা হ'য়ে ভেসে যায় নি। দুর্ব্বলা জননীর ক্ষুদ্র শক্তিগ্রামের ভিতর, তাঁর সুশীতল আশ্রয়ে মায়ের বুকের ভিতর, বাছাকে ত সংসারে অকল্যাণ ঝঞ্চাবাতাস স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইহা অপেক্ষা পরম কল্যাণাকাঙ্ক্ষা দুঃখিনী জননীর কি প্রার্থনীয় হতে পারে ? পতির এ আনন্দস্মৃতি-চিহ্নই দুঃখিনী জননীকে পবিত্র ক'র্‌বে—মরুপথে আনন্দ-উৎস রচনা ক'র্‌বে—জীবনকে ধীরে ধীরে অক্ষয় আনন্দ-লোকের যোগ্য ক'রে তুল্‌বে। এম্‌নি করে কত দুঃখিনী জননী নীরব সংগ্রামের ভিতর, মায়ের শান্ত বরাভয় অঞ্চলতলে তাঁদের প্রাণের সন্তানদের সকল প্রকার নিপীড়ন থেকে অক্ষয় কবচ রূপে রক্ষা করে ; সন্তানেরা সে নির্ভর আনন্দে বেড়ে ওঠেন—গ'ড়ে ওঠেন ; আবার জননীর আশার নির্ম্মল আনন্দপ্রদীপ জ্বলে ওঠে। পতির পবিত্রস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারিণী হবেন নারী—এত চিরবাঞ্ছনীয়, চিরবরণীয়, স্বাভাবিক, সহজ, সম্ভব ও সঙ্গত ; বলাই কিছু বাহুল্য।

হায় ! হায় ! যদি সে আনন্দ-প্রদীপখানি যাত্রাপথে নিবিয়া যায়, মায়ের অঞ্চলরত্নটিও কোনও অদৃশ্য ইচ্ছার ইঙ্গিতে যদি খসে পড়ে, আর যদি সে সৌভাগ্যও কোন অভাগিনী নারীর অদৃষ্টে না ঘটে—তবে হে ভগবান্ সর্ব্বমঙ্গলদাতা কেমন ক'রে সকল নিঃসঙ্গতার ভিতর এবার ব্রহ্মচর্য্য পালন হবে ঠাকুর ? তখনি রাজার মাভৈঃ বিদেহী কণ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানের ভিতর, সেই সত্যধর্ম্মের ভিতর, বুকের তারে হুঙ্কার রবে ওঁকার নামে বাজিয়ে দিয়ে গেলেন—মৃত্যু নাই, মৃত্যু নাই, অমৃতময়ে সকলে জেগে রয়েছেন। কি বোল্‌ছো দুর্ব্বলা নারী তুমি ? ব্রহ্মচারিণী অর্থ কি ? ব্রহ্মচর্য্য অর্থ ত এ নয় কেবল আহার বিহারে সংযম। বাসনা কামনার উপরে উঠতে চাও ? শোন কেমন ক'রে হবে—ব্রহ্মবিহারে হবে—প্রতি কর্ম্মে, প্রতি অবসরে ব্রহ্মে বাস। সেই আনন্দময় ব্রহ্মতত্ত্ব-আলো তিমির অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত ক'রে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত ক'রে আবার নবভাবে উদিত। অশ্রুধারার ভিতর কৃতজ্ঞতার অর্ঘ আবার রাজার চরণে ভ'রে উঠ্‌ল। সত্যি সত্যি যে রাজা ব্রহ্মের আনন্দ সন্ধানের ভিতর ব্রহ্মময় সত্তায় লোকলোকান্তর পূর্ণ ক'রে দীপ্যমান্ করিলেন, সে আগ্রত সাধনা যে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের প্রাণের ঘরে জ্বালিয়ে

দিয়ে গেলেন। যেমন সতীর জড়দেহ দাহ নির্ব্বাপিত হ'য়ে অনন্ত দাহের ব্যবস্থা হইল তেমনই যে সেই আগুনের পরশমণিই ব্রহ্মের নিত্য সহবাসের ভিতর নারীপ্রাণের দেবিত্বের পূর্ণ মহীয়সী মহিমায় বিকসিত হবার খবর এসে গেছে—সকল অন্ধকারের ভিতর রাজা রামমোহন রায়ের নিবাত নিষ্কম্প একমেবাদ্বিতীয়ম্ আনন্দ প্রদীপখানি সকল প্রাণের ঘরে তুলে ধর্‌লেন ; পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ, আধ্যাত্মিক আত্মিক মিলনের পথ খুলে দিয়ে গেলেন তিনি। বিশ্বজুড়ে ওঁ নামের মহিমায় একদিন যেমন তপোবন ঝঙ্কৃত হয়ে ঋষিপ্রাণের আনন্দ উপলব্ধিতে সমস্ত হেসে উঠেছিল আবার তেমনি করে জাগরণ বাণী ঘোষিত হোল,অন্তরতম প্রদেশে আত্মা-পরমাত্মার আনন্দযোগে। নারীকেও সে অধিকারে বঞ্চিতা করিলেন না। নারী, তোমার বেদে অধিকার নাই, নারী, তোমার অমুক অনুষ্ঠানে অধিকার নাই ইত্যাদি অন্ধগণ্ডী ভেঙে দিলেন। তাই মহাদেশীয় জাতীয় সংস্কারের ভিতর নারীপ্রাণের প্রদীপশিখাটি একান্ত গোপনমিলনের আলোক ধারায় স্নাত হয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। তাই ভারতের পরিণয় মন্ত্রের আধ্যাত্মিক গূঢ় যোগের ভিতর একমেবাদ্বিতীয়মের প্রাণময়, জ্ঞানময় পরমাত্মার ভিতর সকল অস্তিত্ব জেগে উঠল, মৃত্যু চলে গেল প্রেমের বিকার গন্ধ চলে গেল—নন্দনের জ্যোতির্ম্ময় লোকের অনন্ত সিংহদ্বার খুলে আজ জ্যোতির্ম্ময় বিদেহী পুরুষের ভাগবতী তনু আবার সকলের বক্ষঃপুরে নেমে এলেন অভয় মঙ্গল মন্ত্রে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি ; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।"

এম্‌নি ক'রে বিশ্বকল্যাণময়ী বাণী জগতে প্রচার করিলেন। সকল ভেদ বিভেদের সঙ্কীর্ণতা চ'লে যাবেই যাবে। এই প্রাণময়ী বাণী—বীজমন্ত্র যখন মানবের প্রাণময় আত্মক্ষেত্রে ছড়ানো হ'য়েছে, এ আর ধ্বংস হবার উপায় নেই। এ ব্রহ্মনামের পুষ্পমঞ্জরী সমাজের সমস্ত দেহে মনে ফুলে ফলে একদিন বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। বিক্ষিপ্ত মন মানুষের সমাহিত হবেই হবে ; আর বিশ্বদেবের বিশ্বমন্দিরে মানবকে গেয়ে উঠ্‌তেই হবে—একমেবাদ্বিতীয়ম্! সেই পরমানন্দের ভিতরই বিশ্বপ্রাণের প্রাণতরঙ্গলীলা। যে দিন সে কল্যাণময়ী ধারা প্রতিহত হয়, সে দিনই গতিহীন হয়ে মরণবিষ ছড়িয়ে ফেল্‌বার আয়োজন করে। রাজা রামমোহন রায়ের সেই মরণহীন আনন্দবাণী আজ আবার স্মরণ করি। আজ নারীপ্রাণ তাঁর অক্লান্ত জীবনসংগ্রামের ভিতর যে আনন্দ প্রাঙ্গণতলে এসে দাঁড়িয়েছেন, সকল প্রকার উন্নতিরই প্রাণপ্রতিষ্ঠা সেই অমৃতমন্ত্রে। অমৃতা হ'বার অনন্ত আকাঙ্ক্ষায় কোন অন্ধ বিশ্বাসের ভিতর নয়—শুদ্ধ আত্মজ্ঞান সেই পরম জ্ঞানময়ী মঙ্গলময়ী ইচ্ছার ভিতর, মৃত্যুঞ্জয়ের আনন্দ ধারার ভিতর। সে অনন্ত আনন্দ তীর্থসলিলে আজ স্নান ক'রে সকলে পবিত্র হই ; আর আজ সেই বিদেহী আত্মার আনন্দসত্তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রে নারীচিত্তের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ বার বার নিবেদন করি। আর সেই পরমসুন্দর মঙ্গলময়ের চরণে কি বলিয়া আজ অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিব। বার বার সে বরাভয় আনন্দপদ চরণেই প্রণাম করি। তিনি যেন মানবের জীবনযাত্রার মরুপথে পান্থপাদপের মত তাঁর পবিত্র নামের ভিতর সুশীতল সলিলধারা সিঞ্চিত করেন।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

চট্টগ্রাম সমাজের ইতিহাস।

(৩)

ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা।

প্রার্থনাসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াই পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনালয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন সর্ব্বসাধারণের সম্মিলিত ভজনালয় না থাকিলে প্রার্থনাসমাজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। সেই জন্যই তিনি দীর্ঘকাল এখানে থাকিয়া গৃহনির্ম্মাণের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। সুবিধানুরূপ স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তিনি যাত্রামোহন বাবুর গৃহপ্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সকলেই জানিতেন এইটি অস্থায়ী গৃহ। স্থায়ী ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প প্রবল হইতেছিল। স্থানীয় সভ্যগণ সময়ে যথাসম্ভব সুবিধাজনক স্থান সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপ বাবু সর্ব্বদা পত্র লিখিয়া তাহাতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই সংকল্প বা চেষ্টায় কোন ফল দেখা যায় নাই। ১৮৯১ সালের নবেম্বর মাসে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য এক কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটির নয়জন সভ্যের নামে চাঁদা সংগ্রহের জন্য প্রার্থনাপত্র বাহির করা হয়। বাবু যাত্রামোহন সেন উক্ত কমিটির সম্পাদক এবং বর্ত্তমান লেখক ইহার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। উক্ত সভাতে আলোচনা হইয়া প্রার্থনাসমাজ নামের পরিবর্ত্তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রার্থনাপত্রও বিশেষ কার্য্যকারী হয় নাই। উৎসব এবং দীক্ষার আন্দোলনের জন্য কয়েক মাস কিছু কাজ করা হয় নাই। তৎপরে কয়েক মাসের মধ্যে আবেদনকারী দুই জন সভ্য স্থানান্তরে চলিয়া যান এবং সরকারী কার্য্যোপলক্ষে আরও ৩।৪ জন ব্রাহ্ম বদলী হইয়া এখানে আসেন। ইঁহাদের উৎসাহ উদ্যম এই কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য তাঁহাদেরও নাম আবেদন পত্রে থাকা প্রয়োজন মনে করিয়া ১৮৯৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী নূতন আবেদন পত্র বাহির করা হয়। ইহাতে ডাক্তার বিপিনচন্দ্র রায় ডি এল্ সদর মুনসেফ, বাবু হেমেন্দ্রলাল খাস্তগির এম্, এ ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং মিঃ ভেন্‌কেটে রাও মঞ্জুনাথ স্থলিকার (বম্বেবাসী) টেলিগ্রাফ সিগ্‌নেলার—মহাশয়গণের নাম সংযুক্ত করা হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব আবেদনপত্রের বাবু দীননাথ দত্ত ও বাবু তারকবন্ধু

চক্রবর্ত্তী স্কুল ডেপুটী ইন্স্পেক্টর মহাশয়েরা চলিয়া যাওয়াতে তাঁহাদের নাম আবেদনপত্র হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামের পরিবর্ত্তে কমিটির মতানুসারে 'ব্রাহ্ম-সমাজ লেখা হইয়াছিল। আবেদন পত্রের এক খণ্ড প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল;— (প্রতিলিপি)

DEAR SIR,

The members of the Brahma Samaj at Chittagong have for a long time felt the want of a suitable prayer hall. A small temporary shed was erected when their Prarthana Samaj was formally established in 1887. The house being found inadequate at present, there has been a growing demand for a more commodious and permanent building. Accordingly at a meeting held on the 31st October last a committee consisting of the undersigned were appointed to raise subscription for the building of a prayer hall, the cost of which has been estimated at Rs. 5000 in round number. We beg therefore to earnestly request you to lend your help towards the accomplishment of the object. We count upon your co-operation in this righteous cause and solicit the favour of your remitting your donation for this building to the address of the Treasurer or to either of Babus Navadwip Chandra Das and Monoranjan Guha, Missionaries of the Brahmo Samaj, who have kindly undertaken to collect donations.

We remain,
SIR,
Yours most faithfully

Brajendra Kumar Guha, Asst. Inspector of Schools —*President*,
Jatra Mohan Sen, Pleader, Judge's Court —*Secretary*,
Vipina Chandra Rai, Munsif—*Treasurer*,
Harish Chandra Dutt, Hd. Master, National Institution—*Asst. Secretary*,

Members :—
Venkutarao Munjunath Sthalikar, Telegraph Dept.
Hemendra Lal Khastgir, Deputy Magistrate,
Durgadas Dutt, Medical Practitioner,
Dwarka Nath Gupta, Clerk, Road Cess office,
Kamala Kant Sen, Teacher, Girls' School,
Atul Chandra Dutt, Accountant, Rangamati.

১৮৯২ সালের অক্টোবর মাসের এক রবিবারের সকালে ব্রহ্ম-মন্দিরে আমি ও ষোড়শীমোহন বসিয়া উপাসনা করিতেছি এমন সময় দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপাসনান্তে জানিতে পারিলাম একজন ডাক্তার ভি, রায় সদর মুন্সেফ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার যুবক বন্ধু বাবু রজনীনাথ সমাদ্দার। বলিলেন, অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ঘর বাহির করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিবার জন্য উৎসাহে তখন তাঁহার প্রাণ পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিবার জন্য রজনী বাবুকেও তিনিই লইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে তিনি ধর্ম্মবিষয়ে উদাসীন ছিলেন। বরিশাল পিরোজপুরে যখন তিনি কাজ করিতেছিলেন তখন তাঁহার বন্ধু বেপ্‌টিস্ট্ মিসনের প্রচারক মহাশয়ের শিক্ষা এবং প্রভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খৃষ্টান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত হইলে ধর্ম্মচিন্তার দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে তিনি এই মীমাংসায় পঁহুছিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মই শিক্ষিত নরনারীর একমাত্র অবলম্বনীয়। এই ভাব লইয়া তিনি চট্টগ্রাম আসিয়াছিলেন এবং আসিয়াই মহা উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের কাজে নিযুক্ত হইলেন। অক্টোবর মাসের শেষে তিনি এখানে আসিলেন। খুব ধুম ধাম করিয়া মাঘোৎসব সম্পন্ন করা হইল এবং ফেব্রুয়ারী মাসে মন্দির নির্ম্মাণের চাঁদার জন্য আবেদন পত্র বাহির করা হইল।

এখানে আসিয়াই তিনি সকলের প্রাণে উৎসাহ জাগাইবার জন্য এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা প্রচার করিবার জন্য খুব ধুমধাম করিয়া মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইলেন। আমাদের উপাসনালয় নিতান্ত সংকীর্ণ ও জীর্ণ বলিয়া বাড়ীভাড়া করিয়া উৎসব করিবার জন্য চেষ্টা করা হইল। কিন্তু সুবিধামত বাড়ী না পাওয়াতে যাত্রামোহন বাবুর বাড়ীতেই উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। উৎসবে দেশের অনেক লোককে, এবং শিক্ষিত লোক প্রায় সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিবৃত করিয়া এবং কতক গুলি সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া, উপহার নামে এক খণ্ড পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হইয়াছিল। মাঘোৎসবের এত আয়োজন চট্টগ্রামে ইতি পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। ১১ই মাঘ একবেলা মাত্র উপাসনা হইত।

উৎসব শেষ হইলে মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা আরম্ভ হইল। একটি ঘটনা আমার সুন্দর মনে আছে। বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না ভাবিয়া বড়ই নিরাশ হইতেছিলাম। এক শনিবার সন্ধ্যায় আমরা কয়েক জন বন্ধু এ কথার আলোচনা করিতে করিতে ফেয়ারী হিলের উপরে উঠিয়া বসিলাম এবং সেখানে ব্যাকুল ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম। বাবু রজনীনাথ সমাদ্দার ও ষোড়শী-মোহন সেনও সঙ্গে ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তার পরের দিন আমাদের কার্য্য আরম্ভ হইল। রবিবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনার পর আমরা বাবু যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের বাড়ীতে একত্র হইলাম। ডাক্তার ভি, রায় চাঁদা সংগ্রহের জন্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতে সকলকে অনুরোধ করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যাঁহাদের নামে চাঁদার জন্য আবেদন পত্র বাহির হইয়াছে এবং যাঁহারা চাঁদা সংগ্রহের জন্য অন্য অন্য লোকের নিকট যাইবেন তাঁহাদেরই দানের প্রতিশ্রুতি সর্ব্বাগ্রে থাকা উচিত। এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই অন্ততঃ নিজ নিজ এক মাসের আয় দিবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। এ প্রস্তাবে কিছু আপত্তি হইল না। সকলেই ইহা সঙ্গত মনে করিলেন। এবং সর্ব্ব প্রথম ডাক্তার ভি, রায় নিজের ১ মাসের বেতন ৩০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করিলেন। বাবু যাত্রামোহন সেন ৫০, বাবু হেমেন্দ্রলাল খাস্তগির ২০০, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ ২৫০ টাকা স্বাক্ষর করিলেন। আরও অনেকে এক মাসের আয় দিতে প্রতি-

শ্রুত হইলেন। একসঙ্গে অনেক টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়াতে সকলের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। শীঘ্রই আরও অনেক টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল এবং বাবু ভগবানচন্দ্র সেন জলপাইগুড়ি হইতে মন্দির নির্ম্মাণের চাঁদা পাঁচ টাকা প্রেরণ করিলেন। এই টাকাই চাঁদার খাতায় প্রথম প্রাপ্ত চাঁদা। দুঃখের বিষয় ডাক্তার ভি, রায় বদলী হইয়া পরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর মাস চট্টগ্রাম হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি আমাদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি নগদ ৪১৬।৶৯ রাখিয়া যান। তাঁহার চলিয়া যাওয়াতে আমাদের কাজের ক্ষতি হইল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তিনি আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে বাবু রজনীকান্ত সমাদ্দারও চলিয়া গেলেন। তিনি আমাদের ছাত্র সমাজে মিলিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছিলেন।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজ

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী—বিগত ২রা কার্ত্তিক হইতে চারি দিবস ময়মনসিংহ নগরীতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ১লা কার্ত্তিক (১৮ই অক্টোবর) সোমবার দিবসই অধিকাংশ ব্রাহ্মবন্ধু তথায় সমাগত হন। উক্ত দিবস সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনার আয়োজন করা হয়। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রাতে সম্মিলনীর প্রারম্ভিক উপাসনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয়সমূহ কাহারা উপস্থিত করিবেন তাহা নির্দ্ধারিত হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী একটি প্রার্থনা করিলে কার্য্যারম্ভ হয়। অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি ডাক্তার বনোয়ারীলাল চৌধুরী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে অসমর্থ হওয়াতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতিপদে বৃত হইলেন। তাঁহার বক্তৃতা সকল হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করে। তৎপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আয়ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন। সায়ংকালে শ্রীমান সুকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৩রা কার্ত্তিক বুধবার প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর, সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন" বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করেন। সর্ব্বশেষে "সেবক পত্রিকা পরিচালন" ও "অনাথব্রাহ্ম-ধনভাণ্ডার" বিষয়ে আলোচনা হইয়া দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় সিটিস্কুল-প্রাঙ্গণে "যুবকসম্মিলনী" ও ব্রাহ্মমন্দিরে "মহিলাসম্মিলনীর" অধিবেশন হয়। "যুবকসম্মিলনী"তে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা হইতে নগরসংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা; শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর, সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী "আচার্য্য, প্রচারক, প্রচার"বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করেন। ৪ঠা কার্ত্তিক বৃহস্পতি বার প্রাতে উপাসনা, শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর, সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন। পূর্ব্ব দিবসের আলোচ্য বিষয়ই আলোচিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন; অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় সিটিস্কুল প্রাঙ্গণে সম্মিলনীর ৫ম অধিবেশন। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয় উপস্থিত হওয়াতে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মিলনীর কর্ম্মচারী ও কমিটি নিযুক্ত হইলে পর সম্পাদক "ব্রাহ্মস্বাস্থ্য-নিবাস"সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত করেন। তৎপর, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক আদর্শ" বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করেন। সায়ংকালে ব্রাহ্মমন্দিরে "ব্রাহ্মসমাজের বাণী" বিষয়ে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। ৫ই কার্ত্তিক (২২এ অক্টোবর) প্রাতে বিশেষ উপাসনা ও শান্তিবাচন। শ্রীমতী সুশীলা বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অভ্যর্থনা কমিটীর সভ্য ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সম্মিলনীর কার্য্য শেষ হয়। উৎসাহের সহিত স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্যে নিযুক্ত বহুসংখ্যক অপোগণ্ড শিশু ও বালক এই সম্মিলনের এক অতি আনন্দকর নূতন দৃশ্য। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নগরের বিভিন্ন অংশে উষাকীর্ত্তন করা হয়। সকল কার্য্যই অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। নানাস্থান হইতে শতাধিক ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রেমময় পিতার কৃপায় সকলেই নূতন আশা ও উৎসাহ এবং মধুর স্মৃতি লইয়া প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হয়। এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী রাজার রচিত "ভাব সেই একে" এই গানটি করিলে, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বি, এ, প্রার্থনা করেন। তৎপরে একে একে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শরৎচন্দ্র গুহ এম্, এ, বি, এল্, মৌলবী, আব্দুল খালেক, সত্যানন্দ দাস বি, এ, মৌলবী সামসুদ্দিন আহাম্মদ রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, জীবনের মহত্ত্ব এবং গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। সভাপতির মন্তব্য ও বক্তৃতা অন্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর সায়ংকালে বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী মহোদয়ের মহাপ্রস্থান দিনে সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনাদি হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মচরিত হইতে পাঠ করেন।

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সায়ংকালে শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মবন্ধু সভার ১০ম অধিবেশন হয়। আচার্য্য মহাশয় সভাপতিরূপে প্রার্থনা করেন এবং সভ্যগণের

জিজ্ঞাসানুসারে তিনি নিজ জীবনের ধর্ম্মসাধন-সূত্রে বিবিধ বিষয়ের উত্তর প্রদান করেন। প্রীতিভোজনযোগে সভার কার্য্য শেষ হয়।

ধর্ম্মবিষয়ক নূতন মাসিক পত্রিকা—ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজ, ভবানীপুর পোষ্ট আফিস, কলিকাতা, হইতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বন্ধু' নামক নূতন মাসিক পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। ইহাতে উক্ত সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপদেশ, প্রবন্ধ প্রভৃতি এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য লেখকগণের প্রবন্ধ থাকিবে। প্রথম দুই সংখ্যার অধিকাংশ প্রবন্ধ সতীশ বাবুর লিখিত। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় লিখিত 'শাস্ত্রী-মহাশয়ের স্মৃতি' নামক একটি প্রবন্ধও আছে। পত্রিকার আকার 'প্রবাসী'র সাইজের ১৬ পৃষ্ঠা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা-মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা। আশা করি, 'বন্ধু' অনেকের জীবনেই প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন।

গিরিধি ব্রাহ্ম সমাজ—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর গিরিধি ব্রহ্মমন্দিরে রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক মৃত্যুদিন উপলক্ষে প্রাতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত এইচ্‌ বসু মহাশয়ের গৃহে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ডি, এন্‌ মুখার্জ্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশ-চন্দ্র নাগ ও শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন রাজার জীবন ও সাধন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা সুখলতা দোয়ারা এবং স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্‌ বিজয়চন্দ্র কর্ম্মকার প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ দিবস উপলক্ষে গিরিধি ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর, ২রা অক্টোবর শনিবার ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে এক স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ডি, এন্‌ মুখার্জ্জি এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশ চন্দ্র নাগ মৃত মহাত্মার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীমান্‌ বিজয়চন্দ্র কর্ম্মকার এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজ—বিগত ২রা অক্টোবর ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলনসমাজ মন্দিরে রাজর্ষি রামমোহন স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। অনারেবল স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধি-কারীর অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একটি প্রার্থনা করিলে শ্রীমতী কুমুদিনী বসু একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর রেভাঃ মিঃ এম্‌ টি কেনেডি, অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ ও শ্রীযুক্ত বিজয়-চন্দ্র মজুমদার বক্তৃতা করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম বার্ষিক মৃত্যুদিন উপলক্ষে ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে বিশেষ উপাসনা হয়। ৩রা অক্টোবর তারিখে প্রাতঃকালীন উপাসনায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। সায়ংকালে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়; অনারেবল স্যার নীলরতন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির অভিভাষণের পর শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের বক্তৃতা করেন।

পারলৌকিক—বিগত ৩রা অক্টোবর গঞ্জাম জিলান্থিত বহরমপুর নগরীতে পরলোকগতা বিজয়লক্ষ্মী পট্টনায়কের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কে কল্যাণস্বামী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত এন্‌ জগন্নাথ রাও, শ্রীযুক্ত জে, ভি, নারায়ণ, শ্রীযুক্ত ইউ সন্ন্যায় এবং স্বামী মহেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে মহিলা ব্রাহ্মপ্রচার সমিতিতে ৫, বহরমপুর অবনত শ্রেণী নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ১, ও বহরমপুর সামাজিক হিতসাধন মণ্ডলীর জন্য ১ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। গোদাবরী জিলাস্থিত উণ্ডুর বালিকাবিদ্যালয়ের একটী ছাত্রীকে প্রতিবৎসর একটি তেলেগু রচনার জন্য ৩ টাকার পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার সহানুভূতি, সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে প্রবল অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও জীবনব্যাপী ব্রাহ্ম-সমাজের সেবার জন্য সর্ব্বত্র পূজিত। উপযুক্ত রূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার, (২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতাগৃহ, (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ, এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারার্থীদিগের জন্য একটি সাধনোদ্যান নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্য্যটিকে শাস্ত্রী মহাশয় অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল কার্য্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচার্য্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামান্য চেষ্টায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্মৃতি-ভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার চেকগুলিতে দুইটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রায়পুর), এন্‌, জি, চন্দাবারকর (বোম্বে), বি, জি ত্রিবেদী (বোম্বে), আর ভেঙ্কাটা রত্নম্‌ নাইডু (মাদ্রাজ), অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (পঞ্জাব), জে, আর্‌ দাস (রেঙ্গুন), রুচিরাম সানি (পঞ্জাব), এন্‌, জি, ওয়েলিঙ্কার (হাইদ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য), নীলমণি ধর, (আগ্রা), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ), বিশ্বনাথ কর (উড়িষ্যা), হেরকান্ত বসু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ), পি, কে, রায়, নীলরতন সরকার, পি, সি, রায়, নবদ্বীপ-চন্দ্র দাস, শশিভূষণ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কামিনী রায়, কানাইলাল সেন, শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র সরকার (বাঙ্গালা), পি, কে, আচার্য্য, ও পি, মহলানবীশ (সম্পাদকদ্বয় ১০ই এপ্রিল), ১৯২০।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No C. 65

অসতোমা সদগময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৭৩শ ভাগ।	১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯১	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩
১৫শ সংখ্যা।	16th November, 1920.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹

প্রার্থনা

হে প্রেমময় পিতা, তুমি আমাদিগকে নানা সাধুভাব দিয়া গড়িয়াছ এবং আমাদের প্রাণে সর্ব্বদা নানা মহৎ আকাজ্ক্ষা জাগাইতেছ। তোমার প্রদত্ত প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়াই সংসারের নানা কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ একটা কিছু করিবার জন্য আমরা অনেক সময় ব্যস্ত হই। অথচ এই ব্যস্ততাই আবার আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায়,—তোমাকেই যে প্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তোমার নির্দ্দিষ্ট পথেই যে চলিতে হইবে, সে কথা স্মরণে রাখিয়া অগ্রসর হইতে দেয় না। আপন ইচ্ছায় আপন পথে চলিতে যাইয়া তোমার এই সুন্দর জগতে আমরা নানা প্রকার বিশৃঙ্খলাই আনয়ন করি, সাধুসঙ্কল্পদ্বারা চালিত হইলেও সফলতালাভ করিতে পারি না। আমরা ভুলিয়া যাই, তোমাকে প্রধান লক্ষ্যস্থানে না রাখিতে পারিলে সকল সাধুভাবই মলিন হইয়া যায়, কোনও ভাবই আমাদিগকে তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে লইয়া যাইতে পারে না, কল্যাণের পথে অগ্রসর করিতে পারে না। আমরা বুঝিতে পারি না, তোমার কার্য্য করিতে যাইয়া আমরা প্রকৃত পক্ষে আপনার কাজ লইয়াই ব্যস্ত হই, তোমাকে একেবারে ভুলিয়া যাই। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের এই ভ্রান্তি দূর না করিলে আমরা প্রকৃত পথ অনুসরণ করিতে পারিব না, জীবনের কার্য্য সাধন করিতে পারিব না, এই পতিত দেশের উদ্ধার সাধিত হইবে না। তুমি আমাদিগকে পথ দেখাও, তুমি আমাদিগের দ্বারা তোমার কাজ করাইয়া লও। তোমাকেই প্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া, তোমার নির্দ্দেশে তোমার পথে চলিতে সমর্থ কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনের চালক হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়

মাতৃভূমির সেবা—মাতৃভূমির সেবা করিবার আকাজ্ক্ষা মানবহৃদয়ে স্বভাবতঃই উদয় হয়। বিশেষতঃ যৌবন কালে হৃদয়ের সকল ভাবই যখন সতেজ হয়, তখন এই সাধু আকাজ্ক্ষাও যে প্রবল হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং "আমি কি প্রকারে মাতৃভূমির সেবা করিতে পারি ?" এরূপ প্রশ্ন লইয়া যে বহু ছাত্র মিঃ এণ্ড্রুজের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তিনি বিহার প্রদেশের ছাত্রসম্মিলনীর সভাপতি রূপে যে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সময়োপযোগীই। তিনি এ দেশের যুবকমণ্ডলীকে স্বদেশসেবার যে মহৎ কল্যাণকর পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা যুবা বৃদ্ধ সকলেরই অনুসরণীয় এবং তাঁহার ন্যায় উন্নতচরিত্র লোকের উপযুক্তই হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এরূপ লোক আমাদের মধ্যে অধিক নাই, অথচ বিপথে চালিত করিবার লোক, দেশকে অবনতি ও ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার লোক, অত্যধিক পরিমাণেই রহিয়াছে। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিতেছেন, "কিছুকাল যাবৎ আমরা এই প্রশ্নের রাজনৈতিক উত্তর পাইতেছি এবং অনেকে মাতৃভূমির সেবার জন্য রাজনৈতিক কার্য্যে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অনেকে আবার সেই উদ্দেশ্যে সামাজিকহিতসাধনে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু আমি জীবনের কার্য্যগত অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই দুই উত্তরের কোনটিই গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে না—মানবহৃদয় একমাত্র যে সত্যকে লাভ করিয়াই পরম বিশ্রাম লাভ করিতে, অন্তরের শান্তি প্রাপ্ত

হইতে পারে, আমাকে তাহা প্রদান করিবার মত গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে না। আমি যুবকরূপে এই উভয় পথ দিয়াই আসিয়াছি।" কিন্তু "আমি যে পরম সত্যের অনুসন্ধান করিতেছি ইহাই কি তাহা, না, ইহা কেবলমাত্র একটা সাময়িক ফিকির-মাত্র, এই সন্দেহ সর্ব্বদা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। একমাত্র হৃদয়বিদীর্ণকারী ব্যর্থতা ও বিফলচেষ্টা হইতে যে কষ্টার্জ্জিত জ্ঞানলাভ করা যায়, সেই জ্ঞানে আমি যতই অধিক হইতে অধিকতর বর্দ্ধিত হইতেছি, ততই আমি এই শিক্ষালাভ করিতেছি যে, নৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য যত মহৎ ভাবে ও স্বদেশানুরাগে অনুরঞ্জিতই হউক না কেন, উহা যদি সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য যে পরম সত্যের অনুসন্ধান তাহা হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে নিতান্তই অসার ও অশান্তির কারণ। তাহারা নিজে (অন্য নিরপেক্ষ ভাবে) প্রকৃত জাতীয় নবজীবন সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট নহে।" "বর্ত্তমান কালে আমরা মনে করি রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার লাভ করিলেই, এই সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইলেই, উন্নতি সুনিশ্চিত। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস এ সাক্ষ্য প্রদান করে না। পুরাকালের কত সভ্যতা অবনতির মুখে গমন করিয়া বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে!" দৃষ্টান্তস্বরূপ মিশর, বেবিলন, রোম প্রভৃতি সাম্রাজ্যের ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া তিনি এ কথা বিশদরূপে প্রমাণিত করেন। ইউরোপীয় সভ্যতারও অবনতি এবং পতন আরম্ভ হইয়াছে কি না, এ প্রশ্ন যে অনেক চিন্তাশীল লোকের মনে উদয় হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি ভারত-বর্ষের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেন। এবং ভারতীয় ও চীন দেশীয় সভ্যতা বহু পুরাকালের হইয়াও নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়াও যে এখন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, তাহার কারণ নিম্নলিখিত রূপে বিশ্লেষণ করেন;—"এই সমস্যার মীমাংসাকল্পে আমরা যতই চিন্তা করি ততই শুধু রাজনৈতিক উত্তরে আমরা কম সন্তুষ্ট হই। ভারতের রাজনৈতিক গঠন নিশ্চয়ই ইহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করে নাই। আবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির বিষয় যখন চিন্তা করি তখনও উত্তর কিছুমাত্র কম স্পষ্ট নহে; কারণ, অতি পুরাকালে জাতি বিভাগের দ্বারা যেরূপ উপকারই সাধিত হউক না কেন, পরবর্ত্তী সময়ে যে উহা প্রকৃতপক্ষে উন্নতির পথে প্রবল বাধাস্বরূপই কার্য্য করিয়াছে, সে কথা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রায় একবাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন। যে লবণের অভাবে ভারতীয় সভ্যতার স্বাদ বহুপূর্ব্বে বিনষ্ট হইত, সে লবণ 'তাহা হইলে কি? সেই গভীর ধর্ম্মভাবই এই লবণ—যাহা অসংখ্য ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে, সাধুপুরুষদিগকে, সংসার যাহাকে বহুমূল্যবান্ জ্ঞান করে তাহাকে সত্যের জন্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত করিয়াছে। ভারতে এই ধর্ম্মভাব—যাহা সকলপ্রকার অনুপ্রেরণার মূল ও উৎসরূপে সকল বিষয়ের পশ্চাতে ও গভীরতম মূলপ্রদেশে অবস্থিতি করে—চিরদিন জীবন্তরূপে কার্য্যকারী রহিয়াছে। এই লবণই ইহাকে নির্ম্মল করিয়াছে, ভারতকে বার বার নূতন জীবন প্রদান করিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে।" চীন ও ইহুদী জাতির ইতিহাসও যে এই শিক্ষাই প্রদান করে তাহা প্রদর্শন করিয়া তিনি ইহাকে প্রাচ্যদেশীয় বিশেষ ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন,—"সকল মহৎ ধর্ম্মের জন্মভূমি, সকল মহাসভ্যতার বাল্যক্রীড়া-নিকেতন বা দোলিকা এসিয়াভূমের ঐতিহাসিক সমস্যা বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করি, ততই অধিকতর নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই মীমাংসা আমার হৃদয়কে অধিকার করে যে, এসিয়াভূমের লোকসকল সমগ্রভাবে মূলতঃ ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়াই অপর সকলে মরিলেও তাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যদি এরূপ সময় উপস্থিত হয় যখন এসিয়া পাশ্চাত্য দেশীয় পার্থিব শক্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মদ্বারা নূতন জীবন প্রদানরূপ ঈশ্বরপ্রদত্ত আপনার কার্য্য পরিত্যাগ করে, তখন শুধু এসিয়া নহে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর যে, কি গভীর পতন উপস্থিত হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না।" ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বক্তা বলেন,—"অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই গভীর বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের এই বর্ত্তমান জীবিত কালেই মানবজাতির পক্ষে পরম মূল্যবান্ এক আধ্যাত্মিক বাণী ভারতের দিবার আছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে আমরা চারি-দিক হইতে যে বায়ু গ্রহণ করি, জড়বাদ উহাকে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমি মনে করি না যে, জীবনে ও ব্যবহারে এই জড়বাদকে পরিত্যাগ করিতে হইলে গোঁড়া থাকিতে হইবে এবং পূর্ব্বকালের ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি রক্ষা করিতে হইবে; যদিও সে সকলকে লঘুভাবে পরিত্যাগ করা বা ঘৃণা করা কাহারও পক্ষে উচিত হইবে না। ধর্ম্ম আর গোঁড়ামি এক কথা নহে। ধর্ম্ম মূলতঃ হৃদয়ানন্দকর সূর্য্যকিরণের ন্যায় সরল ও পবিত্র; কারণ, সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম অর্থ বিশ্বাস,—ঈশ্বরে বিশ্বাস, সত্যে বিশ্বাস, অমরত্বে বিশ্বাস, উচ্চতর জীবনে বিশ্বাস, মানবজাতিতে বিশ্বাস যাহা প্রেমপ্রসূত কর্ম্মে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস থাকিলে অর্থের উপাসনারূপ পঙ্কে আমরা কখনও সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইতে পারিব না। এসিয়া চিরকাল আধ্যাত্মিক আদর্শে বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছে। সে চিরকাল সাংসারিক ধন-সম্পদে নয়, স্বর্গীয় বিষয়েই, জীবনের মূল্য স্থাপন করিয়াছে।" সুতরাং তাঁহার মতে এই ধর্ম্মই স্বদেশসেবার প্রকৃষ্ট পথ। তিনি তাঁহার অভিভাষণের শেষে বলিতেছেন,—"তোমরা এখন যদি আবার আমাকে জিজ্ঞাসা কর, 'কি প্রকারে আমি আমার মাতৃ-ভূমির সেবা করিতে পারি?' তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে এই মাত্র বলিতে পারি,—অনুসন্ধান কর দেখিতে পাইবে, প্রার্থনা কর প্রাপ্ত হইবে, দ্বারে আঘাত কর, দ্বার খুলিবে। শুধু সহিষ্ণুতার সহিত ঐকান্তিক অনুসন্ধান করিলেই, কোন প্রকার সন্ধি না করিয়া আদর্শের অনুসরণ দ্বারাই, বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সত্যের অনুসন্ধান দ্বারাই, সেই পথ পাওয়া যায়।" অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে সত্যের অনুসন্ধান ও অনুসরণ দ্বারা জীবনে মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, খাঁটি সত্য বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন করিতে হইবে। তাহা ব্যতীত আর কোনও উপায়েই আমরা প্রকৃত পক্ষে দেশের সেবা করিতে পারিব না, দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে পারিব না, এই মৃতপ্রায় দেশকে পুনরায় নূতন জীবন প্রদান করিতে পারিব না। ব্রাহ্মসমাজ চিরকাল এই মহাতত্ত্বই ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর বিগত অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বিশেষ ভাবে এই কথাই

বলিয়াছেন, ভারত ইতিহাসের উক্ত প্রকার বিশ্লেষণই করিয়াছেন। রাজনৈতিক প্রচেষ্টা বা সমাজের হিতসাধন যে বর্জ্জনীয়, তাহা নহে। মিঃ এণ্ড্রুজ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"আমার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদের জীবনের উপর ধর্ম্মের অধিকার বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা কর; কেন না, সমস্ত রাজনৈতিক প্রচেষ্টার, সকল প্রকার প্রকৃত সামাজিক সেবার, সর্ব্ববিধ যথার্থ জাতীয় নবজীবন সঞ্চারের, একমাত্র ভিত্তিভূমি ধর্ম্ম।" ব্রাহ্মসমাজও চিরদিন এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন। সকল ক্ষেত্রেই আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে কোনও প্রকারেই আমরা দেশের সেবা করিতে পারিব না। আমাদের কার্য্যদ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই সাধিত হইবে। দেশের ধর্ম্মহীন নেতাগণ হিতের পরিবর্ত্তে যে কি অহিত সাধন করিতেছেন, আপনাদের যে বীভৎস চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন, দেশকে যে মহামৃত্যুর দিকে লইয়া যাইতেছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। ভারতের চিরন্তন বাণী প্রচার করিবার ভার ব্রাহ্মসমাজের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। মুখে এ তত্ত্ব প্রচার করিলে কিছু হইবে না। ইহাকে জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে, জীবনদ্বারা প্রচার করিতে হইবে। কঠোর সাধনা, গভীর প্রার্থনা, নির্ম্মম সংযম ও আত্মত্যাগ দ্বারা আপনাকে প্রস্তুত করিতে হইবে। "রিপুর দাস যে বা বারমাস, দেশোদ্ধার তাহার কর্ম্ম নয়" এই মহাবাণী সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া চলিতেই হইবে। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। একমাত্র সাধু চরিত্র হইলেই হইবে না। শুধু সাধুভাবদ্বারা চালিত হইয়া সাময়িক উত্তেজনা বশে কিছু কাজ করিলেও জন্মভূমির সেবা হইবে না। ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া জীবনদেবতাকে জীবনের চালক ও প্রভু করিয়া যখন আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিব তখনই প্রকৃত দেশের সেবা করিতে সমর্থ হইব। আর তাঁহার নির্দ্দেশে যদি নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া কাতর অশ্রুবিসর্জ্জনও করিতে হয়, কার্য্য হইতে বিরতও থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদ্বারাও তাঁহার কার্য্য সাধিত হইবে, দেশের প্রকৃত সেবা হইবে। মঙ্গলময় বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যথার্থ ভাবে তাঁহার কার্য্য করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্বাসবাণী।*

"তাই তোমার আনন্দ আমার প'র, তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর! তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।"

উদ্ধৃত সংগীতবাক্যে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে তাহা একদিকে যেমন অভিনব, অপর দিকে তেমনি আশাপ্রদ। মানব এতদিন শুনিয়া আসিয়াছে, তুমি পাপমলিন, তোমার ঐ পূজার ঠাকুরের দিকে যাইবার অধিকার নাই। তুমি দূরে থাক। দূরে থাকিয়া ঠাকুর মূর্ত্তি তুমি দেখিতে যদি ইচ্ছা কর তবে দেখিতে পার, কিন্তু নিকটে যাইয়া তোমার ঠাকুর স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। তুমি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ কর নাই, তোমার ওদিকে, পূজার ঠাকুরের দিকে যাইবার অধিকার নাই। তুমি দূরে সরিয়া যাও, তোমার স্পর্শে, এমন কি, তোমার শরীরের বাতাসে ঠাকুর শুচিতাভ্রষ্ট হইবেন। তুমি যখন ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হও নাই, অথবা নারীরূপে উৎপন্না হইয়াছ, তখন তোমার এই বিশেষ দেবতার পূজার অধিকার নাই। তুমি দূরে থাক, ঠাকুরকে স্পর্শ করিও না। পূজা ও স্পর্শ করিবার অধিকার তোমার নাই।

অন্যত্র ঘোষিত হইয়াছে, যদি তুমি বিশেষ ব্যক্তির ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী হইয়া থাক, তাঁহাকে যদি স্বীকার করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী হইয়া থাক, তবেই তুমি স্বর্গরাজ্যে গমনের অধিকারী, যদি তুমি যত্ন ও তপস্যাদ্বারা জীবনকে পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়া থাক, সাধুসহবাসে যদি তোমার উন্নয়ন হইয়া থাকে, তবেই স্বর্গে ঈশ্বরের নিকটে বাসের অধিকারী। যদি সেরূপ বিশ্বাস লাভ না করিয়া থাক, যদি সাধুতায় আপনাকে বিমণ্ডিত করিবার সুযোগ তোমার না ঘটিয়া থাকে, তবে যাও, তোমার জন্যে চির অন্ধকারময় দেশ আছে, সেখানেই গিয়া তুমি চিরকাল জন্য বাস করিতে থাক। নরকের ভীষণ যন্ত্রণা তোমার জন্য চিরদিনের তরে নিরূপিত হইয়া আছে—তুমি সেই দারুণ জ্বালাময় দেশেই গিয়া বাস কর। তোমার অন্যগতি নাই। ঈশ্বরের সহিত তোমার সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নাই।

যুগযুগান্ত হইতে এই বাণীই ঘোষিত হইয়া আসিয়াছে, তুমি কর্ম্মের অধীন। যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছ, তুমি তদনুরূপ ফলভোগ করিতেই থাকিবে। তোমাকে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য কেহই নাই। আত্মচেষ্টায় যদি সুকৃতিসম্পন্ন হইতে পার, তবেই তোমার পরিত্রাণ। নতুবা কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য কেবলই তোমাকে ঘুরপাক খাইতে হইবে।

এরূপ বহুপ্রচলিত মতবাদের প্রতিকূলে এ কি বাণী ঘোষিত হইতেছে 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর! তোমার প্রেম হত যে মিছে, তাই তুমি আমার জন্য নীচে এসেছ'! প্রেমময়ের প্রেম ত মিছে হইবার মত বস্তু নহে। তাহা আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। প্রেমের পাত্র না থাকিলে প্রেম যদি মিছে হয়, না থাকার মধ্যে পরিণত হয়, তবে ত আমার সহিত ঈশ্বরের—প্রেমময়ের—যোগ, চির যোগই আছে। সে যোগ হইতে ত আমি কখনই বিচ্ছিন্ন হই নাই, হইতে পারি না—কারণ, তাহা হইলে যে প্রেমই থাকে না—অর্থহীন হইয়া যায়। ঈশ্বর যখন প্রেমময়—কল্যাণময়, তখন তাঁহার ত প্রেমহীন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবেই ত সিদ্ধান্ত হয় যে, আমার সঙ্গে তাঁর যোগ—নিত্যসম্বন্ধ আছেই। আমি তাঁর সহিত চিরযোগে যুক্ত—অচ্ছেদ্য বন্ধনে তাঁহার সহিত আবদ্ধ; কারণ, প্রেমময় যিনি প্রেম তাঁহাতে আছে ও থাকিবে, প্রেম থাকলেই প্রেমের পাত্ররূপে আমিও তাঁহার সঙ্গে থাকিব। তাহা না হইলে প্রেমই মিছে হইয়া যায়—ব্যর্থ হইয়া যায়। আমি যখন তাঁহার সন্তান, তখন আমি ত তাঁহার প্রেমের পাত্ররূপেই বর্ত্তমান আছি। আমার জন্যই তাঁহাকে আপন মহিমাময় আসন হইতে নীচে নামিয়া আসিতে হইয়াছে।

* শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনায় প্রদত্ত উপদেশের ভাব লইয়া লিখিত।

আমাদিগের অন্য একটি সংগীতে উক্ত হইয়াছে,—"অধম তনয়ে নাথ, ত্যজিতে ত পারিবে না। শত অপরাধী হ'লেও তনয়ত্ব তায় বাধে না। আছে অপরাধ কত, তবু নহি আশাহত, তব দয়া হ'তে আমার দোষ ত অধিক হবে না।" এ স্থলেও কবি বলিতেছেন, আমার অপরাধ শত শত হইলেও তাঁহার দয়া হইতে তাহা অধিক হইবে না। তিনি আমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না—পারিবেন না। তাঁহা কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত হইয়াই আমি আছি এবং চিরদিনই থাকিব। উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকারোদ-নিরাকরণমস্ত।" ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমাকর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।" আমাদের কবিগণ নানা ভাবে নানা ভাষায় ঈশ্বরের এই দয়ার কথা, প্রেমের কথা, ঘোষণা করিয়াছেন। অন্য একটি সংগীতে আছে,—"যাঁহার করুণা জীবন পালিছে, যাঁহার করুণা অমৃত ঢালিছে, যাঁহার করুণা নিয়ত বলিছে লয়ে যাব ভবসিন্ধুপারে রে।"

সংগীতযোগে কবিগণ যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এবং ব্রাহ্মসাহিত্যে ঈশ্বরের করুণা—প্রেমশীলতার কথা যাহা ব্যক্ত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপ্রচারিত আশাহীনতার স্থলে আশাশীলতাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। নানা-প্রকারে আমাদের ধর্ম্ম লোকের প্রাণে আশারই উদ্রেক করিয়া দিতেছে; বলিতেছে,—দুর্ব্বল মানব তুমি, প্রালোভনে পড়িয়া আপনাকে পাপে তাপে মলিন করিয়া ফেলিয়াছ—নানাপ্রকারের আপন অকার্য্যের স্মরণে তোমার মন দমিয়া যাইতেছে, নিরাশা আসিয়া তোমাকে অধিকার করিতেছে, তুমি আর পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইতে ভরসা করিতেছ না—তুমি ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের ন্যায়বিচারের ভয়ে আশাহীন হইতেছ, ভীত হইতেছ, কিন্তু তিনি কেবল ন্যায়বান্ বিচারক নহেন, তিনি কেবল আপনার শুদ্ধতার অনুরোধে পাপী সন্তানকে দূরে রাখিয়া দেন না। তিনি প্রেমময়, অনন্ত প্রেম তাঁহাতে আছে। তিনি মঙ্গলময়। তিনি যেমন ন্যায়বান্ বিচারক তেমনি প্রেমময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা। তিনি দণ্ডও দিতে জানেন এবং তাহা দিয়াই সংশোধনপূর্ব্বক সন্তানের সন্তানত্বও বজায় রাখিতে জানেন। তাই কাহারও নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই। "মেরে ধরে লবেন কোলে, আদর ক'রে মা আমায়" এইপ্রকারে নানাভাবে দুর্ব্বল মানবের প্রাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে আশার গীতই ধ্বনিত হইতেছে। পরমেশ্বর অসীম প্রেমময়—তাঁর প্রেম যখন সন্তানকে ত্যাগ করিলে 'মিছে' হইয়া যায়, তখন সন্তানের আর ভয়ের কারণ কি থাকিতে পারে? তাঁহার প্রেমের খাতিরেই আমরা তাঁহার সঙ্গে আছি এবং থাকিব।

এ স্থলে কথা উঠিতে পারে, পরমেশ্বর যখন প্রেমময়, আমরা যখন তাঁহার সন্তান, সুতরাং প্রেমের পাত্র আমরা না হইলে যদি তাঁহার চলে না—প্রেম 'মিছা' হইয়া যায়, তবে আর আমাদের ভজন, সাধনের প্রয়োজনীয়তা কি?

পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগ ত আছেই—কখনই ত তাঁহা হইতে আমরা দূরে পড়িতে পারি না—পারিব না। অচ্ছেদ্য সম্বন্ধেই ত তাঁহার সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়া আছি। তবে আর ভজন সাধনের কি প্রয়োজনীয়তা আছে? আমরা তাঁহাদ্বারাই ত সংশোধিত হইব, আমাদের আর কি করিবার আছে? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে, সাধন ভজনের একান্ত প্রয়োজনীতা নিত্যই আছে। এ স্থলেই জ্ঞানের অতুল মহিমা অনুভূত হইতেছে; কারণ, জ্ঞানই আমাদিগকে বলিয়া দিবে, জানাইয়া দিবে যে, আমরা প্রেমময় পুণ্যময়ের সন্তান, আমরা তাঁহার প্রেমের পাত্র। জগতে দেখিতে পাই অন্ধ সন্তান মায়ের স্নেহ পাইতেছে, তাঁহার আদর পাইতেছে, তাঁহার হাত হইতে আপনার পোষণকারী সবই প্রাপ্ত হইতেছে, সে মায়ের কোলেই আছে, কিন্তু জানে না কে দেয়, কার কোলে সে আছে। না জানিয়া সে অবসন্নতার মধ্যে বাস করে। দুঃখ তার যায় না। ভয় তাহাকে ঘেরিয়া থাকে। যাকে জানিবার আনন্দ তার নাই। তাঁহাকে চিনিলে, জানিলে চিত্তের যে প্রসন্নতা থাকা আবশ্যক, তাহার তাহা থাকে না; সে সব পাইয়াও দীনের ন্যায় বাস করিতে বাধ্য হয়। সাধনদ্বারাই সে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইবে। তাহা হইলেই ত সাধন ভজনের প্রয়োজনীয়তা অবিসম্বাদিতরূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধন ভজন হইতেই ত জানা যাইবে, বুঝা যাইবে, চিনা যাইবে, কার প্রেম আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করে, কাহার প্রেমকোলে আমাদের নিয়ত অবস্থিতি, কাহার প্রেমবাহুর আলিঙ্গনে আমরা নিয়ত আবদ্ধ হইয়া আছি। সাধনভজন হইতেই আমাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইবে। তবেই ত না জানা যাইবে আমাদের ভয় উদ্বেগের কোন কারণ নাই। তবেই ত আমরা সান্ত্বনা লাভ করিয়া সুখী ও সুস্থ হইতে পারিব। সাধনভজন হইতেই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে সত্য সুন্দরে আমরা অনুরক্ত হইতে পারিব। যে অনুরাগ পাইলে আমরা সত্য সুন্দরে আত্মসমর্পণ করিয়া সকল ভয়ের অতীত হইতে পারিব, সর্ব্বপ্রকারের দুঃখ দৈন্য হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আনন্দে আনন্দময়ের সহিত বাস করিয়া, ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব, সাধনভজন হইতেই তাহা পাইব। সাধনভজন যে আমাদিগকে কোনরূপ নূতন কিছু সৃষ্টি করিয়া দেখাইবে বা নূতন কোন অবস্থায় লইয়া যাইবে, তাহা নয়। কিন্তু যাহা আছে, নিত্য যে সম্পদ্ আমাদের আছে, যে পরমাশ্রয়ের সহিত আমাদের নিত্য যোগ আছে, তাহাই বুঝাইয়া দিবে, চিনাইয়া দিবে, জানাইবে। এজন্য সাধন ভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা নিত্যই আছে। উদাসীন যে তার নিকট এ সব থাকিয়াও না থাকার মধ্যে। দৃষ্টিশক্তিহীন যে তাহার কাছে সবই শূন্য। সে একান্ত দুর্ব্বল, ভয়ভীত এবং সে সদা উদ্বেগের সহিত বাস করিতে বাধ্য। এ সকল দুঃখ দুর্গতি হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধনে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

আর একটি কথাও উঠিতে পারে যে, প্রেমময়ের প্রেম যদি আমাদের না হ'লে মিছে হইয়া যায়, তিনিই যখন আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য আছেন, তখন সুমতি সুবুদ্ধি দিয়া তিনি যখন আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবেন, আমাকে যখন প্রেরণা দিয়া তাঁর জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিবেন, তখনই আমার

যা করিবার থাকে করিব। এখন একটু আলস্যের উদাসীনতার মধ্যেই বাস করি—ব্যস্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা কি?

ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচারিত এই সকল বাণী, যথা—"শোন ভাই সমাচার, পাপীদের উদ্ধার সাধিতে প্রেমের ধারা নামিল," অথবা "যে জন চায় সে ত তোমায় পায়, যেজন না চায় সেও তোমায় পায়", এ প্রকারের উক্তি লোককে সাধন-ভজনে কিছু উদাসীন করে কি না, তাহা একটু ভাবিবার কথা হইলেও, উহাকে একটা সেয়ানা ছেলের ন্যাকামি-মধ্যেই গণনা করিতে হইবে। ঐ সকল কথা একটা কাজের কথাই নহে। আশা হীনতা হইতেই লোকে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে—আশাশীলতা মানবকে উদ্যোগী উদ্যমশীলই করিবে। আশা মানবকে চালাইয়াই লইবে, অচল করিবে না, নিশ্চেষ্ট নিরুৎসাহী করিবে না। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভাবে যে শুভবার্ত্তা জগতে ঘোষিত হইয়াছে, যে আশাশীলতার সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে ভয়ভীত লোককে উদ্যমপূর্ণ করিয়াই লইবে। ধর্ম্ম সাধন যে অসাধ্য সাধন নহে, একান্ত কঠোর শুষ্ক-ভাবের চেষ্টা নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যে মানব পথ চলিতে আনন্দ আরাম পাইতে থাকে, তাহার প্রচারে সুফলই ফলিবে। "মনুষ্যাণাম্ সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ"—সহস্র মনুষের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত যত্ন করেন, সহস্র যত্নকারীর মধ্যে কেহ আত্ম-জ্ঞান লাভ করেন এবং সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে কেহ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন। গীতার এ প্রকার উক্তি হইতেই লোকে বরং নিরাশ হইয়া সাধনে মন দিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি—"কল্যাণকারী ব্যক্তি কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না—বাক্যই লোককে আশান্বিত করে, চেষ্টাপরায়ণ হইবার জন্য প্রেরণা দেয়। যে সকল উক্তি আশার উদ্দীপন করে, তাহা কখনই মানবকে নিশ্চেষ্ট বা সাধন-ভজনে উদাসীন করে না। কল্যাণকে যে চায় তাহার নিকটে আশার বাণীই সমধিক উদ্দীপক—তাহাই সর্ব্বপ্রকারের শুভ চেষ্টায় মানুষকে প্রবৃত্ত হইতে প্রেরণা দেয়। এজন্য "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর! তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে," প্রভৃতি উক্তি মানবের একান্ত কল্যাণকর; এ সকল উক্তি মানবের চেষ্টাপরায়ণ হইবার পক্ষে একান্ত অনুকূল।

পরলোকগত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।*

সে দিন হঠাৎ দারুণ দুঃসংবাদের টেলীগ্রাম পাইয়া, যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতন দেবগৃহের উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম, তখন ট্রেণে সমস্ত রাত তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় অবধি সমুদয় ঘটনা বায়োস্কোপের ছবির মতন একে একে চোখের সামনে খেলিয়া যাইতে লাগিল। অতি তুচ্ছ খুঁটি নাটি, এত দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও উজ্জ্বলভাবে চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। আজ ১৮ বৎসর পূর্ব্বে এমি এক হেমন্তের প্রভাতে ভাই বোনদের সঙ্গে খেলায় মগ্ন আছি, এমন সময় পিতা ডাকিলেন। পিতার আহ্বানে ছুটিয়া গিয়া দেখি, মাতা সেখানে, এবং তাঁহাদের সঙ্গে সৌম্যমূর্ত্তি প্রসন্নবদন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আলাপ করিতেছেন। মাতার আদেশে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে বলিলেন, "জান মা, আমার মা নাই, তাই আমি "আমার মা" খুঁজিতে বাহির হইয়াছি। সেইজন্য পদ্মা মেঘনা পার হইয়া আজ আমি তোমাদের দেশে আসিয়াছি।"

আমি ক্ষুদ্র বালিকারূপে এ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সংসারে খেলা ধুলা ও পড়াশোনায় নিমগ্ন ছিলাম, এমন সময় তিনি স্নেহমুগ্ধস্বরে "মা" বলিয়া ডাক দিলেন। লৌহ যেমন চুম্বকে আকৃষ্ট হয়—বন্যহরিণী যেমন বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়—ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় লইয়া, আমি সেইরূপ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শ্বশুরমহাশয়ও প্রথম দৃষ্টিতেই আমার প্রতি কি এক মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। নিতান্ত সংসার-অনভিজ্ঞ বালিকা বলিয়া, আমার পিতামাতার মনে তাঁহাদের আদরিণী কন্যার জন্য অত্যন্ত ভয় ছিল; কিন্তু তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের আভাস পাইয়া শ্বশুর শাশুড়ির নিকট যথোচিত আদর ও সদ্ব্যবহার পাইব আশা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

তখন দেখিয়াছিলাম, তাঁহার অন্তরের কি কমনীয়তা, অন্য দিকে কি তেজস্বিতা, কি বজ্রের ন্যায় কঠোরতা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কি অক্লান্ত পরিশ্রমের শক্তি! যে একবার তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছে বা তাঁহার আশ্রয় লইয়াছে তাঁহার জন্য প্রাণপণে সাধ্যানুসারে তিনি সব করিয়াছেন। অন্যের সুখ সুবিধা করিয়া দিবার জন্য কখনও কখনও পরিজনের উপর কঠোর ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমার বিবাহের কিছুকাল পরে তাঁহার একবন্ধু অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া এই গৃহে আসিলেন, তখন দেখিলাম, লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া নিবার জন্য তাঁহার কথা বলিবার কি মিষ্ট ভঙ্গি; মিষ্ট কথায় ভুলিয়া সেই রোগীর জন্য রাত্রি জাগিতে ও অবিরত বমি পরিষ্কার করিতে কেহই কুণ্ঠা বোধ করি নাই। আরো দেখিলাম, তাঁহার কি অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি! সেই বন্ধুর জন্য তিনি কি না করিলেন? কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, বন্ধু এই গৃহেই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সন্তানদের তিনি নিজ সন্তান নির্ব্বিশেষে গৃহে স্থান দিলেন। বন্ধুর অবর্ত্তমানে তাঁহার সন্তানদের প্রতিপালনের চেষ্টা করা সাধারণ হৃদয়ের কথা নয়।

যখনই যে কেহ এখানে আসিয়াছেন তিনি পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। সাহায্যপ্রার্থী তাঁহার নিকট আসিয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া প্রায় কেহই যায় নাই। কত অনাথ, কত অসহায়ের তিনি আশ্রয় ও সহায় ছিলেন, কত অনাথ ও অনাথাকে নিজ গৃহে স্থান ও অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন ও কত কন্যাকে নিজ কন্যা নির্ব্বিশেষে বিবাহ দিয়াছেন।

ব্যক্তিত্ব তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়াতে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল বলিয়াই নিঃসম্বল কপর্দ্দকহীন অবস্থায় পতিত হইয়াও নিজের পায়ের উপর এমন করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ

* (শ্রাদ্ধ বাসরে পুত্রবধূ শ্রীমতী কুমুদনলিনী রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক বিবৃত)

হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তিত্ব যখন অন্যের মতের সহিত প্রতিহত হইত, অশান্তিও তখন সেইরূপ ভাবেই তীব্রতা আনিত; তাহাতে অনেকের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হইয়াছে, সেই হিসাবে, বিশেষতঃ পুত্রবধূ আমি, আমার কোন প্রতিবাদ সহ্য করিবার মতন শক্তি তাঁহার মতন প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমানীর না থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু জানিনা কেন, সর্ব্বদাই কোন প্রবন্ধ বা কাহারও জীবনী লিখিয়া আমাকে পড়িতে দিয়াছেন। আমি তাহাতে কত সময় মনে মনে গর্ব্বও অনুভব করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় মধ্যে মধ্যে কোন আপত্তির কারণ দেখাইয়াছি। অবশ্য সকল সময় আমার কথা তিনি শোনেন নাই, কিন্তু অনেক সময় আমার আপত্তি অনুসারে বদলাইয়াছেন ও পরিবর্ত্তনের পর বলিয়াছেন, 'দেখ, তুমি একথাটা বলিলে, তাই তোমার কথার সম্মান রাখিবার জন্য এটা এরূপ করিলাম বা ছাড়িয়া দিলাম।" প্রতিবারই আমি ভাবিয়াছি, ইহার পরে আর কোন লেখা আমায় দেখাইবেন না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা দেখাইয়া লইয়াছেন। কত সময় ভাবিয়াছি শক্তিতে ও সম্পর্কে কত ছোট আমি, কিন্তু স্নেহে তিনি কত উচ্চ স্থান দিতেছেন!

আমার দ্বিতীয় পুত্র প্রণবের মৃত্যুর পর নানা অত্যাচারে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে ও মনে মনে ঈশ্বরবিদ্রোহী হইয়া উঠি। তিনিও এ আঘাতে অত্যন্ত শোক পাইয়াছিলেন। আমার বিবাহের পর এই ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আনন্দের মাত্রা এত অধিক ছিল যে, তিনি উপাসনার সময় সর্ব্বদাই বিশ্বজননীকে প্রসন্নময়ী জননী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু ইহার পর আর তাহা করিতে পারেন নাই। মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে তাহার মৃত্যু হয়, সেই হইতে প্রতি মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে তিনি নিয়মিতরূপে একাকী আমায় নিয়া সমানে উপাসনা করিয়াছেন। শরীরের জন্য দীর্ঘ আটমাস কাল দেওঘরে ছিলাম, তখন আমার একরাত্রে জ্বর অত্যন্ত বেশী হয়। সমস্ত রাত শ্বশুর মহাশয় আমার শিয়রে বসিয়া কাটান। কিছুদিন একটী পা ফুলিয়াছিল, আমার শত সঙ্কোচ সত্ত্বেও তিনি গরম জলে ফোমেণ্ট করিয়া প্রায় মাসাধিক কাল প্রত্যহ নিজে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছেন। তারপর ২।৩ বার পায়ে আঘাত লাগিয়া ঘা হইয়াছে, তিনি দেখিতে পাইলে পায়ে হাত দিয়া ঘা ধুইবেন ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবেন এই সঙ্কোচে তাঁহাকে লুকাইয়া চলিতে কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই। সর্ব্বদা নিজ হাতে ধোয়াইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঘা শুকাইলে তবে ছুটী দিয়াছেন।

আহার্য্য দ্রব্যের ভিতর দুধ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সেই জন্য অনেক অসুবিধাসত্ত্বেও গরু রাখিয়াছেন। যখনই তাঁহাকে দুধ দিয়াছি, নিজে খানিকটা খাইয়া প্রায় প্রতিদিনই আমাকে দিতেন ও খাইতে বাধ্য করিতেন। কতদিন এমন হইয়াছে যে, রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, নীচে রান্নাঘর হইতে দুধের বাটী নিজে হাতে করিয়া আনিয়া আমায় ঘুম হইতে ডাকিয়া জাগাইয়া জোর করিয়া খাওয়াইয়া তবে গিয়াছেন। যাঁরা বাড়ীতে আসিয়াছেন অনেকেই এসব দেখিয়াছেন। আমি কত সঙ্কুচিত হইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই ছাড়েন নাই।

কয়েক মাস পূর্ব্বে এক দিন দুপুর বেলা হঠাৎ আমার খুব বেশী জ্বর হয়। সেই সময় কোন কারণে তিনি আমার উপর বিরক্ত ছিলেন। কিন্তু যেই আমি জ্বরাক্রান্ত হইলাম, সমস্তক্ষণ কাছে বসিয়া মাথায় জল বরফ দিয়াছেন, নিজ হাতে বমি পরিষ্কার করিয়াছেন, মুখ ধোয়াইয়া দিয়াছেন। আমার এক মাসীমা তখন কলিকাতায় ছিলেন; তিনি আমার আরোগ্য লাভের পর বলিলেন, "তোমার শ্বশুরের তোমার প্রতি স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমি দেখিয়া অবাক হইয়াছি ঠিক মায়ের মতন তোমার সেবা করিলেন; এই বয়সের একজন পুরুষের, বিশেষতঃ শ্বশুরের, এইরূপে তোমার বমি পরিষ্কার করা সহজ কথা নয়।"

গতবৎসর একদিন দুপুরে হঠাৎ তাঁহার heartএর অসুখ হয়। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তখন বাড়ীতে কেহই ছিল না। নিজেই আমায় ঔষধের নাম বলিয়া দিলেন, আমি সেই সেই ঔষধ দিলাম। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শশিভূষণ মিত্র মহাশয়কে ডাকিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, "আজ আপনি আসার পূর্ব্বে যে আমার মৃত্যু হয় নাই সে কেবল বৌমায়ের জন্য। আজ এতক্ষণ সে-ই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, এখন আপনি রক্ষা করুন," বলিয়া কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাকে কোন কারণে তিরস্কার করিয়াছিলেন সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ইহাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি, কখনও তিরস্কার করি না, বিশেষতঃ ইহার পিতার মৃত্যুর পর সে যাহাতে সেই অভাব অনুভব না করে সমানে সে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সেদিন তাহাকে এমন তিরস্কার করিয়াছি" বলিতে বলিতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া ছেলে মানুষের মতন কাঁদিয়া ফেলিলেন। বড় ছোটকে তিরস্কার করিয়া থাকেন, হয়ত কখনও অন্যায়রূপেও হইতে পারে, কিন্তু কে তাহা ছোটর সম্মুখে অন্যের নিকট স্বীকার করিয়া কাঁদিতে পারে? নাতি ও নাতিনীদের প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তাহাদের কান্না শুনিলে যেখানেই থাকুন, শতকাজ ফেলিয়া, এমন কি অধিক রাত্রিতেও ঘুম হইতে উঠিয়া আসিতেন। তাহাদের ছাড়া তাঁহার খাওয়াই হইত না। নিজের প্রিয় জিনিষ কখনই একা খাইতে পারিতেন না। সর্ব্বদা ওদের তো ভাগ দিতেনই, আমাকে পর্য্যন্ত ভাগ না দিয়া তৃপ্তি পাইতেন না।

এক দিন যাহার সহিত পরিচিত বা যাহার কাছে উপকৃত হইয়াছেন তাহা কখনও ভুলিতেন না। আলাপ হইলেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেন। যে দিন প্রথম তিনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে নিয়া কলিকাতায় আসেন সে দিন গাড়ী ভাড়া দিবার পয়সা তাঁহার হাতে ছিল না। শ্রদ্ধেয় শশিপদ বাবু সেই ভাড়া দিয়াছিলেন। এই উপকারটী তিনি চিরজীবন মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন ও কত বার আমাদের নিকট একথা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিলাসিতা বা সুখস্পৃহা বলিয়া কোন জিনিষই তাঁহার ছিল না। চিরকাল এক ভাবে কাটাইয়া গিয়াছেন। কোন দিন ভাল কাপড় বা সাজ সজ্জার পক্ষপাতি ছিলেন না। নিজের বেশভূষার কোনই আড়ম্বর ছিল না। কোন কাজের জন্য পরের উপর

নির্ভর করেন নাই। প্রতিদিন স্নানান্তে শেষদিন পর্য্যন্ত নিজের কাপড়টী স্বহস্তে ধুইয়াছেন। নিজের শোবার ঘরের আসবাবও আফিস ঘরের টেবিল চেয়ার প্রভৃতি প্রতিদিন স্বহস্তে ঝাড়িতেন, মুছিতেন। কোথাও একটুকু ভাঙ্গিলে বা রং উঠিয়া গেলে নিজ হাতে মেরামত করিয়াছেন। যে কোনরূপ ময়লা নিজে পরিষ্কার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। যেমন আত্মনির্ভরশীল তেমনি অক্লান্তকর্ম্মী! কার্য্যে উচ্চ নীচ জ্ঞান করিতে নাই, কথায়ও কার্য্যে প্রতিনিয়ত তাহা দেখাইয়াছেন। Dignity of Labour (পরিশ্রমের মর্য্যাদা) যেন তাহাতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

খাইতে ও খাওয়াইতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। নিজে বেশ খাইতেও পারিতেন। তাঁহাকে যিনি একবার খাওয়াইয়াছেন তিনিই জানেন তাঁহাকে খাওয়াইয়া সুখ কি ছিল! কিন্তু কোন দিনও রান্না খারাপ বা কম হইলে এতটুকু অতৃপ্তির সহিত খান নাই! সামান্য শাক ভাতও তৃপ্তি সহকারে খাইয়াছেন! গত ১৩১৩ সালে ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ে যখন খুব দুর্ভিক্ষ হয়, তখন তিনি Relief committeeর পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের সেবা করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগিয়াছিল। তাহার ভিতরে দুই মাস, দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছেন; আর বাকি ৪ মাস কখনও একবেলা খাইয়াছেন, কখনও বা সারাদিন অনাহারে গিয়াছে। চাউল বিতরণের সময় (তাঁহার নিজ মুখেও শুনিয়াছি এবং ওখানকার স্থানীয় লোকের মুখেও শুনিয়াছি) একাদিক্রমে ২০ ঘণ্টা ত প্রায়ই হইয়াছে, কখনও ২৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত একাসনে বসিয়া তাহা বিতরণ করিয়াছেন। এই ২০ ঘণ্টা ও ২৭ ঘণ্টার মধ্যে আহার নিদ্রা বা একটু উঠা কিছুই করেন নাই। ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় একাসনে বসিয়া অবিরত চাউল বিতরণ করিয়াছেন। প্রাণের বিশেষ ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা না থাকিলে এরূপ কেহ কি করিতে পারে? খাল বিলের অপরিস্কৃত অবিশুদ্ধ জলে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। সে স্থানে গিয়া, তথাকার লোকদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, তাদের সঙ্গে সমান ভাবে থাকা, যেন তাদেরই এক জন, এইরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শরীর তাঁহার অন্যতম প্রধান সহায় হইলেও ইহাতে মনের কতখানি জোরের দরকার সহজেই বোঝা যায়। দুর্ভিক্ষে দীন দুঃখীর সেবা করিতে পারিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় খুব ইচ্ছা ছিল যে যদি কোন সুবিধা হয়, দুর্ভিক্ষের কাজ করিতে যাইবেন, কিন্তু সে সুবিধা হয় নাই, সে জন্য অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ফরিদপুর সুহৃদসভা ও রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয় তাহার জলন্ত প্রমাণ। তাঁহার জন্মভূমি উলপুরে আমরা একবার যাই তাঁহার খুব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সেখানে থাকিবার সেরূপ সুবিধা না থাকায়, আমরা কোন অসুবিধা বোধ করিয়া পাছে তাঁহার জন্মভূমিকে সেই চক্ষে দেখিতে না পারি, এই আশঙ্কায়, আমরা যাইতে চাহিলেও নিয়া যান নাই। বলিয়াছিলেন, "ডাক্তারখানাটী পাকা করিয়া নেই, তোমাদের থাকিবার মত ভাল বন্দোবস্ত করিয়া তোমাদের নিয়া যাইব।"

বঙ্গ ভাষা তাঁহার জীবনের সাধনার ধন ছিল। সর্ব্বদাই বলিতেন, সাহিত্যের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয়। কত চিঠি যে পাইয়াছি কত লোক যে বলিয়াছেন, যখন তাঁহারা প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন, হয়ত লেখা তেমন বিশুদ্ধ হয় নাই, তবুও, তিনি উৎসাহ দিয়াছেন, 'নব্য ভারতে' লেখা ছাপাইয়া মাতৃভাষার সেবক হইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। শেষ দিকে বার্দ্ধক্যে নিজের ছাপাখানার অভাবে 'নব্য ভারত' যে কষ্টে চালাইয়াছেন তাহা বলিবার নয়। কিন্তু তাহা ছাড়িতে পারেন নাই। 'নব্য-ভারত' আর বোধ হয় রাখিতে পারিলাম না, বলিতে গিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।

দেশের উন্নতির জন্য তাঁর প্রাণ অত্যন্ত কাঁদিত, প্রায়ই বলিতেন, দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্র হইয়া না মিশিতে পারিলে, তাহাদেরও উন্নতি হইবে না, দেশেরও উন্নতি হইবে না। তাই তিনি দরিদ্রদের সঙ্গে সমভাবে মিশিয়াছেন। বাজারে দোকানে লোকদের নিকট হইতে জিনিষ কিনিতে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে কি মিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন! বয়স্ক ও বৃদ্ধ লোকদের পর্য্যন্ত গায়ে মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়াছেন (আমরা অনেক সময় তাহা দেখিয়া হাসিয়াছিও) এবং তাহাদের প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সেদিন বিচালিওয়ালা, মিস্ত্রী, দপ্তরী প্রভৃতি লোকেরা আসিয়া কি কান্নাই না কাঁদিতেছিল।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত নানারূপ বিরোধ হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ভাল বাসিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম heartএর অসুখ হয়, সেদিন সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়া আমাদের কত কথাই বলিয়াছিলেন! "তোমরা কখনও ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িও না। যদিও আমার সহিত নানা বিষয়ে বিরোধ হইয়াছে তথাপি—নিশ্চয় জানিও, ব্রাহ্মসমাজ আমার প্রাণের প্রিয় জিনিষ।"

সেই রাত্রেই পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"আমি জানি তুমি বউমাকে যত্ন কর, আদর কর—তবুও যদি এবার আর না উঠি—আর যদি বলা না হয়, তাই বলি—আমি অনেক সাধ করিয়া, অনেক অনুসন্ধান করিয়া, মেঘনার ওপার হইতে "আমার মা" আনিয়াছি, তাহাকে একটুও অযত্ন বা অবহেলা করিও না। করিলে আমি প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পাইব।"

বিবাহের পূর্ব্বদিন তিনি আমার পিতৃগৃহে যাইয়া আমাকে তাঁহার বধূমাতা রূপে বরণ করিয়াছিলেন। সেই বধূমাতা-বরণ যেন গদ্যে একখানি কবিতা। তাহাতে এক জায়গায় আছে—"তুমি আজ এই বরণ-মণ্ডপে এই মাতৃত্ব-সাধন ব্রত গ্রহণ কর এবং আমাকে অভয় দেও যে, আমি শত অপরাধ করিলেও কখনও তাহা মনে রাখিবে না এবং আমাকে স্নেহ আশ্রয় দানে কৃতার্থ করিবে।" আজ অশ্রুজলে স্নাত হইয়া সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে অন্তরের শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি—যে তিনি আমার মুখ রক্ষা করিয়াছেন, কত সময় একান্ত দুঃখে মন অভিভূত ও বিচলিতপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু, অসহায়ের সহায় পরম পিতা নিজে হাতে ধরিয়া, আমাকে কর্ত্তব্যপথে স্থির রাখিয়া চালাইয়া-

ছেন। আজ তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা আমার নাই।

'নব্যভারত' এক ফর্মা ছাপান বাকি রাখিয়া ৪।৫ দিনের কথা বলিয়া তিনি দেওঘর যান। এত বৎসরের ভিতর কখনও 'নব্যভারত' শেষ ও বাহির না করিয়া কোথাও যান নাই। সে কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন ৪।৫ দিনের জন্য যাইতেছি। ইহার পর পুরীতে গিয়া বেশীদিন থাকিতে হইবে। তুমি ইহার মধ্যে শেষ ফর্মাটী করাইয়া রাখিও, আমি আসিয়া কাগজ ডাকে দিব ও তারপর নিশ্চিন্ত হইয়া পুরী গিয়া কিছুদিন থাকিব।" দেওঘরেও নাকি সকলের নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন।

শেষ ফর্মা তাঁহার আদেশ মত আমাকেই করিতে হইল, কিন্তু 'নব্যভারত' বাহির করা যে তাঁহার চিরদিনের মতন শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা জানিতাম না। ৪।৫ দিন পরে আসিব বলিয়া একজন লোকও সঙ্গে নিলেন না; স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই—সেই বিদায় চিরজন্মের মতন বিদায়—সেই যাওয়াই তাঁহার শেষ যাওয়া, আর তিনি তাঁহার এত সাধের "আনন্দ আশ্রমে" ফিরিয়া আসিবেন না। জামাতার মৃত্যুর পর তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার বিয়োগ তাঁহার নিকট তীব্র মর্ম্মঘাতী হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই, আরো নানা দুঃখে সকলের উপর, এমন কি আমাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, আমার উপরও, মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইতে লাগিলেন। মন খুলিয়া আর কথা বলিতে পারিতেন না। নানা আঘাতে অভিমানে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

মানুষ দোষে গুণে বিজড়িত। তবে যেখানে গুণের আধিক্য থাকে, সেখানে দোষ দেখিতে মানুষের প্রাণে বড়ই বাজে। আত্মনির্ভরশীল ছিলেন বলিয়া, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তিনি কোন মতেই দমন করিতে পারিতেন না। সংসারে মতান্তর হওয়া অসম্ভব নয়, আমাদের মধ্যেও অনেক সময় মতান্তর হইয়াছে। অনেক সময় আমরা তাহাতে বিচলিত ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি; আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া তিনিও অনেক সময় হয়ত অন্যরূপ বুঝিয়াছেন—আজ সেই সমস্ত আর মনে স্থান পায় না, আজ সর্ব্বান্তঃকরণে সেই পরলোকগত আত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বিদেহী তিনিও, আজ সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আমাদের সহিত একাত্মক হইয়া, আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

দেবগৃহে গিয়া, গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, গৃহের ভিতর যে দৃশ্য দেখিয়াছি—মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা আমার, তীক্ষ্ণশলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে দৃশ্য ও সেই অনুভূতি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। এখনও মনে করিতে সমস্ত শরীর মন শিহরিয়া উঠিতেছে। পরিবারের সকল ও বাহিরের কত লোক যাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত, একটু অনাদরে যাঁহার অভিমানে আঘাত লাগিত, সেই দুর্জ্জয় অভিমানী, তেজীয়ান পুরুষ, অনাদরে অযত্নে কঠিন পাষাণের উপরে, মরণের কোলে গা ঢালিয়া চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন! এ পৃথিবীর রঙ্গালয়ে তাঁহার অভিনয় চিরদিনের মত শেষ হইয়া গিয়াছে! নিজের চোখ ও নিজের মনকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না—যিনি কখনও কোন জিনিষ বিনা বিচারে গ্রহণ করেন নাই এবং যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা শেষ না করিয়া ছাড়েন নাই, সেই ব্যক্তি, এই পৃথিবীতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বে, কি করিয়া বিনা বিচারে ও নির্ব্বিরোধে মৃত্যুর দূতের হস্তে, পরাজয় স্বীকার করিয়া, আত্মসমর্পণ করিলেন, এ প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

হে রহস্যময় বিশ্বদেবতা, তোমার প্রহেলিকা ভেদ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তুমি সকল রহস্যের সমাধান করিয়া দাও। আজ প্রাণ বড় আকুল হইতেছে। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরণে কত অপরাধ করিয়াছি। একবার যে তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া শেষ আশীর্ব্বাদ চাহিয়া নিবার সময় ও সুযোগ পাইলাম না। আমার সামান্য ত্রুটি হইলে অভিমানে তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত; এই দীর্ঘকাল আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতন রাখিয়া শেষকালে যাওয়ার সময় ফাঁকি দিয়া গেলেন। এ ক্ষোভ যে রাখিবার ঠাঁই নাই। আজ তোমার ও তাঁহার চরণে সকল অপরাধ ও সকল ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

হে পিতার পিতা তুমিই আঘাত দাও, আবার তুমিই আহত হৃদয়ে প্রলেপ প্রদান কর, এ জীবনে অনেক বার দেখিয়াছি। সংসার যে কতই অসার আজ তুমি তাহা চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখাইয়া সেখানে নিজে প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছ। তোমাকে সাক্ষাৎভাবে অনুভব ও দর্শন করিয়া তোমার ইচ্ছা জীবনে সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। পরলোকগত আত্মাকে আশীর্ব্বাদ কর এবং আনন্দলোকে চিরশান্তিতে রক্ষা কর। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।*

শিশুদিগের শিক্ষাদান প্রণালীতে দিনে দিনে কি পরিবর্ত্তনই হ'য়ে যাচ্ছে! মহাত্মা ফ্রবেল এই কথা ব'লেছিলেন যে, শিশুদের জীবনে খেলাই সব চেয়ে স্বাভাবিক কাজ, এজন্য খেলার আকার দিয়ে তাদের যে শিক্ষা দিতে পার, তাই দাও। একজন ইটালিয়ান্ মহিলা (মাদাম মন্তেসরী) এই প্রণালীকে আরো একটু অগ্রসর ক'রে, দিয়েছেন। তিনিও বলেন, 'খেলা দিয়েই শিশুদের শিক্ষা দাও', কিন্তু তাঁর প্রণালীতে 'ক্লাস' ব'লে কিছু নাই। 'যার যে খেলা ভাল লাগে সে সেই খেলাই খেলুক; যদি কয়েকটি শিশুর একই রকম খেলা ভাল লাগে, তবে সে কয়টিতে মিলে একই খেলা করুক। কয়েকটিমাত্র শ্রেণীর মধ্যেই সব শিশুগুলিকে ফেলা, এ সকল বাঁধা বাঁধিও তু'লে দাও; স্কুলকে বাড়ীতে পরিণত কর।' শিক্ষকের কাজ—ছেলে মেয়েদেরই একজন হ'য়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকা; তাদের খেলার সাহায্য করা; নূতন খেলা ধরিয়ে দেওয়া; ও কাছে কাছে থেকে কারো কোন অনিষ্ট না হয়, ও কেউ কারো ক্ষতি না করে, তাই দেখা। দেখা গিয়েছে, শিশুদের বিকাশ এ

* বিগত মাঘোৎসব উপলক্ষে ছাত্রসমাজের উৎসবে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

প্রণালীতে অতি চমৎকার হয়। এখন এই প্রণালীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে য়ুরোপে ও আমেরিকায় অবলম্বিত হচ্চে।

এই প্রণালীর কথা ভাব্‌তে গিয়ে মনে হয়, মানুষের মন যেমন এক এক ধাপ ক'রে উপরে উঠ্‌তে থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তার ধারণাও এক এক ধাপ ক'রে উচু হ'তে থাকে। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, জগৎ সৃষ্টি ক'রে এখন তিনি বিশ্রাম করবেন; অথবা, তিনি জগতের সম্রাট, তাঁর প্রধান কাজ দোষীর দণ্ডবিধান; অথবা, তিনি পরীক্ষক, সংসার-প্রলোভনের মধ্যে ফে'লে দিয়ে, উদাসীনের মত দাঁড়িয়ে কেবল দেখ্‌চেন যে,আমরা পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হ'তে পারি কি না; আর আর কঠিনহৃদয় পরীক্ষক যেমন প্রশ্নকে যথাসাধ্য জটিল ক'রে প্রশ্নপত্র তৈরী করেন, তেমনি তিনি সংসারকে সুখের স্থান ক'রে দিয়ে আমাদের জন্য এই পরীক্ষাকে আরো শক্ত ক'রে দিয়েছেন;—এ সব চিন্তা এখন কত ছোট মনে হয়! তিনি ঐ শিশুশিক্ষার নূতন বিদ্যালয়ের মত এই জগৎকে একাধারে আমাদের লীলাভূমি ও শিক্ষার স্থান ক'রে দিয়ে এখানে আমাদের পালন করচেন। সুখদুঃখ, ঘরের সমাজের ও জগতের সকল কর্ত্তব্য—সকল প্রয়াস—সকল সম্বন্ধ নিয়ে আমাদের যে জীবন, তা আমাদের খেলা ও শিক্ষা দুই-ই। তিনি গুরুর মত জীবনের সব ব্যাপারে আমাদের কাছে কাছে রয়েচেন, দরকার মত শেখাচ্চেন, ভুল ধ'রে দিচ্চেন, শাসন করচেন। কিন্তু তিনি আবার মায়ের মত—বন্ধুর মত; তিনি না হ'লে এ খেলা ভাল লাগে না; একাই খেলি, কি দশজনে মিলেই খেলি, তিনি না হ'লে খেলা জমে না।

ঐ শিশুশিক্ষা-প্রণালীতে 'শিক্ষা' কথাটি যেমন শিশুর 'জীবন-বিকাশের' সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়েছে, আমাদের ছাত্রজীবনকে—জ্ঞান-আহরণের জীবনকে ভাব্‌তে গিয়ে আমরা 'জ্ঞান' কথাটাকেও তেম্‌নি ক'রে নেব। পরম গুরুর কাছে কাছে থেকে, তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে সারাজীবন চলাই আমাদের জ্ঞানলাভ করা।

এই জ্ঞান সঞ্চয় করতে যদি আমরা চাই, তবে তার জন্য আমাদের মনের অবস্থা কি রকম হওয়া দরকার? গীতাকার বলেছেন, 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্;' গীতার এই কথাটিকেও জ্ঞানের এই বিস্তৃততর অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করা যাক্। শ্রদ্ধাবান্ কথার অর্থ দেখ্‌তে পাই, 'গুরূপদিষ্ট অর্থে আস্তিক্য বুদ্ধিবান্' অর্থাৎ গুরু (শাস্ত্রবাক্যের) যে অর্থ ব'লে দেন, সেই অর্থ যে মেনে নেয়, সেই শ্রদ্ধাবান্—সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্র কি? নিজের এই জীবন, ও সম্মুখের এই জগৎ ও তার ইতিহাস—এই ত আমাদের শাস্ত্র। আমাদের পরম গুরু এই জীবনের ও এই জগতের কি অর্থ আমাদের কাছে ব'লে দিচ্চেন, একবার চিন্তা ক'রে দেখি।

প্রথম, তিনি বল্‌চেন,—"তোমার অন্তরে যা কিছু মহৎ তার উপরে তুমি শ্রদ্ধাবান হও।" দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ নিজের মনের কথার সায় বাইরে খোঁজে; বাইরে সায় না পেয়ে সে নিজের মনের মহত্ত্বাবের উপরও ভরসা রাখ্‌তে পারে না। মানবমনের এই ভীরুতাকে লজ্জা দিয়ে বল্‌চেন,—তোমাতে যা কিছু মহৎ, তাকে শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর। তোমাতে, তোমারই মনের গতির মধ্যে যা কিছু মহৎ, তাকে মানুষের কথার বিরুদ্ধে, সংসারের বাজারের অধিকাংশের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধেও শ্রদ্ধা কর। যদি নিজের চেয়ে কোন শ্রেষ্ঠ জীবন দে'খে প্রাণে নূতন মহৎ আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে, অথবা যদি নিজেরই মনের সকল গতি, সব কামনাগুলিকে তুলনা ক'রে, একটিকে শ্রেষ্ঠ ব'লে অনুভব ক'রে থাক—যেমন ক'রেই বোঝ; যেমন ক'রেই পাও,—তাকে শ্রদ্ধা করতেই হ'বে। সে টুকুকে বাঁচাতেই হ'বে, তার পথের সব বাধা উপ্‌ড়ে ফেল্‌তেই হ'বে।

আজকাল অনেকে এই কথা বলতে চাচ্চেন যে, মানুষের জীবনে মহৎ ও ক্ষুদ্র, উঁচু ও নীচু ব'লে ভেদ কিছু নাই। মানুষের মনে যত বৃত্তির উদয় হয়, যত আবেগ সহজে আসে সবগুলিই সমান দরের। প্রাচীন কালে কতকগুলি মনোবৃত্তিকে 'রিপু' ব'লে চিহ্নিত করা হ'ত; সে ভুল সংশোধন করতে গিয়ে এঁরা আর এক ভুলের মধ্যে প'ড়ে যাচ্চেন। সত্য কথা এই, মানব-জীবনের কোন অংশই তার শত্রু নয়। মাধ্যাকর্ষণ আছে, ও প'ড়ে যাওটাই সহজ, এই কারণে মানুষকে চেষ্টা ক'রে দাঁড়াতে শিখ্‌তে হয়—হাঁটতে শিখ্‌তে হয়; তেমনি, মনে নিম্নতম বৃত্তি-সকল আছে, ও তাদের সুখের দিকে মন টানে, এই জন্যই মানুষকে চেষ্টা ক'রে, সংগ্রাম ক'রে উঁচু ভাবের উপর খাড়া থাকতে হয়। সারা জীবন মানুষকে ঐ মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে ব্যায়াম ক'রে চল্‌তে হয় ব'লেই মানুষের শরীর গড়ে, নতুবা মাটির একটা কাদার পিণ্ডের মত অকর্ম্মণ্য হ'ত। তেম্‌নি নীচু সুখের আকর্ষণ মানুষের মনে মাধ্যাকর্ষণের মত জেগে রয়েছে ও তার সঙ্গে জীবনে নিরন্তর ব্যায়াম চল্‌ছে, এতেই আত্মা সুস্থ থাকে ও বাড়ে। এই সুস্থ জীবন যার আছে তার কখনও ধাঁধা লাগে না যে, মনের কোন্ গতিটা উঁচু আর কোন্ গতিটা নীচুর দিকে। এই ভেদ বুঝে, যা উঁচু তাকে শ্রদ্ধা ক'রে, তার সঙ্গে জীবনের আর সব ভাগকে মিলিয়ে, জীবনকে যে গড়ে, তারই জীবন সুগঠিত সুন্দর হয়। এ যত্ন যার নাই, তার মধ্যে অনেক ভাল ভাল মাল মস্‌লা, গভীর জ্ঞান, সুন্দর ভাব প্রভৃতি থাকলেও সমগ্র জীবনটি একটা কাদার তালের মত, বলবীর্য্যহীন, আকার ও শ্রীবিহীন, নির্ভরের অযোগ্য পদার্থ হ'য়ে দাঁড়ায়। নিজ অন্তরে যা মহত্তম, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও তার শাসনই জীবনকে শ্রী ও স্বাস্থ্য দিয়ে সুন্দর করে।

আমাদের অন্তর থেকে পরমগুরু বল্‌চেন, অন্তরের যে কামনা, যে সংকল্প তোমার কাছে মহত্তম ব'লে প্রতিভাত হয়, সেটিরই অনুসরণ কর; তার চেয়ে অল্পনীচু যদি কিছু থাকে, তারও নয়। সত্যের সঙ্গে অল্প অসত্য মিলিয়ে, ন্যায়ের সঙ্গে অল্পপরিমাণে ক্ষুদ্র স্বার্থ মিলিয়ে, পবিত্র কামনার সঙ্গে ঈষৎ মাত্রায় ভোগাসক্তি মিশিয়ে মানুষ কত সময় নিজের জীবনকে ম্লান ক'রে ফেলে।

যদি মানুষ কোন দেবতার পূজা না করে, আর সে যদি নিজ অন্তরের মহত্তম ভাবের পূজা করে, তার জীবন তবু নিরাপদ; কিন্তু যে, দেবতার স্তব স্তুতিতে, অনেক সময় কাটায়, আর পদে পদে নিজের অন্তরের এই মহৎ ভাবকে অপমান করে, তার সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্ফল।

এই যে মন্ত্র—"আপনাতে যা মহত্তম তারই অনুসরণ করব, তার চেয়ে যা নীচু তাতে যাব না," এতে নীতি ও বিবেকানুগত

জীবন আপনিই আসে। কিন্তু সংসারে যাকে নীতিমান্ জীবন বলে, এই মন্ত্র মানুষকে তত টুকুতে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না, ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন যখন কিছু নাই, তখনও এই মন্ত্র উচ্চতর অন্য প্রশ্ন এনে দেয়। "আমি কিসের জন্য জীবন ধারণ করছি? সুখ মান যশের পশ্চাতে ছুটে বেড়াচ্ছি, না, কোন মহৎ লক্ষ্য সাধনে নিযুক্ত আছি, না, উদ্দেশ্যবিহীন জীবন যাপন করছি?" এই প্রশ্ন মনে উদয় ক'রে দেয়। কোন পাপ করছি না, সব নীতি মেনে চলছি, এ সন্তোষ নিয়ে মানুষকে চুপ ক'রে থাকতে দেয় না, তাকে মহৎ লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করবার জন্য তাড়া দেয়।

এ মন্ত্র মানুষের সঙ্গে ব্যবহারেও মানুষকে শুধু নীতি মেনে চ'লে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না। তুমি কারো অনিষ্ট করো না, সকলকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য দাও, এটা কি এমন বড় কথা? এর চেয়ে আরও বড় হ'তে হ'বে; মানুষের প্রতি মনের ভাবে, বিচারে ও ব্যবহারে মহামনা প্রকৃতির পরিচয় দিতে হ'বে। এই মহামনা প্রকৃতির আদর্শ প্রাণে থাকলে তুমি অন্যের সম্বন্ধে মন্দ ভেবে মনে শান্তি পাবে না, নিজের অধিকারের জন্যও সর্বদা ব্যস্ত থাকতে পারবে না। অন্যেরা তাদের অধিকার পেল কি না, তা আগে দেখে আর তোমার দায়িত্ব তুমি ষোল আনা পালন ক'রে, তার পরে নিজের দাবী সাব্যস্ত করতে অগ্রসর হ'বে। অন্যের বেলায় তাদের দাবী পূরণ আগে, নিজের বেলায় নিজের দায়িত্ব-পালন আগে। মানুষের প্রকৃতি যতই মহৎ ততই সে নিজের দায়িত্বকে বড় ক'রে দেখে; আর প্রকৃতি যতই ক্ষুদ্র হয় ততই সে নিজের দাবীকে বড় ক'রে দেখে। বিশেষতঃ দুর্বলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহামনা মানুষ নিজের দাবী ছেড়ে দিতে পারলেই সুখী হয়।

এই হ'ল আপনাতে যা মহত্তম, তার প্রতি শ্রদ্ধা। তার পর জীবনের পরম গুরু বলছেন,—"তোমাদের শিক্ষালয়, তোমাদের খেলাঘর এই যে জগৎ এর প্রতিও শ্রদ্ধাবান্ হও।" জগতের ও মানুষের খুঁৎ দেখিয়ে দেবার লোক খুঁজে অনেক পাওয়া যাবে; আগেও ছিলেন, এখনও আছেন। কিন্তু আমরা জগৎ সম্বন্ধে আমাদের পরম গুরুর অর্থই মানব। তিনি বলছেন মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, সকলকেই তিনি মায়ের মত ভালবাসেন! আমরা সকলে আমাদের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, সংগ্রাম নিয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর ইঙ্গিত বু'ঝে বু'ঝে জীবনের খেলা খেলছি। তিনি আবার তাঁর প্রেম, বিচিত্র রূপরস গন্ধস্পর্শ শব্দের আকারে, নানা স্বাদের, নানা সৌন্দর্য্যের আকারে জগতে ঢেলে দিয়ে, আমাদের খেলার ঘর খানিকে মিষ্টি ক'রে দিয়ে, একসঙ্গে আমাদের খেলা আর শিক্ষা দুই-ই দিচ্ছেন। এ জগৎকে কিংবা জগতের মানুষগুলিকে অবজ্ঞা করলে চলবে না। সুস্থ মনের কথা এই যে, এই জগৎটা ভাল, জগতের ভাই বোনদের ভাল লাগে। জগৎকে ও মানব-সংসারকে আমরা শ্রদ্ধা করব।

শ্রদ্ধার চোখে না দেখলে মানুষ মানুষকে ও জগৎকে পদে পদে ভুল বোঝে। মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে কত ভিন্নতা! এই বিচিত্রতার মধ্যে ভগবানের নিগূঢ় অভিপ্রায় রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে শ্রদ্ধা না নিয়ে যে প্রবেশ করে সে পদে পদে ভাইকে বোনকে ভুল বিচার করে, হয়; শেষে জগতের সঙ্গে তার সব সম্বন্ধে গোলমাল হ'য়ে যায়।

শুধু তাই নয়, এই শ্রদ্ধার চোখে না দেখলে তোমাদের সকল মহান্ প্রয়াসও ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। হাজারই পরোপকার কর তাতে তোমার কিছু লাভ হ'বে না, তোমার জীবন তাতে ফুটবে না মানুষের ভাল যদি করতে চাও, তবে তাকে আগে শ্রদ্ধা কর। যদি কাউকে দেখে তোমার মনে হয়, "আঃ কি কদর্য্য! কি মলিন! কি অধঃপতিত!" তবে থামো, অপেক্ষা কর, এখনও ও'র উপকার করবার সময় তোমার আসে নি। আগে দেখ, ওর মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পাও কি না, যা তোমার ভাল লাগে, যাতে তুমি ওকে নিজেরই মতন একজন মানুষ ব'লে মনে করতে পার। সন্তান-বাৎসল্য, কি দাম্পত্যপ্রেম, কি পরিশ্রমশীলতা, কি দুঃখে অপরাজিত চিত্ত, কোনও ভালদিক্ যদি ওর মধ্যে দেখতে পাও, সে টুকু নিয়েই ওর সঙ্গে মিশতে আরম্ভ কর; সে টুকুকে শ্রদ্ধা দাও, সেটুকুকে ফোটাও। কেউ কেউ মনে করেন, মানুষের দুর্গতি অধোগতির উপরে খুব ঘা দিয়ে তাদের ভাল করব: "তোমাদের যে আমরা কত হীন ব'লে মনে করি!" এ ভাবটা স্পষ্ট কথায়, আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ ক'রে মানুষকে তুলব। তাঁদের চেষ্টাতে সে মানুষের উপকার হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু তাঁদের নিজেদের কোনও মঙ্গল যে হ'বে না, এটা নিশ্চিত।

মানুষের কল্যাণ করতে হ'লে তাকে শুধু যে শ্রদ্ধা করাই আবশ্যক, তা নয়; সে যদি আপনার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে থাকে, তবে সর্বাগ্রে তাকে সেই আত্মশ্রদ্ধা ফিরিয়ে এনে দাও। এ না হ'লে সে মানুষ হ'বে না। এ দেশের নিম্নশ্রেণীর মানুষের এত যে দুর্গতি, ও সে দুর্গতি হ'তে তাদের তোলা এত যে কঠিন, তার প্রধান কারণ এই যে, তারা আত্মশ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। তোমরা গিয়ে তাদের শ্রদ্ধা দাও, দিয়ে, তাদের হারানো আত্মশ্রদ্ধা জাগাও। তাদের বল,—"তোমার এই বর্ত্তমান জীবনেই তোমাতে যা কিছু মহত্তম, তার পথ ধ'রে অগ্রসর হ'য়ে চলে যাও, দেখতে পাবে সম্মুখে আরো উচ্চ জীবন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।" বল,—"তুমিও মানুষ, তুমিও বড় হ'তে পার; তোমার মধ্যে যে টুকু ভাল, তার জন্য আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি, সেখানে আমি তোমার সঙ্গী।"

জ্ঞানের উদ্দেশ্য যদি হয় নিজের জীবনকে, ও চারিদিককার এই জগৎকে ও মানবসমাজকে ঠিক্‌ভাবে বোঝা,—তবে আপনার মহত্তম ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেই হবে; তা ছাড়া, এ সকলকে বুঝতে গেলে বিকৃত ভাবে বোঝা হবে। ভুল টীকা নিয়ে বই পড়ার মতন আমাদের জীবন-বিদ্যালয়ের সব শিক্ষা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

কিন্তু শ্রদ্ধা শুধু passive জিনিস নয়। হৃদয়ের মহত্তম ভাবকে কার্য্যতঃ অনুসরণ কর; জীবনের মহৎ লক্ষ্যকে শুধু চিন্তায় ধারণ করো না, সকল কাজে তাকে প্রধান স্থানে রাখ। আজকাল মানুষ সব কাজেই দলবদ্ধ হ'য়ে ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাদ্বারা (অর্থাৎ organised formএ) করতে ভালবাসে। তার খুব মূল্য আছে বটে, কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করলেও চলবে না। 'আর কেউ কিছু করুক বা নাই করুক, আমার মধ্যে যে মহৎ আদর্শ

জেগে আছে, আমি তার অনুসরণ কর্‌বই',—মহৎ চরিত্রের ও সত্য আত্মশ্রদ্ধার লক্ষণ এই। সত্যকে যদি বুঝে থাক, তবে নিজেই এবং এখনই তার অনুসরণ কর। বাল্যবিবাহ, বরপণ-প্রথা যদি দূষণীয় ব'লে বুঝে থাক, নিম্নশ্রেণীর প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি সামাজিক অন্যায় দেখে প্রাণে যদি ক্লেশ পেয়ে থাক, 'অন্ততঃ আমি এর অনুসরণ কর্‌ব না' ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, যদি দেশের অজ্ঞানতা দেখে প্রাণ কেঁদে থাকে, সভাসমিতির জন্য অপেক্ষা করো না; নিজের গ্রামবাসী প্রতিবেশী কিংবা দাস দাসীদের মধ্যে অন্ততঃ একজনকেও নিজেই পড়াতে আরম্ভ কর। দেশের দারিদ্র্য দেখে মনে কষ্ট হয়? তবে তোমার সব চেয়ে কাছে যে দরিদ্র আছে, তার কাছে গিয়ে, তাকে আগে সহানুভূতি দাও, তার পর তার মনুষ্যত্ব জাগাও, তার পর তার যথাসাধ্য সাহায্য কর।

আজ বিশেষ ভাবে স্বর্গগত ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে স্মরণ করি। এই ছাত্রসমাজের তিনি জন্মদাতা; দেহে থাকিলে আজকার তারিখে (৩১শে জানুয়ারী) তাঁর ৭৩ বৎসরের জন্মদিন হ'ত। এখানে 'শ্রদ্ধাবান্' কথাটিকে অবলম্বন করে আমি যা কিছু বল্‌লাম, তাঁর জীবনে সে সব তিনি কাজে ক'রে দেখিয়েছিলেন। তিনি আজীবন আপনার হৃদয়ের যা মহত্তম প্রেরণা, সর্ব্বান্তঃকরণে ও দেহমনের সমগ্র শক্তি দিয়ে তারই অনুসরণ ক'রে গিয়েছেন। নিজের সুখস্বার্থ বলি দিয়ে জীবনের মহৎ লক্ষ্যের কাছে তিনি নিরন্তর বিশ্বস্ততা রক্ষা ক'রে গিয়েছেন। তাই তাঁর দৃষ্টান্ত, তাঁর বাণী আমাদের যুগের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব অনুপ্রেরণার সৃষ্টি ক'রেছিল। তাঁর মহৎ চিন্তা, মহদ্ভাব, মহত্ত্বপূর্ণ ব্যবহার কত জীবনকে মহত্ত্বের পথে দৃঢ়তার সঙ্গে, তেজের সঙ্গে চল্‌তে শিখিয়েছে। তাঁর সকল উপদেশে, সকল জনসেবায় তিনি সর্ব্বদা মানবমনের মহত্ত্বের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখ্‌তেন; তাই তাঁর কাছে এসে আমরাও নিজেদের দুর্ব্বলতা ভু'লে যেতাম, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা কর্‌তে শিখ্‌তাম; জীবনের সকল সংগ্রামে বীরের মত দাঁড়াতে আমাদেরও ইচ্ছা হ'ত। তাঁর জীবনই ছাত্রসমাজের জন্য সর্ব্বোচ্চ উপদেশ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুপ্রাণনা। —"বন্ধু", শ্রাবণ, ১৩২৭।

প্রেরিত পত্র।

[পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন এই—

আগামী নবেম্বর মাসে নূতন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইবেন। যাহাতে এই সকল সভ্যেরা মদ্যপান, গঞ্জিকা-সেবন প্রভৃতির বিরোধী হইয়া আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ন্যায় মদ্য গঞ্জিকা এবং আফিংবিক্রয় একেবারে বন্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন, ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা মাত্রেরই তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। যদি দুই বৎসর অন্তর এখন যে সকল দোকান আছে এবং যে পরিমাণে মদ্য প্রভৃতি বিক্রয় হয়, তাহার সংখ্যাও পরিমাণ হ্রাস করিবার নূতন বিধিব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ইংরেজ রাজার প্রবর্ত্তিত এই মহানিষ্টকর ব্যবহার উঠিয়া যাইতে পারে। যদি ১৯২০ সনে ১০০ একশত দোকান থাকে অথবা ১০০,০০০ বোতল মদ বিক্রী হয়, তাহা হইলে

১৯২২ সনে	৬৬ দোকান, এবং			৬৬,০০০ বোতল মদ্য	
১৯২৪ "	৪৪	"	"	৪৪,০০০	"
১৯২৬ "	৩০	"	"	৩০,০০০	"
১৯২৮ "	২০	"	"	২০,০০০	"
১৯৩০ "	১৩	"	"	১৩,০০০	"

থাকিবে এবং বিক্রয় হইবে, এবং ১৯৩২ সাল হইতে আর মদের দোকান থাকিবে না, আর মদ্য গঞ্জিকাদি বিক্রয় হইবে না। আমেরিকার উদাহরণের পর এদেশবাসী ইংরেজদের মদ্যপান না করিলে দেহধারণ হয় না, একথা বলিবার উপায় নাই।

ভারতবর্ষের, অন্ততঃ বাঙ্গালার, সর্ব্বত্র এজন্য মুসলমান ও আর্য্যসমাজের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত স্যার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বঙ্গদেশের মদ্যপান নিবারণী সভার সভাপতি বা সহকারী সভাপতি। তিনি ২।৩ স্থানে যে প্রকার প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চেষ্টার উপর বেশী নির্ভর করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বা সহানুভূতিকারী যে কোন ব্যক্তি যেখানে থাকুন, তাহার কর্ত্তব্য যে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ব্রাহ্ম ও আর্য্যদিগকে মদ্যপান নিবারণ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন।

আবকারী (Excise) বিভাগের ভার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্য হইতে মনোনীত মন্ত্রীর (Minister) হাতে সমর্পণ করা হইবে। সুতরাং এখন আর ইংরেজদিগকে দোষ দিবার কোন কারণ থাকিবে না।

এখন পাটের উপর ট্যাক্‌স করিয়া এবং রেলওয়ে যাত্রীদের উপর ট্যাক্‌স করিয়া কলিকাতায় নূতন পথ ও স্কোয়ার প্রস্তুত হইতেছে। ঐ টাকা হইতে মদ্যপান নিবারণ হেতু রাজস্ব-ক্ষতি পূরণ হইবে। যদি আবশ্যক হয়, তবে উহা আরো বৃদ্ধিকরা চলিবে, এবং বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুত পাটের থলী ও চট প্রভৃতির উপর এবং চা-র উপর রপ্তানি (export duties) মাশুল বসাইতে হইবে। শুভস্য শীঘ্রম্। এই শুভকার্য্যের আন্দোলনে আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, বিগত ২০শে অক্টোবর কুচবিহার নগরীতে শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সেনের পত্নী ভবদুর্গা দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ৩রা নবেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন

এবং স্বামী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৩রা নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। পুত্রবধূ শ্রীমতী কুন্দনলিনী রায় চৌধুরী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন, পুত্র শ্রীমান প্রভাতকুসুম প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী প্রেরিত স্মৃতিলিপি পঠিত হইয়া কার্য্য শেষ হয়। এই উপলক্ষে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে ১০০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ববাঙ্গলা সম্মিলনীর পূর্ব্বে এবং পরে দুই রবিবার সায়ংকালে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ধর্ম্মের সরল সহজ জীবন" এবং "জীবনের তিন ঘর" এই দুই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। উহা ব্যতীত ২।৩ দিন প্রাতের উপাসনায় সঙ্গীতসঙ্কীর্ত্তন এবং দুই দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে নূতন মন্দিরে প্রবেশের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

২৭শে আশ্বিন সন্ধ্যায় উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ২৮শে আশ্বিন সন্ধ্যায় উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু। ২৯শে আশ্বিন সন্ধ্যায় উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দেব। ৩০শে আশ্বিন প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় বক্তৃতা; বক্তা—শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী। ৩১শে আশ্বিন প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। অপরাহ্নে পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা। সন্ধ্যায় উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী। ১লা কার্ত্তিক প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ। সন্ধ্যায় বক্তৃতা; বক্তা—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। ২রা কার্ত্তিক উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ১০ই কার্ত্তিক সায়ংকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ঘোষের ভবনে পূর্ণিমা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে সঙ্কীর্ত্তন এবং উপাসনা ও প্রীতি জলযোগাদি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৩ই কার্ত্তিক শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাসের ভবনে ব্রাহ্মবন্ধু সভার ১০ম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক সঙ্গীত প্রার্থনান্তে "ব্রাহ্মসমাজ প্রসঙ্গে দুই এক কথা" বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী ও কার্য্যকরী একটী আলোচনা উপস্থিত করেন। বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ আলোচনা করিলে অন্য এক সভায় জন্য আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। প্রীতি জলযোগে সভার কার্য্য শেষ হয়।

দান—গিরিডি নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাগিনেয় পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দাতব্যবিভাগে ৫৲ টাকা, পূর্ব্ববাঙ্গালা অনাথব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ভাণ্ডারে ২৲ টাকা, এবং একটি দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবারকে ৩৲ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ ১০৲ দশ টাকা দান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়ন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর ২ ধারা অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক সভ্যগণকে উক্ত সমাজের ১৯২১ সালের অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদ-প্রার্থী হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। সভ্যপদপ্রার্থীর অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স ও অন্যূন তিন বৎসর পর্য্যন্ত সাঃ ব্রাঃ সমাজের সভ্য থাকা আবশ্যক। সভ্যপদপ্রার্থিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী ২০এ নভেম্বর মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে বাধিত হইব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপিস
২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
৬ই নভেম্বর, ১৯২০

শ্রীহরকান্ত বসু,
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়গণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আগামী বৎসরের সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্যবিবরণের সহিত মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব সমাজের সংক্ষিপ্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট প্রেরণ করিবেন। কার্য্য বিবরণগুলি আগামী ৫ই জানুয়ারী মধ্যে সমাজ আপিসে পহুঁছান বাঞ্ছনীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্যও মফঃস্বল সমাজের সম্পাদক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে। যে সমাজে অন্ততঃ ৫ জন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাসী সভ্য আছেন এবং যে সমাজে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ব্রহ্মোপাসনা হয়, সেই সমাজই ইচ্ছা করিলে এক-জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন। প্রতিনিধি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইবেন, এবং তাঁহার মফস্বল ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উভয় সমাজেরই অন্ততঃ তিনবৎসর কালের সভ্য হওয়া আবশ্যক। প্রতিনিধির নাম ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে সমাজ আপিসে পহুঁছা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপিস
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
৬ই নভেম্বর, ১৯২০

শ্রীহরকান্ত বসু,
সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No C. 65.

অসতোমা সদগময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ। ১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯১ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩্

১৬শ সংখ্যা। 1st December, 1920. প্রতি সংখ্যার মূল্য ✓০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পিতা, তুমি বিশ্বসংসারকে তোমার প্রেমে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছ, পরস্পরের প্রেম ও সাহচর্য্যের সঙ্গে পরস্পরের কল্যাণ গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছ। বিশেষতঃ যাহাদিগকে এক পরিবার বা মণ্ডলীরূপে যত অধিক ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ করিয়াছ তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল তত অধিকতর পরস্পরসাপেক্ষ করিয়া দিয়াছ। আমরা অনেক সময় তোমার এই গূঢ় নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করি না; মনে করি, অপরের বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া বা বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইয়া আপনার পথে চলিলেই অতি সহজে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, মঙ্গল সাধিত হইবে। আপনার কল্যাণকে এরূপ খণ্ডাকারে পৃথক্‌ করিয়া দেখি বলিয়াই আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ-পরতার দ্বারা চালিত হই ও আপনাদিগের উন্নতি ও বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলি, তোমার মহত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হই। এই-জন্যই আমাদের গৃহ পরিবার, মণ্ডলী সমাজ, কিছুই তোমার অনু-রূপ হইতেছে না, সকলে উন্নতি ও বিকাশের সহায় হইতেছে না, তোমার ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিতেছে না। হে অন্তরদর্শী পিতা, তুমি আমাদের অন্তর দেখিতেছ, আমরা কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছি জানিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের এই অন্ধতা ও ঔদাসীনতা দূর কর; তুমি আমাদিগকে তোমার পথ দেখাইয়া দেও। আমরা তোমার অধীন হইয়া, তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই, প্রকৃত কল্যাণ লাভ করি; তোমার মণ্ডলীকেও কল্যাণে ও সৌন্দর্য্যে, প্রেমে ও পুণ্যে মণ্ডিত করি। তোমার ইচ্ছাই আমাদের প্রতিজনের ও সমগ্র মণ্ডলীর জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়।

মণ্ডলী ধ্বংস করিবার পন্থা—"প্যাসিফিক্ ইউনিটেরিয়ান" হইতে "ক্রিশ্চিয়ান লাইফ" নামক কাগজে "ধর্ম্ম-মণ্ডলীর বিনাশসাধন-বিষয়ক চৌদ্দটি কথা" (Fourteen points on killing a church) উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে আমাদেরও চিন্তা করিবার বিষয় কিছু আছে বলিয়া আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের সভাপতি মিঃ উইল্‌সন্ যেরূপ শান্তিস্থাপন সম্বন্ধে চৌদ্দটি মূলসূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুকরণে এখানে একটি ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিনষ্ট করিবার এই চৌদ্দটি পথ উল্লিখিত হইয়াছে:—"(১) (মন্দিরে) আসিও না। (২) যদি আস, গৌণে আসিও। (৩) যখন আস, একটা বিরক্তির সঙ্গে আসিও। (৪) প্রত্যেক উপাসনার সময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করিও, "আমি ইহা হইতে কি পাইতেছি?" (৫) কোনও কার্য্যভার গ্রহণ করিও না। বাহিরে থাকিয়া সমালোচনা করা ইহা অপেক্ষা ভাল। (৬) তুমি যে তোমার মণ্ডলীর আচার্য্যের নিকট বাঁধা পড় নাই, তাহা দেখাইবার জন্য প্রায় অর্দ্ধ সময় অন্য মন্দিরে গমন কর। স্বাধীনতার ন্যায় আর কিছু নাই। (৭) আচার্য্যকে নিজের অর্থ উপার্জ্জন করিতে দেও; তাঁহাকেই সব কাজ করিতে দেও। (৮) বেশ সুন্দররূপে ফিরে ব'স এবং কখনও গান করিও না। যদি গান করিতে হয়, বে-সুরে এবং অপর সকলের পশ্চাতে গাও। (৯) কখনও অগ্রিম টাকা দিও না—বিশেষতঃ ধর্ম্মার্থে। তোমার টাকার উপযুক্ত মূল্যের জিনিষ না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর এবং তাহার পরও কিছু সময় অপেক্ষা কর।

(১০) আচার্য্যকে কখনও উৎসাহিত করিও না। যদি কোনও উপদেশ তোমার ভাল লাগে, তবে সে সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকিবে। তাহার রক্ত (অর্থাৎ তাহার বিনাশসাধনজনিত পাপ) তোমার মাথার উপর পড়িতে দিও না। (১১) যে কোনও অপরিচিত লোক উপস্থিত হইলে তাহাকে তোমার আচার্য্যের দোষ ত্রুটিগুলি বলা ভাল। সে সকল বাহির করিতে তাহাদের অনেক সময় লাগিতে পারে। (১২) তাঁহার মত লোক যে মণ্ডলীর আচার্য্য সেই মণ্ডলীর জন্য তুমি নূতন সভ্য সংগ্রহ করিবে, ইহা অবশ্য আশা করা যায় না। (১৩) দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার মণ্ডলীর মধ্যে যদি বেশ মিল থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উপেক্ষা, উদাসীনতা, উৎসাহহীনতা, অথবা প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহা ব্যতীত অপর যে কোনও নামে অভিহিত কর। (১৪) যদি মণ্ডলীর মধ্যে কয়েক জন উৎসাহী কর্ম্মী থাকে, তবে একটি ক্ষুদ্র দলের দ্বারা মণ্ডলীর কার্য্য পরিচালিত হওয়ার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ কর।" বলা বাহুল্য কি প্রকারে একটি ধর্ম্মমণ্ডলীর বিনাশসাধন করা যায় তদ্বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ছলে এখানে ব্যাজোক্তিই করা হইয়াছে, লেখকের উদ্দেশ্য ইহার বিপরীতটাই যে মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। উপরোক্ত কারণ-সকলে যে মণ্ডলী বিনষ্ট হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন ও সাধন যেরূপই হউক না কেন সকলের সম্মিলন ব্যতীত মণ্ডলীর বা সামাজিক উপাসনার যে অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। গৌণে, উপাসনার মধ্যভাগে আসিলে এবং বিরক্তির সহিত অথবা গজ্ গজ্ করিতে করিতে আসিলে যে অপরের উপাসনায় ব্যাঘাত ঘটে, একাত্মভাব ও পরস্পরের মধ্যে প্রেমযোগ থাকিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। উপাসনার সময় অন্য চিন্তায় বা সমা-লোচনায় মন দিলে যে শুধু নিজের উপাসনা নষ্ট হয় তাহা নহে, সম্মিলিত উপাসনার গভীরতাও বিনষ্ট হয়, অপরেরও অনিষ্ট সাধিত হয়; এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক হইলে যে সম্মিলিত উপাসনা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে, তাহাও একটু চিন্তা ও অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে। কাজ কর্ম্মের ভার গ্রহণ না করিয়া বাহির হইতে শুধু সমালোচনা করিলে ধর্ম্মমণ্ডলী কেন—কোনও মণ্ডলীরই কাজ যে সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকের শক্তি মণ্ডলীর কার্য্যে নিযুক্ত না হইলে কোনও প্রকারের কাজই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না; কেন না, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পূর্ণ মানুষ কোথাও নাই। প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ শক্তি আছে, বিশেষ কিছু করিবার আছে; আবার হয়ত কোনও প্রকার অক্ষমতা দুর্ব্বলতাও আছে। এক মণ্ডলীর সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত না থাকিয়া নানা মণ্ডলীতে ঘুরিয়া বেড়াইলে কাহারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত না হওয়াতে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতি ত আছেই, তাহা ছাড়া এরূপ লোকের দ্বারা ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে না, এবং এরূপ ভাবে চলা যে স্বাধীনতা নহে—স্বেচ্ছাচারিতা মাত্র, এ কথাও অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। আমাদের আচার্য্য সাধারণতঃ আমাদের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পান না। অনন্তকর্ম্মা আচার্য্যকে যে অর্থসাহায্য না করিলে চলে না, অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতে হইলে আচার্য্য যে সমস্ত সময় মণ্ডলীর কাজে দিতে পারেন না, তাহা আর কাহাকে বুঝাইতে হইবে না। সম্মিলিত ভাবে গান করিবার প্রথা আমাদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত নাই। সকল সময়ে ভজন বা স্তোত্র গীত হয় না। কিন্তু আরাধনার মন্ত্র ও সাধারণ প্রার্থনা মিলিত কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়। তাহা সমস্বরে উচ্চারিত না হইয়া অগ্র-পশ্চাৎ বা বিকৃত স্বরে হইলে যে অপরের উপাসনায় ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, চিত্তবিক্ষেপের কারণ ঘটে, তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত সময়ে অর্থ প্রদান না করিলে এবং যে সকল কার্য্যে ব্যক্তিগত কোনও লাভ নাই তাহাতে অর্থসাহায্য না করিলে যে কোন প্রতিষ্ঠানই চলিতে পারে না, তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। সকলের স্বেচ্ছাপ্রদত্তদানই যেখানে আয়ের একমাত্র পন্থা সেখানে সভ্যগণ উপযুক্ত সময়ে স্ব-স্ব দেয় চাঁদা প্রদান না করিলে অর্থ কোথা হইতে আসিবে? মণ্ডলীর কাজই বা কি প্রকারে চলিবে? অতিরিক্ত প্রশংসাদ্বারা গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হয়, পতনের সাহায্য করা হয়, সন্দেহ নাই। এই জন্য প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা অনেক স্থলে অধিকতর নিরাপদ, স্বীকার করিতে হইবে। সকলের সম্বন্ধেই এ কথা সত্য, আচার্য্য সম্বন্ধেও সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া প্রশংসা ও উৎসাহ দান এক কথা নহে, নিন্দা আর বন্ধু ভাবে দোষত্রুটি প্রদর্শনও সমানার্থ বাচক নহে। ভাল উপদেশ শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই যে আচার্য্যের অধিকতর কল্যাণ করা হইবে তাহা নহে; বরং উৎসাহ পাইলে আচার্য্য অধিকতর উন্নতি-সাধনেই যত্নশীল হইবেন, তদভাবে নিরুৎসাহ হইয়া শিথিল-প্রযত্ন হইবারই আশঙ্কা অধিক। অথবা প্রশংসা না করিয়াও যে টুকু ভাল হইয়াছে তাহা স্বীকারপূর্ব্বক উৎসাহ প্রদর্শন করা যায় এবং আরও উন্নতিসাধনের যে পথ রহিয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করা যায়। শুধু আচার্য্য কেন, মণ্ডলীর সকল ব্যক্তি পরস্পরের সম্বন্ধেই এরূপ উৎসাহ প্রদান একান্ত আবশ্যক; ইহাতে জীবন গড়িয়া তুলিবার বিশেষ সাহায্যও করা হয়, এরূপ সাহায্যের অভাবে অনেক জীবন অকালে শুকাইয়া যায়। অন্যের দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতার কথা বলিয়া বেড়ান কাহারও পক্ষেই মঙ্গলকর নহে; নিজের পক্ষে নহে, দোষী ব্যক্তির পক্ষেও নহে, অপরের পক্ষেও নহে। দোষ ত্রুটি দূর করিতে সাহায্য করা প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু নিন্দাপ্রচার সে উপায় নহে, তাহা অন্য প্রকারেই করিতে হয়, প্রেম ও সহানুভূতিদ্বারাই করিতে হয়। নিন্দা প্রচারদ্বারা অনিষ্ট ছাড়া কিছুমাত্র ইষ্ট সাধিত হয় না। আচার্য্যের সম্বন্ধে এরূপ নিন্দা প্রচারদ্বারা অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হয়। সকল দোষত্রুটিবর্জ্জিত মানুষ আমরা কোথায় পাইব? আচার্য্যও অপূর্ণ, দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা-সঙ্কলিত মানুষ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার দ্বারা যেটুকু উপকার সাধিত হইতে পারে, এরূপ নিন্দাপ্রচারদ্বারা সে পথও যে রুদ্ধ করা হয়, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

নূতন সভ্য সংগ্রহ করা যে সকলেরই কর্ত্তব্য, তাহার দ্বারাই মণ্ডলী পুষ্ট হয় এবং তদভাবে বিনাশের দিকে যায়, সে বিষয়ে আর কিছু বলা অনাবশ্যক। বিনাবিরোধে একপ্রাণতার সহিত যেখানে সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, সেখানেই যে মণ্ডলীর কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুসম্পন্ন হয়, তাহাতে কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। যেখানে সকলেই একই উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত, একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, আপনার স্বার্থ ও কর্তৃত্বস্পৃহাবিবর্জ্জিত সেখানে মিল হওয়াই স্বাভাবিক, বিরোধ ঘটাই অসম্ভব। সুতরাং ইহাতে উদাসীনতা বা উৎসাহের অভাব প্রমাণিত হয় না। অমিল বা বিরোধকেই যাহারা উৎসাহ ও অনুরাগের চিহ্ন বলিয়া মনে করে, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। ইহাদের দ্বারা যে মণ্ডলী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিনাশই প্রাপ্ত হইবে, তাহা কাহাকে আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে না। উৎসাহী কর্ম্মী না থাকিলে কোনও প্রতিষ্ঠানই সুপরিচালিত হইতে পারে না। এরূপ লোকের সংখ্যা যত অধিক হয় মণ্ডলীর পক্ষে ততই মঙ্গল; সুতরাং তাহাদের সংখ্যা যাহাতে বর্দ্ধিত হয় সেরূপ চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হইলেও এই শ্রেণীর লোকের উপরই স্বভাবতঃ কার্য্যভার ন্যস্ত হইবে এবং তাহাতেই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। তাঁহাদিগকে বিদূরিত করিয়া, তাঁহাদের স্থলে বহুসংখ্যক উৎসাহহীন অলসপ্রকৃতির অকর্ম্মা লোকের উপর কার্য্যভার প্রদান করিলে যে কোনও প্রকারেই সফলতা লব্ধ হইবে না, বরং সমস্ত পণ্ড হইবে, তাহা বোধ হয় অধিক করিয়া বলা অনাবশ্যক। ইহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলে যে মণ্ডলীরই অনিষ্ট সাধিত হইবে, ইঁহাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি হইবে না, এ কথা একটু চিন্তা করিলেই সকলে বুঝিতে পারে। মণ্ডলীর উপর ইঁহাদের একাধিপত্য স্থাপিত হইবে এরূপ আশঙ্কা যদি কাহারও মনে উদিত হয়, তাহা হইলেও এরূপ উপায়ে উক্ত আশঙ্কা নিবারিত হইবে না; উৎসাহের সহিত ইঁহাদের সঙ্গে কর্ম্মে যোগ প্রদান করাই উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়। তাহাতে নিজেরও কল্যান, মণ্ডলীরও কল্যাণ। আর উক্ত প্রকার বিরুদ্ধ আন্দোলনে নিজেরও অকল্যাণ, মণ্ডলীরও অকল্যাণ। দুঃখের বিষয়, কথাগুলি সমস্তই অতি সহজবোধ্য হইলেও আমরা কার্য্যগত জীবনে অনেক সময়ই তাহা স্মরণে রাখি না, বরং বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা নিজেদের ও মণ্ডলীর অনিষ্ট সাধনই করি। এ সকল বিষয়ে আমাদের অধিক-তর সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের আচরণ দ্বারা আমরা মণ্ডলীকে বিনাশের পথে লইয়া যাইতেছি কি না, গভীর ভাবে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আমাদের প্রত্যেকের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত-হওয়া উচিত। এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। মঙ্গলময় বিধাতা যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে সম্মিলিত করিয়া মণ্ডলীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হউক। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগের সম্মিলন।

ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং॥

(জগত্যাং যৎ কিঞ্চ জগৎ ইদং সর্ব্বং ঈশাবাস্যং) (জগত্যাং) জগতে (যৎ কিঞ্চ) যাহা কিছু (জগৎ) জগৎ শব্দ যৌগিক অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা আসে যায় তাহাই জগৎ (জগত্যাং যৎ কিঞ্চ জগৎ) জগতে আসে যায় এমন যাহা কিছু আছে, (ইদং সর্ব্বং) এই সব (ঈশা) ঈশ্বর দ্বারা (বাস্যং) আবৃত করিতে হইবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের শাসনে, তাঁহার ইচ্ছামত, আসে থাকে ও যায়, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। (ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ) জগতের অস্থায়ী ধনসমূহ যাহা আসে থাকে ও যায় সে সকল তাঁহার ইচ্ছামত আসিতেছে থাকিতেছে ও যাইতেছে, ইহা সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে হইবে। (তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ) (তেন) তাঁহা দ্বারা, ঈশ্বর দ্বারা (ত্যক্তেন) ত্যাগঃ দানং ইত্যমরঃ (ত্যক্তেন) দেওয়া মত (ভুঞ্জীথাঃ) তুমি ভোগ কর। (তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ) ঈশ্বর যে কার্য্যের জন্য যে ধন দান করেন সেই কার্য্যের জন্য সেই ধন ব্যবহার কর। (মা গৃধঃ) লোভ করিও না, যে ধন তিনি দেন নাই তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিও না। কেন আকাঙ্ক্ষা করিবে না? কারণ, (কস্যস্বিৎ ধনং) স্বিৎ প্রশ্নবোধক অব্যয়শব্দ (কস্যস্বিৎ ধনং) ধন কাহার? সকল ধনই ঈশ্বরের। সকল ধন ঈশ্বরের, তাঁহার ইচ্ছামত আসে যায় ও থাকে। তোমার যে ধনের প্রয়োজন তাহা তোমাকে দিয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছামত সেই ধন ব্যবহার কর। তোমার কখন কি ধন আবশ্যক হইবে তাহা তিনি জানেন; যখন আবশ্যক হইবে তখন নূতন ধন তোমাকে দিবেন। অতএব অদত্ত ধনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিও না।

ঈশাবাস্য ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং॥

জগতে যে কিছু অস্থায়ী ধন আছে সে সমুদায় ঈশ্বরদ্বারা আবৃত করিবে, তাঁহার শাসনে আসিতেছে যাইতেছে ইহা উপলব্ধি করিবে। তিনি যে অস্থায়ী ধন তোমাকে দিয়াছেন তাহা তাঁহার ইচ্ছামত ব্যবহার কর। যে ধন দেন নাই তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিও না; কারণ, সকল ধনই তাঁহার; যখন যে ধন তোমার আবশ্যক হইবে তখন সে ধন তিনিই তোমাকে দিবেন।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

(কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি) (ইহ কর্ম্মাণি এব কুর্ব্বন্) (ইহ) এই-খানে এ জীবনে (কর্ম্মাণি) কর্ম্মসমূহ (এব) এই প্রকারে, ঈশ্বরের ইচ্ছামত (কুর্ব্বন্) করিয়া, এ জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছামত কর্ম্ম করিয়া, (শতং সমাঃ জিজীবিষেৎ) (শতং সমাঃ) একশত বৎসর (মানবের পরমায়ু একশত বৎসর ধরা হইত) একশত বৎসর অর্থাৎ যাবজ্জীবন (জিজীবিষেৎ) জিজীবিষেঃ স্থলে আর্ষ-প্রয়োগ, তুমি বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে। ঈশ্বরের দান তাঁহার ইচ্ছামত কর্ম্মে লাগাইয়া যতদিন তিনি জীবিত রাখেন ততদিন

বাঁচিয়া থাকিবে। (এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে) (এবং ত্বয়ি নরে কর্ম্ম ন লিপ্যতে) (এবং) এইরূপে, ঈশ্বরের দান তাঁহার ইচ্ছামত কর্ম্মে লাগাইলে (ত্বয়ি নরে) তুমি যে মানব তোমাতে (কর্ম্ম ন লিপ্যতে) কর্ম্ম লিপ্ত হইবে না; এইরূপে কর্ম্ম করিলে তুমি কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। (ইতো অন্যথা ন অস্তি) ইহা ভিন্ন অন্য প্রকার নাই; ইহা ভিন্ন কর্ম্মবন্ধন এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। প্রাচীন কালে কর্ম্মবন্ধন শব্দ অধিক ব্যবহার হইত, এখন পাপ শব্দ অধিক ব্যবহার হয়। উভয়েরই এক অর্থ। এইরূপে অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছামত কর্ম্ম করিলে তুমি কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইবে না, পাপে পতিত হইবে না। কর্ম্মবন্ধন, পাপ, এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

ঈশ্বরের ইচ্ছামত কর্ম্ম করিয়া যতদিন তিনি বাঁচাইয়া রাখেন ততদিন বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে। এই মত কর্ম্ম করিলে তুমি কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। কর্ম্মবন্ধন এড়াইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

এই দুইটি মন্ত্র ঈশোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র। ঈশোপনিষৎ আকারে অতি ক্ষুদ্র; ১৮টি মন্ত্রে উহা পরিসমাপ্ত। উহার উক্তি সকল অতি সংক্ষিপ্ত এবং বুঝিতে বিশেষ কষ্টসাধ্য। অথচ এত মূল্যবান্ উপনিষৎ বোধ হয় আর একখানিও নাই। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পৃথক্ সাধনে যে দোষ ঘটে, এবং কেবল তাহাদের একত্র সাধনেই যে অমৃত জীবন লাভ হয়, এ সকল কথা অন্য দ্বাদশ উপনিষদের আর কোনও স্থানে স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না। ইহার সকল উক্তিগুলিই দেশ কালের অতীত, সর্ব্বজনীয় ও সর্ব্বকালীয়। যে দুইটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলাম, এখন দেখা যাউক তাহা হইতে আমরা কি কি শিক্ষালাভ করিতে পারি। ঋষি ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনটি কথার অবতারণা ও মানব সম্বন্ধে আর তিনটি কথার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনটী কথা এই যে, ঈশ্বর সর্ব্বাতীত, ঈশ্বর সর্ব্বগত ও ঈশ্বর বিধাতা। প্রথম দুইটি কেবল ইঙ্গিত করিয়াছেন ও তৃতীয়টি অনতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এক ঈশাবাস্য শব্দেই সূচিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগত। ইহা অতি সহজ কথা যে, যিনি আচ্ছাদন করেন তিনি যাহা আচ্ছাদন করেন তাহা হইতে বড়, তাহার অতীত। ঈশ্বর বিশ্বকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন সুতরাং তিনি বিশ্বের অতীত; অন্য কথায় তিনি সর্ব্বাতীত। মানুষ যখন প্রথম ঈশ্বরকে বুঝিতে চেষ্টা করে তখন তাঁহাকে সর্ব্বাতীত ভাবেই দেখে। ভাবে, পার্থিব রাজা যেমন বাহিরে ও দূরে থাকিয়া প্রজা শাসন পালন করেন ঈশ্বরও তেমনই বাহিরে ও দূরে থাকিয়া জগৎকে ও মানবকে শাসন পালন করিতেছেন। তিনি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া দূরে সরিয়া আছেন; সেই নিয়ম অনুসারে জগৎ ও মানব চলিতেছে; তাহাদের সাধ্য নাই যে, সেই নিয়ম অতিক্রম করে। তাঁহার ভৌতিক নিয়মে জগৎ চলিতেছে, তাঁহার ভৌতিক ও নৈতিক নিয়মে মানুষ চলিতেছে। কেবল সর্ব্বাতীত ঈশ্বর যাহারা মানে দেখা যায়, তাহারা ক্রমে সর্ব্বাতীতের একটা বর্জ্জিত বিধি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের মতে ঈশ্বর প্রায় সর্ব্বদাই দূরে থাকেন বটে কিন্তু মধ্যে মধ্যে, যখন নৈতিক নিয়মসমূহ মানুষকে সম্যক্ শাসন করিয়া উঠিতে পারে না তখন, তিনি নিজে নামিয়া আসিয়া মানুষকে টানিয়া আনিয়া পুনরায় সুপথে স্থাপন করিয়া যান। "যদা যদা ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থান ম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।" যখন যখন পুণ্যের গ্লানি ও পাপের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি আমাকে সৃষ্টি করি, অর্থাৎ আমি সৃষ্টির মধ্যে অবতরণ করি। অন্য সময়ে সর্ব্বাতীত ঈশ্বর সৃষ্টির মধ্যে থাকেন না, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মসমূহই সকল কার্য্য চালায়। নিয়মসমূহ যখন পুণ্যের গ্লানি ও পাপের অভ্যুত্থান নিবারণ করিতে অসমর্থ হয়, তখন সর্ব্বাতীত ঈশ্বর আর দূরে থাকিতে পারেন না, আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির মধ্যে নামিয়া আসিয়া পুণ্যসংস্থাপন করেন এবং সে কার্য্যশেষ হইলে আবার দূরে চলিয়া যান। ঈশ্বরকে কেবল সর্ব্বাতীত রূপে মানিবার বিরুদ্ধে বুদ্ধির দিক্ দিয়া প্রধান আপত্তি এই যে, ইহাতে জগৎ ব্যাপারের সুব্যাখ্যা হয় না, ইহাতে কারণ শব্দের অর্থ নিষ্পন্ন হয় না; কারণ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় এই যে কার্য্যের সদাপূর্ব্ববর্ত্তী যাহা তাহাই সে কার্য্যের কারণ। খ্যাতনামা কয়েক জন পাশ্চাত্য দার্শনিক কারণ শব্দের ইহা অপেক্ষা সন্তোষজনক আর অন্য ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু মানবের সহজাত বুদ্ধি এই ব্যাখ্যায় তৃপ্ত হয় না; কারণকে কার্য্যের উৎপাদক শক্তি রূপে যতক্ষণ গ্রহণ করিতে না পারে ততক্ষণ মানব বুদ্ধি তৃপ্তি লাভ করে না। জগতের সকল পরিবর্ত্তনের কারণ হয় মানবের আপন ইচ্ছা; নতুবা ইচ্ছাময় পরম পুরুষেরই ইচ্ছা, ইহা না বুঝিলে মানব বুদ্ধি অতৃপ্ত থাকিয়া যায়।

হৃদয়ের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, সর্ব্বাতীত ঈশ্বরে মানবহৃদয় কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। সর্ব্বাতীত ঈশ্বর মানিয়া মানব পুণ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে সত্য, কিন্তু সর্ব্বাতীতের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে না। সর্ব্বগত ঈশ্বরের জন্য, নিজ হৃদয়স্থ ঈশ্বরের জন্য, মানবহৃদয়ে একটা স্বাভাবিক পিপাসা নিহিত আছে। সে পিপাসা মানুষ অনেক সময়ে ও অনেক কাল ধরিয়া বাহিরের অর্থ বিত্ত নানা রস পানে কতক প্রশমিত করিয়া রাখিতে পারে সত্য, কিন্তু এমন সময় আসে যখন সে পিপাসা আর কিছুতেই মিটে না। হৃদয়স্থিত ঈশ্বরকে না পাইলে তাহার আর কিছুতেই চলে না। ঋষি যখন ব্রহ্ম, আত্মা, প্রভৃতি অন্য শব্দ ত্যাগ করিয়া বিশ্বের স্রষ্টা পাতাকে ঈশ্ শব্দে নির্দ্দেশ করিলেন, তখনই তিনি সর্ব্বগত ঈশ্বরের ইঙ্গিত করিলেন। বিশেষ্য ঈশ্ শব্দ প্রামাণ্য আর কোনও উপনিষদে ব্যবহৃত হয় নাই। ইংরেজীতে যাহাকে Personal God বলে ঈশ্ তাহাই। যাঁহার সহিত মানবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে তাঁহার নামই ঈশ্। এই ঈশ্‌কে মানিলে মানবের বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ই তৃপ্ত হয়। জগতের ঘটনাসমূহের ও নিজ জীবনের ঘটনাসমূহের সুব্যাখ্যা পাইয়া বুদ্ধি তৃপ্ত হয়। দুঃখের

সান্ত্বনাদাতা, পাপের মোচয়িতা, সুখ ও পুণ্যের পরিবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রন্থির ছেদক, বুদ্ধিগ্রন্থির মীমাংসক, সকল সময়ে সকল সঙ্কট মধ্যে সদা বর্ত্তমান সহায়কে জানিয়া তাহার হৃদয় তৃপ্ত হয়। সে আপনার গৌরব বুঝিতে পারে ও তাঁহার শরণাগত হইয়া দুশ্চিন্তা ও ভয়ের হাত এড়াইয়া অনন্ত উন্নতির পথে পদে পদে অগ্রসর হইতে থাকে। ঈশ্বরকে সর্ব্বগত মানিলেই তাঁহাকে বিধাতা বলিয়াও স্বীকার করিতে হয়। ঋষি সেই কথা এই মন্ত্রে অনতিস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী এক মন্ত্রে অতি স্পষ্ট ভাবে এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ৮ম মন্ত্রে বলিলেন, "যথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" (শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ) চিরকাল (যথাতথ্যতঃ) যথা প্রয়োজন (অর্থান্) অর্থসমূহ (ব্যদধাৎ) প্রদান করিতেছেন। চিরকাল তিনি সকলকে যাহার যে অর্থ প্রয়োজন তাহাকে সেই অর্থ প্রদান করিতেছেন। বৃক্ষলতাকে, কীট পতঙ্গকে, পশুপক্ষীকে মানবকে যাহার যে ধন প্রয়োজন তাহাকে সেই ধন প্রদান করিতেছেন। মানুষকে তাহার শরীর রক্ষার জন্য, মন বুদ্ধির অনুশীলন জন্য, হৃদয়ের পরিতৃপ্তির জন্য, আত্মার উন্নতির জন্য যখন যাহা প্রয়োজন প্রদান করিতেছেন। মানুষ সময়ে সময়ে নানাবিধ অভাব অনুভব করে সত্য, কিন্তু তাঁহার শরণাগত থাকিলে, হয় তাহার অনুভূত অভাব দূরীকৃত হয়, নয় সেই অনুভূত অভাব যে যথার্থ অভাব নহে তাহা সে বুঝিতে সমর্থ হয়। ধন প্রয়োজন নিজ ব্যয়ের জন্য ও সৎকার্য্যের জন্য; দারিদ্র্য আবশ্যক শ্রমশীল বা মিতব্যয়ী করিবার জন্য; স্বাস্থ্যের প্রয়োজন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য; রোগের প্রয়োজন শরীরযন্ত্রের ক্ষতি পূরণ বা জীর্ণ সংস্কার-জন্য, অথবা কর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়া চিন্তা করিবার সুযোগ-লাভের জন্য; মান যশ আবশ্যক উৎসাহবৃদ্ধির জন্য; অপমান, নিন্দা আবশ্যক গর্ব্বচূর্ণ করিবার জন্য; পাপ ও প্রলোভন আবশ্যক আত্মাকে বলবান্ ও দৃঢ় করিবার জন্য। এইরূপ যখন যাহা দিতেছেন, প্রয়োজন মতই দিতেছেন। কি প্রয়োজনে কোন্ দান আসিতেছে তাহা শান্তচিত্তে অনুধাবন করিতে হইবে ও প্রয়োজন মত দানের ব্যবহার করিতে হইবে।

মন্ত্রমধ্যে মানব সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের নির্দ্দেশ আছে; মানবের অতৃপ্তি, মানবের তৃপ্তি ও মানবের কর্ম্মবন্ধন এড়াইবার উপায়। মা গৃধঃ লোভ করিও না। সকল পাপের মূলেই লোভ বর্ত্তমান। পাপ দুই প্রকার; অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের পাপ ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলায় পাপ। বাক্য এবং চিন্তা কর্ম্মেরই অঙ্গ। অনুষ্ঠানের পাপের মূলে লোভ সাক্ষাৎ ভাবে বর্ত্তমান, অবহেলার পাপের মূলেও লোভ এক সোপান ব্যবধানে বর্ত্তমান। লোভ অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনোযোগ ও শক্তি ক্ষয় করে বলিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে মানবের অবহেলা হয়। যে অবস্থায় ভগবান্ রাখিয়াছেন তাহাই তোমার কল্যাণের জন্য অতীব উপযোগী অবস্থা, অতএব লোভ করিও না। যে অবস্থায় তুমি স্থাপিত সেখানে থাকিয়াই দত্ত ধনের সাধু ব্যবহার করিয়া উন্নতির চেষ্টা কর; প্রয়োজনীয় নূতন ধন তোমাকে ঈশ্বর দিবেন। আর যদি দত্ত ধন অবহেলা করিয়া অদত্ত ধনে লোভবশতঃ তোমার শক্তি ও বৃত্তির অযথা ব্যবহার কর, অশুভ ফলই উৎপন্ন হইবে। রাষ্ট্রে অশুভ ফল, শ্রেণীতে অশুভ ফল, প্রতিজনে অশুভ ফল; এই লোভই চিরকাল উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। এই লোভেই সেদিনকার ভীষণ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া পৃথিবীকে শ্মশানে ও নরকে পরিণত করিয়াছে। এই লোভেই শ্রমজীবিগণ ও তাহাদের নিযুক্তাগণ পরস্পর বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছে। কোন্ জাতির কতখানি লোভে এই নিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় বা অবসানের ব্যাঘাত ঘটে তাহা ঐতিহাসিকেরা নির্দ্ধারণ করুন। কোন্ শ্রেণীর কতখানি লোভে এই শ্রমজীবি ও ধনজীবিদের বিসম্বাদ তাহা সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা মীমাংসা করুন। কিন্তু লোভই যে এই যুদ্ধের ও এই বিসম্বাদের আরম্ভ ও স্থিতির মূল তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এবং ফলে দেখা যাইতেছে যে, যে জাতির যতখানি লোভ ও পাপ ছিল সে জাতির ততখানি ক্ষতি, অনিষ্ট ও দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। দেখা যাইবে যে, শ্রমজীবী ধনজীবীদের মধ্যে যে শ্রেণী যতখানি লোভের বশবর্ত্তী হইয়াছে সেই শ্রেণী ততখানি অনিষ্ট ক্ষতি ও দুঃখ ভোগ করিবে।

ব্যক্তিগত জীবনে এই লোভের দুঃখময় পরিণাম সর্ব্বদাই আমাদের চক্ষে পড়িতেছে। যত চুরি, ডাকাতি, হত্যা, পাশব অত্যাচার সকলের মূলেই লোভ। এবং যে ব্যক্তি যতখানি লোভে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতেছে সে সেই পরিমাণ অনিষ্ট ক্ষতি ও দুঃখ ভোগ করিতেছে। পাপের শাস্তি ইহলোকে প্রদত্ত হয় না, পরলোকে প্রদত্ত হয়, এ কথা একেবারেই অসত্য। পাপের শাস্তি পাপ অনুষ্ঠানের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের কেন পাপ কল্পনার সময় হইতেই পাপের শাস্তি আরম্ভ হয়। লোভ সকলকেই আক্রমণ করে। কম মাত্রায় লোভ আমাদের সকলকেই আক্রমণ করিয়াছে এবং যখন লোভ জিতিয়াছে ও আমরা হারিয়াছি তখনই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। এমন সময় হয় ত হইয়াছে যখন স্থূল ক্ষতি আমরা ধরিতে পারি নাই। কিন্তু হৃদয়ের উদ্বেগ কি কখনও এড়াইতে পারিয়াছি? এবং সর্ব্বাপেক্ষা যে বড় ক্ষতি ভগবানের সঙ্গ হইতে বিচ্যুতি, তাহা কি সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমাদের বহন করিতে হয় নাই? লোভের তিরোভাব ও তৃপ্তির আবির্ভাব একই কথা। ঈশ্বরকে বিধাতা বলিয়া যদি বিশ্বাস কর, তিনি চিরকালই যখন যাহা প্রয়োজন দিতেছেন এবং যখন যাহা আবশ্যক লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে যদি কখনও কোনও সন্দেহ মনে না আসে, লোভের আর স্থান থাকে না, সে তোমাকে ছাড়িয়া পলায় ও তুমি সদা তৃপ্তই থাক। কিন্তু ঈশ্বরে এইরূপ বিশ্বাস লাভ করা একদা যায় না। আমরা এমন লোক অনেক দেখিয়াছি যাহাদের বিশ্বাসী বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু জীবনের একটা বড় পরীক্ষা আসিলেই দেখা গিয়াছে তাহাদের বিশ্বাস উড়িয়া গিয়াছে, তাহারা অধীর হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের বিশ্বাস, বিশ্বাস নামের যোগ্য নহে। যতক্ষণ ঈশ্বর তাহাদের

ইচ্ছামত দান প্রেরণ করেন ও দান লইয়া যান কেবল ততক্ষণই তাহারা শান্ত থাকে, কিন্তু যদি তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দান আসে বা দান চলিয়া যায়, তাহারা অশান্ত হইয়া পড়ে। অশান্ত হয় কারণ তাহারা ঈশ্বরকে বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করে না। বিষয়ী লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। একজন মানুষ অপর একজনকে প্রথম বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে—অপরের মুখে তাহার সাধুবাদ শুনিয়া। পরে তাহার সহিত যত আদান প্রদান হয় তত বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয়। ক্রমে এমন বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, সে তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও বিশ্বাস পায়। ঠিক্ এই রূপে মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস লাভ করে। অপর বিশ্বাসীর মুখে ঈশ্বরের গুণবাদ শুনিয়া সে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। পরে তাঁহার সহিত পরিচয় স্থাপন হইলে যতই দেখে যে, যে দান আসিতেছে তাহা মঙ্গলের জন্য ও যে দান চলিয়া যাইতেছে তাহাও মঙ্গলের জন্য, ততই তাহার বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইতে থাকে ও ক্রমে তাহার বিশ্বাস এমন দৃঢ় হয় যে, যদি ঈশ্বর সর্ব্বস্ব লইয়া যান তখনও সে নিষ্কপটে বলিতে পারে যে ঈশ্বর মঙ্গলদাতা। এরূপ বিশ্বাসলাভের পূর্ব্বে যদি আমরা মনে করি—আমরা বিশ্বাস লাভ করিয়াছি তাহা হইলে আমরা আত্মপ্রতারণা করি,মাত্র।

শেষ কথা—দৈনিক জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—কিরূপে কর্ম্মবন্ধন এড়ান যায়, কিরূপে পাপের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? তাঁহার দানসমূহ তাঁহার ইচ্ছামত ব্যবহার কর। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। যে জন্য যাহা দিয়াছেন সেই জন্য তাহা ব্যবহার কর। এই তাঁহার ইচ্ছামত কর্ম্ম করার নামই কর্ম্মযোগ। তিনি হৃদয়ে সদ্বুদ্ধি (Conscience) স্থাপন করিয়াছেন, তাহার পরামর্শ মত কর্ম্ম করিলেই তাঁহার ইচ্ছাতে কর্ম্ম করা হয়। সদ্বুদ্ধি সর্ব্বদাই পরামর্শ দিতেছে। ইহার পরামর্শ শুনিলে হৃদয়ে শান্তি, উৎসাহ ও বল আসে, না শুনিলে অশান্তি, অবসাদ ও দুর্ব্বলতা আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করে। নিজ জীবনে ইহার প্রমাণ আমরা কত কত বার পাইয়াছি! ভাল কাজে হৃদয়ে কেমন আত্মপ্রসাদ আসিয়াছে ও মন্দ কাজ করিতে গেলে কেমন বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা জানিবার উপায় তিনি এইরূপে প্রত্যেক হৃদয়েই স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই সদ্বুদ্ধির পরামর্শ বার-বার অবহেলা করিলে পরামর্শ শুনিবার শক্তি কমিয়া যায় বটে, কিন্তু কখনও একেবারে লুপ্ত হয় না। আবার পরামর্শ শুনিতে আরম্ভ করিলে শক্তি পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠে। বলিলাম, ঈশ্বর হৃদয়ে সদ্বুদ্ধি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সহিত পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হইলেই দেখা যায় যে, এই সদ্বুদ্ধি তিনি স্বয়ং। সেই সর্ব্বগত, সকলের হৃদিস্থিত ঈশ্বরই প্রত্যেকের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধি হইয়া স্থিতি করিতেছেন। সদ্বুদ্ধির পরামর্শ তাঁহারই পরামর্শ। ঋষির কথিত মন্ত্র দুইটিতে আমরা নিজ সম্বন্ধে তিনটি শিক্ষালাভ করিলাম। কখনও লোভ করিও না, সদা তৃপ্ত থাকিবে, যদি কর্ম্ম-বন্ধন এড়াইতে চাও তাহা হইলে ঈশ্বরের দানসমূহ তাঁহারই ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে, কর্ম্মবন্ধন এড়াইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন এই মহামূল্য শিক্ষা তিনটি যেন আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে ও সেখানে স্থিতিলাভ করে।

I, রায়।

কয়েকটি সংস্কারের কথা।

ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতাতে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগেই আপনাপন মূলসত্যের নির্ণয়কালে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, বিধাতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব স্বীকৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তাকেই উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এজন্য স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্ম-সাহিত্যে এবং ব্রহ্মসঙ্গীতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও বিধাতৃত্ব প্রভৃতির বর্ণনা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্ম-আচার্য্যগণও স্বভাবতই আরাধনা ও প্রার্থনাদিতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, বিধাতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতির বর্ণনায় নিয়ত নিযুক্ত আছেন, তাহাতেই তাঁহাদের হৃদয়ের সমধিক উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়। এরূপ হইলেও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-পদ্ধতিতে আরাধনা মন্ত্ররূপে উপনিষদের যে কয়েকটি ব্রহ্ম-স্বরূপাত্মক উক্তি পরিগৃহীত হইয়াছে (এ স্থলে বলা আবশ্যক আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে উক্ত মন্ত্রটির নাম 'সমাধান' রাখা হইয়াছে) তাহার একটিও কর্তৃত্ব, বিধাতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ববাচক নহে। কিন্তু "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি ব্রহ্মস্বরূপের ব্যাখ্যা-কালে ব্রাহ্মগণ আপনাপন হৃদয়নিহিত ভাবপ্রণোদিত হইয়া অতিরিক্ত ভাবেই যেন ব্রহ্মের কর্তৃত্ব, বিধাতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্বের বর্ণনায় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মগণের এরূপ চেষ্টায় তাঁহাদের শিক্ষা ও অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও কিন্তু বলিতে হইবে, তাঁহারা আরাধনার মন্ত্র বা মূলসূত্র-রূপে যাহা উচ্চারণ করেন, তাহার সহিত তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নাই। আরাধনার মন্ত্ররূপে পরিগৃহীত ব্রহ্মস্বরূপ-বাচক শব্দ সকলের ব্যাখ্যা কালে শব্দের অর্থান্তর ঘটাইয়াই কার্য্য করিতে হয়। সেরূপ করাতে উপাসনার কোন হানি বা ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু আরাধনামন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যার সহিত একটা অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্যকে নিয়ত মানিয়া লইতে হয়। এরূপে স্থায়ীভাবে একটা অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্যকে মানিয়া চলা উপযুক্ত কার্য্য কি না তাহার বিবেচনা করিতে হইবে। যাঁহারা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মস্বরূপাত্মক উক্তিসকলের অর্থ অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, উচ্চারিত মূলমন্ত্র যেন একদিকে পড়িয়া থাকে, আর উপাসকের আরাধনার উক্তি যেন অন্য দিকে চলিয়া যায়।

এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, উক্তরূপ অসঙ্গতিকে কি স্থায়ীভাবে মানিয়া চলাই উচিত, অথবা ইহার যদি কোন প্রতি-কারের উপায় থাকে তাহা গ্রহণ করাই উচিত? এ বিষয়ে অতি আগ্রহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ এবং যাঁহারা এরূপ বিষয়ে বিচার ও প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগকে বিশেষ-ভাবে বিবেচনা ও বিচার করিতে অনুরোধ করিতেছি। সমাজ মধ্যে বা মণ্ডলীতে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়—যাহাতে সমাজের বা মণ্ডলীর লোকেরা অভ্যস্ত হইয়া যান, তাহার কোনরূপ পরিবর্তন

বা সংশোধন প্রস্তাব সহজে পরিগৃহীত হয় না। যাহা প্রচলিত হইয়া চলিতেছে তাহার কোন পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবে লোকে সহজে কর্ণপাত করিতে চাহে না। ইহা জানা কথা। কিন্তু অতি কল্যাণকর এবং অতি প্রয়োজনীয় বিষয়েও এরূপ স্থিতি-স্থাপকতা প্রার্থনীয় নহে, শোভনও নহে। অথচ এরূপ পরিবর্ত্তন প্রস্তাবে কাহারও কোন হানি বা আপত্তির কারণ নাই। শুধু একটা অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন পূর্ব্বেও হইয়াছে; এরূপ পরিবর্ত্তনে বিশেষ কোন কাঠিন্যও নাই। যাঁহারা এ সব বিষয়ের চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব, বিধাতৃত্ব নিয়ন্তৃত্ববাচক প্রাচীন উক্তি সংগ্রহ করাও কঠিন কার্য্য হইবে না; এজন্য আমি আমাদের আরাধনামন্ত্রের উক্তরূপে সংশোধনের জন্য সকলকেই মনোযোগী হইতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। স্থায়ীভাবে একটি অসঙ্গতিকে মানিয়া চলা কখনই আমাদের পক্ষে সঙ্গত কার্য্য হইবে না। আমার মনে হয়—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত যে স্তোত্রটি আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে গৃহীত হইয়াছে—তাহা হইতে 'জগৎ পালকং' কিম্বা 'জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ' প্রভৃতি কথা আমাদের আরাধনা মন্ত্রে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে—ইহার সঙ্গে বিধাতৃ, নিয়ন্তৃ কথাও যুক্ত হইতে পারে। এ বিষয়ে যাঁহারা উপযুক্ত জ্ঞানী, তাঁহারা আরও এ প্রকারের অর্থজ্ঞাপক ব্রহ্মস্বরূপ-বাচক শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সকলের সমবেত চেষ্টা হইলে এ ব্যাপারে কৃতকার্য্য হওয়া তেমন দুঃসাধ্য হইবে না। বাস্তব কথা এই, উক্ত বিষয়ে উদাসীন থাকাটা কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে, শোভনও নহে।

আরাধনা সম্বন্ধে অন্য দিক্ দিয়াও আমাদের বিশেষ বিচার করা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে আরাধনা কালে আচার্য্যগণের অনেকে আমাদের অবলম্বিত আরাধনা মন্ত্রের যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেন না। দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেকে আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়াই আরাধনা শেষ করেন। আরাধনা মন্ত্রের অনুসরণ করিলে কিন্তু "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এই স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়াই আরাধনা শেষ করিতে হয়। অনেকে আবার অনন্তস্বরূপের পরে, অর্থাৎ মন্ত্রে যে স্থলে আনন্দ রূপের উল্লেখ আছে সে স্থলে, একবার আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়া—আরাধনায় শেষ করিবার সময় পুনরায় আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

আরাধনার কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় থাকা উচিত কি না এবং আচার্য্যগণকে কোন বিশেষ ক্রমের অনুসরণের জন্য বাধ্য করা উচিত কি না, সে বিষয়ে অবশ্যই মতভেদ আছে ও থাকিবে। কিন্তু সমবেত উপাসনার দিক্ হইতে বিচার করিলে এ কথা বলিতে হয় যে, যে স্থলে অনেককে লইয়া উপাসনা করিতে হয়, সে স্থলে কোন একটি পদ্ধতির অনুসরণ করাই সমধিক শ্রেয়ঃ; কারণ, কোন একটি পদ্ধতি বা পর্য্যায়ের অনুসরণ না করিলে উপাসকদিগের সে আরাধনায় যোগ দেওয়া সহজ হয় না, তাহাতে বিশেষ অসুবিধাই ঘটে। সুতরাং আচার্য্যগণ যদি যথাসাধ্য একটি প্রণালীর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন, তবেই উপাসকগণের পক্ষে সে উপাসনায় যোগ দেওয়া সহজ ও সম্ভবপর হয়। অন্য দিক্ দিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, নানা জনে নানা ভাবে নানা রূপে যদি আরাধনা করেন, তবে তাহাতে শিক্ষার পথে ব্যাঘাত আসিতে পারে; তাহাতে উপাসনাপদ্ধতি সম্বন্ধে লোকের ধারণাও একরূপ হয় না। আমাদের উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে নানাজনের নানারূপ ধারণা হইবার সুযোগ দেওয়াটা কখনই ভাল কথা নহে।

এ বিষয়ে আরও একটি বিশেষ বিবেচ্য আছে। ঈশ্বরের আরাধনা তাঁহার কোন্ স্বরূপের ব্যাখ্যার পরে শেষ করিতে হইবে তাহাও বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। আমার মনে হয় যে স্বরূপটিতে তাঁহার পূর্ণতার পরিচয় সমধিক-রূপে হয়—যে রূপটি তাঁহার সর্ব্বস্বরূপের সমাবেশজ্ঞাপক, সেই স্বরূপের ব্যাখ্যার পরেই আরাধনা শেষ করা কর্ত্তব্য। আরাধনার প্রথম হইতে এক একটি বিশেষ স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়া, সর্ব্বশেষে যদি এমন একটি স্বরূপের ব্যাখ্যা হয়, যাহাতে ঈশ্বরের পূর্ণতা-ব্যক্ত হয় তাহা হইলেই আরাধনা সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইল মনে করা যাইতে পারে।

আরাধনা মন্ত্রের দুটি স্বরূপে সেই পূর্ণতা পরিস্ফুট হইয়াছে—এক অনন্ত স্বরূপে, আর শুদ্ধম্ স্বরূপে। 'অনন্ত' শব্দে ঈশ্বরের সমস্তই বুঝায়—জ্ঞান আনন্দ প্রভৃতির কোনটিকে বাদ দিলে তাহা আর অনন্ত হয় না। অনন্ত বাক্য দ্বারাই পরিপূর্ণতার পরিচয় হয়। শুদ্ধম্ স্বরূপেও সেই পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে জ্ঞান, কি আনন্দ বা অমৃত অথবা মঙ্গল প্রভৃতি স্বরূপের কোন একটিকে বাদ দেওয়া যায় তবে আর ঈশ্বরের পূর্ণতা হয় না, সুতরাং শুদ্ধতাও হয় না। পরিপূর্ণ যাহা তাহাই শুদ্ধ, তাহাই সুন্দর। এই শুদ্ধস্বরূপে নিমগ্ন হওয়াই আমাদের আত্মার বিশেষ লক্ষ্য এবং শ্রেষ্ঠতম অধিকার। এজন্য শুদ্ধস্বরূপের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপে নিমগ্ন হইয়াই ধ্যানে ডুবিয়া যাওয়া সহজ ও সুন্দর হয়। অনন্তস্বরূপের ব্যাখ্যাতেও তাহাই হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রের যে ক্রম আছে, বিশেষ হেতু না থাকিলে তাহার অন্যথা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। তাই মনে হয় 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' স্বরূপের ব্যাখ্যার পরেই আমাদের আরাধনার শেষ হওয়া উচিত।

যাঁহারা আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যা সর্ব্বশেষে করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াই এরূপ করেন কি না জানি না। যদি কেহ সে রূপ করেন, তাহা হইলে তিনিও অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতিতেও চিরদিন এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে দুটি উপাসনা পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ১৭৯৭ শকে গৃহীত ও অবলম্বিত, অপরটি ১৮২২ শকে প্রচারিত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে সন্নিবিষ্ট। ১৭৯৭ শকে গৃহীত উপাসনা পদ্ধতিতে আনন্দ ও অমৃতস্বরূপের ব্যাখ্যায় আরাধনা মন্ত্রের যথাযথ অনুসরণ করা হইয়াছে। পরে ১৮২২ শকে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতেই আনন্দ ও অমৃতস্বরূপের ব্যাখ্যা পরে হইবার ব্যবস্থা আছে। ইহাদ্বারা জানা যাইবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে চির-দিন এক ব্যবস্থা ছিল না। সে যাহা হউক, যদি এমন সিদ্ধান্তই

হয় যে, আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যা সর্ব্বশেষ হওয়াই সমুচিত, তাহা হইলে আরাধনা মন্ত্রের তদনুরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়াই সুবিধি। মন্ত্রটি উচ্চারণ করিব এক প্রকারে, আর তার ব্যাখ্যার সময় তাহার অন্যথা করিয়া চলিব, ইহা সুবিচারসম্মত নহে। এ বিষয়েও সম্যক্ বিচারের দ্বারা আমাদের উপাসনাপদ্ধতিকে যথাযথ আকার প্রদান করিয়া সুন্দর করিয়া গঠন করিবার জন্যই যত্নপরায়ণ হইতে হইবে।

আমাদের উপাসনা পদ্ধতিতে যে কয়েকটি বিশেষ প্রার্থনা বাক্য আছে, "আবিরাবীর্ম্মএধি" তাহার একটি বিশেষ বাক্য। এই বাক্যের অনুবাদে আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতিতে আছে—"হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।" ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতিতে আছে "হে সত্যস্বরূপ! আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও।" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনুবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। অনুবাদের উভয় স্থলেই 'প্রকাশিত হও" এই বাক্য আছে। এই অনুবাদ যথার্থ হইলেও আমাদের আচার্য্যগণের কেহ কেহ 'প্রকাশিত হও' না বলিয়া 'প্রকাশিত থাক' এরূপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ প্রকারের প্রার্থনা করিবার অনুকূলে যুক্তি আছে। আরাধনার সময়ে আচার্য্যগণ যেরূপ ভাবে পরমেশ্বরের স্বরূপের ব্যাখ্যা করেন সেরূপ ব্যাখ্যা তাঁহার প্রকাশ অনুভূত হইলেই হইতে পারে। অনুভব-বিহীন হইয়া যে আরাধনা করা সে পরোক্ষ ভাবের আরাধনা। আরাধনা প্রত্যক্ষ ভাবেরই হওয়া উচিত। সে বিষয়ে এ স্থলে কোন বিচার উপস্থিত না করিয়াও বলিতে হইতেছে যে, প্রত্যক্ষ ভাবের আরাধনাই আমাদের হইবে, ইহাই প্রার্থনীয়। যদি তাহাই হয় তবে ত 'প্রকাশিত হও' বলিয়া প্রার্থনা করা সমুচিত হয় না; যাঁহার প্রকাশ অনুভব করিয়া আরাধনা করা হইল তাঁহাকেই আবার 'প্রকাশিত হও' বলা সুসঙ্গত নহে। এ স্থলে 'প্রকাশিত থাক' বা "প্রকাশিত রহ" বলিলেই যেন সঙ্গতি রক্ষা হয়।

উপাসনা পদ্ধতির প্রার্থনাবাক্য 'প্রকাশিত হও' বা 'প্রকাশিত থাক'—অথবা উক্ত প্রার্থনার উপযুক্ত ভাবপ্রকাশক অন্য কোন বাক্য হওয়া উচিত, সুবিজ্ঞ উপাসকগণ তাহারবিচার পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিবেন ইহাই বিশেষ অনুরোধ। স্থায়ী ভাবে কোন অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গতিকে আমাদের উপাসনা পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেওয়া, কোনও ক্রমেই সমুচিত নহে। সকল বিষয়েই আমাদিগকে সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠিত কোন রীতিকেই মানিয়া চলা ত তেমন আবশ্যক নহে। সংস্কারের পক্ষপাতী হইতে যেন সর্ব্বদাই আমরা প্রস্তুত থাকি। তাহাতেই কল্যাণলাভে সুযোগ পাওয়া যায়।

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ।

১০

ভিত্তি স্থাপন।

ডাক্তার ভি, রায় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। ভগবানের কৃপায় আর একজন সদাশয়, কর্ম্মী পুরুষ আসিয়া আমাদের কার্য্যে যোগ দিলেন। ইনি বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট। নানা কারণে আমাদের মন্দিরের অভাব এ সময়ে অধিকতর রূপে অনুভূত হইল। শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত, তদানীন্তন এক্সাইস্ কমিশনর, সরকারী কার্য্য পরিদর্শন উপলক্ষে চট্টগ্রাম আসিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি দেবেন্দ্র বাবুর নিকট রবিবার সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের উপাসনাগৃহ এত জীর্ণ শীর্ণ এবং ক্ষুদ্র যে, দেবেন্দ্র বাবু লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে নববিধান মন্দিরে যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ ধর্ম্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ গুপ্ত মহাশয় তাহাতে সম্মত না হইয়া আমাদের সঙ্গেই উপাসনাতে যোগ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। যাহা হউক অসুখ হওয়াতে তাঁহার মন্দিরে আসা হইল না। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর চট্টগ্রাম বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মমন্দিরে দুই দিন ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। দুই সমাজ একত্র হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের একজন সব্ জজ, সেই সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের উপাসনায় যোগ দিতে তাঁহার খুব ইচ্ছা হয় কিন্তু আমাদের উপাসনালয়ে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকা অস্বাস্থ্যকর মনে করিয়া তিনি যাইতে সাহস করেন না। বাস্তবিকই যাঁহারা ভাল গৃহে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়। এ সকল কারণে বৃহত্তর এবং সুন্দরতর ভজনালয়ের প্রয়োজন আমরা দিন দিন অধিকতর অনুভব করিতে লাগিলাম এবং তজ্জন্য বাস্তবিকই আমাদের প্রাণে কষ্ট হইতেছিল।

যাঁহার ব্যবস্থায় মানুষ ক্ষুধার্ত্ত হয়, তাঁহারই দয়ায় ক্ষুধার অন্ন মিলে। দাতা দয়ালু পরমেশ্বর আমাদের অভাব দেখিয়া আমাদিগকে সুন্দরতর ভজনালয় দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৮৯৪ সনে মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে আমরা আরও অগ্রসর হইলাম। ঐ বৎসর ৬ই মে তারিখে আমরা ভূমি সংগ্রহ করিয়া মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলাম।

১লা বৈশাখ উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য আমরা পণ্ডিত নবদ্বীপ-চন্দ্র দাস মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিলাম। কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকাতে তাঁহার আসা হইল না; তিনি প্রচারক বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে চট্টগ্রামে প্রেরণ করিলেন। উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নীলমণি বাবু মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে আমাদের সহায়তা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন প্রায় ৫০০৲ টাকা আমাদের হাতে আছে, আরও অনেক টাকা প্রতিশ্রুত হইয়াছে, স্থান নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেই হয়, তখন খুব উৎসাহের সহিত আমাদিগকে লইয়া তিনি স্থান অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। নবীন প্রচারকের নূতন উৎসাহ সকলকে উৎসাহিত করিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমরা বর্ত্তমান মন্দিরের উত্তরে টাউন হল প্রাঙ্গণের কিছু স্থান জমীদারের নিকট প্রার্থনা করিলাম। বাবু যাত্রামোহন সেন, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার দুর্গাদাস দত্ত প্রভৃতি অনেকের অনুরোধে পটুয়ার জমীদার পরলোকগত বাবু শরচ্চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কিছু জমী দান করিতে স্বীকার করিলেন; কিন্তু

আমরা যাহা প্রার্থনা করিলাম তাহা দিতে পারিলেন না। বর্তমান মন্দির-প্রাঙ্গণের সম্মুখের অর্দ্ধেক জমী তিনি দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহারও অর্দ্ধেক এক রায়তের দখলে ছিল। সুতরাং বর্ত্তমান প্রাঙ্গণের চতুর্থাংশ জমীমাত্র আমরা তখন ব্যবহার করিতে পারিতাম। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এবং ডাক্তার দুর্গাদাস দত্ত মহাশয় ঐ জমী গ্রহণ করিয়া তাহাতে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু ইহার নিকট পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে ২৫।৩০টী বারবনিতা বাস করিত। তাহারা নানাপ্রকার অশ্লীল গান ও আমোদ-প্রমোদ করিত। সুতরাং অনেক দুশ্চরিত্র লোকও সেখানে মিলিত হইত। ঐ স্থানে দিনেও কোন ভদ্রলোকের যাওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং এরূপ প্রতিবেশী পরিবেষ্টনের মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করা অসঙ্গত মনে হইল। এ কথা লইয়া অনেক আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক হইল এবং উক্ত জমীতে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিতে খুব আপত্তি হইল। স্থান সহরের মধ্যস্থলে স্থিত বলিয়া, এবং বিনা ব্যয়ে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া নীলমণি বাবু ও আরও দু'একজনের খুব আগ্রহও ছিল। জমীদার বাবু শরচ্চন্দ্র গুপ্ত তাঁহার প্রদত্ত জমী রায়ত হইতে লইয়া সম্পূর্ণ আমাদিগকে দিবেন এবং নিকটস্থ আরও জমী ক্রয় করিবার সুবিধা করিয়া দিবেন স্বীকার করাতে ঐ জমী গ্রহণ করা হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে রবিবার উক্ত স্থানে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। বাবু যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের গৃহে প্রার্থনাসমাজের সভ্যগণ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সহানুভূতিকারী বন্ধুগণ সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। জমাট্ কীর্ত্তনের পর বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করিয়া একটি ব্রহ্মমন্দির বর্ত্তমান থাকা সত্বেও আরও একটী মন্দিরের প্রয়োজন কি তাহা বুঝাইয়া দেন। তৎপরে প্রার্থনা করিয়া ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এবং সমাজের উপস্থিত সভ্যগণ ইট্ সুরকী দিয়া মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়েরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী (প্রচারক), শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুপ্ত (জমিদার), শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ষোড়শীমোহন সেন, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত (ডাক্তার), শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত আক্রমআলী মিস্ত্রী।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমত, মন্দিরের উদ্দেশ্য এবং মণ্ডলী পরিচালন বিধি সমন্বিত একখানি অনুষ্ঠান পত্র এবং ১৮১৬ শকের ১৬ই বৈশাখের একখণ্ড তত্ত্ব-কৌমুদী ও ১৮৯৪ ইংরাজী সালের ১৫ই এপ্রিলের একখণ্ড ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকা ও ১৮৯৪ ইংরেজী সালের একটি দুয়ানী ভিত্তি ভূমিতে প্রোথিত করা হইয়াছিল;

অনুষ্ঠান পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

অদ্য সন ১৩০১ সাল, ইংরাজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ ব্রাহ্মসংবৎ ৬৫, বৈশাখ মাসের ২৪এ, ইংরাজী ৬ই মে তারিখে রবিবাসরে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নামে চট্টগ্রাম ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল।

উদ্দেশ্য :—এই মন্দিরে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত প্রণালীমতে নরনারী ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা এবং নীতি, পবিত্রতা ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ক আলোচনা করিবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমত :—(১) ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, অনন্ত, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তিমান্, পূর্ণ, পবিত্র, এক এবং অদ্বিতীয়। (২) তাঁহাতে বিশ্বাস ও তাঁহার উপাসনা দ্বারাই মানবাত্মার কল্যাণ সাধিত হয়। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁর উপাসনা। (৩) তিনি সকলের পিতামাতা। জাতি দেশ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে জগতের সকল নরনারীই তাঁহার সন্তান। (৪) সত্যই একমাত্র শাস্ত্র ও ঈশ্বর স্বয়ং একমাত্র অভ্রান্ত ধর্ম্মগুরু। কোন মানুষ বা শাস্ত্র অভ্রান্ত নয়। মানবাত্মার ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী নাই।

নিয়মাবলী :—(১) এই মন্দিরে স্থানীয় উপাসকগণ সম্মিলিত হইয়া আচার্য্য নিয়োগ এবং মন্দিরের অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। (২) এই গৃহে কোন সৃষ্ট পদার্থ অর্থাৎ জীবজন্তু মনুষ্য প্রতিমূর্ত্তি বা চিত্রাদি ঈশ্বর জ্ঞানে বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে পূজিত বা রক্ষিত হইবে না। (৩) পূজার উপকরণরূপে কোন প্রকার নৈবেদ্যাদি ব্যবহৃত হইবে না। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বা আমোদের জন্য কোন প্রকার জীবহিংসা হইবে না। (৪) কোন ধর্ম্মের সাধু মহাত্মাগণকে এই মন্দিরে উপহাস বা অসম্মান করা হইবে না।

মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই শুভকার্য্যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিশচন্দ্র দত্ত

নানক বাণী। (৩)

৪

মূল

সিরী রাগ।

জাল মোহ ঘস মস কর মত কাগদ কর সার।
ভাউ কলম কর চিত লিখারী গুর পুছ লিখ বীচার।
লিখ নাম সালাহ লিখ লিখ অন্ত ন পারাবার। ১।
বাবা ইহ লেখা লিখ জান।
জিথৈ লেখা মংগীঐ তিথৈ হোই সচা নীসাণ।
জিথৈ মিলহ বডি আঈআ সদ খুসীআ সদ চাউ।
তিন মুখ টিকে নিকলহ জিন মন সচা নাউ।
করম মিলৈ তা পাঈঐ নাহী গলী বাউ দু আউ। ২।

---

(১) 'জাল মোহ ঘস' কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন সাংসারিক মোহ জালকে মর্দ্দন করিয়া।

(২) 'ভৈ তেরৈ ডর অগলা'—মেকলিফ সাহেব ইহার অর্থ করিয়াছেন,—I greatly fear Thine anger, O God! মহারাজা ফরিদকোট সটীক আদিগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন; অনেক জ্ঞানী শিখ ইহাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সটীক গ্রন্থে অর্থ করা হইয়াছে,—"হে পণ্ডিত মহাশয়! তোমার মনে পর-

ইক আবহ ইক জাহ উঠ রখীঅহ নাব সলায়।
ইক উপাএ সংগতে ইকনা বস্তে দরবার।
অগৈ পইআ জানীঐ বিণ নাবৈ বেকার। ৩।
ভৈ তেরৈ ডর অগলা খপ খপ ছিজৈ দেহ।
নাব জিনা সুলতান খান হোদে ডিঠে খেহ।
নানক উঠী চলিআ সভ কূড়ে তুটে নেহ। ৪।

৪

শ্রীরাগ।

পরাবিদ্যা

ভাবানুবাদ।

মোহকে পোড়াইয়া সেই ভস্মকে মর্দ্দন করিয়া
কালী করো, সার বুদ্ধিকে কাগজ করো।
ভগবৎ প্রেমকে কলম করো।
চিত্তকে লেখক করিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসল তত্ত্ব লেখো
ভগবানের নাম লেখো, স্তুতিবন্দনা লেখো;
লেখো যে, তাঁহার অন্ত বা সীমা নাই।
বাবা! এই লেখা লিখিতে শেখো।
যেখানে হিসাব চাহিবে সেই খানেই
এই লেখা সত্য নিদর্শন হইবে।
এই লেখা সঙ্গে থাকিলে মান, সদা আনন্দ
ও সদা মঙ্গল পাইবে।
যাঁহাদের মনে সত্য নাম তাঁহাদের ললাটে
তিলক (যশ) প্রকাশ পায়।
ভগবৎ কৃপা হইলে এই নাম পাওয়া যায়;
নহিলে আর সকলি বাজে কথার আড়ম্বর।
একজন আসে একজন চলিয়া যায়,
অথচ সর্দ্দার নাম রাখা হয়।
একজনকে ভিখারী করিয়াছেন অপর একজনকে
বড় রাজ দরবারে আসীন করিয়াছেন।
এ পৃথিবী হইতে গেলে পর,
জানা যাইবে কে বড় কে ছোট;
নাম বিনা সকলি বৃথা।
আমার মনে তোমার ভয় ও পরলোকের আশঙ্কা,
সংসারের কাজে ব্যস্ত হইয়া শরীর দুর্ব্বল হইতেছে।
যাহাদের নাম সুলতান, খান্, তাহাদিগকে
নষ্ট হইতে দেখিলাম।
নানক বলেন, যখন মানব এখানি হইতে উঠে যায়
সব মিথ্যা ভালবাসা ছিন্ন হয়।

সিরীরাগ

মূল।

রে মন ঐসী হরি সিউ প্রীতি কর জৈসী জল কমলেহ।
লহরী নাল পছাড়ী ঐভী বিগসৈ অ সনেহ।
জল মহ জীঅ উপাইকৈ বিন জল মরণ তনেহ।
মন রে কিউ ছুটহি বিন পিআর।
গুর মুখ অন্তর রব রহিআ বখসে ভগতি ভণ্ডার। ১ রহাউ।
রে মন ঐ সী হরি সিউ প্রীতি কর জৈসী মছলী নীর
জিউ অধিকউ তিউ সুখ ঘণো মন তন সান্তি শরীর
বিন জল ঘড়ী ন জীবঈ প্রভ জানৈ অভ পীর। ২
রে মন ঐসী হরি সিউ প্রীতি কর জৈসী চাত্রিক মেহ।
সর ভর থল হরীআবলে ইক বূঁদ ন পবঈ কেহ।
করম মিলৈ সো পাঈঐ কিরত পইআ সির দেহ। ৩
রে মন ঐসী হরি সিউ প্রীতি কর জৈসী জল দুধ হোই।
আবটণ আপে খপে দুধ কউ খপণ ন দেই।
আপে মেল বিছুনীআ সচ বডি আঈ দেই। ৪
রে মন ঐসী হরি সিউ প্রীতি কর জৈসী চকবী সুর।
খিন পল নীদ ন সোবঈ জানৈ দূর হ-জুর।
মন মুখ সোঝী না পবৈ গুর মুখ সদা হ-জুর। ৫
মন মুখ গণত গণাবণী করতা করে সু হোই।
তাকী কীমত না পবৈ জো লোচৈ সভ কোই।
গুরমত হোই ত পাঈঐ সচ মিলৈ সুখ হোই। ৬
সচা নেহ ন তুটঈ জে সতগুর ভেটৈ সোই।
গিআন পদারথ পাঈঐ ত্রিভবণ সোঝী হোই।
নিরমল নাম ন বীসরৈ জে গুণকা গাহক হোই। ৭
খেল গএ সে পংখনূঁ জো যুগদে সরতল।
ঘড়ীকি মুহত কি চলনা খেলন অজ কি কল।
জিস তূঁ মেলহ সো মিলৈ জাই সচা পিড় মল। ৮

লোকের ভয় আছে কি না? কিন্তু আমার মনে পরলোকের অতিশয় ভয় হইয়াছে।" 'অগলা' শব্দের অর্থ 'পরলোকের' অথবা 'অতিশয়' দুই-ই হইতে পারে।

(৩) প্রচলিত কথা এই,—যখন গুরু নানককে গোপাল পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়িতে পাঠান হয়, তখন তিনি সেই পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন যে, পরাবিদ্যার বিষয়ে যদি তোমার কিছু জানা থাকে তবে আমাকে উপদেশ কর। পণ্ডিত নিরুত্তর হওয়াতে তিনি তাঁহাকে পরাবিদ্যার এই বাণী বলেন। পরাবিদ্যা সম্বন্ধে নানক দেবের যে এই মত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন্ সময়ে কথিত হইয়াছিল তাহার নিশ্চয় করা কঠিন।

(১) এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, গুরু নানকের কোন মানব-গুরু ছিল না, তিনি ভগবান্‌কে সদ্‌গুরু বা গুরু সম্বোধন করিতেন। এক্ষণে শিখেরা অনেক সময় সদ্‌গুরু বলিলে গুরুনানককে বুঝেন ও গুরু শব্দের অর্থ মানব-গুরু বা দশ গুরুকে বুঝেন।

(২) শিখগ্রন্থে এই দুইটি কথা অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়—একটি "গুরমুখ" ও দ্বিতীয়টি "মন্মুখ" গুরু মুখের অর্থ গুরাদিষ্ট শিষ্য সাধু মহাত্মা; "মন্মুখের" অর্থ যে গুরু মানে না, নিজের মনের বশীভূত; অতএব অসাধু self-willed, মূর্খ।

(৩) বেদান্ত মত সর্ব্বত্র প্রচারিত; শিখ জ্ঞানীরা ভক্তি-মার্গ আশ্রয় করিয়াও বেদান্ত-শিক্ষাকেই জ্ঞানের ও ভক্তির চরম সীমা মনে করেন ও উপদেশ করেন।

বিন গুর প্রীতি ন উপজৈ হউমৈ মৈল ন জাই।
সোহং আপ পছানীঐ সবদ ভেদ পতী আই।
গুরমুখ আপ পছানী ঐ অবর কি করে করাই। ৯
মিলিআ কা কিআ মেলীঐ সবদ মিলৈ পতী আই।
মনমুখ সোঝী না পবৈ বীছড় চোটা খাই।
নানক দর ঘর এক হৈ অবর ন দুজী জাই। ১০

৫

প্রেমানুরাগ

শ্রীরাগ

ভাবানুবাদ।

ওরে মন! হরির সহিত এমন প্রীতি করো, যেমন কমল জলের সহিত প্রীতি করে।

তরঙ্গের আছাড় বিছাড় খাইয়াও প্রেমেতে বিকশিত হয়।

জলের মধ্যে জীবন পাইয়া জল ছাড়া হইলে তাহাদের মৃত্যু হয়।

ওরে মন! বিনা প্রেমে কেমন করিয়া মুক্ত হইবে?

সাধুর অন্তরে পূর্ণভাবে বিরাজ করিয়া তাহাকে ভক্তির ভাণ্ডার প্রদান করিতেছেন। ১

ওরে মন! হরির সহিত এমন প্রীতি করো, যেমন মৎস্য জলের সহিত প্রীতি করে।

যতই জল বেশী হয় ততই সুখের মাত্রা বাড়ে, শরীরে সুখ ও মনে শান্তি হয়।

জল বিনা মুহূর্ত্ত বাঁচে না; জলের বিহনে যে কি ক্লেশ হয় তাহা পরমেশ্বরই জানেন। ২

ওরে মন! হরির সহিত এমন প্রীতি করো, যেমন চাতক মেঘের সহিত প্রীতি করে।

সরোবর পরিপূর্ণ, সমস্ত পৃথিবী হরিদ্বর্ণ, কিন্তু তাহাতে তাহার কি? সে এক বিন্দু গ্রহণ করে না।

অদৃষ্টে থাকিলে সে পাইবে; নহিলে প্রেমে মাথা দেওয়াই তাহার ভাগ্যের লিখন। ৩

ওরে মন! হরির সহিত এমন প্রীতি করো, যেমন জল দুধের সহিত প্রীতি করে।

জ্বাল দিলে আপনি পুড়ে যায়, দুধকে পুড়িতে দেয় না।

হরি আপনি বিরহীর সহিত মিলন করিয়া তাহাকে সত্য গৌরব দান করেন। ৪

ওরে মন! হরির সহিত এমন প্রীতি করো, যেমন চক্রবাক সূর্য্যের সহিত প্রীতি করে।

এক পলকের জন্য নিদ্রা যায় না; সূর্য্যোদয় হওয়া পর্য্যন্ত তাহার প্রিয় কাছে থাকিলেও দূরে মনে করে।

সেই প্রকার অসাধু নিকটস্থ দেখিতে পায় না; সাধুব্যক্তি ভগবান্‌কে সর্ব্বদা নিকটে দেখেন। ৫

অসাধু নানা প্রকারের ঘটনা গণনা করে, কিন্তু ভগবান্ যাহা করেন তাহাই ঘটে।

তাঁহার মূল্য হয় না, যদিচ সকলেই তাঁহার অনুসন্ধান করে।

গুরুর শিক্ষা পাইলে পাওয়া যায়, সত্যকে পাইলেই সুখ হয়। ৬

যদি সদ্‌গুরু ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, তবে সত্য প্রেম কখনও ভগ্ন হইবে না।

পরমেশ্বরের নিকট জ্ঞান-পদার্থ পাইলে ত্রিভুবনে তাঁহাকে বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়।

যে ভগবানের গুণগ্রাহী হয় সে নির্ম্মল নাম বিস্মৃত হয় না। ৭

যে সকল পক্ষীরা স্থলে ও জলে আহার খুঁজিতেছিল তাহারা ভোগ করিয়া চলিয়া গেল।

এই মুহূর্ত্তেই হউক বা এক প্রহরে যাইতে হইবে। এ সংসারের খেলা আজ বা কাল ফুরাইবে।

হে ভগবান্! যাহার সহিত তুমি মিলন করিয়াছ সে-ই মিলিয়াছে, সে-ই সত্য আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮

গুরু বিনা প্রীতি উৎপন্ন হয় না, অহংরূপী অভিমানের ময়লা ছাড়ে না।

সোঽহং ইহার অর্থ জানিতে পারে ও মহাবাক্যের তত্ত্ব বুঝিতে পারে।

গুরাদিষ্ট মহাত্মা নিজের আত্মার পরিচয় পান, তাঁহার অন্য কর্ম্মের আর কি প্রয়োজন?

যাঁহার মিলন হইয়াছে তাহার আর মিলনের কথা কি উপদেশে নিশ্চয় বুদ্ধি হয়?

অসাধু পথ দেখিতে পায় না, বিযুক্ত হইয়া কেবল ব্যথা পায়।

নানক বলেন শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়ে এক ভগবান্ আছেন, আর কোন স্থান নাই। ১০

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, বিগত ২২শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসুর মাতাঠাকুরাণী ৮০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

প্রাপ্তিস্বীকার—বিগত মাঘোৎসব-কমিটীর সম্পাদক কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন;—

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন ৫৲, শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু ২০৲, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চাটার্জ্জি ২৲, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় ৫৲, শ্রীযুক্ত জে, এন, দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত ১০৲, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু ১০৲, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ঘোষাল ১৲, শ্রীযুক্ত অশোকমোহন বসু ১০৲, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত ৪৲, শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ বসু ১৫০৲, শ্রীমতী বিমলা দাস ১০০৲, মিঃ গুহ ৪৲, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস ১৫৲, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ ১৲, শ্রীযুক্ত লালমোহন চাটার্জ্জি ৫৲, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাগ ১০৲, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র ১৲, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ ৩৲, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত ২৫৲, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দররায় ২৲, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ৪॥০, শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মাইতি ৫০৲, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায় ১০৲ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বানার্জ্জি ৫৲

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত ২, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ২, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল ৩, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ ৫, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ২, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ২, শ্রীযুক্ত বিহারীকৃষ্ণ বিশ্বাস ১, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১, শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র হোম ৩ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জি ১, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি ৩, শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী ২, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক ॥০, শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসু ৫ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ২, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বিশ্বাস ২, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস ১, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী ১০, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস ৫, মিসেস্ ডি, এন, রায় ১০, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকার ২০, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী (১ম) ১, শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র দাস ৫, শ্রীযুক্ত গণপতি চক্রবর্ত্তী ১, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র ১০, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখার্জ্জি ৪, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ।০, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাঁ ১০, শ্রীযুক্ত রতিকান্ত মজুমদার ১, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু ১, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বানার্জ্জি ১, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন ২, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ ॥০, লেডী বি, কে, বসু ১০, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ৭, মিসেস্ সাতকড়ি দেব ৪, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১০, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে ১, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস ১, শ্রীমতী হৈমবতী সেন ২, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঠ্যাং ২, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ২, শ্রীমতী সুরমা দাস ১, শ্রীমতী স্বর্ণলতা সিংহ রায় ১, মিসেস্ এককড়ি সিংহ রায় ১, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার হালদার ১, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস ৫, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় ২, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার ১, মিষ্টার ও মিসেস্ মহেন্দ্র নাথ সরকার ২, মিষ্টার ও মিসেস্ অজিতকুমার সাহা ২, শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দে ১, শ্রীমতী সুধাময়ী চক্রবর্ত্তী ॥০, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র গুহ ১, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু ১, শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস ৭৫, ডাক্তার পি, কে, রায় ৫, মিসেস্ আর সি, নাগ ২, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু ৩, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার ৫, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র ১, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় ২, শ্রীমতী কাদম্বিনী মণ্ডল ১, রায় শশিভূষণ মজুমদার বাহাদুর ১০, শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় ৩, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস ১০, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় ৫, শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন রায় চৌধুরী ৫০, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী ২০, শ্রীযুক্ত এস্, কে, নাগ ৫, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন ২, স্যার কে, জি, গুপ্ত ৫০, শ্রীমতী গিরিবালা দেবী ১॥০, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২, শ্রীযুক্ত লালবিহারী রায় ১, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মল্লিক ১৩, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ ১, শ্রীযুক্ত ভূদেব চট্টোপাধ্যায় ৩, শ্রীমতী প্রমদা চাটার্জ্জি ৩, কাজি আবদুল গফুর ২॥০, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ১, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ৬, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু ২, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য ১, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী (২য়) ১, শ্রীমতী সরলা বসু ১, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার নিয়োগী ১, এইচ, কে, বসু ।০, বিনয় বসু ।০, শ্রীমতী সুপ্রভা বসু ১, শ্রীযুক্ত কে, কে, দালাল ॥০, শ্রীযুক্ত কে, সি, দালাল ১, শ্রীযুক্ত এন্, কে, সেন, ১, শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসু ১, মিসেস্ সিবায় ২, বসু ব্রাদার্স ১০, শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু ২, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১, শ্রীযুক্ত বিমল সিংহ ১, একটী গরীব বিধবা ১, শ্রীযুক্ত এন্ পি মজুমদার ১, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার দাস ১, শ্রীমতী সুশীলা বসু ১, শ্রীযুক্ত পি, সি, বসু ২, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু ১, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মহলানবীস ১, মিসেস্ আর, সেন ৫, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু ১, শ্রীযুক্ত সুধীশচন্দ্র বসু ১, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব ১, শ্রীযুক্ত বি, ডি, বসু ২, শ্রীযুক্ত এস্, কে, বসু, ১, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় ১, শ্রীযুক্ত এস্, সি, দত্ত ।০, শ্রীযুক্ত এস্, কে দত্ত ॥০, শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় দেব ১, শ্রীযুক্ত এন্, আর, হালদার ১, শ্রীযুক্ত এস্, আর, খাস্তগির ৫, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ঘোষ ১, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মজুমদার ॥০, শ্রীযুক্ত আর, এন্, সেন গুপ্ত ।০, শ্রীযুক্ত তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—(শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার ২, শ্রীযুক্ত আর, সি, সেনগুপ্ত ১, শ্রীযুক্ত এন্, কে চাটার্জ্জি, ১,) (শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকারের নিকট প্রদত্ত—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত উকীল ১, শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার বসু ১, কুমারী এণাক্ষী ঠাকুর ১, শ্রীযুক্ত এ, পি, সিংহ ২, শ্রীযুক্ত এ, এন মিত্র ১৫,) শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দাস ১, মিসেস্ শরচ্চন্দ্র সরকার ২, মিসেস্ সুরবালা দত্ত ১, শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ দত্ত ১, ব্রোচ্চ বিক্রয় ৫, দানাধারে প্রাপ্ত ৭২৷৵০ মোট ১০৯৫৷৵০।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ—গত শারদীয় অবকাশে বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রমে থাকিয়া শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী তিন সপ্তাহ কাল উপাসনার কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছেন এবং একদিন বাঁকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবার রাস্তা নূতনগঞ্জে অবসরপ্রাপ্ত সব-জজ বাবু বরদাপ্রসাদ রায়ের 'লক্ষীভাণ্ডারহলে' 'ধর্ম্ম ও তাহার প্রভাব' বিষয়ে ললিতবাবু একটি বক্তৃতা ও তাঁহার পত্নী একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপন।

মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়গণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আগামী বৎসরের সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্যবিবরণের সহিত মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব সমাজের সংক্ষিপ্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট প্রেরণ করিবেন। কার্য্য বিবরণগুলি আগামী ৫ই জানুয়ারী মধ্যে সমাজ আপিসে পহুঁছান বাঞ্ছনীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্যও মফঃস্বল সমাজের সম্পাদক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে। যে সমাজে অন্ততঃ ৫ জন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাসী সভ্য আছেন এবং যে সমাজে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ব্রহ্মোপাসনা হয়, সেই সমাজই ইচ্ছা করিলে একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন। প্রতিনিধি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইবেন, এবং তাঁহার মফস্বল ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উভয় সমাজেরই অন্ততঃ তিনবৎসর কালের সভ্য হওয়া আবশ্যক। প্রতিনিধির নাম ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে সমাজ আপিসে পহুঁছা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপিস
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
৬ই নভেম্বর, ১৯২০

শ্রীহরকান্ত বসু,
সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Registered No C. 56.

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ। ১লা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯১ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

১৭শ সংখ্যা। 16th December, 1920. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পিতা, তোমার প্রেমের আহ্বান সমস্ত জগতের মধ্য দিয়া অবিশ্রান্ত আমাদের নিকট পৌছিতেছে—সকলে সর্ব্বদা তোমারই নিকট যাইবার জন্য, তোমারই প্রেমে ও আনন্দে ডুবিবার জন্য আমাদিগকে চারিদিক্ হইতে ডাকিতেছে। আমরা অনেক সময় সে আহ্বান, সে মধুর ডাক শুনি না। তোমার অতুল প্রেমের পূর্ব্বাভাসরূপে তুমি আমাদিগকে যে সকল সুখসম্পদ্ প্রদান করিয়াছ, অনেক সময় তাহাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাতেই ডুবিয়া থাকি, তোমাকে ভুলিয়া যাই। তাই তুমি আবার মধ্যে মধ্যে বিশেষ ভাবে আমাদের নিকট তোমার মধুর আহ্বান প্রেরণ কর; তখন আর আমরা এ সকলে মুগ্ধ হইয়া বধির থাকিতে পারি না। প্রতি বৎসরের এই সময় তোমার ব্রহ্মোৎসবের জন্য আমাদিগকে যে নিমন্ত্রণ কর, সে মধুর আহ্বানকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তাই আজ আবার আমাদের হৃদয়ে সে প্রেম-নিমন্ত্রণ আসিয়া পৌছিতেছে। আমরা শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও তোমার সে মহোৎসবে আহূত হইয়াছি; আমরা কেহই পরিত্যক্ত হইব না, বঞ্চিত হইব না—এই আশা প্রাণে জাগিয়াছে। এখনও যে সকলে গভীর ভাবে হৃদয়ে তাহা অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যতই ক্ষীণভাবেই হউক না কেন, সে আহ্বান আমাদের নিকট পৌছিয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে, আশান্বিত করিতেছে। হে করুণাময় পিতা, আমরা কিরূপ মোহগ্রস্ত তাহা তুমি জান। তুমি আমাদের সকল মোহদুর্ব্বলতা দূর করিয়া আমাদিগকে তোমার সেই মধুর আহ্বান ভাল করিয়া শুনিতে সমর্থ কর। আমরা সে দিনের জন্য আকুলপ্রাণে, আশান্বিত হৃদয়ে, প্রতীক্ষা করি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তোমারই ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়

উৎসবের নিমন্ত্রণ—ব্রাহ্ম-জগতে আবার ব্রহ্মোৎসবের নিমন্ত্রণ আসিয়া পৌছিয়াছে। সম্বৎসর সংসারের নানা সংগ্রামে পরিশ্রান্ত ও অবসন্নপ্রাণ হইয়া, বিবিধ প্রকার দুঃখ তাপে ক্লিষ্ট ও দগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মগণ চিরদিনই এই মহোৎসব হইতে নূতন বল, নূতন উৎসাহ, নব শান্তি, নব আনন্দ লাভ করিয়াছেন, নবজীবন লাভ করিয়া আবার সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। তাই পৌষের প্রথমেই আমাদের প্রাণ আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এক দিকে ভক্তহৃদয় যেমন তাহার পরম প্রিয় দেবতার প্রেমসম্মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়, অপর দিকে পাপতাপক্লিষ্ট নর নারী ও অসহায়ের পরম সহায়, দুর্ব্বলের পরম বল, করুণাময় পিতার নিকট আপনাদের হৃদয়বেদনা জ্ঞাপন করিবার জন্য, আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। নিতান্ত মোহগ্রস্ত উদাসীন-প্রাণ যাহারা, একমাত্র তাহারাই এই সময় নিশ্চিন্তহৃদয়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যত ক্ষীণভাবেই হউক না কেন, তাহাদেরও প্রাণে যে একেবারেই সেই মহোৎসবের নিমন্ত্রণ পৌঁছে না, তাহাদের কর্ণে যে সে আহ্বান-ধ্বনি কিছুমাত্র প্রবেশ করে না, এরূপ বলা যায় না। প্রেমময়ের নিমন্ত্রণ অবশ্য সকলের জন্যই আসে। তিনি শুধু ভক্ত ও অনুতপ্তদিগকেই যে আহ্বান করেন, তাহা নহে। তাঁহারা তাঁহার আহ্বান সহজে শুনিতে

পান, এইমাত্র। উদাসীনগণও তাঁহার উপেক্ষার পাত্র নহে, তাহাদের হৃদয়ে যে তাঁহার প্রেম কার্য্য করে না, অথবা বিন্দু পরিমাণেও কম কাজ করে, তাহা নহে; বরং সেখানে তাঁহার প্রেম অধিকতর কার্য্য করে, ইহাই সত্য; একটু অনুসন্ধান করিলে তাহাই প্রমাণিত হইবে। যেখানে বাধা যত অধিক, সেখানে স্বভাবতঃ তত অধিক শক্তি সঞ্চারিত হয়; নানা-দিক্ হইতে নানা ভাবে সে বাধাকে অতিক্রম করিবার আয়োজন চলিতে থাকে। স্রোতের পথে কোনও বাধা পতিত হইলেই জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, বল সঞ্চয় করিয়া সে বাধাকে বিদূরিত করিয়া দেয়। শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্যই চতুর্দ্দিক্ হইতে জল ও বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। শরীরের কোনও অংশে বিষ প্রবেশ করিলে তাহাকে বাহির করিয়া ফেলিবার জন্য শরীরস্থ সমস্ত শক্তি মহাসংগ্রামে নিযুক্ত হয়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, বৈজ্ঞানিক সত্য। আধ্যাত্মিক রাজ্যেও মঙ্গলবিধাতার সেই একই ব্যবস্থা, একই নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া হঠাৎ যে কিছু হইয়া যায়, তাহা নহে। সর্ব্বত্রই প্রকৃতি যেমন ধীর ভাবে, আপনার নিয়মে, আপনার পথে কাজ করিয়া যায়, হঠাৎ তাড়াতাড়ি কিছু করে না, তেমনি অধ্যাত্মরাজ্যেও মঙ্গলবিধাতার কার্য্য অতি ধীরে, সংগোপনে, অথচ অব্যাহত ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতির সকল কার্য্যই সময়সাপেক্ষ অথচ নিশ্চিতফলপ্রদ; আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনও সময়সাপেক্ষ ও নিশ্চিতফলপ্রদ। বিশ্ববিধাতা সকল বিষয়েই মানুষকে তাঁহার সহকর্ম্মী নিযুক্ত করিয়াছেন। মানুষ যদি স্বেচ্ছায় তাঁহার কাজের সহায় হয়, তবে তাহা সহজে ও অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়; কিন্তু তাহা না করিলে যে সমস্ত পণ্ড হইয়া যায়, তাঁহার ইচ্ছা যে একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা নহে। মানুষকে এতটা স্বাধীনতা তিনি দেন নাই; তাঁহার ইচ্ছাকে পরাজিত করিবার শক্তি মানুষের নাই। মানুষ স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার সহকর্ম্মী হইবে, ইহা তিনি চাহেন বলিয়াই তাহার জন্য অপেক্ষা করেন, তাহাকে বলপূর্ব্বক আপনার কাজে নিযুক্ত করেন না, নানা উপায়ে তাহার ইচ্ছার পরিবর্ত্তন সাধিত করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার এই নিয়ম। সুতরাং শীঘ্র হউক, গৌণে হউক, মানুষকে তাঁহার পথে আসিতে হইবেই; তাঁহার আহ্বানবাণী নিতান্ত উদাসীনেরও হৃদয়ে প্রবেশ করিবেই। এখনও আমাদের মধ্যে যাঁহাদের নিকট উৎসবের নিমন্ত্রণ পৌঁছে নাই, তাঁহারা একটু উৎকর্ণ হইলেই, আপনার অন্তরে একটু প্রবেশ করিলেই, বিগত জীবনের ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস একটু পর্য্যালোচনা করিলেই, চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতি রাজ্য একটু ধীরচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই, সে আহ্বানধ্বনি যে শুনিতে পাইব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে একটু সচেষ্ট হইতে হইবে। উদাসীন থাকিয়া আলস্যে জীবন নষ্ট করিলে, সে মধুর আহ্বান আমাদের সম্বন্ধে একেবারে ব্যর্থ না হইলেও বহুপরিমাণে নিষ্ফল হইবে, আমাদিগকে উৎসব সম্ভোগে বঞ্চিত হইতে হইবে। তাই যাহারা অতি ক্ষীণভাবে সে আহ্বান শুনিয়াছে তাহাদিকে আরও স্পষ্ট করিয়া, আরও গভীর প্রদেশে তাহা শুনিবার জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। তাহা না হইলে উৎসবের স্রোত আমাদের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইবে, হৃদয়ের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিবে না। সময় থাকিতে যদি আমরা সাবধান না হই, তবে শেষে আর সংশোধনের অবসর পাইব না, বৃথা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। তাঁহার কাজ তিনি করিবেন, সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের কাজ না করিবার ফল-ভোগ হইতে আমরা মুক্ত হইব না। আমাদের অবহেলার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং উৎসবের নিমন্ত্রণ যদি এখনও আমাদের হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ না করিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে সে ত্রুটি আমাদেরই নিজের—তাঁহার নহে। প্রেমময়ের প্রেমেরও অভাব নাই, কল্যাণেচ্ছা বা শক্তিরও কোনই অভাব নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আমাদের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা একদিন নিশ্চয়ই আমাদের উপরে জয়যুক্ত হইবে, এই আশা ও বিশ্বাসের নাম করিয়া অলস নিশ্চেষ্টতার হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া ঈশ্বরে নির্ভর নহে, প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসের পরিচায়কও নহে। যে আপনার কাজ সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পন্ন করে না, অন্ততঃ সে জন্য চেষ্টিতও নহে, সে প্রকৃত নির্ভরশীল হইতে পারে না। সুতরাং আমরা যেন আর মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া কাল না কাটাই, প্রেমময় পিতার উৎসবের নিমন্ত্রণ যেন আমাদের কাহারও পক্ষে নিষ্ফল হইতে না দেই। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কথা।*

সমুদ্রকূলে যাহাদের বাস সহজেই তাহাদের মনে হইতে পারে, জলব্যবহারের সুযোগ আমাদেরই আছে—আমরাই জলের অধিকারী। উচ্চভূমিবাসীদিগের সে সুযোগ কোথায়? কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, পৃথিবীতে মিষ্টজলরাশির উৎস-সমূহ উচ্চভূমি প্রস্তরময় পর্ব্বতাদি হইতেই উৎসারিত হইয়া থাকে। "উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে।" সংগীতের এই বাক্যে কিছুই অতি-বর্ণনা নাই। বিশাল বারিধিকূলে বাস করিয়াও সমুদ্রতটবাসীকে মিষ্টজলের অন্বেষণে উচ্চভূমির দিকেই ছুটিতে হয়। কূলহীন জলরাশি তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না। তাহারা জলের কাঙ্গাল হইয়াই বাস করিতে বাধ্য হয়।

এ স্থলে যেমন দেখা যাইতেছে, অতি জলের নিকটে থাকিয়াও লোককে মিষ্ট জলের অভাবের মধ্যেই বাস করিতে হয়, জলের প্রধান প্রয়োজনই তাহাদের সিদ্ধ হয় না; তেমনি দেখা যায়, যাঁহারা পৃথিবীতে ধনধান্যাদি সম্পদে সম্পদ্‌বান্, বলবীর্য্য প্রভৃতির প্রাচুর্য্য যাঁহাদের আছে, পার্থিব বিদ্যাবুদ্ধিতে যাঁহারা বিশেষ অধিকারী, তাঁহারাই যে সকল স্থলে অভিনব ধর্ম্মসম্পদে সম্পদ্‌বান্ হয়েন, এমন নহে। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের অধিকাংশের অভ্যুদয় পার্থিব বিভবশূন্য, এমন কি,

* বিগত ভাদ্রোৎসবের দিনে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত উপদেশের ভাব লইয়া লিখিত।

পার্থিব বিদ্যাদির অভাব যাঁহাদের ছিল, তাঁহাদের মধ্যেই হইয়াছে। ধর্ম্মসম্পদ্—আধ্যাত্মিক সম্পদ্ পৃথিবীর বিচারে দরিদ্র বিদ্যাহীন এবং অপরবিধ সম্পদ্‌হীনদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে আসিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যেই অভিনব ধর্ম্ম সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। ধর্ম্ম ধনী দরিদ্রের, বিদ্বান্ অবিদ্বানের, বিচার করে না। যে সরল প্রাণে তাঁহাকে চায়, ধর্ম্ম তাহার প্রাণেই স্বীয় মহিমাময় আসন প্রতিষ্ঠিত করে, ধর্ম্ম তাহার প্রাণ হইতেই, সহজে "উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে" বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, উৎসারিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থলে যেমন ঘটিয়াছে, এই দেশে, এই অভিনব যুগেও তাহাই ঘটিতে দেখা গিয়াছে। বঙ্গদেশ ত পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞানে সমুন্নত দেশের তুলনায় সামান্যই ছিল। অধীনতা, অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন প্রভৃতি ত এ দেশের সর্ব্বাঙ্গে জড়িত হইয়াই ছিল। সভ্যতা ও ক্ষমতাদিতে সমকক্ষ হইবার দাবী ত ইহার ছিল না। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে এখানেই আধ্যাত্মিক রাজ্যের অতি গৌরবের প্রকাশ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। বিশ্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক প্রভৃতি গৌরবান্বিত সম্পদের দাবী সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই করিতে পারেন, করিয়া থাকেন। বাস্তবিক বিশ্বজনীনতা ও সার্ব্বভৌমিকতার দাবী করিবার প্রকৃষ্ট হেতু সে সকল স্থানে নাই। এমন কোন কোন ধর্ম্ম আছে, যাহার সাধন সকল ভূমিতে হয় না, তাহাদের সার্ব্বভৌমিকতার দাবী কোন মতেই স্বীকৃত হইতে পারে না। যে যে ধর্ম্ম, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া আছে, সে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সে দাবী করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন হেতু নাই। মানুষ যত বড়ই হউক, তাঁহার সাধুতা ও খ্যাতি প্রতিপত্তি যতই হউক, তিনি কখনই পৃথিবীর সকল লোকের পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর ও নিষ্ঠা কোন ক্রমেই সকলের হইতে পারে না। শাস্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা, তাহা কখনই সকলের পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; হইলেও, সকলের সমর্থন তাহাতে থাকিতে পারে না। তাহা যে সকল মানবের আন্তরিক নির্ভরের স্থল হইবে, তাহাতে যে সকল মানবের প্রত্যয় ও নিষ্ঠা জন্মিবে, সে সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাস্ত্রবিশেষ বা জগতের বিশেষ ব্যক্তির উপরে যে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহা কখনই সকলের হইতে পারে না। কেবল সেই ধর্ম্মই বিশ্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক হইতে পারে, যাহার নির্ভর ও অবলম্বন তিনি, যিনি সকলের, যিনি সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বেশ্বর; সেই একমাত্র জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তাকে অবলম্বন করিয়া যাহা অবস্থিত, যাহার উদ্ভব সেই মহান্ 'প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ' হইতে, যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া আছেন। সেই ধর্ম্মই সকলের আশ্রয়স্থল হইতে পারে, তাহাই সকলের প্রাণে কল্যাণসাধকরূপে—চিরশান্তির উৎস হইয়া, অবস্থিতি করিতে পারে। তাহাই মানবকে আশান্বিত করিয়া মুক্তির সহজ পথ প্রদর্শন করিতে পারে। তাই সেই ধর্ম্মই বিশ্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিকতার দাবী করিতে অধিকারী। বিশ্বজনীন বলিতে সেই ধর্ম্মকেই বুঝায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই গৌরবান্বিত বিশেষণে বিভূষিত হইবার যোগ্য; কারণ, ইহার বর্ত্তমান রূপ যাঁহার প্রাণে প্রতিভাসিত হইয়াছিল, যিনি অন্তশ্চক্ষুতে ইহার উদার মহিমাময় রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি ইহাকে সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিকরূপেই অনুভব করিয়াছিলেন—ইহাকে সেই সার্ব্বভৌমিক ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি অল্প কথায় ইহার উপাস্যের লক্ষণ নির্দ্দেশদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যিনি জগৎকারণ এবং জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা তিনিই এ ধর্ম্মাবলম্বীর উপাস্য। ইহাদ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন মূর্ত্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের স্নিগ্ধ বিমল কিরণ বঙ্গদেশকে সর্ব্বাগ্রে বিমণ্ডিত করিয়াছিল বলিয়া বাস্তবিকই এ দেশ গৌরবের দীপ্ত মুকুটে শোভিত হইয়াছে। "উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে" বাক্য ইহাদ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে।

অদ্ভুতকর্ম্মা বিধাতা যে অতি সামান্য উপকরণ হইতে মহদ্‌ব্যাপারের সূচনা করেন, তিনি চিরদিনই যে লোকপরিজ্ঞাত উপায়কে অগ্রাহ্য করিয়া সামান্য উপকরণ ও আয়োজন দ্বারাই তাঁহার কার্য্যসাধন করেন, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার হাতে ভাঙ্গা ঢোলই বাজিয়া থাকে। তিনি যখন যজ্ঞের আয়োজন করেন, তখন ভাঙ্গা হাঁড়িতেই রন্ধনক্রিয়া সমাধা করেন। অসম্ভব ত আমাদের নিকটেই একটা বড় কথা, অর্থযুক্ত কথা। তাঁহার নিকটে আর অসম্ভব কি আছে? তাই বাঙ্গালাতেই, ক্ষীণ দীনজনগণের মধ্য হইতেই, জগতের নরনারীর চিরতৃপ্তির উৎসরূপে বলবান ও মুক্তিপ্রদ হইয়া এই মহদ্ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমাদের একজন বিশেষ ব্যক্তি, বঙ্গের এক সুসন্তান, বলিয়াছেন, এই দুঃখ ও দারিদ্র্যভারগ্রস্ত অপমান ও অধীনতাগ্রস্ত দেশের এই এক মহাসান্ত্বনার ও গৌরবের কারণ যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দেশেই অভ্যুদিত হইয়াছে, এই ভূমি সেই মহিমান্বিত ধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব দর্শন করিয়াছে। অদ্যকার দিনে যে মুক্তির বার্ত্তাবাহী ধর্ম্মপ্রবাহ জগতে প্রবাহিত হইবার জন্য উৎসারিত হইয়াছিল, যাহার অভ্যুদয়ের সূচনা অদ্যকার দিনেই হইয়াছিল, সে ধর্ম্ম প্রধানতঃ একেশ্বরবাদের সমর্থক বা প্রচারক বলিয়াই বিখ্যাত হইলেও একেশ্বরবাদ প্রচারই যে ইহার একমাত্র কার্য্য, তাহা নহে। একেশ্বরবাদ নানাস্থানে নানাভাবে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে, আসিতেছে; তাহা ইহার একটি বিশেষ কার্য্য হইলেও তাহাই ইহার একমাত্র বা বিশেষ কার্য্য নহে। একেশ্বরবাদ্ জগতে প্রচারিত হইলেও একেশ্বরের পূজা ত প্রায় কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লোকে প্রচার করিয়াছে একেশ্বরের মহিমা, কিন্তু পূজা করিয়াছে মানবের বা অন্য কিছুর। সাক্ষাদ্ভাবে, অপরোক্ষ রূপে যে তাঁহার পূজা তাহাত প্রতিষ্ঠিত ছিল না; তাহারই বিশেষ অভাব ছিল। সেই অভাবেরই বিশেষ ভাবে মোচনের জন্য অদ্যকার দিনে, এ ক্ষুদ্র আকারে হইলেও, সূচনা হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র আয়োজন হইতেই এই মহৎ ব্যাপারের অভ্যুদয় হইয়াছে, সেই ক্ষুদ্র উৎস হইতেই জগতের আশাহীন—শান্তিহীন—সংসারতাপে তপ্ত মানবের জন্য এই সমুদ্যত বারিধারার উদ্ভব হইয়াছে। এজন্য ৬ই ভাদ্র বিশেষ ভাবে আমাদের আনন্দের দিন, এজন্য বিশেষভাবে জগদ্বাসীর আনন্দ উল্লাসের দিন।

যদ্যপি লোকে আজও এই দিনের গৌরব ও মহিমা অনুভব করিতেছে না, কিন্তু সেই দিন আসিবেই যখন লোকে এই দিনকে বিশেষ ভাবে গৌরবের সহিত, আনন্দের সহিত, স্মরণ করিবে। ইহার মহিমা ভস্মাচ্ছাদিত অনলের মত কখনই অজ্ঞাত থাকিবে না। লোকচক্ষু ইহার সমুজ্জ্বল বিভায় একদিন উদ্ভাসিত হইবেই হইবে।

ব্রাহ্মগণও ইহার মহিমা আজও তেমন ভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। ইতিহাসজ্ঞানের অভাবই তাহা অনুভবের পক্ষে অন্তরায় হইয়া আছে। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রসাদে সেই অজ্ঞতা আর বেশী দিন প্রবল থাকিতেছে না। ব্রহ্মোপাসনার সূত্রপাত অদ্যকার দিনের সামান্য আয়োজন হইতেই হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মগণের পক্ষে এই দিনকেই যেমন সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব দিতে হইবে, তেমনি এই দিনেই ব্রহ্মের সাক্ষাদ্‌ভাবে অপরোক্ষ পূজার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া, এ দিনে যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাকে বিধাতার অমূল্য পরম দান রূপেই জানিতে হইবে এবং বিধাতার এই অপার কৃপার স্মরণে ব্রাহ্মগণের প্রাণ চিরদিনই দাতা দয়ালু পরম প্রভুর নিকট অবনত হইয়া, তাঁহাকে সকল সৌভাগ্যের মূলরূপে জানিয়া, চিরদিনই ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকিবে।

মানব এখনও সংশয়াকুলচিত্তে এ ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিতেছে। সর্ব্বপ্রকারের বাহ্য অবলম্বনহীন হইয়া—"তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই", এ বাক্যের মর্ম্মগত ভাবের ভাবুক হইয়া মানব সান্ত্বনা পাইবে কি না—আরাম আনন্দ শক্তি পাইবে কি না—এ ভাবের পূজায় হৃদয়ের স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা হইবে কি না এবং এ প্রকারের পূজার দ্বারা মানব কল্যাণকেই পাইবে কি না, এ সব বিষয়ে সংশয়াকুলচিত্তে লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। এ সব জিজ্ঞাসার কার্য্যতঃ উত্তর ব্রাহ্মগণের জীবন-দ্বারাই দিতে হইবে। এ বিষয়ে কথা বা আশ্বাসবাণী তেমন কার্য্যকর হইবে না। ব্রাহ্মগণের জীবনের উপরই এই মহাসমস্যার পূরণ নির্ভর করিতেছে। এই অপরোক্ষ পূজার দ্বারাই যে মানবপ্রাণ সরস সুস্থ হইতে পারে, এরূপ পূজার দ্বারাই মানব যে কল্যাণের পথে নিত্য অগ্রসর হইয়া স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য—কল্যাণ লাভে সমর্থ হইতে পারে এবং মুক্তির আস্বাদন পাইয়া ধন্য হইতে পারে—ব্রাহ্মগণকে সেই প্রশ্নের উত্তর জীবন দিয়াই প্রদান করিতে হইবে। ব্রাহ্মজীবন এই অপরোক্ষ পূজায় যদি শক্তি সান্ত্বনা ও স্বাস্থ্য পায়, তবে আর কাহারও এই মধ্যবর্ত্তী-অবলম্বনহীন পূজার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না।

ব্রাহ্মগণের উপর কিরূপ মহৎ কার্য্যসাধনের ভার পড়িয়াছে, তাহা তাঁহারা যথার্থতঃ অনুভব করুন এবং জগতের এই মহা-কল্যাণকর কার্য্যের সফলতার জন্য প্রাণপণ করিয়া সাধনপরায়ণ হউন। তাহাদ্বারাই সত্য ভাবে তাঁহাদের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সেবক রূপে পরিচিত হইবার সুযোগ হইবে এবং এই শুভ চেষ্টার সফলতা দ্বারাই তাঁহারা পরমেশ্বরের অমূল্যদানলাভজনিত ঋণভারমুক্ত হইতে পারিবেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইহা অপেক্ষা অন্যবিধ উপায় আর নাই। ব্রাহ্মগণ, এই ভার বহন করিবার জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন।

চট্টগ্রাম সমাজের ইতিহাস।

১১

আর একটী ব্রহ্ম মন্দির কেন?

ব্রহ্ম মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের পূর্ব্বে বাবু দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় "আর একটী ব্রহ্ম মন্দির কেন?"—এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এরূপ করিবার কারণও ছিল এবং তাহাই এখানে বিবৃত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত এই বিবরণীতে একটী কথার অবতারণা করা হয় নাই। কাহারও কাহারও মনে কষ্ট হইবে মনে করিয়া স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক তাহা করা হয় নাই। কিন্তু ইহার উল্লেখ না করিলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় গোপন করা হইবে। তাই যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব; তাহাতে যদি কাহারও মনে কষ্ট হয়, আশা করি মার্জ্জনা করিবেন।

১৮৭৮ সনে কুচবিহার বিবাহের পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। এবং ১৮৮১ সনে ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ নব বিধান ঘোষণা করিলেন। ১৮৮০ সন পর্য্যন্ত নববিধানের নব নব ভাব এবং প্রকৃতির বিকাশ হইতেছিল। এই সময় পরস্পরের মত বিচার এবং সমালোচনাতে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে অসদ্ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা বহু বৎসরেও প্রশমিত হয় নাই। চট্টগ্রামের ব্রাহ্মসমাজ যখন নব বিধানের মত গ্রহণ করিলেন, তখন তাহার প্রতিবাদ করিবার এখানে কেহ ছিলেন না। সুতরাং এখানে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে বিবাদ বা প্রতিবাদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় নাই। ১৮৮৭ সনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য চট্টগ্রাম আসিয়া স্থানীয় নব বিধান সমাজের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রার্থনা সমাজের সংস্থাপনে এবং ইহার গৃহ প্রতিষ্ঠায় নববিধান সমাজের সহানুভূতি ছিল না মনে করা অসঙ্গত নয়। উক্ত সমাজের কোন কোন বন্ধুকে ইহাকে পাপের গৃহ বলিতেও শুনিয়াছি। অনেকেই এই গৃহে আসিতেন না। মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা করিলে একজন বলিয়াছিলেন—"একটী ব্রহ্মমন্দির থাকিতে আর একটি মন্দির করা হইবে কেন? তাহাতে কাহারও অর্থ সাহায্য করা উচিত নয়। যদি কেহ করেন, তবে সেই অর্থের অপব্যয় হইবে এবং আমি সংবাদ পত্রে লিখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিব।"

সম্ভবতঃ ১৮৯৪ সনের ডিসেম্বর মাসে নববিধান সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় চট্টগ্রাম আসিয়াছিলেন। এখানে দুইটী সমাজ এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাবু দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং নববিধান সমাজের বাবু বেণীমাধব দাস মহাশয়কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া যেন দুইটী সমাজের মিল করিয়া দেন। তিনি বলিয়াছিলেন, কলিকাতাতে দুই সমাজ হওয়াতে কত বিবাদ বিসম্বাদ এবং কত কষ্টই হইতেছে, আবার মফঃস্বলে তাহা করিয়া আরও কষ্টের বৃদ্ধি যেন না করা হয়। তাই তাঁহারা বিশেষভাবে দুই সমাজের সম্মিলন করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রথম আলোচনা ও পরামর্শ

হইল। তৎপর ঠিক হইল নিকটবর্ত্তী মাঘোৎসব সম্মিলিত ভাবেই সম্পন্ন করা হইবে। সম্মিলিত মাঘোৎসবের প্রোগ্রাম করা হইল। নববিধান সমাজের কেহ কেহ প্রার্থনা সমাজে কাজ করিবেন, আবার প্রার্থনা সমাজের কেহ কেহ নববিধান মন্দিরে কাজ করিবেন, এরূপ ব্যবস্থা ছিল। তদনুসারে নববিধান মন্দিরে বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত একদিন উপাসনা করিয়াছিলেন। ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে প্রার্থনাসমাজগৃহে বাবু কাশী চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। তাহাতে এতই নব বিধান প্রচার করা হইয়াছিল যে, প্রার্থনা সমাজের উপাসকগণ সকলেই উপাসনার ব্যাঘাত হইয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। শেষদিন পাহাড়ে প্রীতি সম্মিলন হইয়াছিল। রাজেশ্বর বাবু উপাসনা শেষ করিয়াই উঠিয়া নববিধান বিষয়ে এক বক্তৃতা করিলেন এবং তাহাতে এত নব বিধানের মত ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল যে, প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ সকলেই ব্যথিত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বাবু দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, এখানে মিলনের চেষ্টা বৃথা।

যেখানে দুই পক্ষের মত ভেদ আছে সেখানে দুই প্রকারে মিল হইতে পারে। প্রথমতঃ, অমিলের বিষয় গুলি দূরে রাখিয়া যে যে বিষয়ে মিল আছে, সেই সেই বিষয় অবলম্বনে সম্মিলিত হওয়া। নববিধান সমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে দুই চারি মতের বিভিন্নতা ছাড়িয়া দিলে মিলিত হইবার অনেক বিষয় আছে। সুতরাং অমিলের বিষয়গুলি ছাড়িয়া দিয়া উপাসনা আলোচনাদি দ্বারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি স্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পন্থা,—একপক্ষ সম্পূর্ণ নিজের মত ছাড়িয়া অন্যপক্ষের অনুসরণ করিলেও মিলন হইতে পারে। আমাদের নববিধানবাদী বন্ধুরা এরূপ মিলন চাহিতেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ নববিধানের মত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে একত্র হন। তাঁহাদের সকল মিলনচেষ্টার মধ্যে আমরা ইহাই অনুভব করিয়াছি। যিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা অন্যের নিকট প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যেরা যতক্ষণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই, জোর করিয়া তাহা তাহাদের উপর চাপাইতে চেষ্টা করাও অনুদারতা এবং গোঁড়ামী। অনুদারতা সর্ব্বত্রই মিলনের অন্তরায়। এখানেও তাহাই হইল। যাহাহউক, আরও কয়েক মাস মিলনের চেষ্টা এবং আলোচনা হইল। বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শেষ প্রস্তাব করিলেন যে, যদি নববিধান মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রেরিত প্রচারকগণকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলেও মিলন হইতে পারে। কিন্তু নববিধান সমাজ তাহা দিতে পারিলেন না। কাজেই মিলন হইল না। সুতরাং প্রার্থনা সমাজের মন্দিরনির্ম্মাণচেষ্টা চলিতে লাগিল। সেই কথাই উল্লেখ করিয়া বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের সময় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা বোধ হয় "সংশোধিনী"তে ছাপা হইয়াছিল। তাঁহার বক্তব্য তাঁহার ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ সাধারণের চক্ষে যেরূপ শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল, বড়ই দুঃখের কথা এখন আর সেরূপ নাই। ইহার গুটিকতক কারণ আছে, কিন্তু একটী প্রধান কারণ অন্তর্বিরোধ। কিন্তু কি লইয়া যে আমাদের পরস্পরের বিরোধ তাহা চিন্তা করিয়া বড় পাওয়া যায় না। ইংরাজীতে একটী কথা আছে, তাহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক সমাজেই মূল বিষয়ে একতা, অবান্তর বিষয়ে স্বাধীনতা এবং সকল বিষয়ে উদারতা প্রয়োজন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমত লইয়া ত আমাদের মধ্যে কোন অমিল নাই। নিরাকার পূর্ণ পবিত্র জ্ঞানময় ঈশ্বরের পূজাতেই যে মানবাত্মার পরমকল্যাণ ও জাতি দেশ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীই যে ভগবানের সন্তান, ইহাই সর্ব্বসম্মত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল।

কেশব বাবু একজন প্রতিভাসম্পন্ন মহামনস্বী ধর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাদি গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্বে পরিপূর্ণ। আজ ব্রাহ্মসমাজ যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তিনিই তাহাকে হাতে ধরিয়া সেখানে আনিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ব্রাহ্মসমাজের ঋণ অসীম। গভীর ক্ষোভের বিষয় যে; তাঁহার জীবনের কোন ঘটনাবিশেষ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে মতভেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহাকে ধর্ম্মভেদ বলে না। তিনি আর এখন এ পৃথিবীতেই নাই। এখনও আমরা কি লইয়া বিবাদ করিতেছি? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন হওয়ার কিছু পরে তিনি "নববিধান" প্রচার করিলেন। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মই এই নামে বাচ্য হয়, তবে ত আমরাও তাহার অন্তর্ভূত। কিন্তু এই সময়ে তিনি কতকগুলি নূতন সাধন ও অনুষ্ঠানপ্রণালী এবং কয়েকটী নূতন মতও বিশেষভাবে প্রচার করেন। যদি সেই-গুলিই নববিধানের মূলভাব হয়, তবে সেগুলির বিচার প্রয়োজন। আমি নিজের কথা বলিতেছি, এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অনেকগুলি আমার নিকট অতিশয় সুন্দর লাগে, কিন্তু আমি কখনই সেগুলিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বলিয়া স্বীকার করি না। সাধুভক্তি সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা অতি অমূল্য উপদেশ। সাধুভক্তি মানবের অন্তর্নিহিত ভাব; এই ভক্তি লাভ করিবার পন্থাস্বরূপ তিনি যে সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিতে বলেন, তাহা আমার নিকট অতি চমৎকার বলিয়া মনে হয় ও আমাদের তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহার নূতন মতগুলির সম্বন্ধে আমি এতদূর মুক্তকণ্ঠ হইতে পারিতেছি না। তিনি বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাগণের জীবনে অন্যান্য বিষয়ে যতই কেন ভ্রমপ্রমাদ দুর্ব্বলতা থাকুক না, তাঁহারা তত্বৎ ধর্ম্মবিষয়ে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত। এই মত সত্য কি না আমি জানি না। জানিতে হইলে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন। ইহা সহজ জ্ঞানের বিষয় নহে। ইহা সত্য হইলেও নিজে না বুঝিয়া কেশব বাবুর কথাতে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। পুনশ্চ, তিনি বলিয়াছেন সকল শাস্ত্রই এক। ইহাও সহজ জ্ঞানের বিষয় নহে। যে শাস্ত্র সমন্বয়ের চেষ্টা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার সন্দেহ মেটে নাই ও তাহাতে বিশেষ উপকারও দেখিতেছি না। কিন্তু বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসের মহা মহা আচার্য্যদিগের সকল কথা গৃহীত না হইয়াও জগৎ তাঁহাদিগকে অমরতার সিংহাসন প্রদান করিয়াছে। ধর্ম্মাচার্য্যগণের সম্বন্ধেও সেইরূপ। আর মতপ্রচারই খুব বড় কথা নয়। ভগবানের জন্ম ও সাধু জীবনের জন্ম পবিত্র

উদ্দীপনা ধর্ম্মাচার্য্যের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। কেশব বাবুর শ্রেষ্ঠতা এই খানে। তাঁহার গ্রন্থাদি সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের অমূল্য সম্পত্তি।

যে কয়েকটী মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তাহা আমাদের নিকট অবান্তর হইলেও আমাদের নববিধানী ভ্রাতাগণের নিকট হয়ত সেগুলি ধর্ম্মের মূলকথা বলিয়া মনে হয়। এইজন্য তাঁহারা আমাদের সহিত মিলিতে সম্মত নহেন। আমরা ত মনে করি, আমরা সকলে এক পরিবারের লোক; কিন্তু আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ আমাদিগকে লইয়া এক গৃহে বাস করিতে চান না। আমরা যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি, যাঁহাদের কথায় আমাদের খুব উপকার হইবে মনে করি, এমন লোক যদি নববিধানের বিশেষ মতগুলি না মানেন, তবে তাঁহাদিগকে নববিধান মন্দিরে উপাসনা করিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং দুঃখের সহিত আমাদিগকে অন্য আশ্রয় খুজিতে হইয়াছে। কিন্তু একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এই যে, তাঁহারা যাহাকে মৌলিক বলিতেছেন আমরা তাহাকে অবান্তর মনে করি। অতএব তাঁহাদের নিকট আমরা ভিন্নধর্ম্মী হইলেও আমাদের নিকট তাঁহারা সমধর্ম্মী। তাঁহাদের নিকট আমরা নববিধানী নই, কিন্তু আমাদের নিকট তাঁহারা ব্রাহ্ম। তাঁহাদের গৃহ আমাদের জন্য রুদ্ধ হইলেও, আমাদের গৃহ তাঁহাদের জন্য সমাদরে চিরমুক্ত। আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহারা। বিশ্বাসে ও জীবনে আমাদের হইতে অনেকেই শ্রেষ্ঠ। দেবতুল্য লোক তাঁহাদের মধ্যে অনেকে। বিবাদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এই মন্দির হইবে না; কিন্তু ইহা শ্রান্ত নরনারীর প্রাণ জুড়াইবার স্থান হইবে। আশা করি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিয়া সুখী ও উৎসাহিত করিবেন। আমরা ভক্তির সহিত, বিনয়ের সহিত, সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদের কথা শুনিয়া কৃতার্থ হইব।" ক্রমশঃ

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।

পরলোকগতা অন্নাপূর্ণা চৌধুরাণী। *

৯১ বৎসরে পদার্পণ করিয়া আমার আরাধ্যতমা শ্বশ্রূমাতা-ঠাকুরাণী তাঁহার অন্তিম সময়ের চির আকাঙ্ক্ষা প্রভু প্রাণারামের কৃপায় পূর্ণ করিয়া বিগত ১৮ই আশ্বিন (১৩২৬ সাল, ৫ই অক্টোবর, ১৯১৯ খৃঃ) বারাণসী ধামে তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাই তাঁহার মহা বিদায়ের দিনে শেষ চরণ দর্শন করিতে না পারিয়াও প্রাণের ভিতরে কোন ক্ষোভ উপস্থিত হইতেছে না। পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সাধ বা বাসনাই অবশিষ্ট ছিল না। পৃথিবীর যাহা কিছু তাহা পার্থিব দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন করিয়া, যাঁহার অভয় ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার প্রেমে মাতৃদেবীর সমুচিত আদর যত্ন, সুখ শান্তি, আনন্দ ভক্তির পরিপূর্ণ আয়োজন দর্শন করিয়া প্রাণ পূর্ণতাতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে; তাঁহার পূর্ণ ন্যায়, পূর্ণ প্রেম ও মঙ্গল ব্যবস্থায় একান্ত বিশ্বাসলাভ করিতেছে।

* শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৪ঠা নবেম্বর, ১৯১৯, তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে কনিষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী সুশীলা বসু কর্তৃক পঠিত।

ধন্য মঙ্গলময় প্রাণারাম, আজ কি বলিয়া তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, জানি না। জীবন দিয়াও এ কৃতজ্ঞতার শেষ হয় না, হইবে না। তুমি জান, মাতৃদেবীর জীবন আমাদের অনন্ত জীবনের সঙ্গী, বন্ধু, তোমার শিক্ষালাভের মহাক্ষেত্র, মহা আদর্শ হইয়া অনন্তজীবন তোমার পথে চলিতে, তোমাতে বিশ্বাসী ও নির্ভরপরায়ণ হইতে, আশা, উৎসাহ ও উদ্যমে পূর্ণ হইতে শক্তি প্রদান করিবে। তুমি এ ভাবে যদি আমাদের মাতৃদেবীকে আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাখিবার বল দাও, তবে আর আমাদের কি অপ্রাপ্য থাকে, জানি না।

বিবাহের পূর্ব্বে যখন আমাদের গ্রামের বাড়ীতে বাবাকে দেখিতে তিনি আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া ছিলেন (আমার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় এক গ্রামেই, ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বাহেরকে) তখন সেই স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তির নিকটে যখন তুমি আমাকে প্রণত করাইয়াছিলে, তখন সত্য সত্যই যেন তাঁহাকে মার মতই মনে হইয়াছিল। শুধু চোখের দেখা ছাড়া তখন তাঁহাকে আর কোন ভাবেই জানি নাই। কিন্তু কিরূপে মাতৃভক্তি উৎসারিত করিলে জানি না। ইহাতে তোমার হাত ছাড়া অন্য কিছুই ত আমি দেখিতে পাই না।

তারপর অভাবনীয় ভাবে যখন তুমি সত্য সত্যই আমার শ্বশ্রূমাতারূপে তাঁহাকে নিকট সম্বন্ধে যুক্ত করিলে, তখন হৃদয়ে যে ভক্তির প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি করিলে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তোমারই দিকে, তোমারই ইচ্ছার দিকে, তাহাকে অবাধে ছুটিতে দেওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর রাখ নাই—সেত তুমি জান। সে তুমি ঠিকই করিয়াছিলে। তোমার মহাদান শ্বশ্রূমাতাকে মাতারূপে বরণ করিবার আয়োজন তাহা না হইলে কিছুই হইত না।

বহুকাল পরে (মাস বৎসর কিছুই আমার মনে নাই) গ্রীষ্মের বন্ধের সময়ে মা যখন পত্রে জানাইলেন, আমি এবার নোয়াখালী যাইতে পারি, তখন আমি একমাস যাবৎ অবসন্নাবস্থায় শয্যায় শায়িত ছিলাম। কিন্তু মার আহ্বানে তোমার অপার দয়া অনুভব করিয়া, আমি অবসন্নতার ভিতরেও বল ও সাহস প্রাপ্ত হইলাম। মনে মনে কত ভয়, মাত ডাকিলেন কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রভৃতি ভিন্নরূপ, আমার ব্যবহারে হয় ত বা তাঁহার দুঃখের কারণ ঘটিবে। কিন্তু তোমার দয়া উপেক্ষা করিতে পারি না, তোমায় প্রার্থনাকে সম্বল করিয়া গেলাম। আবার পথে বরিশালেই তাঁহার স্নেহাস্পদা দৌহিত্রীর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ জানিলাম। আমাদিগকেই সে সংবাদ বহন করিয়া তুমি মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত করিলে। কিন্তু তুমি মাকে দেখাইয়া আশ্চর্য্য করাইয়া দিলে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্ম-সমাজে আচার ব্যবহারে কত বিভিন্নতা; আমাকে কত বুঝিয়া চলিতে হইবে কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। তিনি একটী দিন কোন সামান্য বিষয়েও আমাকে ভুল বুঝেন নাই। তাঁহার মনের মত হইতে আমার কোন চেষ্টা, কোন সংগ্রাম, করিতে হয় নাই। যেন তাঁহার ক্রোড়ে আমি চিরকালই প্রতিপালিত হইয়াছি, আমায় মন বোঝা যেন তাঁহার পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। কত সংগ্রাম, কত সহিষ্ণুতাই প্রয়োজন হইবে, আমি মনে করিয়াছিলাম। তাহা যে তুমি কল্পনাতেই পর্য্যবসিত করিয়া দিলে।

ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল এই চিন্তাতে নিযুক্ত করিয়া তুমি বুঝাইলে, "খাঁটী মানুষ খাঁটি অন্তরের ভাব সহজেই বুঝিতে পারেন, তাহাতে কোনরূপ অভ্যাস, দেখা শুনা, বাহিরের কোন প্রকার আবরণ বা ব্যবধান থাকে না।" এই সত্য তাঁহার জীবন দ্বারা বুঝাইয়া, তিনি যে খাঁটী তাহা জীবন্তরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইলে। তোমার প্রদর্শিত সত্য দ্বারা আমার ভাবও যে খাঁটী, ইহা জানাইয়া আমাকে কত আশ্বাস দিয়াছিলে, তাহা ভুলি নাই।

কি খাঁটী, কি গম্ভীর, কি নীরব মাতৃহৃদয়ের পরিচয় তাঁহার কাছে একমাস রাখিয়া তুমি বুঝাইয়াছিলে, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। কার্য্যে তাঁহার যে প্রকাশ তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্য ঝরিয়া, সংসারের সকল ক্ষুদ্র, বৃহৎ, শ্রমসাধ্য, কষ্টকর কার্য্য কে সুন্দর সুপরিপাটীরূপে আমাদের অশেষ সুখবিধানের নিদান করিতেছিল। আমাদের সংসারে ঐরূপ আর দ্বিতীয় লোক দেখি না। আমি যখন দেখিয়াছি তখন তিনি বৃদ্ধ; সংসারের কার্য্যে ঐরূপ ভাবে নিযুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে কষ্টকর বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু তাঁহার তাহাতে আনন্দই দর্শন করিয়াছি। নিজের আরামই বুঝিতেন না। পুত্র পুত্রবধূ, নাতি নাতিনী, প্রতিবেশী ভৃত্য সকলের আরাম খুঁজিতে খুঁজিতেই তাঁহার বেলা তিনটা হইয়া যাইত, তার পরে নিজের স্নান পূজা সমাপন করিয়া হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। সে রন্ধন কি পরিপাটী! আমাদের খাওয়াইবার জন্য হইলে বিশেষ আয়োজন করিতেন। নতুবা যে সামান্য ব্যঞ্জন রাঁধিতেন, তাহাও কি পরিপাটী, কি সুমিষ্ট! মুখের যে গ্রাস অন্ন, তাহাও কত সুন্দররূপে ধীরে ধীরে ভাঙ্গিতেন, মাখিতেন! অসুন্দর করিয়া তিনি কিছুই করিতে জানিতেন না। সংসারের কার্য্যে এত পরিশ্রম করিয়াও যেন তিনি ক্লান্ত নহেন, আহারে বা কার্য্যে কোন তাড়াতাড়ি নাই। সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাতকারী অধৈর্য্য, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ভাব তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে কখনও দেখিনাই। আহারের পরে বেলা প্রায় কিছুই থাকিত না। সে সময়টি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইত; তিনি নির্জ্জনে তাঁহার গৃহে বা বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেন। তাহাতেও শান্ত, সংযত, সুপ্রসন্ন ভাব। মালাজপ, পূজা তাঁহার শেষ জীবনে সংসারের সকল সুপারিপাট্য, সকল দুঃসাধ্য শ্রমের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাই তাঁহার জীবনের ৮০ বৎসর তাঁহাকে সংসারের সকলের সুখসম্পাদনে দুঃখনিবারণে অক্লান্ত ভাবে নিযুক্ত রাখিয়া, যে আত্মবিস্মৃতি ও পরিশ্রমশক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিলে, তাহাই যেন অফুরন্তভাবে তাঁহাকে মালা জপে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। নতুবা দুর্ব্বল অসুস্থ শরীরে, কি উত্থান-শক্তিরহিত অবস্থায়, কি উপবেশনোপযোগী অবস্থায়, সকল অবস্থাতেই এমন অবিশ্রাম মালা জপে নিযুক্ত থাকা অসম্ভব। শুধু মনের দিক দিয়া নয়, শরীর চালনা সম্বন্ধেও অসম্ভব মনে হয়। নিজে মুখে বলিতেন জপ কি করি তা জানি না, ভুল হইয়া যায়, ইত্যাদি; কিন্তু এই অবিরামবাহী কার্য্য ও পূজা শৃঙ্খলা হৃদয়ের স্বোপার্জ্জিত গভীর ভাব বা শক্তি ভিন্ন কখনই আজীবন সুরক্ষিত হইতে পারে না। ইহা চক্ষের সমক্ষে তাঁহার জীবনের ভাব, কার্য্য, দৃষ্টি, বাক্য সকলের দ্বারাই বুঝাইয়াছ; তাহা আয়ত্ত করিতে আমাদের জীবন-ব্যাপী সাধনার প্রয়োজন হইবে। মুখে তাহার কতটুকু প্রকাশ করিব?

সে-বার একমাসের জন্য মাতৃসন্নিধানে গিয়াছিলাম; কিন্তু তোমার ইচ্ছায় ছয়মাস ছিলাম। কত স্নেহ, কত যত্ন ভোগ করিবার সুযোগ দিয়াছিলে, তাহা মনে করিয়া প্রাণ তোমার আনন্দে পূর্ণ হইতেছে। আমার মেরুদণ্ডে বেদনার জন্য সেলাই, লেখা প্রভৃতি যে সকল কাজ শুইয়া করা যায়, তাহা সেই ভাবে করিতেই বাধ্য হই। একবার সংসারের কি কাজের জন্য যেন আমার বিশ্রামের সময় হয় নাই বলিয়া কার্য্যে নিযুক্ত আছি, ইহার মধ্যে হঠাৎ চমকিত হইয়া দেখিলাম মা আমার পিঠে সেক দিতেছেন; তাঁহার যত্নের মধ্যে তোমার প্রেমস্পর্শ লাভ করিয়া তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার ভক্তি অনুরাগ কতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তাহার পরিমাণ আমি করিতে পারি না।

তাহার পরে, ১০ বৎসর পূর্ব্বে, যখন মার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে চিরদিনের মত সংসারের কাছে বিদায় দিয়া, সেবা করিবার ও সুখসুবিধা দেখিবার জন্য তাঁহার পৌত্র শ্রীমান অবনীকে সঙ্গে দিয়া, কাশীবাস করিবার বন্দোবস্ত করিলে, তখন মার ইচ্ছাপূর্ণ হইল জানিয়াই আনন্দিত হইয়াছিলাম। যাইবার সময় তোমারই দয়ায় মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও তাঁহার পৌত্রকে লইয়া কলিকাতায় আমাদের দেখিয়া গেলেন; মনে করিয়াছিলাম সেই তাঁহাকে শেষ দেখিলাম, তাঁহার স্নেহ যত্ন পাইলাম, তাঁহাকে সেবা করিবার সুযোগ পাইলাম।

তিনি তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের চিরসংস্কারগত বিশ্বাসে নিষ্ঠায় নূতন জীবন যাপন করিবার জন্য তীর্থবাসে থাকিবেন, সেখানে চক্ষের দেখা ছাড়া সেবা করিবার কোন সুযোগ ঘটিবে, এ আশা ভরসা কিছুই ছিল না। কিন্তু তোমার অশেষ মঙ্গল কৌশলে তাহা যাহাতে অপূর্ণ না থাকে, এইরূপ ঘটনার সংযোগ করিলে।

সকলেই মাতৃতীর্থে যাইয়া মাকে দেখিয়া আসিলেন। প্রথম বৎসরের ছুটীতে যাইতে পারি নাই, অসুস্থ ছিলাম। দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া দেখিলাম, অবনীর সঙ্গে আমি থাকিলে মার আরাম অধিক হয়; আমারও শরীর বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ভাল হইতে পারে বলিয়া মা সে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি সে যাত্রা ৭।৮ মাস থাকি। আমার দীর্ঘকাল থাকিবারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শয্যাগত হইয়া পড়াতে চলিয়া আসি।

আমি অকর্ম্মণ্য অবস্থাতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় থাকিলাম। সে কয় মাস তাঁহার মধ্যম পুত্র, জ্যেষ্ঠ পৌত্র, মধ্যম-পুত্রবধূ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের ছুটী ফুরাইল, অবনীর কঠিন অসুখ হইল, জ্যেষ্ঠ পৌত্রের সংসারের জন্য উপার্জ্জনচেষ্টা দরকার। আমাকে শয্যায় শোয়াইয়া রাখিয়া তুমি বুঝাইলে সেখানে শুইয়াও যদি আমি থাকি, তবু এখানের অপেক্ষা বেশী কাজে লাগিতে পারি। তাঁর কাছে যতটুকু থাকি, তাঁর কাজে যেটুকু লাগি, তাহাই আমাদের লাভ। পূর্ব্বে ৭।৮ মাস রাখিয়া বুঝাইয়াছিলে আমার শরীরেও কিরূপ ভাবে তাঁর সুখ আরাম দেখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারি। তোমার সাহসে, সকলের অমতে, মার সেবার জন্য গেলাম। না গেলে দীর্ঘকাল তাঁহার নিকট থাকিবার সুযোগ পাইতাম না।

এই দীর্ঘকালে মাতৃচরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব যাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছ, তাহা আমাদের জীবনে ও কার্য্যে পরিণত করিতে না

পারিলে, অন্য কোন প্রকারের প্রকাশ যেন নিষ্ফল বলিয়াই মনে হয়। তিনি নিজ মুখে তাঁহার বাল্যকালের কথা, তাঁহার বাবার কথা, আমাদের সংসারের কথা, তাঁহার শাশুড়ীর কথা অনেকবারই বলিয়াছেন; কিন্তু সব কথা শৃঙ্খলার সহিত মনে করিতে পারিতেছি না। ৮ বৎসরের সময় আমার শ্বশুর পরলোকগত গোলোকচন্দ্র বসু রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পিতা অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নাম ৺রামলোচন মুন্সী, তিনি কুমিল্লার সরকারী উকীল ছিলেন। তিনি অর্থ, সম্মান, ন্যায়, সত্যনিষ্ঠা, সদ্বিবেচনা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং দান প্রভৃতির জন্য সুবিখ্যাত এবং তদানীন্তন কালের ক্রিয়াকর্ম্মে নিরত, অর্থব্যয়ে মুক্ত হস্ত, সর্বজন প্রশংসিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জন্য তাঁহারই নিকট সৎপরামর্শ, আইনঘটিত জটিল বুদ্ধি, লইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তিনি যথাযথভাবে তাঁহাদিগকে জয়ী হইবার বুদ্ধি দিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া দেশস্থ সকলে একবাক্যে প্রশংসা ও সম্মান করিয়াছিলেন। মার ভিতরে এই ন্যায়, বিচার বুদ্ধি, ও সদ্বিবেচনা যথেষ্ট দেখা গিয়াছিল। অন্যায় ব্যবহার অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন বই কখনও কাহারও প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন নাই। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি পিতৃগৃহে অসংখ্য পরিবারের মধ্যে বহু দাসদাসীর দ্বারা আদর আবদারই লাভ করিয়াছিলেন, কখনও কোন কার্য্য করিতে হয় নাই। বিবাহের পরে তাঁহার পিতা তাঁহার সঙ্গে একজন দাসী দিয়াছিলেন। বধূর নিত্য কর্ম্মের যেগুলি দাসীদ্বারা চলিতে পারে তাহা, যতদিন দাসী জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে আর করিতে হয় নাই। দাসীর সাহায্যে রান্না চালাইতেন, কেহ দোষ ধরিতে পারিতেন না; পরে যখন দাসীর মৃত্যু হইল, মা একাকী সংসারের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। পরিশ্রম ও যত্ন করিলে সব কাজই সুন্দররূপে করা যায়, ইহা তাঁহার কার্য্যের মূলমন্ত্র ছিল। নিজ শরীরের কষ্টে কষ্টবোধ, বিশ্রাম, আরামের প্রয়াস, এসব কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না; শৃঙ্খলা ও ধীরতার সহিত দৈনন্দিন শ্রমসাধ্য সকল কর্ম্ম সুন্দররূপে করার দিকেই মনের ঝোঁক ছিল। প্রথমে কয়েকটী সন্তান হইয়া মারা যাওয়াতে তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী অল্পবয়সেই যে সকল কঠিন ব্রত এবং উপবাস তাঁহাকে আরম্ভ করাইয়াছিলেন, সন্তানের মঙ্গলকামনায় মৃত্যু পর্য্যন্ত মা রোগশয্যার ভিতরেও তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন। কর্ত্তব্যের জন্য কোন দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন নাই। তাঁহার একজন জ্ঞাতি শাশুড়ীর সকলের প্রতি সমান ভালবাসার কথা অত্যন্ত প্রশংসার সহিত আমার কাছে উল্লেখ করিয়াছেন। বুদ্ধি বিবেচনাতে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী ছিলেন বলিয়া মা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহার অনুকরণ বালিকা বয়স হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের শাশুড়ী ঠাকুরাণী অত্যন্ত তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। তাঁহার আড়াই বৎসরের একটী মাত্র পুত্র আমার শ্বশুর মহাশয়কে লইয়া তিনি বিধবা হন; তাঁহার লালন পালন ও সুশিক্ষা বিধানের জন্য আমার দিদি শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে অনেকটা পুরুষোচিত গুণ উপার্জ্জন করিতে হইয়াছিল। শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে যেমন ভয় তেমনি ভক্তি করিতেন। বধূকে (আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে) "কাজে বড় ধীর", এ ছাড়া অন্য কোন দোষ কখনও দিতে পারেন নাই। মা তাঁহাদের সংসারের রান্না, তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিরামিষ রান্না, সব একাই করিতেন। একাকী শাশুড়ী ও বধূ উভয়ে উভয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কন্যাসম বা সুযোগ্যা বধূর মত শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অন্তিম সময়ের এবং কতবার তাঁহার কত কঠিন ব্যারামে সযত্নে শুশ্রূষা করিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর এবং শ্বশুর কুলের অসীম আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বলিতে কি, তিনি পুত্র কন্যা, স্বামী, শাশুড়ী, জ্ঞাতি, গ্রামবাসী ভদ্র, অভদ্র, ভৃত্য সকলের প্রতি যথাযোগ্য প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা যশস্বিনী ছিলেন। এই যে ব্যবহার তাহা শুধু কর্ম্মের দ্বারাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। নোয়াখালীতে এবং বাড়ীতে শ্বশুর মহাশয়ের যখন জমকাল সংসার, দোল দুর্গোৎসবের ধুমধাম, আশ্রিত প্রতিপালিত জনে যখন গৃহ পূর্ণ (তিনি নোয়াখালী জজকোর্টের উকীল ছিলেন—আত্মীয় ও সম্পর্কহীন বহুলোক তাঁহার গৃহে থাকিয়া পড়াশুনা ও চাকরী করিতেন) তখনও তিনি কর্ত্তব্যে ধীর, শ্রমসহিষ্ণু। আবার যখন শ্বশুর মহাশয় ঋণের বোঝা দিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন, চতুর্দ্দিকে উত্তমর্ণগণ ঋণ আদায়ের জন্য তাগিদ, ডিক্রী, গৃহসামগ্রী জমাজমি বিক্রয় ইত্যাদি করিতে লাগিলেন তখনও ধীরতা ও বিচক্ষণতার সহিত সংসারের ব্যয় কমাইয়া গহনা পত্র বিক্রয় করিয়া, উত্তমর্ণগণকে অনুরোধ করিয়া, ধীরে ধীরে সমস্ত দেনা সন্তানের সাহায্যে শোধ করিয়া ফেলিলেন। ঋণ যে কি ভয়ানক জিনিষ তিনি এবং তাঁহার সন্তানগণ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া সর্ব্বদাই ঋণকে ভয় করিয়াছেন, দারিদ্র্যকে ভয় করেন নাই।

সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের এরূপ চিন্তাশক্তি আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। নিরক্ষর হইয়াও শুধু মনন দ্বারা চিন্তাশক্তি এমন সমুন্নত করিয়াছিলেন যে, আমি সর্ব্বদাই আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিয়াছি, কেমন করিয়া চিন্তাশক্তির বিকাশ সকল বাধাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে মনস্বিনী মহিলারূপে পরিণত করিল। তোমার স্বাভাবিক নিয়মেই মাতৃদেবীর এইরূপ মানসিক উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। কাশীর দশবৎসরে তাঁহার মানসিক শক্তি ও ধারণাশক্তির অত্যন্ত দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বে শোকের সময় তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছেন; কিন্তু কাশীতে উপর্য্যুপরি কত শোকের আঘাত পাইলেন, নীরবে সব সহ্য করিয়াছেন। আমরা কতই ভয়ে ভয়ে সংবাদ জানাইয়াছি; কিন্তু তাঁহার গম্ভীর ভাব দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তিনি ধর্ম্মের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য, দুঃখ পরম বান্ধনীয় মনে করিতেন; কিন্তু সুবিধাবাদের ত্রিসীমায়ও যাইতেন না। যখন মাতাঠাকুরাণী আছাড় পড়িয়া মৃতবৎ উত্থানশক্তিরহিত হইয়াছিলেন, নড়া চড়া করিতে পারিতেন না, তখন সকলেই যখন আমাকেই খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন, শাস্ত্রে এসময়ে স্পর্শ দোষ হয় না তিনিও নিজে জানেন, তখন আমি তাঁহাকে ভাত খাওয়াইয়া দিলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করিয়াছেন। কিন্তু শুইয়া শুইয়াই নিজ হাতে খাইবার যেই শক্তি পাইলেন, অমনি আমার ছোঁওয়া খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। কাশীতে যে সকল মহিলা বাস করেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে সুবিধা-

বাদের খাতিরে অনেক বিষয়ে শিথিল হইয়াছেন, দেখিয়াছি। কিন্তু মা শত অসুবিধা, সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়াও বাল্যের অভ্যস্ত নিষ্ঠা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার ধারণাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি শেষ বয়স পর্য্যন্ত অটুট ছিল। দেশ হইতে যে কেহ যাইতেন, তাঁহার নিকট হইতে গ্রামের সকল লোকের খবর লইতেন, কাহাকেও ভুলেন নাই। আবার সকল প্রকার সংবাদ জানিয়া জগতের সহিত যোগ রক্ষা করিতেন। যুদ্ধের সময় যুদ্ধের খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহাকে না জানাইলে তিনি ছাড়িতেন না। আমাদের অপেক্ষা ঐ বিষয়ে অনেক অধিক আগ্রহ ছিল।

স্ত্রীলোক মাত্রেই ভাবপ্রবণ, এরূপ দেখা যায়। কিন্তু মাকে সর্ব্বদাই জ্ঞান ও বিচারপ্রবণ দেখিয়াছি। চারিদিক বিচার করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, তবে তিনি কোন কাজ করিতেন বা তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতেন। কোন বিষয় নিজেই ভাবিয়া নিজের খেয়ালে করিতে যাইতেন না, সে বিষয়ে আমাদের সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তবে ঠিক করিতেন। খেয়াল তাঁহার দেখিই নাই। এক খেয়াল দেখিয়াছি যে, তাঁহাকে কোন ভাল জিনিষ, যাহা তাঁহার শরীরের পক্ষে একান্ত উপযোগী, প্রদান করিলে, তাহার অংশও রাঁধুনী ঠাকুরাণীকে পর্য্যন্ত না দিলে তিনি খাইতে রাজী হইতেন না। এই স্বভাব তাঁহার বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল। ভাব বলিতে তাঁর এই টুকুই ছিল। ইহা তাঁহার প্রেম ও ত্যাগের মধ্যে সংযুক্ত বলিয়াই, ইহা তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। ভালবাসার বহিঃপ্রকাশকে তিনি যেন একটু ভয় ও সঙ্কোচের চক্ষেই দেখিতেন। অন্তরে আমাদের প্রত্যেকের জন্য, অতিথি অভ্যাগত, দীন দুঃখীর জন্য, যত গভীর স্নেহ বোধ করিতেন, কার্য্য ছাড়া বাহিরে তাহা জানাইতে লজ্জাবোধ করিতেন। সেই স্বভাবের জন্য ৮৮ কি ৮৯ বৎসরের আষাঢ় মাসে যখন তাঁহার জন্মদিনে বৃদ্ধা ও বালক বালিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফুলের মালা ও চন্দন দেই, তখন অন্য সকলে আনন্দে নিলেও, মাকে তাহা লইতে পীড়াপীড়ি করিতে হইয়াছিল, তিনি বিরক্তির সঙ্গেই লইয়াছিলেন। তাহার মূলে উহা বাহিরের ব্যাপার বলিয়া মার বিরক্তি ও লজ্জা।

সেই দিন হইতে তাঁহাকে রোজ যোগবাশিষ্ঠ পড়িয়া শুনাই। তাহাতে এক স্থানে আছে যে, পূর্ব্ব পুরুষের কূপোদক যদি খারাপ হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাজল গ্রহণ করিবে। এই কথা শুনিয়া মা অমনি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা বইএর কথা, না, আমার ব্যাখ্যা। আবার বই হইতে তাহা পড়িয়া শুনাইয়া তাঁহার ভ্রম নিবারণ করিলাম। তিনি গভীর চিন্তায় আন্দোলিত হইলেন, বুঝিলাম। আমরা পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়াই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ভাল মনে করেন না। শাস্ত্রের উক্তি যে আমাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে—এই সন্দেহেই তিনি আন্দোলিত হইয়াছিলেন। কখন কখন বলিয়াছেন, মনের উপাসনাই ঠিক বুঝি, কিন্তু মন যে চঞ্চল। গভীর রাত্রে, নির্জ্জন সময়ে, নিজের মনে বৈরাগ্য বিষয়ক, ঈশ্বর বিষয়ক, অনেক গান করিতেন। নিজের হৃদয়ের গভীর ভাব গোপনে রক্ষা করিতেই ভাল বাসিতেন।

নিজের বিবেচনার সহিত, অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কাজ করিতে বা কথা বলিতে যেমন ভাল বাসিতেন, তেমন অন্যের অবিবেচনা, নিজের সুখের জন্য অপরের সুখের প্রতি দৃষ্টি নাই দেখিলে, মনে মনে বড়ই অপছন্দ বা বিরক্তি বোধ করিতেন। এইরূপ কাজ মনুষ্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। আমার প্রতি দুঃখী বিধবা বা কাহারও সেইরূপ ব্যবহার দেখিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের দ্বারা কষ্ট পাইলে আমার কিছু কষ্ট হইত না, বা সে কষ্ট তত কষ্টকর বোধ হইত না, যত তাঁহার বিরক্তিতে কষ্ট বোধ করিতাম। কিন্তু কি করিয়া যে তাঁহার বিরক্তি বা আমার কষ্ট দূর হয়, তাহার উপায় তিনিও পাইতেন না, আমিও পাইতাম না। আমার প্রতি ভালবাসা এবং অন্যায়ে অসহিষ্ণুতা, এই প্রকৃতি তাঁহার স্বাভাবিক; আমিও তাহা বুঝিতাম। কিন্তু নিজ জনের প্রতি অত্যধিক ভালবাসাই তাহার কারণ কি না এবং তাহা ঠিক তোমার অভিপ্রেত কি না, এই সন্দেহে তাঁহার কথা শুনিতে পারিতাম না। ইহা ছাড়া মা ও আমাতে মনের কোন অমিল ঘটে নাই। এজন্য মার মনে কষ্ট দিয়াছি। তুমি জান, ইহার মধ্যে আমার একমাত্র ভাব-প্রবণতা, সংযমের অভাব, এই দোষ ঘটিতে পারে; ইহা মনে করিয়া তাহা সংশোধনের জন্য তোমার ও মার প্রদর্শিত পথে চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। অবশ্যই তোমার ও তাঁহার ইচ্ছা জীবনে সফল হইবে।

মা নিজ জীবনের সাধনের জন্য ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এক ভ্রাতার বিরচিত এই গানটি তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। গানটি আমার খুব ভাল লাগাতে আমি লিখিয়া রাখিয়াছি। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্রীগুরুচরণ সাধন ভজন হ'ল না, এখন আর হ'বে কবে,
মা, মরি সেই ভাবনা ভেবে।
চরণ সাধন হইবে যাহাতে, মন কেন রত হয় না তাহাতে,
কেবল রত অর্থ-বিষয় আশাতে, বুঝিয়া বুঝে না অন্তিমে কি হবে।
মা, মরি সেই ভাবনা ভেবে॥
কৃপাময়ীর কৃপা হইবে এবার, হরসুন্দরের হইবে নিস্তার,
তুমি বিনে আর কে আছে আমার, জ্ঞানাঙ্কুশ দানে উদ্ধারো ভবে।"

লোকে ভাল বলিবে কি মন্দ বলিবে, ইহা নিজের সম্বন্ধে কি আমাদের কাহার সম্বন্ধে কিছু মনে করিতেন না; অন্যায় যাহা, মন্দ যাহা, তাহা নিজে বা আমরা কেহই না করি, এদিকেই তীব্র অপক্ষপাত দৃষ্টি ছিল। হিন্দু সমাজের আচারবিরুদ্ধ কাজও যদি অন্যায় না হয়, তবে তাহাতে তাঁহার কোন অননুমোদন ছিল না।

তিনি নিজে যাহা করিয়াছেন, তাহা কিছুই মনে করেন নাই; কি না পারিয়াছেন তাহাই কেবল মনে গাঁথা ছিল। যদিও আমরা যথোপযুক্ত সেবা করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র, কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই, তবু তোমার ন্যায় বিচারে তুমি তাঁহাকে ইহজগতে যাহা দিয়াছ, পরলোকে তাহা অপেক্ষা এত অধিক দিবে, যাহার আশা বা কল্পনা তিনি কিছুমাত্র করিতে পারেন নাই। হিন্দু সংস্কার বশতঃ ব্রতাদি দ্বারা সধবাবস্থায় মৃত্যুকামনার অভ্যাস হেতু বিধবা আর না হইতে হয়, এ কামনা অন্তরে জড়িত থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাও তোমার ইচ্ছা ভিন্ন হয় না, ইহা মনে প্রাণে

বুঝিয়াছিলেন। এমন কি সন্তানদের রাখিয়া চলিয়া যাইবেন, মর্ম্মে মর্ম্মে জড়িত এই যে ইচ্ছা, তাহাও তোমার ইচ্ছাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; এবং শান্তচিত্তে তোমার ক্রোড়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া ইহজগতের চিহ্ন দেহখানি মুছিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি তোমার স্বরূপে দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া আমাদের জীবনের সম্মুখে তোমার অভিপ্রেত কর্ত্তব্য-পালনের পথ সুগম করিবে। তোমার ইচ্ছা মাতার জীবনে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে যেমন সুখী করিয়াছে, আমাদের পরিবারের বালক বৃদ্ধ যুবাসকলের জীবনে তেমনি পরিপূর্ণ জয়যুক্ত হইয়া আমাদিগকে সুখী করুক। আমরা তোমার অনুগত হইয়া স্বশ্রূমাতা, শ্বশুর মহাশয়, পিতা মাতা, গুরুজন, সাধু মহাজনগণ, সকলকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করি। তুমি আমাদিগকে তোমার এবং সকলের উপযুক্ত কর।

প্রেরিত পত্র।

[পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

বিগত তিন বৎসর দারজিলিংএর স্থানীয় উপাসনা মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা বন্ধ ছিল। মন্দিরের ঠিক সম্মুখে একটি মাছের বাজার স্থাপিত হওয়াতে—দুর্গন্ধ ও কোলাহলের ভিতর উপাসনা করা অসম্ভব হইল। তদবধি আমার ভবনে প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক উপাসনা হইয়া আসিতেছে। ইহাতে বড়ই অসুবিধা হইতেছিল। সম্প্রতি দারজিলিং মিউনিসিপালিটি পুরাতন মন্দিরের পরিবর্ত্তে একখণ্ড জমি ও আড়াই হাজার টাকা দিয়াছেন। আমরা মন্দিরের নক্সা করাইয়া নির্ম্মাণের জন্য কন্‌ট্রাক্‌টারের হাতে দিয়াছি। নূতন মন্দিরটি পুরাতন মন্দিরের দেড়গুণ, এবং দুই দিকে দ্বিতল হইবে। নির্ম্মাণ করিতে ১৩০০০৲ তের হাজার টাকা ব্যয় হইবে। আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট অর্থ-সাহায্য পাইয়াছি এবং পাইতেছি!—

সার নীলরতন সরকার ৫০০৲, মিসেস্ ডি, এন রায় ২৫০৲ মিসেস পি, চাটার্জ্জি ২৫০৲ মিসেস বি, এল চৌধুরী ২০০৲ মিসেস এস্, সি, মুখার্জ্জি ২০০৲ মিঃ নিরঞ্জন সেন ২০০৲ শ্রীমতী হেমলতা সরকার ২০০৲ Hon'ble G. N. Ray, I. C. S. ২০০৲ (পাওয়া গিয়াছে) মিসেস্ পি, কে, রায় ১০০৲ এস, এন, রায়, আই, সি, এস ১০০৲ মিসেস সরোজমোহন বসু ২০০৲ (পাওয়া গিয়াছে) আনন্দমোহন বসুর সন্তানগণ (ভ্রাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে) ২০০৲ (পাওয়া গিয়াছে) মিঃ কান্তিচন্দ্র ঘোষ ২৫৲ (পাওয়া গিয়াছে) মিঃ নিশিকান্ত সেন (পূর্ণিয়া) ২০০৲ মিসেস্ আর সি বোনার্জ্জি ১০০৲ মিসেস্ জ্ঞানদা মজুমদার ২০০৲ মিঃ এস্ ডি গুপ্ত ২৫৲ মিঃ এস, সি মহালানবিশ ৫০৲ মিসেস্ আর, এন রায় ২৫৲মিঃ দীনেশ দাস ২০৲ মিসেস্ মিত্র ৫৲ মিঃ সুশীলকুমার দত্ত ৫৲।

এই সকল সহৃদয় দাতাগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অন্য যে কেহ এই কার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন—মিঃ এন্ সেন, উকীল, দারজিলিং, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। কৃতজ্ঞতার সহিত এই দান গৃহীত হইবে।

নর্থ ভিউ। দারজিলিং
১লা ডিসেম্বর, ১৯২০

শ্রীহেমলতা সরকার
সম্পাদিকা, দাঃ ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী একাধিক নবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে ও সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিতেছেন :—

১লা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী) শুক্রবার—ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাস সমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থে প্রার্থনা।

২রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মপরিবারে ও ছাত্রাবাস সমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থে প্রার্থনা; সায়াহ্নে—উৎসবের উদ্বোধন।

৩রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। অপরাহ্নে—শ্রমজীবিদিগের সংকীর্ত্তন; সায়াহ্নে উপাসনা।

৪ঠা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) সোমবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে—বক্তৃতা।

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে—সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও বক্তৃতা।

৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) বুধবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে বক্তৃতা।

৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে—তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে—ছাত্রসমাজের উৎসব।

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে মন্দিরে মহিলা-দিগের উৎসব। সিটিকলেজ গৃহে পুরুষদিগের জন্য পৃথক উপাসনা হইবে। সায়াহ্নে—বার্ষিক সভা।

১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা; অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। সায়াহ্নে উপাসনা।

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) সোমবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা, —মধ্যাহ্নে—পাঠ ও ব্যাখ্যা। অপরাহ্নে—ইংরাজীতে উপাসনা সায়াহ্নে—উপাসনা।

১২ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্নে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা; শিবনাথ স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন; অপরাহ্নে—আলোচনা। সায়াহ্নে—বক্তৃতা।

১৩ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) বুধবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা।

অপরাহ্নে—রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। সায়াহ্নে ইংরাজীতে উপাসনা।

১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে—উপাসনা। অপরাহ্নে—বালকবালিকা সম্মিলন। সায়াহ্নে বক্তৃতা।

১৫ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে—বক্তৃতা।

১৬ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, অপরাহ্নে—আলোচনা ঐ সায়াহ্নে—ইংরাজীতে বক্তৃতা।

১৭ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। মধ্যাহ্নে—উদ্যান সম্মিলন। সায়াহ্নে—উপাসনা।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৩শে নবেম্বর রামপুরহাট নগরীতে তথাকার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র দাস ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্থান পূরণ করিবার সেখানে আর কেহ নাই। বিগত ২৮শে নবেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার জন্য বিশেষ উপাসনা হয়।

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর পচম্বা নগরীতে পরলোক গত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা অধ্যাপক অভয়চন্দ্র মজুমদার দীর্ঘ-কাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শান্তিধামে গমন করিয়াছেন।

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও পরলোকগত মন্মথনাথ দত্তের পত্নী সুখতারা দত্ত তিনটী কন্যা রাখিয়া ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন। বিগত ১২ই ডিসেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন, জ্যেষ্ঠা কন্যা একটি প্রার্থনা করেন ও কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সুদেবী মুখোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন।

বিগত ৫ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসুর মাতার আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও হরকান্ত বাবু একটি প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রগণ তাঁহাদের মাতাপিতার স্মৃতিরক্ষার্থে একটি স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্য ব্রাহ্মসমাজে ৫০০৲ টাকা প্রদান করিবেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁহার চির-শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

দেওঘর ব্রাহ্ম সমাজ।—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় দেওঘর ব্রহ্ম মন্দিরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ফকির চন্দ্র সাধুখাঁ আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রায় রাজেন্দ্র কুমার বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ফকির চন্দ্র সাধুখাঁ, বাবু জ্যোতিষ চন্দ্র মণ্ডল, বাবু শশীভূষণ রায় বিএ, বাবু রামসহায় লাল, বিএ, এবং বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী রাজার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন সভাস্থলে বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ১৯শে অক্টোবর, ২রা কার্ত্তিক, প্রাতে দেওঘর ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনা হয়। ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৮শে অক্টোবর, সন্ধ্যায় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে বিশেষভাবে ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৩০শে অক্টোবর হইতে ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত দেওঘর ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। ৩০শে অক্টোবর সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন। ৩০শে অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু উপাসনা করেন। সায়ংকালে ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় "ভারতে ধর্ম্মের সংস্কারসাধন" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। ১লা নবেম্বর প্রাতঃকালে ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র "জাতীয় আদর্শ" বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতাতে উচ্চ ও মহৎ চিন্তাই যে জাতীয় উন্নতির মূল তাহা অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিগত ৬ই নবেম্বর, সায়ংকালে ব্রহ্ম-মন্দিরে শ্রীমতী কুলদা চট্টোপাধ্যায় "স্ত্রী-শিক্ষা" বিষয়ে একটী চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উচ্চ শিক্ষিতা নারী কিরূপে গৃহের ও পরিবারের সুখ সচ্ছন্দতা সাধন ও সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সহায়তা করিতে পারেন, তাহা দৃষ্টান্ত সহকারে শ্রোতৃ-বর্গকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

বিগত ৮ই নবেম্বর সায়ংকালে বাবু শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু "সামাজিক সমস্যা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি (১) এক ভগবান, (২) এক দেশ, (৩) এক প্রাণতা, এই তিনটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সামাজিক সমস্যা সকলের সমাধান করিতে শ্রোতৃ-বর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

বিগত ১৩ই নবেম্বর সন্ধ্যাকালে শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, বিএ, "ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নারীজাতির অবস্থা ও কার্য্য" বিষয়ে একটী চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। মাননীয় মিঃ বি, সি, সেন, ভাগলপুরের কমিশনার মহোদয়, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় কার্ত্তিক মাসে ভাগলপুর গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে তিন সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে তিন রবিবার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনে, অপর দিন রঘুনন্দন হলে কথকতা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত সংকীর্ত্তন এবং প্রার্থনাদি করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজের একাধিক সপ্ততিতম উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—

২৩শে অক্টোবর মন্দিরে সায়ংকালে ১৯১৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের তত্ত্বকৌমুদী হইতে "উৎসবের আহ্বান" বাবু অতুলকৃষ্ণ সাহা পাঠ করিলে, সম্পাদক রাজনারাণ বসু মহাশয়ের "কেবলই পরিবর্ত্তন, সকলই অনিত্য" বক্তৃতা পাঠ করেন। ২৪শে অক্টোবর প্রাতে অতুল বাবুর বাড়ীতে, বাবু রজনীকান্ত দে উপাসনা করেন; সায়ংকালে মন্দিরে রজনী বাবু উদ্বোধনের কার্য্য সমাধা করিয়া "প্রাণে আকাঙ্ক্ষা ও ভক্তির উদয় হইলে ঈশ্বর লাভ করা যায়" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ২৫শে অক্টোবর প্রাতে—বাবু শশিভূষণ বসু উপাসনার পর "চঞ্চলতার মধ্যে সত্যপুরুষের আশ্রয়" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সায়ংকালে রজনী বাবু "সাধুজীবন আলোচনার উপকারিতা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২৬শে অক্টোবর প্রাতে—শশিবাবু উপাসনা এবং "সমবেত উপাসনা" সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পর, বাবু দ্বারকানাথ প্রামাণিক "ভক্তি" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—বেলা ৩টার সময় কাঙ্গালী বিদায় শেষ হইলে উপস্থিত বালকদিগের নিকট রজনী বাবু সরল ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ দেন—৫টায় নগর কীর্ত্তন মন্দির হইতে বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে শশিবাবু উপাসনা করিয়া "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দুইটি প্রধান লক্ষ্য" সম্বন্ধে কিছু বলেন। শশিবাবু অনেক হিন্দু ও মুসলমানের সমক্ষে বাজারে ধর্ম্ম বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। বাবু অনাথকৃষ্ণ শীল ও নীরদকুমার দাস ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসম্মিলনী হইতে কলিকাতা ফিরিবার সময় উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসবের কয়েক দিন মহিলারাও মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৭শে অক্টোবর প্রাতে—অতুল বাবুর বাড়ীতে শশিবাবু উপাসনা করেন। যে সকল ভদ্র লোক উৎসব উপলক্ষে অর্থদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্পাদক প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন।

বিক্রমপুর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সভা—কেদারনাথ দাসগুপ্ত গত আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ভরাকর, বেজগাঁ, তেলীরবাগ, কলমা, মুন্সীগঞ্জ, বাহেরক, বিদগাঁ, সোণারঙ, বানারি, বহর, সিদ্ধেশ্বরী, রাজাবাড়ী, দীঘিরপার, গায়োদিয়া, গাউপাড়া, গোরাকান্দা, বড় মোকাম, জৈনসার, শেখর নগর, গৌরগঞ্জ, প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন। ইহারকোন কোন স্থানে উপাসনা. কোথাও বা বক্তৃতা, কোথাও বা ধর্ম্ম বা দেশ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করিয়াছেন। উপরোক্ত স্থানগুলির মধ্যে কেবল বেজগাঁ ও মুন্সীগঞ্জে ব্রহ্মমন্দির আছে। বেজগাঁ "শান্তি-নিকেতনে" শারদীয় ব্রহ্মোৎসব হইয়া থাকে এবং এই উৎসবে কেদার বাবু উপাসনা, পাঠ প্রভৃতি করিয়াছেন। ভরাকর গ্রামে ব্রহ্মমন্দির নাই বটে, কিন্তু এখানে ব্রহ্মোপাসনায় অনেক পরিবারস্থ পুরুষ এবং মহিলা যোগ দিয়া থাকেন। এই গ্রামে যে অচিরে একটী ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শুভ বিবাহ—বিগত ৬ই নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত পার্ব্বতীচরণ দাসগুপ্তের পুত্র শ্রীমান অমূল্যকুমারের ও ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা স্নেহপ্রভার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৭শে নবেম্বর ময়মনসিংহ নগরীতে পরলোকগত অমরচন্দ্র দত্তের কন্যা মুকুলমালার ও পরলোক গত ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্তের পুত্র সুধাংশুমোহনের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতীদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার সহানুভূতি, সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে প্রবল অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও জীবনব্যাপী ব্রাহ্ম-সমাজের সেবার জন্য সর্ব্বত্র পূজিত। উপযুক্ত রূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার, (২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতাগৃহ, (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ, এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারার্থীদিগের জন্য একটি সাধনোদ্যান নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্য্যটিকে শাস্ত্রী মহাশয় অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল কার্য্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচার্য্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামান্য চেষ্টায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্মৃতি-ভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার চেকগুলিতে দুইটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রায়পুর), এন্, জি, চন্দাবারকর (বোম্বে), বি, জি ত্রিবেদী (বোম্বে), আর ভেঙ্কাটা রত্নম্ নাইডু (মাদ্রাজ), অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (পঞ্জাব), জে, আর দাস (রেঙ্গুন), রুচিরাম সানি (পঞ্জাব), এন্, জি, ওয়েলিঙ্কার (হাইদ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য), নীলমণি ধর (আগ্রা), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ), বিশ্বনাথ কর (উড়িষ্যা), হেরম্বচন্দ্র বসু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ), পি, কে, রায়, নীলরতন সরকার, পি, সি, রায়, নবদ্বীপ-চন্দ্র দাস, শশিভূষণ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কামিনী রায়, কানাইলাল সেন, শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র সরকার (বাঙ্গালা), পি, কে, আচার্য্য, ও পি, মহলানবীশ (সম্পাদকদ্বয় ১০ই এপ্রিল), ১৯২০।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Registered No C. 56.

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯১ 31st December, 1920. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পিতা, তোমার প্রেমের ডাক আমাদের জন্য কতবার আসিয়াছে, এখনও আসিতেছে। তোমার করুণা শুধু ডাকিয়াই ক্ষান্ত হয় না; আমাদের শত উদাসীনতা, ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাহা আমাদিগকে তোমার প্রেম সম্ভোগের জন্য চিরদিনই প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছে, এখনও করিতেছে। সম্বৎসর আমরা যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছি, তাহা তোমার উৎসবসম্ভোগের অনুকূল না হইলেও তাহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিতে তুমি ক্ষান্ত নহ। নানা ভাবে নানা দিক দিয়ে তুমি সে জন্য কার্য্য করিতেছ, অন্তরে বাহিরে বিবিধপ্রকার আয়োজন করিতেছ। তোমার কত ভক্ত সন্তানকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ, তোমার সমস্ত জগতকেই সহায় করিয়া দিয়াছ! সর্ব্বোপরি তুমি স্বয়ং অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছ। আমরা অপর নানা বিষয়ে মজিয়া রহিয়াছি বলিয়াই, সে সকল দিকে লক্ষ্য করি না বলিয়াই, সমস্ত যেন জীবনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমরা জানি, তোমার কার্য্য কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। আমরা যদি আপনা হইতে তোমার অধীন না হই, তোমার ঈপ্সিত পথে না চলি, তবে দুঃখ বেদনা পাইয়াই আমাদিগকে ফিরিতে হইবে। আমরা কোনও প্রকারেই দীর্ঘকাল এরূপ 'উদাসীন ভাবে জীবন যাপন করিতে পারিব না, বাহিরের ক্ষণিক সুখে ভুলিয়া থাকিতে পারিব না। তোমার কঠোর বজ্রাঘাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে; তাহা আমাদের সকল মোহ ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে জাগ্রত করিবেই। আমরা আর কত কাল আলস্যে উদাসীনতায় জীবন নষ্ট করিব? হে করুণাময় পিতা, তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের এই দুর্মতি ঘুচাইবে? তুমি আর কতকাল আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে? প্রাণে দারুণ দুঃখ তাপ জাগাইয়াই হউক, আর যেরূপেই হউক, তুমি আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লও। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয় যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়

উৎসবের আয়োজন—বিনা আয়োজনে যখন কোনও কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তখন উৎসবের জন্যও বিশেষ আয়োজন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই হেতু নানা প্রকার আয়োজনের বন্দোবস্তও হইয়াছে—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিবিধ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, বিভিন্ন লোকের উপর বিভিন্ন ভার অর্পিত হইয়াছে, কেহ কেহ দলবদ্ধ হইয়া নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে উষাকীর্ত্তন করিয়া উৎসবের বার্ত্তা ঘোষনায় ও সকলকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাহিরের কতকগুলি আয়োজন বাধ্য হইয়াই করিতে হয়—তাহা না করিলে কোন মতেই কাজ চলে না। কিন্তু তাহার মধ্যেও প্রকারভেদ আছে—কোনও প্রকারে অতি কষ্টে প্রাণহীন ভাবেও সে সকল সম্পন্ন করা যায়, আবার জীবন্ত ভাবে, প্রাণ মনের সকল উৎসাহ ও শক্তি দিয়া, কার্য্যটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুসম্পন্ন করিবার জন্যও চেষ্টা যত্ন করা যায়। নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণহীন প্রথায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা সর্ব্বদাই রহিয়াছে। তখন শত আড়ম্বর সত্ত্বেও সকল বিষয়েই প্রাণ-

হীনতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বাহিরের আয়োজনও উপেক্ষণীয় নহে, তাহাও জীবন্ত ভাবে, সুপরিপাটী রূপে, সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যে কোনও প্রকারে কলের ন্যায় নিয়মিত ও অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলি চালাইয়া লইলেই যথেষ্ট হইল না। বাহিরের কাজ দ্বারা যে শুধু জীবন বা মৃত্যুর লক্ষণই প্রকাশিত হয়, তাহা নহে; উহার দ্বারাই জীবনবিকাশের বা ধ্বংসসাধনের সহায়তাও সাধিত হয়। বাহিরের কাজগুলি সুসম্পন্ন করিতে হইলে যে উৎসাহ উদ্যম, স্বার্থ ত্যাগ, প্রেম, ঔদার্য্য, নিঃস্বার্থপরতা, অভিমানশূন্যতা, কর্তৃত্বস্পৃহাবর্জ্জন ও আত্মসংযম আবশ্যক হয়, তাহা উন্নতি ও কল্যাণসাধনের পক্ষে, মনুষ্যত্ব ও মহত্ব বিকাশের পক্ষে অল্প সহায়তা করে না। সুতরাং বাহিরের কাজগুলির দিকেও, সেগুলি আমরা কি চক্ষে দেখি, কি ভাবে সম্পন্ন করি, তাহার দিকেও, বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেই যে উৎসবের সমস্ত আয়োজন করা হইল, আর কিছু করিবার অবশিষ্ট রহিল না, তাহা নহে। উৎসব যখন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, তখন ভিতরের আয়োজন, অন্তরের আয়োজনই যে সর্ব্ব প্রধান আয়োজন, তাহা আর বলিতে হইবে না। অন্তরের আয়োজনের মধ্যে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বা ব্যাকুলতা যে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সাধারণ ভাবে সমাজমধ্যে ইহার যে বিশেষ অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও বোধ হয় আমাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বে অধিকাংশ লোকের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হইত, এখন যে তাহা অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার প্রবলতাও যে বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই উদ্দেশ্য-সাধনের দুইটি উপায় আছে। এক, উৎসবের আনন্দ ও মাধুর্য্যের, উৎসবদেবতার প্রেম ও দয়ার চিন্তন, জগতে ও জীবনে তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্য ও করুণার নিদর্শন সকল অনুধাবন ও পর্য্যালোচন। অপর, গভীর আত্মপরীক্ষাদ্বারা বিগত ও বর্ত্তমান জীবনের ক্রটি, দুর্ব্বলতা, অভাব সকল সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ে অনুভব করা, অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া শান্তির জন্য অস্থির হওয়া ও আপনার অক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম করা। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় উপায়টির দ্বারাই যে অধিকপরিমাণে এই ব্যাকুলতার প্রাবল্য সংসাধিত হয়, তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই; কেন না, আমরা জীবনের লক্ষ্য হইতে যে কত নীচে পড়িয়া আছি, তাহার প্রেম ও সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও মাধুর্য্য হইতে যে কত দূরে অবস্থিতি করিতেছি, তাহা অন্য কোনও উপায়ে আর এরূপ স্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায় না; সেরূপ অনুভব ব্যতীত গভীর ব্যাকুলতাও জন্মিতে পারে না। অথচ আজ কাল আমাদের মধ্যে এই দ্বিতীয় উপায়টির একান্ত অভাব দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে যেরূপ তীব্র পাপ-বোধ, প্রবল অনুতাপাশ্রুবিসর্জ্জন, আকুল প্রার্থনা ও ক্রন্দন দেখা যাইত, আজ কাল তাহার একান্তই অভাব। এখন আর অনুতাপ ও ক্রন্দনের কোনও হেতু নাই, আমাদের জীবন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, পাপ দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আমরা পূর্ণ-রূপে সুন্দর ও পবিত্র হইয়াছি, মহাভ্রান্তির অধীন হইয়াও, বোধ হয়, এরূপ কথা বলিতে কেহ সাহসী হইবেন না, এরূপ অসত্যভাব কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইবে না। সুতরাং আমাদের জীবনে পাপবোধ, অনুতাপ, প্রার্থনা প্রভৃতির আর স্থান নাই, এরূপ অশ্রদ্ধেয় ভাব কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রাণেই উদয় হইতে পারে না। কাজেই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের চিন্তাহীনতাই, আত্মদৃষ্টির অভাবই, প্রকৃত কল্যাণ বিষয়ে গভীর উদাসীনতাই প্রমাণ করিতেছে, আমাদের অধঃপতনই সূচনা করিতেছে। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব, ইহার একমাত্র কারণ সর্ব্বপ্রকার উন্নতিপ্রয়াসের মূলোচ্ছেদ-কারী গূঢ় আত্মতৃপ্তি। আমরা ভিতরে ভিতরে আপনাদের অবস্থায় বেশ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট আছি, আমাদের লক্ষ্যের কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি। কেন না, অনন্ত উন্নতিপ্রয়াসী কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে এরূপ আত্মতৃপ্তি কোনও অবস্থাতেই সম্ভবপর নয়, খুব উন্নত অবস্থায়ও নয়—তাহার উন্নতির যে চরম সীমা নাই। এরূপ উদাসীনতা, চেতনাহীনতা মৃত্যুরই লক্ষণ; ইহাদ্বারা গভীর মোহনিদ্রাই সূচিত হইতেছে। এ মোহনিদ্রা আপনাপনি অপগত হইবার নহে। উহা দূর করিতে হইলে কঠোর সাধনা চাই। গভীর আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষা, পবিত্রস্বরূপ জীবনদেবতার নিকট উপবেশন ও আত্মনিবেদন ব্যতীত চেতনা জাগিবে না, অবস্থাবোধ জন্মিবে না, প্রাণে অভাববোধ ও আকুল প্রার্থনার উদয় হইবে না। উৎসবের সকল আয়োজনের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। ইহা না হইলে অপর সকল আয়োজন কখনও উৎসবকে প্রকৃত পক্ষে ফলপ্রদ করিতে পারিবে না। আর একটি কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে—আমাদের উৎসব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে। উহা যেরূপ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর নির্ভর করে, সেরূপ সকলের সমবেত চেষ্টার উপরও নির্ভর করে। সমবেত চেষ্টা যে প্রেম ও সহানুভূতি, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, পরস্পরের সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের উদারতা ও প্রশস্ততা, আপনার সুখ সুবিধা অপেক্ষাও অপরের সুখ সুবিধার দিকে অধিকতর দৃষ্টিপ্রদান, সমগ্রের কল্যাণের জন্য হৃদয়ের আকুলতা ব্যতীত সফল হইতে পারে না, তাহা আর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের সকলের মঙ্গলামঙ্গল এমনই ভাবে একসূত্রে গ্রথিত যে, আমাদের দোষক্রটির ফল, অবহেলা উদাসীনতার ফল ব্যক্তিগতভাবে শুধু নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে না, অপর সকলকেও, সমগ্র সমাজকেও ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। এই সকল বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা বিশেষ ভাবে উৎসবকে সফল করিবার প্রকৃত আয়োজনে সকলে নিযুক্ত হই। করুণাময় পিতা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন, আমাদিগকে প্রকৃত অবস্থা অনুভব করিতে, যথার্থ ভাবে উৎসবের আয়োজন করিতে সমর্থ করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন।*

সাধনাশ্রমের মাসিক বিশেষ উপাসনা, যাহাকে উৎসব নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার দিন আজ। সাধনাশ্রম নামেই এখন আশ্রম পরিচিত; কিন্তু উহার ইংরেজী নামে ইহাকে পরিচারকাশ্রম অর্থাৎ পরিচারক ও বিদ্যার্থী পরিচারকগণের বাসস্থান বলিলেই ঠিক হয়। সাধনাশ্রম নামটা যেন খুব একটা বড় ব'লে মনে হয়। যাহা হউক, এখন আমি আশ্রমবাসী ভাইদিগকে বলিতেছি, উৎসব করিতে আসিয়াছ, সর্ব্বাগ্রে নিজ নিজ অন্তর পরীক্ষা কর, তোমরা আশ্রমবাসী ব'লে উৎসব করিতে পার কিনা, তোমরা পরস্পর প্রেমেতে মিলিতে পারিতেছ কিনা, তোমাদের সব ব্যবহারে প্রেমের আদান প্রদান অনুভব কর কিনা। যদি কর, উৎসব সফল হইবে; নতুবা একটা কপটতাপ্রকাশ হইবে, ধর্ম্মরাজ্যে তাহা স্থান পাইবে না। আমি এসব কথা কেন বলিতেছি, তাহা তোমরা অনুভব করিতে পারিতেছ; তাই বেশী কিছু বলিলাম না। জগতে সকলে মহাজনদিগকে ভালবাসে, কিন্তু পরস্পরকে ভালবাসিতে শিখে না, বা এখানেই শিক্ষার একটা দোষ থাকে। এই দোষেই শেষে সব ধর্ম্মে দলাদলি হয়, লোকে ধর্ম্ম করিতে আসিয়া শেষে অধর্ম্ম করিয়া ফেলে।

আশ্রমবাসিগণ, তোমরা প্রেমেতে পরস্পর মিলিত হও। তোমরা জগতে ধর্ম্মশিক্ষক ব'লে পরিচিত বা শিক্ষার্থীরা পরে পরিচিত হইবে। যাহা শিখিয়াছ, যদ্দ্বারা জীবন গঠিত হইয়াছে, তাহাই ত মুখে এবং জীবনে শিখাইবে; নতুবা অন্যের কথায়, ধারকরা কথায়, আর কত দিন চালাইবে? আমি জানি তোমরা সকলে পণ্ডিত নও; তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু যদি জানি তোমরা ঈশ্বরে নির্ভরশীল নও, তোমরা সেবাকে ভৃত্যের কায মনে কর, তোমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের চক্ষে দেখ না; যদি শুনি তোমাদের মধ্যে বিনয় নাই, ত্যাগ নাই, সহিষ্ণুতা নাই,তাহা হইলে জীবনে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকেবে না। লোক নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার; তবু ঈশ্বরে দৃষ্টি রাখিয়া কায করিতে পারিলে, একার্য্যে সফলতা আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা—জীবে ব্রহ্মবুদ্ধি মহাপাপ। প্রাচীন সাধুরা এ কথা বলিয়াছেন; তোমরা বলিবে সৃষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞান মহাপাপ। দ্বিতীয় শিক্ষা এই—ব্রহ্মকে লাভের জন্য আধ্যাত্মিক উপাসনাই শ্রেষ্ঠ পথ; ইহার ভিতর নূতন পথ আরাধনা। বাহ্য পূজাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মাচার্য্যেরা অধম বলিয়াছেন; সকল ধর্ম্মই নামসাধন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাধন গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তোমরা বলিবে স্বরূপসাধন কর; একটী নাম নয়, অনন্তস্বরূপের স্বরূপ সাধনই এখন শ্রেষ্ঠ সাধন।

মানব জাতিকে ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান জ্ঞানে ভাই ভগ্নির ন্যায় ব্যবহার করিবে। আহারে বিহারে, আদানে প্রদানে, ইহা প্রকাশ পাইবে। এ শিক্ষা এ দেশে, কি অপর সকল দেশে, সকল ধর্ম্মেই, ভাল ক'রে ফোটে নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এ শিক্ষা অতি মহৎ শিক্ষা।

এসব পুরাতন কথা কেন বলিতেছি? কথা পুরাতন হইলেও, যতদিন শিক্ষকের জীবনে ইহা ভাল ক'রে না ফোটে, ততদিন সমাজমধ্যে ইহার বিকাশ অসম্ভব। তাই তোমাদিগকে বলিতেছি, সাধন দ্বারা ইহাকে জীবনগত কর, কার্য্যে ইহাকে জীবনে দেখাও, উত্তম শিক্ষক হইবে। আশ্রম রান্নাঘর, ইহা মনে রাখিয়া রাঁধিতে শিখ, সেই সব খাদ্য সম্মুখে ধর যাহা পাইয়া, যাহা খাইয়া, নরনারী প্রেমময় পিতার জয়গান করিতে সমর্থ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা সফলতা লাভ করিবে, ব্রাহ্মসমাজ সকলের প্রিয় স্থান হইবে। যদি ঈশ্বরের কার্য্যের ভার লইয়াছ, জীবন দিয়া সে কায কর, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ব্রাহ্মসাধারণকে বলি, ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন সাধনাশ্রমবাসীদিগের বিশেষ কার্য্য হইলেও, ইহা একমাত্র তাঁহাদেরই কার্য্য নহে। সকলকেই এ ধর্ম্ম জীবনে সাধন করিতে হইবে। এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজ, এই জন্যই উপাসক মণ্ডলী। সকলে আপনাদের জীবন দ্বারাই এ ধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করুন। ঈশ্বরের ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

* সাধনাশ্রমের মাসিক উৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

কীর্ত্তণ সোহিলা।

শিখ দিগের এই নিয়ম যে প্রত্যূষে প্রথম 'জপজীর' পাঠ ও তাহার পর 'আসাদি ধায়ের' গান। সন্ধ্যার সময় 'রহ রাগ' পাঠ ও তাহার পর শুইবার সময় 'কীরতন সোহিলার' পাঠ করিয়া নিদ্রা যাইবে। সোহিলার অর্থ যশ, গুণানুবাদ। মেকলিফ সাহেব বলেন শোবার বেলা গান করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম সোহিলা সোবন বেলা রাখা হইয়াছে। এ অর্থ অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। সোহিলায় প্রথম গুরুর তিনটী বাণী, চতুর্থ গুরুর একটী বাণী ও পঞ্চম গুরুর একটী বাণী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গুরু নানকের প্রসিদ্ধ আরতি "গগন ময় থাল" ইহারই অন্তর্গত। নানকদেব যখন জগন্নাথ পুরী গমন করেন, তথায় ঠাকুরের আরতির আড়ম্বর দেখিয়া তাঁহার প্রাণ সত্য জগতনাথের আরতির জন্য ব্যস্ত হয়। তখন তিনি এই আরতি গান করিয়াছিলেন।

অনুবাদে নিম্ন লিখিত পুস্তকের সহায়তা লইয়াছি :—

১ গ্রন্থ কোষ। ২ ট্রাম্প সাহেব কর্ত্তৃক আদি গ্রন্থের অনুবাদ। ৩। মেকলিফ সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদ। ৪। ভাই দয়ারাম কৃত উর্দ্দু অনুবাদ। ৫। ভার প্রকাশনী টীকা। ৬। পঞ্জগ্রন্থী সটীক ভাই বহাদর সিংহ কৃত। ৭। গুরুমত প্রভাকর ভাই কাহ্নসিংহ কৃত।

কীরতন সোহিলা

সোহিলা রাগ গউড়ী দীপকী মহলা ১।

১ ওঁ সত গুর প্রসাদি। জৈ ঘর কীরত আখী ঐ

করতে কা হোই বীচারো।

তিত ঘর গাবহ সোহিলা সিবরহ সিরজণ হারো। ১।

তুম গায়হ মেরে নিরভউকা সোহিলা।

হউ বারী জিত সোহিলৈ সদা সুখ হোই। ১।

(১) ঘর অর্থ গৃহ পরিবার; কেহ কেহ অর্থ করেন সৎসঙ্গ, ভগবানের গুণানুবাদের জন্য মণ্ডলী।

রহাউ।

নিত নিত জীঅড়ে সম্হালী অন দেখৈগা দেবন হার।

তেরে দান কীমত না পবৈ তিস দাতে কবণ সুমার। ২

সংবত সাহা লিখিআ মিল কর পাবহ তেল।

দেহ সজ্জন অসীসড়ীআঁ জিউ হোবৈ সাহিব সিউ মেল। ৩।

ঘর ঘর এহো পাহুচা সদড়ে নিত পবন।

সদন হারা সিমরীঐ নানক সে দিহ আবন। ৪। ১। ২০।

ভাবানুবাদ।

ভগবদ্যশঃ গান। বা ভগবদ্ গুণানুবাদ।

সোহিলা রাগ গউড়ী দীপক

প্রথম গুরুর বাণী।

এক ওঁকার সৎ গুরু পরমেশ্বরের কৃপায়।

যে গৃহে ভগবৎ কীর্ত্তন হয় ও ভগবৎ কথার আলোচনা হয় সেই গৃহে (সোহিলা) গুণানুবাদ গাইয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ করো। ১।

তুমি আমার অভয় মূরতি দেবতার গুণানুবাদ গান করো।

আমি সেই স্তোত্রের (সোহিলার) বলিহারি যাই, যাহা গান করিলে সর্ব্বদা সুখ হয়।

রহাউ। (Pause)

নিত্য নিত্য জীবের রক্ষা হইতেছে; দাতা তোমার অভাবও দেখিবেন।

তোমার দ্বারা তাঁহার দানেরই মূল্য হয় না। সেই দাতার মহিমা তুমি কি গণনা করিবে?

বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির হইয়াছে, সকলে মিলিয়া তেল দাও।

সাধু ভক্তেরা আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমার স্বামীর সহিত মিলন হয়।

গৃহে গৃহে এই নিমন্ত্রণ আসিতেছে, নিত্য নিত্য আহ্বান আসিতেছে।

নানক বলেন, সেইদিন আসিবার পূর্ব্বেই আহ্বানকারীকে স্মরণ করো ৪। ১। ২০।

---

(২) গুরু নানক ভগবানকে "নিরভউ" বলিয়াছেন; ইংরাজি অনুবাদকেরা ইহার অর্থ Fearless করিয়াছেন। যাঁহাকে দেখিলে ভয়ের ভাব হয় না, যাঁহার নিকট যাইতে ভয় হয় না, কিম্বা যিনি আমাদের প্রাণের সকল ভয় দূর করেন, আমার এই অর্থ সহজ বলিয়া বোধ হয়। ভগবান ত ভয় শূন্য আছেনই, তাঁহার আবার কাহাকে ভয়?

(৩) কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন তোমার দানের মূল্য হয় না।

(৪) বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত রীতি—বিবাহের পূর্ব্বে আত্মীয়েরা মিলিত হইয়া বরকন্যাকে তৈল হরিদ্রা প্রদান করেন। শিখেরা বিবাহের ভাবার্থ মৃত্যু করিয়াছেন; দিনও রাত্রি তাঁহার আহ্বান বাণী।

(৫) সে দিহ আবন—ট্রাম্প ও মেকলিফ সাহেব ইহার অর্থ করিয়াছেন That day is approaching.

রাগ আসা মহলা ১।

ছিঅ ঘর ছিঅ গুর ছিঅ উপদেস।

গুর গুর একো বেস অনেক। ১

বাবা জৈ ঘর করতে কীরত হোই।

সো ঘর রাখ বডাঈ তোহি। ১

রহাউ

বিসুএ চসিআ ঘরিআঁ পাহরা থিতী বারী মাহ হো আ।

সূরজ একো রুত অনেক।

নানক করতে কে কেতে বেস। ২। ৩০।

ভাবানুবাদ।

ছয় শাস্ত্র, ছয় জন উপদেষ্টা, ছয় প্রকারের উপদেশ আছে।

গুরুর গুরু এক ভগবান, তাঁহার অনেক বেশ। ১

হে ভাই যে শাস্ত্রে কর্ত্তার কীর্ত্তি আছে।

সেই শাস্ত্র মানো। ইহাতেই তোমার মহত্ত্ব।

রহাউ। (Pause)

নিমেষ, মুহূর্ত্ত, ঘণ্টা, প্রহর, তিথি, বার, মাস ভিন্ন ভিন্ন হইল।

সূর্য্য এক ঋতু অনেক

নানক বলেন, সৃষ্টিকর্ত্তার কত বেশ!

রাগ ধনাসরী মহলা ১।

গগন মৈ থাল রবি চন্দ দীপক বনে তারিকা মণ্ডল জনক মোতী।

ধূপ মলআনলো পবন চবরো করে সগল বন রাই ফুলন্ত জোতী।১

কৈসী আরতী হোই

ভবখণ্ডনা তেরী আরতী।

অনাহত সবদ বাজন্ত ভেরী।১।

(১) এখানে ঘরের অর্থ শাস্ত্র। হিন্দুদিগের ছয় শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, যথা—১ ন্যায় ২ মীমাংসা ৩ পাতঞ্জল ৪ বৈশেষিক ৫ সাংখ্য ৬ বেদান্ত

(২) বাবা—শিখেরা অর্থ করেন "ভাই"। ট্রাম্প সাহেব লিখিয়াছেন বাবা is an endearing address to a junior (even to a girl)। মেকলিফ সাহেব অর্থ করিয়াছেন Father। এই জন্য সমস্ত পংক্তির অর্থ অন্যরূপ হইয়াছে; তিনি অর্থ করিয়াছেন, O father, preserve the system in which the creator is praised; আর নোটে লিখিয়াছেন The meaning is that Guru Nanak rejects the Hindu systems. মেকলিফ সাহেব আগাগোড়া শিখ দিগকে হিন্দু হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন

(৩) ১৫ বার চক্ষু স্পন্দনে এক বিসা; ১৫ বিসা = ১ চসা; ৩০ চসা = ১ পল; ৬০ পল = এক ঘড়ী; ৭॥ ঘড়ী = ১ প্রহর।

(৪) সূর্য্যের প্রকাশেই নানা ঋতু, মাস, দিন প্রভৃতি হয়। সেই প্রকার ভগবানের প্রকাশক নানাশাস্ত্র। তাহাদের কার্য্য ভগবানকে প্রকাশ করা, তাঁহাকে লুপ্ত করা নয়। নানকদেব উপদেশ করিলেন, বৃথা শাস্ত্রের ঝগড়ায় বিব্রত হইওনা, ভগবানকে ডাকো ও দেখো তাঁহার প্রকৃতিতে, শাস্ত্রে ও স্বীয় আত্মায়।

(৫) মণি মুক্তা জড়িত সুবর্ণ থালায় আরতির সামগ্রী সুসজ্জিত ছিল; তাহা দেখিয়া নানক গাহিলেন। গ্রন্থকোষে আছে জনক শব্দের অর্থ ১ অনুমানকর ২ জড়িত enchased; মেকলিফ সাহেব লিখিয়াছেন enchased। এই আরতির প্রথম অংশ ব্রহ্মসঙ্গীতে জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

রহাউ

সহস তব নৈন নন নৈন হহি তোহি

কউ সহস মূরতি ননা এক তোহী।

সহস পদ বিমল ননা এক পদ

গন্ধ বিন সহস তব গন্ধ ইব চলত মোহী ।২

ভাবানুবাদ।

সমস্ত গগন থালা, রবি ও চন্দ্র প্রদীপ হইয়াছে, তারকা মণ্ডল বিজড়িত (ঝকমকে) মুক্তা।

মলয় পর্ব্বতের বায়ু ধূপ ; পবন চামর করিতেছে ; হে জ্যোতিঃ-স্বরূপ সমস্ত বনরাজী তোমাকে ফুল উপহার দিতেছে।

হে ভবহারী কি সুন্দর তোমার আরতি হইতেছে !

অনাহত শব্দ ভেরী রূপে বাজিতেছে ।১

রহাউ। (pause).

সহস্র তোমার নয়ন, অথচ তোমার নয়ন নাই।

কত সহস্র তোমার মূরতি, অথচ এক মূর্ত্তিও তোমার নাই।

সহস্র তোমার বিমল পদ, অথচ তোমার কোন পদ নাই।

নাসিকাবিহীন তুমি, অথচ সহস্র তোমার নাসিকা। এই চরিত্রের দ্বারা আমাকে মোহিত করিয়াছ।

সভ মহি জোত জোত হৈ সোই।

তিস কৈ চানণ সভ মহি চানন হোই।

গুর সাখী জোত পরগট হোই।

জো তিস ভাবৈ সু আরতী হোই ।৩

হরি চরণ কমল মকরন্দ মনো অনদিনো মোহি আহী পিআসা।

ক্রিপা জল দেহি নানক সারিংগ কউ হোই জাতে তেরৈ নাম বাসা। ৪।১।৭।৮।

ভাবানুবাদ।

হে জ্যোতি। তোমার জ্যোতিই সকলের মধ্যে প্রকাশিত। তাঁহার আলোকেই সকল আলোকিত হইয়াছে।

গুরুর উপদেশ দ্বারা সেই জ্যোতি অন্তরে প্রকাশিত হয়।

যাহা তোমার মনোমত উহাই প্রকৃত আরতি। ৩

হরি চরণকমলমকরন্দলোভিত আমার মন, অনুদিন আমি পিপাসা যুক্ত।

নানক বলেন, আমার মন চাতককে কৃপাবারি দান কর, যাহার দ্বারা তোমার নামে আমার নিবাস হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে।

ধূপ মলয়ানিল পবন চামর করে, সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতিরে।

কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরীরে।

(১) সগল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতিঃ—ট্রাম্প সাহেব ইহার অর্থ করিয়াছেন The whole blooming wood is the flames (of the lamps).

(২) সর্দ্দার কাহ্নসিংহ জোতীর অর্থ করিয়াছেন হে মহা প্রকাশবান! ভবখণ্ডনার অর্থ তিনি করিয়াছেন জন্ম মরণ মিটাইবার স্বামী।

(৩) শব্দ পঞ্চ প্রকারের যথা (১) তারের শব্দ (২) ঢোলের শব্দ (৩) কাঁশির শব্দ (৪) ঘড়ার শব্দ (৫) বাঁশির শব্দ। অনাহত শব্দ এ সকল শব্দের অতীত। মেকলিফ সাহেব ইহার অর্থ করিয়াছেন unbeaten strains of ecstasy.

(৪) সোই শব্দের অর্থ শোভা

(৫) ট্রাম্প সাহেব সারিংগের অর্থ deer করিয়াছেন; মেকলিফ সাহেব তাঁহার পুস্তকে চাতকের ছবি দিয়া লিখিয়াছেন the sarang is the pied Indian Cuckoo, is also known under the names of Chatrik and Papiha.

বিবাহে পূর্ণাঙ্গতা

যে বিবাহে ব্যক্তি, সমাজ, ও রাজবিধি লঙ্ঘিত হয় না, তাহাই পূর্ণাঙ্গ বিবাহ। যাহারা বিবাহিত হইতে যাইতেছেন, তাহাদের উভয়ের প্রীতি ও সম্মতি অত্যাবশ্যক ; কারণ, মনোনয়ন ব্যতিরেকে দায়িত্ব হয় না এবং দায়িত্ববোধবিহীন কর্ম্ম কদাপি জ্ঞানসম্পন্ন মানবের কর্ম নহে ; ইহাতে সম্বন্ধের দৃঢ়তা হয় না ; বস্তুতঃ সে কর্ম নীতিমূলকও হইতে পারে না। যে কার্য্য আমাকে বিচারপূর্ব্বক ও সম্মতি সহকারে করিতে হয় না, সে কার্য্যের জন্য আমি দায়ী হইতে পারি না। এই জন্যই সম্প্রদানমূলক বিবাহ প্রকৃত বিবাহ নহে।

মনোনয়ন সহজ ব্যাপার নহে। কেবল ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া মিলিত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিলেই মনোনয়ন হয় না। ভাব ত চালক নহে, উহার চালাইবার অধিকার নাই ; ভাব অন্ধ, জ্ঞানই স্বভাবতঃ মানবের চালক। মনোনয়ন প্রকৃত হইতে হইলে স্থিরচিত্তে যোগ্যতার বিচার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব প্রকৃত মনোনয়নে পারিবারিক, সামাজিক বিধির প্রতি প্রখর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যে স্থলে পারিবারিক কল্যাণ, সামাজিক অতি কল্যাণকর বিধি ব্যবস্থা অতিক্রম করা হয়, সে স্থলে কেবল ভাবই চালক, ধর্ম্মবুদ্ধি নহে। এরূপ কার্য্যদ্বারা কেবল স্বীয় অসংযম এবং কল্যাণবিমুখতাই প্রকাশ পায়, অসংযত প্রবৃত্তিকে প্রীতিজ্ঞানে বহু অনিষ্ট সাধিত হয়। যাঁহারা বিবাহদ্বারা পরিবার গঠন করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে পারিবারিক কল্যাণকর বিধি লঙ্ঘন করা কেবল আত্মদ্রোহিতা নহে, দৃষ্টান্তদ্বারা অবৈধতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার আনয়ন। কোন সুশিক্ষিত সংযত ব্যক্তি কখনও এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

যে মনোনয়ন জনক জননীর অকৃত্রিম স্নেহ ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করে, সে মনোনয়ন প্রকৃত মনোনয়ন নহে। যে পুরুষ বা নারীর এতটা সংযম আছে যে, প্রয়োজন বোধ হইলে, নিজ হৃদয়কে প্রত্যাহার করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে মনোনয়নের অধিকারী ; যে আপনাকে শাসন করিতে পারেনা, সে মনোনয়নের অধিকারী নহে। সমাজ সম্বন্ধেও সেই কথা ; তোমাকে চিরদিন সামাজিক হইয়া থাকিতে হইবে, তুমি কখনও সামাজিক মঙ্গলকর বিধি সকল লঙ্ঘন করিয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে পারনা। সে গুলি তোমার নিজের এবং যাহাদের মঙ্গলের সহিত

তোমার মঙ্গল অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য অবশ্য-পালনীয়। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন নিজেরই গৃহে আগুন লাগাইয়া আনন্দিত হয়, অসংযতাচারী প্রবৃত্তিপরিচালিত ব্যক্তিদিগের অবস্থাও সেইরূপ।

রাজশাসন ব্যতীত যখন বিবাহ নিরাপদ হয় না, তখন বিবাহার্থী বিবাহ ব্যাপারে কখনও রাজবিধিও লঙ্ঘন করিতে পারেন না; যদি করেন, তাহা হইলে তিনি প্রয়োজন হইলেও রাজবিধির আশ্রয় লইতে পারিবেন না, দুর্দ্দান্ত ব্যাভিচারীর হস্ত হইতে পবিত্র বিবাহ সম্বন্ধ রক্ষা পাইবে না। যে রাজবিধি মঙ্গলকর, তাহা রাজবিধি হইলেও ভগবানেরই বিধি; কারণ, সব মঙ্গলই মঙ্গলস্বরূপের মঙ্গলভাব হইতে প্রসূত হয়। অতএব রাজবিধিকে অনৈশ্বরিক জ্ঞানে পরিহারের চেষ্টা কদাপি সমীচিন সুযুক্তিসিদ্ধ নহে। সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকর বিধির অধীন হওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্বের নিদান ও নিদর্শন।

সর্ব্বোপরি বিবাহে সর্ব্বমঙ্গলদাতা ঈশ্বরের স্মরণও এবং তাঁহাকেই সকল শুভ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ও সিদ্ধিদাতা জানিয়া তাঁহার পরম মঙ্গল ভাব হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টাও, সরলহৃদয় প্রকৃত মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। যাঁহারা সর্ব্ববিধ শুভ অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের প্রবর্ত্তনা অনুভব করেন না, তাঁহারা অদ্যাপি মঙ্গলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। সব শুভ কার্য্যেই যে তাঁহার মঙ্গলচ্ছায়া পড়িয়াছে, সব শুভ যে তাঁহারই দিকে লইয়া যায় বলিয়াই শুভ, তাহা সকলেরই নিবিষ্টচিত্তে চিন্তাদ্বারা নিরূপণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাসী হওয়া অত্যাবশ্যক। ঋষিরা যে বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া সব সুখ ভোগ কর', ইহার তাৎপর্য্য অতি গভীর। সব সুখই যে তাঁহারই প্রসাদ, তাঁহারই মঙ্গল স্বরূপের প্রকাশ, তাহা অনুভব করিলে সুখ ভক্তির আকার ধারণ করিয়া হৃদয় মন পবিত্র করে, সম্বন্ধকে মধুরতর, পবিত্রতর করে—এই গূঢ়তত্ত্ব অনুভব করা মহা সৌভাগ্যের কথা, এবং ইহাই প্রকৃত জীবন।

বিবাহ এক মহাব্রত, জীবনের মহত্তম ব্রত। ইহাতে ঈশ্বরের প্রেরণা অনুভব না করিলে, বিবাহিত জীবনের অতি গুরু কর্ত্তব্য সকল পালন করা সুকঠিন হয়। কেবল সুখভোগলিপ্সা যাহার প্রবর্ত্তক সে কখনই সে সকল সমুচিতরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া যে সুখ, সে সুখ মানবের যোগ্য নহে, তাহা পাশবিক সুখ। অতএব বিবাহ বা অন্য কোন ব্যাপার ধর্ম্মহীন হইয়া সম্পাদন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মজীবনের প্রত্যেক কার্য্যই ব্রহ্মাভিমুখী হওয়া আবশ্যক। অতএব ব্রহ্মনাম ও ব্রহ্মোপাসনা বিহীন বিবাহ কদাপি ব্রাহ্মবিবাহ নহে, প্রকৃত বিবাহই নহে, কারণ ইহাতে সত্যকে অস্বীকার করিয়া মানবত্ব হইতে স্খলিত হইতে হয়।

ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবনের কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, তাঁহার চরণে যেন সতত বিশ্বস্ত থাকি।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।

(১২)

ব্রাহ্মপল্লীর সূত্রপাত।

সম্মিলিত উপাসনা ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষত্ব। তাহারই জন্য সাধারণ ভজনালয়ের প্রয়োজন। এক সঙ্গে এক মন্দিরে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে উপাসকগণের সাধন-ভজনের যেমন উন্নতি হয়, জনসাধারণের সম্মুখে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রকাশ করিবারও তেমন সুবিধা হয়। বাস্তবিক এই সাধারণ ভজনালয়ে প্রকাশ্য উপাসনার দ্বারা একদিকে ধর্ম্মসাধন ও অন্য দিকে ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমরা যখন ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছিলাম, তখন একটী ব্রাহ্ম-পল্লী সংস্থাপন করিয়া এক সঙ্গে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষাও প্রাণে জাগিয়াছিল। সাধন এবং প্রচারের জন্য ব্রহ্মমন্দির যেমন আবশ্যক, পরিবার গঠন ও সন্তান শিক্ষার জন্য পল্লীসংস্থাপনও তেমন আবশ্যক মনে হইল। কয়েকটী পরিবার এক স্থানে মিলিত হইয়া থাকিলে পরস্পরের ধর্ম্মসাধনের যেমন সুবিধা, সময়ে অসময়ে, সুখে দুঃখে, পরস্পরের সহানুভূতি ও সহায়তা-লাভেরও তেমন সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্ম পল্লী সংস্থাপনের চেষ্টায় নিযুক্ত হইলাম। প্রথম চিন্তা হইল, কাহারা পল্লীতে বাস করিবেন? আত্মীয়, বন্ধু এবং সহধর্ম্মী কয়েক জনের নিকট পত্র লিখিয়া বা জিজ্ঞাসা করিয়া খবর লওয়া হইল এবং আমরা সাত জন এক সঙ্গে এক স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিব সঙ্কল্প করিলাম। যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে এদেশে বাস করিতেছেন, তেমন বিদেশাগত বন্ধুগণের সহযোগিতা ইহাতে পাওয়ার কোনও কারণ ছিল না। এ দেশ-বাসীর মধ্যে আমরা মাত্র দুই জন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। কিন্তু আরও কয়েকজন উৎসাহী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও আমাদের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রাহ্ম জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও এই সঙ্কল্পে যোগ দান করিলেন। বাবু অতুল চন্দ্র দত্ত এবং বাবু ভগবান চন্দ্র সেন মহা উৎসাহী যুবক এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে তখন দূরে দূরে ছিলেন; কিন্তু দেশে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া-ছিলেন। তাঁহারা এই ব্রাহ্ম পল্লী স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। স্থানীয় বালিকা স্কুলের শিক্ষক বাবু কমল চন্দ্র সেনও ব্রাহ্ম পল্লীতে বাস করিবার ইচ্ছুক হইলেন। বাবু নবীনচন্দ্র চৌধুরী এবং বাবু গুরুদাস শীল সহ আমরা সাত জন একত্র হইয়া পল্লী স্থাপন করিয়া এক সঙ্গে বাস করিব, এই স্থির করিলাম।

দ্বিতীয় কথা, এরূপ স্থান কোথায় পাওয়া যায়? অনুসন্ধান করিয়া ইহার উপযুক্ত একটী স্থান পাওয়া গেল এবং তাহার বন্দোবস্ত পাওয়ারও সুবিধা করা হইল। এই স্থানটী সহরের মধ্য স্থলে অথচ নাগরিক কোলাহল হইতে মুক্ত। ইহার দুই দিকে পাহাড় থাকাতে সহরের কোন প্রকার কোলাহল বা উৎপাত ইহাতে নাই। অথচ সহরের সকল সুবিধা ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা একটী উন্নতিশীল সহরের কোন স্থলে

বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সুদূর শান্ত পল্লীর সকল সুবিধা এবং সৌন্দর্য্য এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবানের কৃপায় এই স্থান প্রাপ্ত হইয়া আমরা খুব আনন্দিত হইলাম। আমাদের এক আত্মীয় বাবু অখিলচন্দ্র গুহ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই জমী মাপিয়া আমাদের পরামর্শানুসারে ভাগ করিয়া দিলেন। মধ্য স্থলে একটী পুষ্করিণী থাকিবে, তাহার চারিদিকে সাত জন ব্রাহ্মের বাড়ী নির্ম্মিত হইবে, এইরূপ নক্সা প্রস্তুত করা হইল এবং জমী বন্দোবস্ত করা হইল; জমীদার সমস্ত জমী আমাকে বন্দোবস্ত দিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন। কিন্তু বন্ধুদিগকে আমার অধীন করিয়া রাখিতেও ইচ্ছা হইল না, কিছু অধিক টাকা পাইয়া লাভ করিতেও ইচ্ছা করিলাম না। তাই সকলকে আনাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

আমাদের সঙ্কল্প সম্পূর্ণ সফল না হইলেও ব্রহ্ম কৃপায় ব্রাহ্মপল্লী স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা এই পল্লীতে বাস করিবার জন্য প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ আসেন নাই। কেহ কেহ বা আর এই পৃথিবীতে নাই। কিন্তু এখনও এই পল্লীতে ৮টী ব্রাহ্ম পরিবার বাস করিতেছেন। ভগবৎ কৃপায় আমরা তাহাতে উপকৃতও হইতেছি। মহিলারা স্বচ্ছন্দে পরস্পরের গৃহে যাতায়াত করিতেছেন; বালক বালিকাগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শ সম্মুখে দেখিতেছে এবং সকলেই সুখে দুঃখে পরস্পরের সহায়তা লাভ করিতেছি। কোনও কোনও বিষয়ে কিছু কিছু অসুবিধা নিবারণ করার সুযোগ না হইলেও আমরা ইহাতে পরমোপকার লাভ করিতেছি। বালকবালিকাগণের সম্মুখে যে সামাজিক আদর্শ, ধর্ম্মানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে, ইহাই সমধর্ম্মী বন্ধুগণের এক পল্লীতে বাস করিবার সর্ব্বপ্রধান সুযোগ। ভগবৎ কৃপায় চট্টগ্রামে ব্রাহ্ম পল্লী স্থাপন করিয়া আমরা এ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।

নানক বাণী—(৪)

৬

সলোক

মূল

কুবুধ ডুমণী কুদইআ কসাইণ পরনিন্দা ঘট চুহড়ী মুঠী ক্রোধ চণ্ডাল।

কারী কঢী কিআ থীঐ জা চারে বৈঠীআ নাল।

সচ সংজম করণী কারা নাবণ নাউ জপেহী।

নানক অগৈ উতম সেঈ জি পাপী পন্দন দেহী।

কিআ হংস কিআ বগলা জাকউ নদর করেই।

জো তিস ভাবৈ নানকা কাগহ হংস করেই।

কীতা লোড়ীঐ কম্ম সুহরি পহ আখীঐ।

কারজ দেই সবার সতগুর সচ সাখীঐ।

সন্তা সংগ নিধান অম্রিত চাখীঐ।

ভৈ ভনজন মিহরবান দাসকী রাখীঐ।

নানক হরি গুণ গাই অলখ প্রভ লাখীঐ।

শ্লোক।

ভাবানুবাদ।

জাতি বিচার।

কুবুদ্ধি ডোম জাতীয়া স্ত্রীলোক, কুদয়া কশাই স্ত্রী, পরনিন্দা মেথরাণী এবং ক্রোধ চণ্ডালের কবলে।

যখন এই চার জন সঙ্গে বসিয়া তখন একটা আঁক দিয়া স্বতন্ত্র স্থানে বসিলে কি হইবে?

সত্যবচন সংযম, জীবনের চরিত্র ঘেরা দেওয়া স্থান, নাম জপ স্নান।

নানক বলেন, পরলোকে সেই উত্তম, যে পাপের পথে পা দেয় না।

যাহার উপর ভগবানের কৃপা হয় তাহাকে হংসই বল বা বকই বল, কিছু আসে যায় না।

যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তিনি কাক (অতি মলিন)কেও হংস (অতি উজ্জ্বল) করিতে পারেন।

যে কার্য্য করিতে হইবে উহা হরিকে নিবেদন করি।

তিনি সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করাইবেন, ইহাই সতগুরুর উপদেশ।

সাধুদিগের সঙ্গ করিয়া নামামৃত সমুদ্রের আস্বাদন করি।

হে ভয়ভঞ্জন দয়াল হরি! দাসকে রক্ষা কর।

নানক বলেন, হরি গুণ গান করিলে অলখ (দৃষ্টির বহির্ভূত) প্রভুর দর্শন পাওয়া যায়।

এখন পাঞ্জাবে শিখধর্ম্মের প্রভাবে ও মুসলমানদিগের সংস্রবে "চৌকার" বিচার আর নাই। কিন্তু যুক্তপ্রদেশে হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে এ বিচার এখনও খুব প্রবল। পাঞ্জাব প্রবাসী হিন্দুস্থানী, যাহাদিগকে সচরাচর "পুর্বিয়া" বলা হয়, এ সংস্কার কঠিনরূপে প্রতিপালন করেন। পুর্বিয়া, কাহার, ঘেসেড়া ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইহাকেই জাত-বিচার ও ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। গুরু নানকের সময় এ বিচার বোধ হয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। কথিত আছে যে, গুরু নানক ভারত ভ্রমন ও ধর্ম্মপ্রচারকালে হরিদ্বারে গমন করেন, তথায় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁহাদিগের চৌকার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে মহা ভৎর্সনা করেন ও তাঁহাদের সমস্ত রন্ধন সামগ্রী নষ্ট হইল, এই অনুযোগ করাতে, গুরু নানক সেইস্থানে অবসর বুঝিয়া এই উপদেশ প্রদান করেন।

৭

বার আসা

মূল

দেকৈ চউকা কঢাকার

উপর আই বৈঠে কূড়ি আর

মত ভিটৈ বেমত ভিটৈ

এহ অন্ন অসাজ ফিটৈ

তন ফিটে ফেড করেন

মন জুঠে চুলী ভরেন

কহ নানক সচ ধিআঈঐ

সুচ হোবৈ জ সচ পাঈঐ।

ভাবানুবাদ।

একটা স্থান গোময় দিয়া লেপন করিয়া চারি পাশে দাগ দিয়া শুদ্ধ করিলে।

কিন্তু তাহার উপরে মিথ্যাবাদী ভ্রষ্ট মানুষেরা আসিয়া বসিল।

কেবল চীৎকার করিতেছে, "অপবিত্র করিস্ না, ওরে অপবিত্র করিস্ না।"

আমার এই খাদ্য তোমার স্পর্শে অপবিত্র হইয়া যাইবে।

নিজেদের শরীর অপবিত্র, অপরকে অপবিত্র বলিয়া দূরে রাখে।

মন অপবিত্র, বারম্বার জল দিয়া মুখ ধুইলে কি হইবে?

নানক বলেন সত্যের ধ্যান কর।

পবিত্র হও, তবে সত্য স্বরূপকে পাইবে।

৮

বার আসা

মূল

জেকর সূতক মন্নী ঐ সভতৈ সূতক হোই
গোহৈ অতৈ লকড়ী অন্দর কীড়া হোই
জেতে দানে অন্নকে জীআ বাঝ ন কোই
পহলা পানী জীউ হৈ জিত হরিআ সভকোই
সূতক কিউ কর রখী ঐ সূতক পবৈ রসোই
নানক সূতক ন উতরৈ গিআন উতারৈ ধোই
মনকা সূতক লোভ হৈ জিহবা সূতক কূড়
অখী সূতক বেখণা পরত্রিআ পরধন রূপ
কন্নী সূতক কন্নপৈ লাইতবারী খাহ
নানক হংসা আদমী বধে জমপুর জাহ
সভো সূতক ভরম হৈ দূজৈ লগে জাই
জম্মন মরনা হুকম হৈ ভানৈ আবৈ জাই
খাণা পীণা পবিত্র হৈ দিতোন রিজক সংবাহ
নানক জিনী গুরমুখ বুঝিআ তিনা সূতক নাহ।

ভাবানুবাদ।

শৌচাশৌচ বিচার।

যদি শৌচাশৌচের বিচার স্বীকার করিতে হয়, তবে সকল বস্তুতেই অশুচির ভাব আরোপিত হইতে পারে।

শুকনা ঘুঁটে এবং কাঠের ভিতরেও কীট বিদ্যমান আছে।

অন্নের যত কনা আছে, কোনটাই জীবশূন্য নহে।

প্রথম ত জলই প্রাণময়, যাহা দ্বারা সমস্ত প্রাণ বিশিষ্ট হরিদ্বর্ণ হইয়াছে।

শুচি অশুচির বিচার কেমন করিয়া রক্ষা করি? রন্ধন সামগ্রী অশুচি হইয়া যায়।

নানক বলেন, শৌচাশৌচ বিচার সহজে যায় না, জ্ঞান তাহাকে ধুইয়া ফেলে।

মনের অশুদ্ধতা হয় লোভদ্বারা, জিহ্বা অশুদ্ধ হয় মিথ্যা বচনে।

পর দারা, পর ধন ও পররূপ চক্ষুর অশুদ্ধতা উৎপন্ন করে।

কর্ণ অশুদ্ধ হয়, কর্ণে পরনিন্দা শুনিয়া অবিশ্বাস জন্মাইলে।

নানক বলেন, মানব আত্মা বদ্ধ হইলেই যমপুরিতে যায়।

সর্ব্ববিধ শৌচাশৌচ বিচারের কারণ মনের ভ্রম ও ভগবানকে ছাড়িয়া অপরের সহিত যুক্ত হওয়া।

জন্ম মরণ ভগবানের আজ্ঞা, তাঁহার ইচ্ছায় আসা যাওয়া হয়।

ভগবান জীবন ধারণের জন্য যে আহার পানীয় দিয়াছেন, সব পবিত্র।

নানক বলেন যে সাধুপুরুষ সত্‌গুরুর উপদেশ বুঝিয়াছেন তাঁহার পক্ষে শৌচাশৌচ বিচার নয়।

জন্ম ও মৃতাশৌচকে পাঞ্জাবীতে "সূতক-পাতক" বলে। ইহা বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন, যথা ব্রাহ্মণের ১২ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১৩ দিন, বৈশ্যের ১৭ দিন এবং শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ থাকে—গুরু মত সুধাকর। প্রচলিত জনম সাখীতে লিখিত আছে যে, গুরু নানকের প্রথম পুত্র শ্রীচাঁদের জন্ম হইলে জন্মাশৌচের পর গৃহ পবিত্র করিবার প্রসঙ্গে গুরু নানক এই বাণী বলেন ও শৌচাশৌচ বিচার বারণ করেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

প্রেরিত পত্র।

[পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

মান্যবর
শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মফঃস্বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার

সবিনয় নিবেদন,

প্রবন্ধটী আলোচনার জন্য আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

প্রতিবৎসর উৎসবাদি উপলক্ষে যখনই কোন বিশেষ আলোচনা হয়, তখন প্রচারের বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে এই বিষয়টী প্রতি বৎসরই আলোচিত হইয়া থাকে। আমাদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রচারক নাই, মফঃস্বলে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে না, এই বলিয়া আমরা সর্ব্বদা আক্ষেপ করিয়া থাকি। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী বিষয় ব্রাহ্মসাধারণের চিন্তা ও বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিতেছি। প্রথমতঃ, এই আক্ষেপের সময় আমরা কলিকাতা বা ঢাকা প্রভৃতি বৃহৎ সহরে প্রচারের অভাব বা আবশ্যকতা স্বীকার বা অনুভব করি না। দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মমণ্ডলী বা কমিউনিটীর মধ্যে যে প্রচারের বা প্রচারকের আবশ্যকতা আছে, তাহা সুস্পষ্ট স্বীকার করি না। তারপর এই মফঃস্বলে প্রচারের জন্য যখন আক্ষেপ করি, তখন কতকটা খ্রীষ্টীয় প্রচারক দলের "হিদেন" দিগের নিকট প্রচারের মত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কল্পনা ও ভাব আমাদের মনের কাছে উপস্থিত হয়। এই ভাবটা স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত কি না, সে কথার উল্লেখ না করিয়া সর্ব্ব প্রথমে দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত করিতেছি। প্রথমতঃ, বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলায় নানাস্থানে যে সকল ব্রাহ্ম নরনারী বাস করিতেছেন, ইঁহারা সকলে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সহায় হইতে পারিতেছেন, না, অনেকে সাধনশীল ধর্ম্মানুরাগী সরস জীবনের সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ক ও উদ্যমহীন হইয়া পড়িতেছেন? এই সব ক্ষেত্রে সরসতা, ধর্ম্মসাধনা, সাধনবন্ধুর সহযোগীতা, উৎসাহ ও আশার সমাচার লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ প্রচারক বা Pastor এর প্রয়োজন, বাহিরের 'হিদেনদিগকে' ব্রাহ্মধর্ম্ম বিতরণ করিবার জন্য সেইরূপ প্রচারকে চলে না। আর এই 'হিদেন' রক্ষা অপেক্ষা ঘর রক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। পরিণামে ঘর রক্ষা হইতেই বাহিরের

প্রচারও সহজে সফল হইতে পারে। বিস্তৃত সমাজের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ব্রাহ্ম নরনারীরা সকলে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিতেছেন না, ইহাই প্রচারের সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্ব প্রধান অন্তরায়। যতদিন এই কথাটী মর্ম্মে মর্ম্মে আমরা না বুঝিব, ততদিন প্রচার বিষয়ে যত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিব, তাহা একদেশদর্শী ও লক্ষ্যবহির্ভূত হইবে। এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনা চাই। এই ক্ষেত্রে কত সাবধানতা, কত আত্মলোপ, কত সমবেদনা, কত স্বজন বাৎসল্য, কত সৌহার্দ্দ থাকা আবশ্যক, তাহার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। সহজে মণ্ডলীর সকলের আপনার জন হইবার ক্ষমতা থাকিলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। সমালোচক নহে, প্লেগ ইন্‌স্পেক্টার নহে, রুটীন পালক নহে, মুরুব্বি নহে, এমন লোক হওয়া চাই। এমন লোক বেশী নাই,তবে হওয়া অসম্ভব নহে। অতিশয় আধ্যাত্মিক সম্পদশালী বা বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানমণ্ডিত না হ'লেও চলে; কিন্তু সাধনশীল, ধর্ম্মানুরাগী, ঈশ্বরনিষ্ঠ হইলেই চলিবে। কলিকাতায় কি আবশ্যক তাহা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা হইতে পারে। কিন্তু মফঃস্বলে এই 'হিদেন'দিগের নিকট প্রচারকারী খৃষ্টীয় প্রচারকের ন্যায় ব্রাহ্ম প্রচারকের কোন আবশ্যকতা নাই; বরং এইরূপ প্রচারক দ্বারা প্রচারের ব্যাঘাত জন্মে। এখন শিক্ষিত সাধারণের চিন্তা প্রতিদিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। নানাবিষয়ে প্রাচীন সিদ্ধান্ত, প্রাচীন মত, প্রতিদিন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে নূতন নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এখন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তি তর্ক লইয়া কোন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিলে বা উপদেশে অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বের প্রচলিত মতের আলোচনা করিলে, অনেক সময় শিক্ষিত ব্যক্তিরা অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। বহু সংখ্যক বয়স্ক লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া যদি এলেন বারির ফুড বা হরলিকস্‌মিল্‌ক্‌ পূর্ণ করিয়া একটী একটী বোতল হাতে দেওয়া যায়, তাহা যেমন হাস্যজনক হয়, অনেক বক্তৃতায় এইরূপ প্রহসনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। দেশের শিক্ষিত সাধারণের নিকট ব্রাহ্ম সমাজের হীন দৈন্য হাস্যজনক ভাবে প্রকাশিত করা হয়। হিদেনকে খ্রীষ্টান করার ভাব পরিত্যাগ করিতে না পারিলে প্রচারের প্রণালী বদলাইবে না, আমাদের যাহা কিছু সম্বল আছে তাহা ফলদায়ক ভাবে কাজে লাগাইতে পারিব না। এখন সাধারণতঃ মফঃস্বলে যেরূপ প্রচার হইয়া থাকে, তাহার নমুনা দিতেছি। কোন সহরে প্রচারক আসিলেন, এক বা দুই দিন ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, ব্রহ্মমন্দিরে বা কোন প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা এবং একদিন দুইদিন কোন ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনা করিলেন। জগদ্ধাত্রী পূজার মত এক ঘণ্টায় তিন পূজা সারিয়া অর্থাৎ ২।৩ দিনের মধ্যে সমুদায় উপাসনা, বক্তৃতা, আলোচনা শেষ করিয়া অন্য সহরে প্রস্থান করিলেন। ঘূর্ণিবায়ুর মত এই প্রচারক গমনাগমনে কোন সুফল বা স্থায়ী ফল হয় কিনা চিন্তা করিবার বিষয়। অনেক সরকারী কর্ম্মচারীর বৎসরে ৯০ দিন মফঃস্বলে থাকিতে হয়। যখন বৎসর শেষ হইয়া আসে তখন তাড়াতাড়ি তাঁহারা ৯০ দিন পূর্ণ করেন। প্রচারকদের সম্বন্ধে এতগুলি জেলায় বৎসরে যাইতে হইবে, ব্রাহ্ম সমাজের এমন কোন নির্দ্ধারণ আছে কিনা জানি না; তবে বহুস্থানে গমন করিয়া প্রচার বক্তৃতাদি করার বিবরণ প্রকাশিত হওয়া প্রলোভনের বিষয় হইতে পারে। ব্রাহ্ম সাধারণের সুচিন্তিত মতের দ্বারা এই প্রলোভনের হস্ত হইতে প্রচারকদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। হয়ত স্বাভাবিক ভাবে এই প্রশ্ন উঠিবে যে, তবে মফঃস্বলে প্রচারকেরা কি ভাবে কাজ করিবেন? কিভাবে কাজ করিবেন তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা আবশ্যক। তবে যে ভাবে কাজ হয় বা হইতেছে, তাহা যথেষ্ট নয়ই, অনেক স্থলে অনাবশ্যক; সাধারণের নিকট প্রচারের ব্যাঘাতকারী। সামাজিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে প্রচারক বা প্রচারকস্থানীয় আচার্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আসা নিতান্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন এক একটী স্থানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া যদি মণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ও মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে মণ্ডলীর বিশেষ উপকার হয়। এমনি ভাবে কোন কোন মণ্ডলীর "আপনার জন" হইয়া যাইতে পারিলে, সেই মণ্ডলীর ধর্ম্ম সাধনের আনুকূল্য করিবার, জীবন সংগ্রামের জয় পরাজয়ে সমবেদনা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য জন্মে। সাধারণতঃ আমরা আকাশে বাতাসে দিক দিগন্তে ছুটীয়া যাইতে চাই; কিন্তু ঘরের কোণে উঠানে আশেপাশে চোক দিতে চাই না। এইটা খর্ব্ব করিয়া অল্প সীমাবিশিষ্ট উপায় লইয়া অধিক বিস্তৃত উদ্দেশ্য সাধন যাহাতে করা যায়, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। সবিনয়ে ব্রাহ্ম সাধারণের এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের শক্তি অল্প, লোকের অভাব, অর্থের অভাব; তবু এই প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও যাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্যের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয়, সে বিষয়ে মনোযোগ আবশ্যক।

কুমিল্লা। শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী একাধিক নবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে ও সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিতেছেন:—

১লা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী) শুক্রবার—ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাস সমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থে প্রার্থনা।

২রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মপরিবারে ও ছাত্রাবাস সমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থে প্রার্থনা; সায়াহ্নে—উৎসবের উদ্বোধন।

৩রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। অপরাহ্নে—শ্রমজীবিদিগের সংকীর্ত্তন; সায়াহ্নে উপাসনা।

৪ঠা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) সোমবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে—বক্তৃতা।

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে—সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও বক্তৃতা।

৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) বুধবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে বক্তৃতা।

৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে—তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে—ছাত্রসমাজের উৎসব।

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে মন্দিরে মহিলাদিগের উৎসব। সিটিকলেজ গৃহে পুরুষদিগের জন্য পৃথক উপাসনা হইবে। সায়াহ্নে—বার্ষিক সভা।

১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা; অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। সায়াহ্নে উপাসনা।

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) সোমবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা,—মধ্যাহ্নে—পাঠ ও ব্যাখ্যা। অপরাহ্নে—ইংরাজীতে উপাসনা; সায়াহ্নে—উপাসনা।

১২ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্নে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা; শিবনাথ স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন; অপরাহ্নে—আলোচনা। সায়াহ্নে—বক্তৃতা।

১৩ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) বুধবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। অপরাহ্নে—রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। সায়াহ্নে ইংরাজীতে উপাসনা।

১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে—উপাসনা। অপরাহ্নে—বালকবালিকা সম্মিলন। সায়াহ্নে বক্তৃতা।

১৫ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নে—বক্তৃতা।

১৬ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, অপরাহ্নে—আলোচনা ঐ। সায়াহ্নে—ইংরাজীতে বক্তৃতা।

১৭ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। মধ্যাহ্নে—উদ্যান সম্মিলন। সায়াহ্নে—উপাসনা।

জাতকর্ম্ম—বিগত ৩০শে নবেম্বর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দের গৃহে তাঁহার মধ্যমপুত্র শ্রীমান বিভূপ্রসাদের প্রথমা কন্যার জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং রজনী বাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে রজনী বাবু মিসন ফণ্ডে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। মঙ্গলবিধাতা শিশুকে সতত রক্ষা করুন।

দান—শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মহিলা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সমিতিতে ৩৲, ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ২৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরলোকগত যতীন্দ্রনারায়ণের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার শিশু পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণ প্রচার ফণ্ডে দুই টাকা দান করিয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদের শান্তি বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ২৬শে ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরে পরলোকগত সর্ব্বানন্দ দাসের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ব্রহ্মানন্দের ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রভাময়ীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্তের পুত্র শ্রীমান শিশিরকুমারের ও লাহোর প্রবাসী পরলোকগত মধুসূদন সরকারের কনিষ্ঠা কন্যা কুমুদিনীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতীদিগকে তাঁহার প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

নামকরণ—বিগত ১৩ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষের প্রথম পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম করুণাকুমার রাখা হইয়াছে। পিসীমাতা শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু এই উপলক্ষে সাধনাশ্রমে ১৲ দাতব্য বিভাগে ১৲ এবং প্রচার বিভাগে ১৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ৪ঠা পৌষ (১৯এ ডিসেম্বর) গিরিডি নগরীতে পরলোকগত ফণীন্দ্রমোহন বসুর পৌত্রের (শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বসুর পুত্রের) নামকরণ উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। বালকের নাম পরিমলচন্দ্র রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

মঙ্গলময় পরমেশ শিশুদিগের সুকুমার মস্তকে শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৯ই ডিসেম্বর বোম্বাই নগরীতে ম্যাঙ্গালোর নিবাসী শ্রীযুক্ত কুডমল রঙ্গরাওএর পত্নী রুক্মিনী আম্মল ৫৮ বৎসর বয়সে স্বামী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৪ই ডিসেম্বর গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৩৲ ও সাধনাশ্রমে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২২শে ডিসেম্বর ঢাকা নগরীতে দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাস শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। তিনি নানাভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

প্রাপ্তিস্বীকার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন (১লা অক্টোবর, ১৯২০, হইতে)।

শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায় কটক—মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে—স্বামী মিশন ফণ্ড ১০০৲, সাধনাশ্রম ১৫৲, শ্রীমতী সুখদা নাগ স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশেষ কাজের জন্য জমা ১০৲, শ্রীযুক্ত বি, বন্দ্যোপাধ্যায় একজন দরিদ্র ব্রাহ্ম বিধবার জন্য ৫৲, শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে সাধনাশ্রমে ১৲, দাতব্য বিভাগে ১৲, প্রচার ফণ্ডে ১৲, রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস বেতন বৃদ্ধি উপলক্ষে বিতরণ জন্য পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাসের হস্তে ৫০৲, স্বামী মিশন ফণ্ডে ৫০৲, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ৫০৲, শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারে ১৫০৲, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন, কোচবিহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২০৲, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দাসগুপ্ত স্ত্রীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲, শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার ৫৲, শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে দুর্ভিক্ষ ২৲, সাধনাশ্রম ১৲, শ্রীমতী গিরিবালা বিশ্বাস পুত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাসের পুত্রের জাতকর্ম উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ৫৲, দুর্ভিক্ষ ৫৲।

(দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের এবং শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারের অন্যান্য দান পৃথক স্বীকার করা হইবে।)

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পদক ও পুরস্কার—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে :—

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক—প্রবন্ধের বিষয় বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ।

৪। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৫। হেমচন্দ্র সুবর্ণ-পদক—মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও বৃত্রসংহার কাব্যের বৃত্রাসুরের তুলনায় সমালোচনা।

৬। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৭। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৯। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

১০। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে 'শৈলজা' চরিত্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানভাগ।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী।

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৪র্থ বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্রসভ্যগণের জন্য, ৫ম বিষয় স্কুলকলেজের ছাত্রগণের জন্য এবং ৯ম ও ১০ম বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। পুরস্কার প্রবন্ধ ৩১এ চৈত্র-মধ্যে পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না।

আবেদন পত্র।

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর পরম-ভক্তিভাজন আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমন দিনে তাঁহারই স্মরণার্থে ও তাঁহারই নামে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে "শিবনাথ পুস্তকালয় ও পাঠাগার নামে" একটী ক্ষুদ্র পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে ইহার উপযুক্ত পরিপোষণ সম্ভব হইতেছে না। আপনাকে সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যের সহায় জানিয়া, এই শুভ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থ আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। আপনি এই কার্য্যে অর্থ বা পুস্তকাদি দান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এই প্রার্থনা। আপনার দান ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনবিহারী সেন, এল্, এম্, এস্ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইয়া তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে।

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ, শ্রীচন্দ্রমোহন বিশ্বাস, শ্রীহরানন্দ গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্ম-পল্লী, ময়মনসিংহ।
১২ই অক্টোবর, ১৯২০।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৮ই জানুয়ারী, ১৯২১, শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
১০—১২—২০

শ্রীনরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
সঃ সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

কার্য্যতালিকা :—

১। ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও হিসাব।
২। বার্ষিক কার্য্য বিবরণ ও হিসাব।
৩। ভোট গণনাকারী কমিটি নিয়োগ।
৪। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নিম্ন লিখিত প্রস্তাব বিবেচনা :—

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা অধ্যক্ষ সভাকে অনুরোধ করিতেছেন যে, পরলোকগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ শিবনাথ স্মৃতি-রক্ষা কমিটীকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জমিতে নির্দ্দিষ্ট নক্সা অনুযায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অধ্যক্ষ সভা অনুরোধ করুন।

এই ভবন নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে—

(১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার

(২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতা গৃহ

(৩) আমাদের প্রচারক ও সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনা গৃহ

(৪) ব্রাহ্ম সমাজের অতিথিদিগের বাসের এবং উপরিউক্ত অভিপ্রায়ের ব্যতিক্রম না করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমতি-ক্রমে ব্যবহৃত হইবার জন্য কতকগুলি গৃহ।

৫। বিবিধ

বিজ্ঞাপন

আগামী ৮ই জানুয়ারী (১৯২১) শনিবার সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় (অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন শেষ হইবার পরে) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের একটি বিশেষ সভা হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

সা ব্রা সমাজ
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা
১০—১২—২০

শ্রীনরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
সঃ সম্পাদক

কার্য্য তালিকা:—

১। শিবনাথ ভবন সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রস্তাব সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভার মন্তব্য বিষয়ে বিবেচনা (অধ্যক্ষ সভার বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত ৪র্থ বিষয় দ্রষ্টব্য):—

২। বিবিধ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২২এ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

সাঃ ব্রাঃ আফিস
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১০ই ডিসেম্বর, ১৯২০।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—

১। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং হিসাব।

২। সভাপতির অভিভাষণ।

৩। কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়ন।

৪। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিম্নলিখিত প্রস্তাবের বিবেচনা—স্থিরীকৃত হইল যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করা হউক।

৫। মিঃ পি, এন দত্ত প্রস্তাব করিবেন যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্মানিত সভ্য নিযুক্ত করা সম্বন্ধীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাবের বিবেচনা স্থগিত হউক।

৬। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ প্রস্তাব করিবেন যে, যেহেতু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবের সপক্ষে একটী মাত্র ভোট অধিক হইয়াছে এবং যেহেতু ইহা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিকাংশ সভ্যের মত প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছে না, তজ্জন্য আগামী ১৯২২ সালের বার্ষিক সভা পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব স্থগিত থাকুক।

৭। বিবিধ।

মাঘোৎসবের পুস্তকের তালিকা প্রস্তুতের জন্য গ্রন্থকার ও পুস্তক প্রকাশকদের নিকট নিবেদন।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সকল পুস্তকের মূল্য হ্রাস করা হয় তাহাই অধিক বিক্রয় হইয়া আমাদের প্রচার কার্য্যে সাহায্য করে; গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ৫ই জানুয়ারীর (১৯২১) মধ্যে উৎসব উপলক্ষে পুস্তকের মূল্য কিরূপ হ্রাস হইবে তাহা জানাইলে, আমরা উহা তালিকা ভুক্ত করিতে পারি। নূতন পুস্তক হইলে পুস্তকের নাম ও নমুনা উক্ত তারিখের মধ্যেই পাঠাইতে হইবে। উৎসবের মধ্যে অনেকে নূতন পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। অসময়ে পাওয়া যায় বলিয়া পুস্তকের তালিকায় উহাদের নাম থাকে না, সুতরাং ঐগুলি বিক্রয়ের অসুবিধা হয়।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ আফিস
২১১ কর্ণোয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ২৩—১২—২০

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়
সঃ সম্পাদক

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার সহানুভূতি, সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে প্রবল অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও জীবনব্যাপী ব্রাহ্ম-সমাজের সেবার জন্য সর্ব্বত্র পূজিত। উপযুক্ত রূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার, (২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতাগৃহ, (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ, এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারার্থীদিগের জন্য একটি সাধনোদ্যান নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্য্যটিকে শাস্ত্রী মহাশয় অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল কার্য্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচার্য্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামান্য চেষ্টায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্মৃতি-ভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার চেকগুলিতে দুইটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রায়পুর), এন্, জি, চন্দাবারকর (বোম্বে), বি, জি ত্রিবেদী (বোম্বে), আর ভেঙ্কাটা রত্নম্ নাইডু (মাদ্রাজ), অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (পঞ্জাব), জে, আর দাস (রেঙ্গুন), রুচিরাম সানি (পঞ্জাব), এন্, জি, ওয়েলিঙ্কার (হাইদ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য), নীলমণি ধর (আগ্রা), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ), বিশ্বনাথ কর (উড়িষ্যা), হরকান্ত বসু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ), পি, কে, রায়, নীলরতন সরকার, পি, সি, রায়, নবদ্বীপ-চন্দ্র দাস, শশিভূষণ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কামিনী রায়, কানাইলাল সেন, শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র সরকার (বাঙ্গালা), পি, কে, আচার্য্য, ও পি, মহলানবীশ (সম্পাদকদ্বয়) ১০ই এপ্রিল ১৯২০।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Registered No C. 56.

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ। | ১লা মাঘ, শুক্রবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১ | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

১৮শ সংখ্যা। | 14th January 1921. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পিতা, কিরূপ আয়োজন লইয়া, কি প্রকার প্রাণের অবস্থা লইয়া তোমার উৎসবদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি জান। আমাদিগকে তোমার উৎসব সম্ভোগের জন্য প্রস্তুত করিতে কত উপায়ই না অবলম্বন করিয়াছ! কিন্তু সে সকল সত্ত্বেও আমরা আপন দোষে, আপনার উদাসীনতা ও অবহেলার হেতু উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইতে পারি নাই। নানা অসার বিষয়ে মত্ত হইয়া, আপনার ইচ্ছা ও খেয়ালের পথে চলিয়া, তোমার ইচ্ছাধীন হই নাই, তোমার প্রদর্শিত পথে চলি নাই! আমাদের দিকে চাহিয়া ত আশার কিছুই দেখিতেছি না, নিরাশায়ই প্রাণ ম্রিয়মাণ হইতেছে। উৎসব যতই নিকট হইতেছে ততই হৃদয় আশঙ্কা ও ভয়ে পূর্ণ হইতেছে। আমরা আমাদের এই শুষ্ক প্রেমহীন হৃদয় লইয়া কি প্রকারে তোমার সেই প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিব? তোমার সে রাজ্যে যে একাকী যাওয়া যায় না, সকলে মিলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, মণ্ডলীবদ্ধ হইয়াই যাইতে হয়! তুমি আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে এমনই এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছ যে, আমরা একজনকে পরিত্যাগ করিয়া অপরে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি না। আমরা পরস্পরের সহায় না হইলেই বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াই। আমরা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অনেক সময় ইহা ভুলিয়া যাই, তাই তোমার উৎসব সম্ভোগ করিতে পারি না। হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, আমাদের মোহ আঁধার দূর কর। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার উৎসব সম্ভোগের উপযুক্ত করিয়া লও। তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নাই, অন্য সম্বল নাই। চারিদিকে এই ঘোর নিরাশার মধ্যে তুমিই একমাত্র আশার ভূমি। তুমি সকল আঁধার কাটিয়া, সকল বাধা দূর করিয়া, আমাদিগকে তোমার উৎসব সম্ভোগে সমর্থ কর। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়।

উৎসব-দ্বারে—আশা ও আকুল প্রার্থনার সহিত যে দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, যাহার জন্য যত, অকিঞ্চিৎকর ভাবেই হউক, এতদিন প্রস্তুত হইতেছিলাম, সে মহাদিন সমাগত, সে মহোৎসব-দ্বারে আমরা উপস্থিত! প্রেমময়ের উৎসবদ্বার অবিলম্বে আমাদের সকলেরই জন্য খুলিবে—"সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত",—তাঁহার প্রেমক্রোড় সকলেরই জন্য প্রসারিত। কিন্তু তাই বলিয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেই যে আমরা উৎসব সম্ভোগ করিতে পারিব, তাঁহার প্রেম-বাহু প্রসারিত থাকিলেই যে আমরা তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে পারিব, এরূপ বলা যায় না। তাঁহার দিকে সকল আয়োজন পূর্ণ থাকিলেও, আমাদের দিকে আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি কি না, আমরা কি প্রকার আয়োজন লইয়া উৎসবদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমেই দেখিতে হইবে, আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু কি, আমরা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কি চাহিতেছি, কি খুঁজিতেছি—'অনিত্য সুখের লাগি পাপে অনুরাগী' হইয়াছি কি না, "অমূল্য মাণিক ফেলি ধূলি কুড়ায়ে" যতনে প্রাণে রাখিতেছি কি না। যদি সকল মন প্রাণ দিয়া তাঁহাকেই

না চাই, তবে আমরা কি প্রকারে তাঁহাকে পাইব, প্রকৃত উৎসব সম্ভোগ করিব? উৎসবের মধ্যে আরও অনেক জিনিস পাইতে পারি, প্রকৃত পক্ষে যাহা খুঁজি তাহা সবই পাইতে পারি; কিন্তু তথাপি হয়ত বলিতে হইবে উৎসব আমাদের পক্ষে নিষ্ফলই হইয়াছে, আমাদের সকল আয়োজন ব্যর্থই হইয়াছে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সেরূপ সিদ্ধি লব্ধ হয়—যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। তাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে—অপর সকল নীচ বাসনা, ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয় হইতে দূর করিয়া একমাত্র তাঁহাকে পাইবার জন্যই, সে পরম ধনকে লাভ করিবার জন্যই আকাঙ্ক্ষী হইতে হইবে। উৎসবের আনন্দকেও লক্ষ্য স্থানে রাখিলে চলিবে না। তিনি হৃদয়ে আসিয়া যদি আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখানল জ্বালিয়া দেন, অনুতাপে হৃদয়কে দগ্ধ করেন, তবে তাহাও বরণীয়, অধিকতর বাঞ্ছনীয়। লক্ষ্য ঠিক হইলেই যে সব হইল তাহা নহে। অহঙ্কারে স্ফীত, উন্নত মস্তকে তাঁহাকে কখনও গ্রহণ করা যায় না। "মাথা নত" না করিলে তাঁহাকে কোনও প্রকারেই পাওয়া যায় না। সুতরাং সর্ব্ব প্রযত্নে আমাদিগকে বিনীতহৃদয় হইতে হইবে, হৃদয়সিংহাসন হইতে অহঙ্কার, আত্মাভিমান প্রভৃতি সকল প্রভুকে বিদূরিত করিয়া অকিঞ্চন হইতে হইবে। অকিঞ্চন না হইলে অকিঞ্চননাথকে পাওয়া যায় না। এক সিংহাসনে দুই প্রভুর স্থান হইতে পারে না, একজনকে সিংহাসনচ্যুত হইতেই হইবে। সংসারে আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, যাহারা সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চায় তাহারা কাহাকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে না, যাহারা সকলের মন রাখিতে চায়, তাহারা কাহারও মন পায় না। একাধিক প্রভুর সেবা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ জীবনস্বামী আমাদের সমগ্র হৃদয়ের ভালবাসাই চাহেন, আংশিক বা মৌখিক ভালবাসার দ্বারা তাঁহাকে প্রতারিত করা যায় না। অন্তরদর্শী ভগবান অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত দর্শন করেন। তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করিলে তিনি কাহাকেও আপনাকে দেন না। "প্রাণ দিলে প্রাণ মিলে" ইহাই এ রাজ্যের সার কথা। প্রাণ না দিলে কোনও মতেই প্রাণ মিলে না। জগতেরও ইহাই নিয়ম। তাই তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহার প্রেমোৎসব সম্ভোগ করিতে হইলে, সমগ্র মনপ্রাণ তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হইবে, একনিষ্ঠ প্রেমে হৃদয়কে পূর্ণ করিতে হইবে, প্রাণের অপর সকল পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; একমাত্র তাঁহারই জন্য "দিবানিশি যতন করিয়া হৃদয়েতে আসন রচনা" করিতে হইবে, "হৃদয়ের নিভৃত নিলয় যতনে প্রক্ষালন" করিতে হইবে, "হৃদয় নিভৃতে যাহা কিছু লুকায়ে আছে," "যার লাগি তাঁহার ঐ আলয়ে যেতে নারি" সে সব নাশ করিতে হইবে, দূর করিয়া ফেলিতে হইবে, আপনাকে "কাঁদায়েও কাড়িয়া" লইতে হইবে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র মমতা প্রদর্শন করিলে চলিবে না, আপনার দুর্ব্বলতাকে কৃপার চক্ষে দেখিলে চলিবে না। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে এরূপ কঠোরতা আবশ্যক হইলেও, অপরের সম্বন্ধে উহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য—সেখানে কোমলতা ও উদারতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। একেত অপরের ত্রুটি দুর্ব্বলতার প্রকৃত কারণ আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করা সম্ভবপর নয়; তাহার উপর উক্ত প্রকার কঠোরতাদ্বারা তাহাদের কোনও কল্যাণও সাধিত হয় না, নিজেদের ত নয়ই। শুধু তাহাই নহে, উহাদ্বারা অপর পক্ষে নিজেদের বিশেষ অকল্যাণই সাধিত হয়। আমাদের প্রেম সঙ্কুচিত হয়, হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, আমরা মহত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অতি ক্ষুদ্র হইয়া যাই। এতদ্ব্যতীত, হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে প্রেমময়কে লাভ করা যায় না—"প্রেমের অনলে নিজে না দহিলে, সে দ্বারে পশিতে পাবে না।" এ প্রেম শুধু ভগবৎপ্রেম নয়, মানবপ্রেমও। প্রেমের গতি সর্ব্বতোমুখী; পিতাকে ভালবাসি আর ভ্রাতাভগিনীকে ভালবাসিতে পারি না, এরূপ হইতে পারে না। প্রেমের প্রকৃতিই এই যে, উহা প্রিয়জনের সকল বস্তুকে আমাদের পরম প্রিয় করিয়া দেয়। তাই পরস্পরের জন্য প্রেম না থাকিলে সে প্রেমময়ের নিকট যাওয়া যায় না—"সেই শান্তিধামে, একা যায় না যাওয়া, একা ডাকিলে দেখা হবে না", ইহা অতি সত্য কথা। ক্ষুদ্রতা ও নীচতার অধীন হইয়া যদি শুধু আপনাকে লইয়া ব্যস্ত হই, অপ্রেমে হৃদয় মলিন করি, তাহা হইলে কোনও প্রকারেই আমরা উৎসব সম্ভোগ করিতে পারিব না। সুতরাং হৃদয়ের কোমলতা ও সরসতা রক্ষা করিতে না পারিলে আমরা নিজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইব। আমরা নিজে যেরূপ আপনার অনিষ্ট সাধন করি অপর কেহ সেরূপ করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আমি ব্যতীত অপর কেহ আমার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। আমিই আমার প্রধান শত্রু, আমিই আমার মিত্র। আমি যদি হৃদয়কে ক্ষুদ্রতা নীচতা, অপ্রেম বিদ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা মলিন করিয়া ফেলি, তবে সেখানে পবিত্রস্বরূপ প্রেমময় দেবতার আগমন কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? সুতরাং উৎসবের সফলতা একদিকে যেমন উৎসব দেবতার কৃপার উপরই নির্ভর করে, অপর দিকে আমাদের নিজের উপরও বহু পরিমাণে নির্ভর করে। এদিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। উৎসবদ্বারে আসিয়া যেন আমরা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাই। করুণাময় পিতা আমাদিগকে তাহার উৎসব সম্ভোগে সমর্থ করুন। তাঁহার ইচ্ছাই এই উৎসবে জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

মহোৎসব কেন আসে?*

মহোৎসবের আমন্ত্রণ বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে। আমাদিগকে সেই বার্ত্তায় বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ধরণীতে মাঘ মাসের আগমন হইলেই ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন করিবার জন্য সমুৎসুক হন। প্রতি বৎসরেই ত তাহা হইতেছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসার উদয় হয়, কেন এই মহোৎসব সমাগত হইয়া থাকে?

যাহাদের প্রকৃতি হস্তীর প্রকৃতির ন্যায়, তাহাদের জন্য কেন বারবার মহোৎসবের সমাগম হয়। হস্তীর চালক,—প্রতি-

* গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের পূর্ব্বে মন্দিরে সামাজিক উপাসনায় শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত উপদেশের ভাব লইয়া লিখিত।

পালক তাহাকে প্রতিদিনই স্নান করাইয়া ধুইয়া মুছিয়া অঙ্গের পরিমার্জ্জনাদি দ্বারা তাহাকে পরিষ্কার করিয়া থাকে। তাহার গাত্রের ধূলি, কাদা ও আবর্জ্জনা সব দূর করিয়া, তাহাকে সুন্দর ও সুস্থ করিবার আয়োজন করিয়া থাকে। সে কিন্তু স্নাত হইয়া কিছুক্ষণ পরেই ধূলি, মাটি, জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা যাহা কাছে পায়, তাহাই আপনার অঙ্গে ছড়াইয়া ছড়াইয়া, আপনাকে পুনরায় মলিন করিতে একটুও ইতস্ততঃ করে না। মনের ঝোঁকে সে আপনাকে অতি শীঘ্রই মলিন করিয়া ফেলে। তাহার বুদ্ধি এমনই মন্দ যে, তাহার প্রতিপালক তাহাকে যে এত করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল, তাহাতে যে তাহার কত পরিশ্রম হইল, এবং এত যত্ন চেষ্টার পুরস্কার সে যে এরূপে পাইল, তাহার সেদিকে একেবারেই দৃষ্টি নাই। সে প্রতিদিনই স্নাত হইয়া পরিষ্কৃত হয়, এবং প্রতিদিনই আবার আপনাকে মলিন করিয়া, কদর্য্য করিয়া, প্রতিপালকের শুভ চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া থাকে। আমাদেরওত প্রকৃতিতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের পরম-মাতা পরমপিতা প্রতিপালক যিনি, তিনি ত আমাদিগকে সর্ব্ব প্রকারের মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া, পুণ্যজলে স্নান করাইয়া, প্রেমের অনুরঞ্জন দ্বারা অঙ্গরাগ করাইয়া, আমাদিগকে সুসজ্জিত করিবার আয়োজন করেন। তিনি আমাদিগকে সুন্দর ও সুস্থ করিবার, সরস ও সবল করিবার, ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। শুধু এক একটি মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াই যে এরূপ করেন, তাহাও ত নহে। তাঁহার শুভ ইচ্ছা আমাদিগকে সর্ব্বদাই সুন্দর সুস্থ করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছে। আমাদের কল্যাণসাধনের জন্য ত তাঁহার ব্যস্ততার অভাব নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার এই শুভ ইচ্ছার—শুভবিধানের—কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকি? আমরা কি তাঁহার এই সকল সুব্যবস্থার মর্য্যাদা রক্ষা করি? আমরা কি বারবার তাঁহার সর্ব্বপ্রকারের সুব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিয়া দি না? আমরা সংসারের পথে চলিতে চলিতে, পথের যেস্থানে যে সব জঞ্জাল আবর্জ্জনা পড়িয়া আছে, তাহাই কুড়াইয়া লইয়া কি নিজ নিজ অঙ্গেতে ছড়াইয়া দি না? আমরাও সেই নির্ব্বোধ হস্তীর ন্যায় আমাদের পরম জননীর শুভ চেষ্টাকে, শুভ ব্যবস্থাকে, ব্যর্থ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাই। নানা প্রকারের মলিনতার সঙ্গে আমাদের এমনই প্রীতি যে, সে সকলকে অঙ্গে ধারণ করিতে কিছুই ইতস্ততঃ করি না। আমাদের মা যেমন বারম্বার আমাদিগকে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দেন, আমরা তেমনই বারম্বারই নানা প্রকারে আপনাদিগকে মলিন করিয়া ফেলি। হস্তীর সহিত এ বিষয়ে আমাদের ত বিশেষ একতাই আছে।

তবে কেন বারবার মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া তিনি আমাদিগকে নানা সম্পদ্ দান করিয়া, নানা প্রকারের ভূষণ বসন দিয়া সাজাইয়া থাকেন? তবে কেন তিনি আমাদিগকে পুণ্যের জলে ধৌত করিয়া, জ্ঞান, প্রেম আদি মহাসম্পদ্ দিয়া, সাজাইবার ব্যবস্থা করেন? যাহারা তাঁহার দানের মহিমা বুঝিল না, যাহারা তাঁহার এত আদর যত্নের মর্য্যাদা রক্ষা করিল না, যা করে না—তাহাদের জন্য বারবার এ মহৎ দানের আয়োজন কেন, মহোৎসবের ব্যবস্থা কেন? এ জিজ্ঞাসা ত সহজেই উপস্থিত হইতে পারে।

এরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে—হস্তীর দুর্ব্বুদ্ধি আছে—অজ্ঞতা আছে—তাই সে তাহার মাহুতের শুভ চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়, তাহার আদর যত্নের মর্য্যাদা রক্ষা করে না; তা বলিয়া মাহুত যদি তাহাকে প্রতিদিন স্নান করাইয়া পরিষ্কার করিয়া না দেয়, তাহার অঙ্গের ধূলি মাটি সব ধুইয়া না ফেলে, তবে তাহার কি গতি হয়? তাহার যে দুর্দ্দশার আর অন্ত থাকে না। হস্তী যদি আপনাকে মলিনই করিতে থাকে, পৃথিবীর ধূলি, মাটি প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে কুৎসিতই করিতে থাকে, আর কেহ যদি তাহাকে পরিষ্কার করিয়া দিবার না থাকে, তবে তাহার যে দুর্গতির আর শেষ থাকে না। সে যে মলিন হইয়া, কুৎসিৎ হইয়া পড়ে। সে মলিনতা ও জঞ্জালের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে যে রুগ্ন ও জীর্ণ শীর্ণ ই হইতেই থাকে। সে যে ক্রমে ক্রমে পীড়িত হইয়া বিনাশের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। তাই তার নির্ব্বুদ্ধিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার দুর্ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, তাহার শুভ কামনাতেই তাহার প্রতিপালক তাহাকে প্রতিদিন স্নান করাইয়া, ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করে। তাহা না হইলে সে বাঁচেও না, সে সুন্দর সুস্থও থাকিতেও পারে না।

হস্তীর পক্ষে তাহার প্রতিপালক চালকের যে ব্যবস্থার আবশ্যক, আমাদের পক্ষেও সেই ব্যবস্থার আবশ্যক হইয়া থাকে। আমাদের পরম জননী আমাদিগকে ভালরূপেই জানেন, আমাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা নাই। আমরা যে বারম্বার তাঁহার বিধি ব্যবস্থাকে অমান্য করিয়া থাকি, আমরা যে তাঁহার দানকে অগ্রাহ্য করিতে ভুলি না, আমরা যে আমাদিগকে সুসজ্জিত করিবার শুভ-চেষ্টা ও ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিয়াই থাকি, তাহা তিনি জানেন; এবং ইহাও জানেন যে আমাদের সুসজ্জিত হওয়াই আবশ্যক। পরিষ্কৃত হওয়া, নানা ভূষণে ভূষিত হওয়াও যে আবশ্যক তাহা তিনি জানেন। তাহা না হইলে যে আমরা নানা মলিনতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া রুগ্ন হইয়া পড়িব, এবং তাহাতে যে অতিশয় দুঃখ ও দুর্গতি প্রাপ্ত হইব এবং সেইভাবে চলিতে চলিতে পরিশেষে বিনাশকেই প্রাপ্ত হইব, তাহাও তিনি জানেন। সেজন্যই তিনি আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতাকে, আমাদের দুর্ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করিয়া, বারম্বার আমাদের জন্য মহোৎসব প্রেরণ করিয়া থাকেন, মহোৎসবে আমাদিগকে তাঁর পুণ্য-জলে স্নাত করিয়া, জ্ঞান, প্রেম আদি মহামূল্য ভূষণে ভূষিত করিবার আয়োজন করেন। সুসজ্জিত করা, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য দিয়া আমাদিগকে সুখী সবল ও সুস্থ করিয়া তোলাই তাঁহার অভিপ্রায়। বারম্বার তাঁহার এরূপ ব্যবস্থা হয় বলিয়াই নির্ব্বোধ হইয়াও, মন্দমতি হইয়াও, আমরা একেবারে মৃত্যু মুখে যাই না, দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হই না। এরূপে বারম্বার তাঁহার সুব্যবস্থার গুণেই আমরা কালে সুস্থ হইয়া, সুন্দর হইয়া, তাঁহার উপযুক্ত সুসন্তান হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হই। শুভ বুদ্ধির উদয় ত আমাদের

একেবারেই হয় না। তাই বারবার তাঁহার মহোৎসবের আগমন হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে দেখিতে পাই, পুত্র কন্যাদিগকে কোন উৎসবে বা বিশেষ গৃহে নিমন্ত্রণাদিতে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহাদের মাতা বলিয়া থাকেন, এস, তোমাদিগকে সুন্দররূপে সাজাইয়া দি; নিমন্ত্রণে—বিশেষ গৃহে যাইবে, সেস্থলে বহু লোকের সমাগম হইবে, সেস্থলে মলিনবেশে যাইতে নাই, যা তা করিয়া কোনরূপে সাজিয়া যাইতে নাই। এরূপস্থলে দেখা যায়, যে যে ছেলে বা মেয়ে সুবোধ ও সুশীল, তাহারা সহজেই মায়ের প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং মায়ের ইচ্ছানুসারেই সজ্জিত হইয়া নিমন্ত্রণস্থলে গমন করে। কিন্তু সকল ছেলে মেয়েত সেরূপ সুবোধ বা সুশীল নহে। সেরূপ কোন মেয়ে হয়ত বলে, না, তোমার হাতে আমার সাজিতে ইচ্ছা নাই। তুমি যে অতক্ষণ ধরিয়া আমার চুল লইয়া নাড়া চাড়া করিবে, অতক্ষণ ধরিয়া চুল আঁচড়াইবে তা আমার ভাল লাগে না। অতক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমার পোষায় না। তুমি যে কি বিশ্রী করিয়া বিনুনি করিয়া দেও, চুল বাঁধিয়া থাক, আমার তাহা মোটেই পছন্দ হয় না। আমি আমার নিজ হাতেই সাজিতে পারিব, আমার চুল বাঁধার কাজ আমি নিজেই করিয়া লইতে পারিব। তোমার পছন্দ মত আমি সাজিতে পারিব না, সে আমার ভাল লাগে না। মা হয়ত বলিলেন, তোমার সে দিন যে সুন্দর কাপড় খানা আসিয়াছে, আজ তা-ই পরিয়া যাও; মেয়ে হয়ত আপত্তি করিয়া বলিতে থাকে, আমার ও কাপড় মোটেই পছন্দ হয় নাই, আমি অন্য কাপড় পরিয়া যাইব। মা তাহাকে একপ্রকারের অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিতে চাহেন, সে তাহা মোটেই পছন্দ করে না। নিজের অভিলষিত বসন ভূষণেই সজ্জিত হইতে সে চায়। পুত্রকে মা বলিলেন, এস, তোমার চুল আঁচড়াইয়া দি, সুন্দর করিয়া তোমাকে সাজাইয়া দি; পুত্র হয়ত বলিল তোমার ওপ্রকারের বিশ্রী ধরণের চুল আঁচড়ান আমার ভাল লাগে না। আমি আমার নিজ অভিরুচি মতই মাথা আঁচড়াইয়া লইব। মা হয়ত বলিলেন, তোমার ঐ সুন্দর নূতন জামাটি পরিয়া যাও, সে তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, না, তা হবে না, আমি অন্য জামা পরিয়া যাইব।

এ প্রকারে দেখা যায়, মাতা বা পিতার অভিপ্রায় অনুসারে যে সন্তানগণ সব সময়ে সাজিতে চায়, তা নহে। তাহাদের নিজের একটা রুচি আছে, বিবেচনা ও পছন্দ আছে, তাহারা সেই ভাবেই সাজিতে ইচ্ছা করে; তাহারা মনে করে এ সব বিষয়ে তাহাদের বিচার ও রুচিই শ্রেষ্ঠ এবং যথেষ্ট। এ সকল বিষয়ে মাতাপিতার কথা শুনিয়া চলা বা তাঁহাদের অভিরুচি অনুসারে সজ্জিত হওয়া মোটেই ভাল নয়। তাহা সুন্দরও নহে এবং তাঁহাদের ব্যবস্থা সব সময়ে মানিয়া লওয়া প্রার্থনীয় এবং শোভনও নহে। তাহারা অনেক স্থলে সুবিবেচক ও সুবোধ না হইয়াও আপনাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকেই অধিকতর সুন্দর ও সুসঙ্গত বলিয়া মনে করে। তাই তাহারা মাতা পিতার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করিয়া চলিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এরূপ আচরণের ফল কখনই সব সময় সুন্দর হয় না, কল্যাণকরও হয় না। কারণ, সব স্থলেই যে তাহাদের বিচার বিবেচনা সুরুচিসম্মত, সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ হয়, এমন নহে। সুতরাং সেরূপ স্থলে নিজ বিচার ও বুদ্ধি অনুসারে সাজিবার ইচ্ছা হইতে কখনই সুফল পাওয়া যায় না। তাহার ফলে বিশ্রী হইয়া, নানা প্রকারে আপনাকে হীন ও মলিন করিয়াই রাখা হয়। তাহাতে লোকচক্ষেও হীন হইতে হয়, কার্য্যতঃ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যহীন হইয়াই পড়িতে হয়।

এরূপ ব্যবহার যেমন পার্থিব জীবনে ঘটে—পার্থিব পিতা মাতাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া যেমন অনেক সময় হীন ও মলিন থাকিতে হয়; তেমনি অপার্থিব পিতা অপার্থিব মাতার অবাধ্যতাতে, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিয়া, তাঁহার বিধিব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত রূপে না মানিয়া লোকের যে দুর্গতি হয়, দুরবস্থা ঘটে, তাহার পরিচয় ত আমরা সর্ব্বদাই পাইয়া থাকি।

আমাদের জীবনে এই অবাধ্যতার প্রাচুর্য্য অতিশয়। আমরা অনেক সময়েই পরমপিতাকে—পরম জননীকে মৌখিক বাধ্যতা দেখাই। কাজে তাঁহাকে অস্বীকার ও অমান্য করিয়াই চলি। তিনি যাহা দিতে চাহেন, তাহা হয়ত লইতে চাই না, তিনি যাহা যেভাবে দিতে চাহেন, আমরা হয়ত সেভাবে তাহা লইতে চাহি না। তিনি আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করিতে চাহেন, যেদিকে যে ভাবে চলিতে বলেন, আমরা হয়ত সে ব্যবস্থার অধীন হইতে চাহি না, সেদিকে যাইতে চাহি না। আমরা অনেক সময়েই আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধিকেই বড় বলিয়া মনে করি—তাহার ক্ষীণ আলোকেই পথ চলিতে ইচ্ছা করি। তাহাতেই মঙ্গলহইতে, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যহইতে আমরা দূরে পড়িতে বাধ্য হই। আমাদের জন্য আমাদের পরম সৌভাগ্য-দাতা পিতাহইতে যাহা আসে, তাহাকে মান্য না করিয়া, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া—আপনাপন শ্রীহীনতা, অস্বাস্থ্য ও অকল্যাণকেই বাড়াইয়া চলি। এ জন্য আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, এখন হইতে বিশেষ ভাবে দাতা দয়ালু প্রভুর যে সুন্দর ব্যবস্থা আমাদিগকে সমুন্নত, সুন্দর, সুস্থ করিবার জন্য আসিতেছে, তাহাকে বিনা আপত্তিতে—বিনা ওজরে গ্রাহ্য করা; আমাদের আপনাপন বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিবেচনাকে বেশী মূল্যবান জ্ঞান করিয়া তাহার আলোকে না চলিয়া, কল্যাণদাতা পিতারই দান ও বিধানের অনুগত হওয়া। অবাধ্যতা মহা অনিষ্টের আকর। তাহা হইতেই আমাদের সমূহ অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আপনাপন বুদ্ধি বিদ্যার কথা শুনিয়া চলিয়া তাহার মন্দ ফল আমরা অনেক ভোগ করিয়াছি। তাহাতে যে কত দুঃখ ও দুর্গতি পাইতে হয়, তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আর সে রূপ অবাধ্যতার অভিনয় যেন না করি, আর যেন পরমপিতামাতাকে অনাদর অসম্মানপূর্ব্বক ফিরাইয়া না দি। তাঁহার প্রদত্ত ভূষণ বসনেই যেন সজ্জিত হইতে প্রস্তুত থাকি। তাঁহার প্রদত্ত সম্পদ্ গ্রহণ করিয়াই যেন সুন্দর সম্পদ্‌বান ও আনন্দিত হইতে প্রস্তুত থাকি। এখন হইতে আমাদের এই প্রার্থনা ও প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা হউক যে—

"তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি।
তোমায় নত হয়ে যেন মানি॥"

কীর্ত্তন সোহিলা। (২)

রাগ সউড়ী পূরবী মহলা ৪।

কাম করোধ নগর বহু ভরিআ মিল সাধু খণ্ডল খণ্ডা হে।
পূরব লিখত লিখে গুর পাইআ মন হরিলিব মণ্ডল মণ্ডা হে।১।
কর সাধু অঞ্জলী পুন্ন বড্ডা হে।
কর ডণ্ডউত পুন্ন বড্ডা হে ।১।

রহাউ।

সাকত হরি রস সাদ ন জানিআ তিন অন্তর হউমৈ কণ্ডা হে।
জিউ জিউ চলহি চুভৈ দুখ পাবহি জমকাল সহহু সির ডণ্ডা হে ।২।

ভাবানুবাদ।

চতুর্থ গুরুর বাণী।

এই দেহরূপ নগরী অনেক প্রকার কাম ক্রোধ দ্বারা পূর্ণ হইয়া আছে; সাধু সঙ্গে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছি।

পূর্ব্ব জন্মের লিখনানুসারে গুরু পাইয়া মনকে হরি ধ্যানে মণ্ডিত করিয়াছি।

সাধুর নিকটে কৃতাঞ্জলি হও তাহাতে মহা পুণ্য।

দণ্ডবত প্রণাম কর তাহাতে মহা পুণ্য ।১।

রহাউ (Pause)

দুষ্টলোক হরি নামামৃতের স্বাদ জানে না, তাহার হৃদয়ে অহংকারের কণ্টক রহিয়াছে। যত চলিতেছে সেই কাঁটা ফোটে ও দুঃখ পায়, সে কালরূপী যমের লাঠি মাথায় সহ্য করে ।২।

হরি জন হরি হরি নাম সমানে দুখ জনম মরণ ভব খণ্ডা হে।
অবিনাসী পুরখ পাইআ পরমেসর বহু সোভ খণ্ড ব্রহমণ্ডা হে।৩।
হম গরীব মসকীন প্রভ তেরে হরি রাখ রাখ বড বড্ডা হে।
জন নানক নাম অধার টেকহৈ হরি নামেহী সুখ মণ্ডা হে
৪।৮।২২।৬০

ভাবানুবাদ।

হরিজন হরিনামে নিমগ্ন হইয়া সংসারের জন্ম মরণের দুঃখ কাটাইয়াছেন।

তাঁহারা অবিনাশী পুরুষ পরমেশ্বরকে পাইয়া পৃথিবী ও ব্রহ্মাণ্ডে বহু শোভা পাইয়াছেন।

হে প্রভু! অতিশয় দীন দুখী কাঙ্গাল আমি তোমার, হে হরি রক্ষা কর, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মহান, তুমি রক্ষা কর।

নানক বলেন আমি তোমার দাস, নামই আমার আধার ও আশ্রয়; হরিনামেই সুখ অবস্থিত, ইহা জানিয়াছি। ৪।

রাগ গউড়ী পূরবী মহলা ৫।

করউ বেনন্তী সুনহু মেরে মীতা সন্ত টহিল কী বেলা।
ঈহাঁ খাটি চলহু হরি লাহা আগৈ বসন সুহেলা। ১
অউধ ঘটৈ দিনস রৈনারে।
মন গুর মিল কাজ সবারে। ১।

রহাউ।

ইহ সংসার বিকার সংসে মহি তরিউ ব্রহমগিআনী।
জিসহ জগাই পীআবৈ ইহ রস অকথ কথা তিন জানী। ২।
জাকউ আএ সোঈ বিহাঝহু হরি গুরতে মনহি বসেরা।
নিজ ঘর মহল পাবহু সুখ সহজে বহুরি ন হোইগো ফেরা। ৩।
অনতর জামী পুরখ বিধাতে সরধা মনকী পুরে।
নানক দাস ইহৈ সুখ মাঁগৈ মোকউ করি সন্তন কী ধূরে। ৪। ৫।

কীরতন সোহিলা সংপূরণ।

ভাবানুবাদ।

পঞ্চম গুরুর বাণী।

আমি বিনতি করিতেছি, হে আমার মিত্র! শোন, সাধু সেবার এই ত অবসর।

এখানে হরি নামের লাভ উপার্জ্জন করিয়া লও, পরলোকে বাস সুখের হইবে। ১

দিন রাত্রি আয়ু কম হইয়া যাইতেছে।

রে মন! গুরুর সঙ্গ লইয়া নিজ কাজ উদ্ধার করো। ১

রাহাউ। (Pause)

এই সংশয় ও বিকার যুক্ত সংসারে ব্রহ্মজ্ঞানী উত্তীর্ণ হন।

পরমেশ্বর যাহাকে জাগ্রত করিয়াছেন তাহাকে এই অমৃত রস পান করান, তাঁহারাই এই অবর্ণনীয় তত্ত্ব জানেন।

যে প্রয়োজন লইয়া আসিয়াছ উহা খরিদ কর; গুরুর কৃপাতে হরি তোমার মনে বাস করিবেন।

সুখে সহজে প্রভুর নিজ ঘরে স্থান পাইবে, পুনরায় আর জন্ম মরণ হইবে না। ৩

হে অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ! আমার মনের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ কর।

নানক দাস এই ভিক্ষা করিতেছে যে, তুমি তাহাকে সাধুদিগের পদধূলি কর। ৪।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

---

(১) মন হরি লিব মণ্ডল মণ্ডা হে—মেকলিফ সাহেব ইহার সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন The soul is absorbed in the region of God's love.—ট্রাম্প সাহেব এই সমস্ত পংক্তির অর্থ করিয়াছেন The Guru being obtained by an original decree (of God) causes in the heart devotion to Hari to be excited in the country.

(২) সাকতঃ—গ্রন্থকোষ ইহার ধাত্বর্থ আরবী ভাষা হইতে গৃহীত অনুমান করেন; উহার অর্থ পতিত, নষ্ট লোক; দ্বিতীয়, সংস্কৃত শাক্ত সম্প্রদায় বাম মার্গীদিগের দুষ্ট আচরণে যে পতিত হইয়াছে তাহার প্রতি প্রযুক্ত হয় অনুমান করেন। বৈষ্ণবেরা শাক্তদিগকে দুষ্ট লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন। এক্ষণে সাকতের অর্থ দুষ্ট লোক হইয়াছে।

(৩) ভব—কেহ কেহ ইহার অর্থ সংসার করিয়াছেন, আবার কেহ ইহার অর্থ ভয় করিয়াছেন; জন্ম মরণের দুঃখ ও ভয় দূর হইয়াছে।

---

(১) প্রথম পংক্তির এ অর্থও হয় দান ভাবাপন্ন হইয়া বিনীত কর, হরি নাম শ্রবণ কর ও সাধু সেবা কর।

(২) নিজ ঘর মহল পাবহু সুখ সহজে—কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন নিজ শরীরে আত্ম স্বরূপ দর্শন সুখে সহজেই পাইবে। ট্রাম্প সাহেব লিখিয়াছেন—If in your own house his residence is, you will easily obtain comfort.

(৩) সরধা মনকীপুরে ইহাকে কেহ কেহ সম্বোধন রূপে ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ হে মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী হরি!

(৪) জিসহ অর্থ কেহ কেহ করিয়াছেন যাঁহারা অর্থাৎ সাধু ব্রহ্মজ্ঞানীরা।

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।

(১৪)

মন্দিরের জমী সংগ্রহ।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি। ১৮৯৩ সনের মে মাসে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। তার পরে আরও এক বৎসর চলিয়া গেল, আমরা মন্দিরের কার্য্য আরম্ভও করিতে পারিলাম না। কারণ ইতিমধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ জমী আমাদের হস্তগত হয় নাই।

ভিত্তি স্থাপনের পর বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী খাসিয়া পাহাড়ে চলিয়া গেলেন, বাবু শরচ্চন্দ্র গুপ্ত গ্রামে তাঁহার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন, এবং ডাক্তার দুর্গাদাস দত্ত মহাশয়ের কার্য্যোৎসাহও কমিয়া গেল। যাঁহারা বলিলেন এখানেই ব্রহ্মমন্দির করিতে হইবে, এখানেই আরও জায়গা লইয়া দিবেন, তাঁহারা সকলেই দূরে চলিয়া গেলেন। আমরাও সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, অধিকতর জমী না পাইলে এতগুলি দুশ্চরিত্রানারীপরিবেষ্টিত স্থানে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করা হইবে না। সুতরাং হাতে টাকা থাকা সত্ত্বেও আমরা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রস্তুত হই নাই। হৃদয়ে আগ্রহ আছে, কাজের চেষ্টা আছে, হাতে সংগৃহীত অর্থ আছে, অথচ কাজে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না বলিয়া মনোকষ্টেই দিন কাটিতেছিল। বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বলিলেন, "চলুন আমরা ভিত্তি উত্তোলন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাই।" তাহা করিতেও ইচ্ছা হইল না। কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। এইরূপে নিশ্চেষ্ট-ভাবে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় ৮।৯ মাস পরে বোধ হয়, একদিন এক অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিল। এক রাত্রিতে আগুণ লাগিয়া সেই কুলটা পল্লীর সমস্ত ঘরগুলি ভস্মীভূত হইয়া গেল। আরও আশ্চর্য্য মনে হয়, যখন ভাবি অতি নিকটের একটী দোকান ও একটী গৃহস্থ বাড়ী রক্ষা পাইল, অথচ তাহাদের সমস্ত ঘরগুলি পুড়িয়া গেল। কোনও দুশ্চরিত্র পুরুষের সঙ্গে কলহ হইতে এই অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল বলিয়া জনরব। এই ঘটনার পরের দিনের পরের দিন আমার এক বন্ধু আসিয়া আমাকে খবর দিলেন। আমি যাইয়া দেখিলাম, তাহারা আবার গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিন্তা করিলাম। প্রথম মনে হইল, এই সুযোগে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের জন্য যদি কিছু জমী ক্রয় করিয়া লইতে পারি ভাল হয়। তারপর আর একটী কথা মনে হইল। সহরের কেন্দ্রস্থলে, চারিদিকের ভদ্র পল্লীর মধ্যে এ সকল দুশ্চরিত্রা নারীরা থাকিবে কেন? ইহারা দিন রাত্রি নানা প্রকার অশ্লীল গল্প করে, অনুচিত আমোদ প্রমোদে রত থাকে। তাহাদের অশ্লীল হাব ভাব, তাহাদের ঘৃণার্হ প্রলোভন, তাহাদের মাতলামির আড্ডা—সবই চতুপার্শ্ববর্ত্তী ভদ্র নরনারীর অকল্যাণের কারণ। ইহাদের কুদৃষ্টান্ত দূর করিবার কি কোন উপায় হইতে পারে না? ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, একবার কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম চতুর্দ্দিকের ভদ্রলোকের আবেদনে গভর্ণমেণ্ট কয়েকজন কুলটা নারীকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এরূপ কোনও রাজবিধি আছে কি না জানিবার জন্য বাবু যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের নিকট গমন করিলাম। তিনি বলিলেন, প্রতিবেশী ভদ্রগণ আবেদন করিলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতেও পারেন। অনেকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া জানা গেল তাহাদের অত্যাচারে সকলেই বিরক্ত এবং দুঃখিত; কিন্তু তাঁহাদের সংসৃষ্ট দুরাচার পুরুষগণের অত্যাচারের ভয়ে অনেকেই তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস করে না। কাজেই নিজেই কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম, আবেদন পত্র লিখিলাম, স্বাক্ষর করাইলাম। এই আবেদন পত্রে সর্ব্বাগ্রে স্বাক্ষর করিতেও কেহ কেহ সাহস করিলেন না। পরলোকগত সবডেপুটী বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস মহাশয় সর্ব্বাগ্রে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া সৎসাহসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

বহুলোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র মিউনিসিপেলিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরিত হইল। চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত গুডসাহেব প্রায় প্রতিদিনই সস্ত্রীক এই পথে চলিতেন। ইহাদের ব্যবহারে তিনিও খুব বিরক্ত ছিলেন এবং জনসাধারণের হিতার্থে ইহাদিগকে স্থানান্তরে যাইবার আদেশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তিনি তাহা মেজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলেন; পক্ষান্তরে এই মোকর্দ্দমা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ রাখিবার জন্যও নোটিশ দিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু গিরীশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিচারে জনসাধারণের সুবিধার জন্য ইহাদিগকে স্থানান্তরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইল। তাহারা আবার এই বিচারের বিরুদ্ধে জজআদালতে আপীল করিল। সেখানেও পরাস্ত হইয়া তাহারা স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কিন্তু হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিল।

বাবু শরচ্চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমাদিগকে যে জমী দান করিয়াছিলেন তাহার অর্দ্ধেক রায়তের দখলে ছিল। এবার আমরা রায়তকে ৬০৲ টাকা মূল্য দিয়া সেই জমী টুকু হস্তগত করিলাম। ১৮৯৫ ইং ১৮ই জুন এই বিক্রয় কবালা সম্পন্ন হয়।

এই জমী গৃহনির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট নয় মনে করিয়া আমরা সংলগ্ন আরও কিছু জমী ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু ইহার কেহই আমাদের নিকট জমী বিক্রয় করিবে না স্থির করিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল, ব্রাহ্মেরা তাহাদের ঘর পুড়িয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মদের নিকট তাহারা কখনও জমী বিক্রয় করিবে না। কিছুকাল পরে একজন অন্যত্র জমী বিক্রয়ের সুবিধা না পাইয়া আমাদের নিকট জমী বিক্রয় করিতে রাজি হইল, কিন্তু উচিৎ মূল্য হইতে অনেক বেশী মূল্য চাহিল। কিছুদিন অপেক্ষা করিলে কম মূল্যে জমী পাওয়া যাইবে মনে করিয়া আমরাও চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি চুপ করিয়া থাকিতে দিলেন না।

একদিন মহাপুরুষ কেশব চন্দ্রের জীবন বেদ পড়িতেছি। একস্থানে তিনি লিখিতেছেন—"যদি দেখি কেহ বলিতেছে, কেমন করিয়া ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইবে?—কিরূপে টাকা উঠিবে,—আগে যদি টাকা না হইল কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে? অমনি বুঝিয়া লই ইহার জয় সম্ভব নয়। আমরা বলি, বাড়ী চাই, ঈশ্বর? হাঁ। বুঝিলাম, তৎক্ষণাৎ আকাশের উপর চারতালা বাড়ী হইল। বাড়ী নির্ম্মাণ হইল, টাকাও আসিতে লাগিল। তখন পত্তন হইল।

আগে ভাবিয়া করিবে না; আগে করিয়া পরেও ভাবিবে না। আগেও না, মধ্যেও না, পরেও না;—ভাবনা কখনই করিবে না। ঈশ্বরাদেশে কার্য্য করিবে, ভাবিবে কেন?"

কথাটি পড়িয়া বড় মনে লাগিল। মনে হইল বিশ্বাসীর কার্য্য এরূপই হইবে। টাকার চিন্তা করিবার আমি কে? দশ টাকা বেশী কি কম খরচ হইবে বলিয়া যদি প্রভুর কার্য্যে ত্রুটী করি, তবে তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হইবে। এই জমাতে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে, জমী পাওয়ার সকল বিঘ্ন দূর হইয়াছে, সকল প্রতিকূল অবস্থা চলিয়া গিয়াছে, কয়েক টাকা বেশী কমের জন্য কি আমরা কাজ না করিয়া বসিয়া থাকিব? যদি জমী আর কেহ লইয়া যায়, বা অন্য কোন প্রকারের বিঘ্ন আসে তখন কি হইবে? এই কথা ভাবিয়া অস্থির হইলাম এবং যতক্ষণ জমী ক্রয় করা না হইল ততক্ষণ কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলাম না। ১৮৯৫ ইং ১৫ই মেই তারিখে ৪০০৲ টাকা মূল্যে জমী ক্রয় করা হইল। মন্দির প্রাঙ্গণের সমস্ত জমীর মূল্য ৮০০৲ টাকারও অধিক হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই জমীতে মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেকের সংশয় ছিল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তিও করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলমনি বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই জমীতেই মন্দির নির্ম্মিত হইবে। তিনি খাসিয়া পাহাড়ে যাইয়াও বার বার একথা বলিয়াছেন। তিনি এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন— "পরমেশ্বরের কৃপায় কোনও অসুবিধা থাকিবে না। আমাদের চেষ্টার পশ্চাতে আর এক জনের হস্ত আছে, ইহা অনুভব করিবেন, তাহা হইলে মনে আর কোনও সংশয় থাকিবে না। যখন ঐ স্থান লইবার প্রথম প্রস্তাব হয়, তখন সকলে আমার কথায় বিরক্ত হইয়াছিলেন; আমি বিশ্বাস করি একদিন আসিবে যখন আপনারা সন্তুষ্টই হইবেন।" বাস্তবিক তাঁহার কথাই ঠিক হইল। আমরা দেখিলাম মানুষের চেষ্টার পশ্চাতে ভগবানের হাত রহিয়াছে। এই কুলটাপল্লীর মধ্যে ব্রহ্মমন্দির করিতে ইচ্ছা করি নাই! প্রতিবাদ করিয়াছি, ভিত্তি স্থাপনের পর ভিত্তি স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শ করা হইয়াছে। এখানে মন্দির করিব না মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। কিন্তু কাহার হস্ত আমাদের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া অলৌকিক ভাবে এ সকল পাপের গৃহ ভস্মীভূত করিয়া এখানে বিশ্বেশ্বরের ভজনালয় নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিল? চিন্তা করিয়া হৃদয় বিস্ময়াভিভূত হয়; স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রাণ তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত হয়!

নীলমণি বাবুর ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইল। অতি সুদূর স্থানে —সহরের কেন্দ্রস্থলে ভদ্রপল্লীর মধ্যে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের সুবিধা পাইয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।

নানক বাণী। (৫)

রাগ গউড়ী গুআরেরী।

১

ডউ মুচ ভারা বডা তোল।
মন মত হউলী বোলে বোল।
সির ধর চলীঐ সহীঐ ভার।
নদরী করমী গুর বীচার।
ভৈ বিন কোই ন লংঘস পার।
ভৈ ভউ রাখিআ ভাই সবার।১।
ভৈতন অগনি ভখৈ ভৈনাল।
ভৈ ভউ ঘড়ীঐ সবদ সবার।
ভৈ বিন ঘাড়ত কচ নিকচ।
অন্ধা সচা অন্ধী সট।২।
বুধী বাজী উপজৈ চাউ।
সহস সিআনপ পবৈ ন তাউ।
নানক মনমুখ বোলন বাউ।
অন্ধা অখর বাউ দুআউ।৩।

রাগিনী গৌরী

ভাবানুবাদ

গুরু নানককে কোন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এই সংসার হইতে উদ্ধার হইবার কি উপায়। তিনি তাহাকে এই তুইটী বাণী দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন।

ভগবত ভীতি।

ভগবানের ভয় অতিশয় ভারি, তাহার ওজন বেশী। মানবের বুদ্ধি হাল্কা, তাহার বাক্যও সেইরূপ তুচ্ছ। ভগবদ্ ভীতি মাথায় করিয়া ঐ গুরুতর ভার বহন করিলে, কৃপাময় পরমেশ্বর গুরু হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। ভগবদ্ ভীতি বিনা কেহই সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যাঁহাদের ভয় হইয়াছে তাঁহারা প্রেমকে সুরক্ষিত করেন।১। ভয় শরীরে অগ্নির মত, সেই অগ্নি মনের ভয়দ্বারা প্রজ্বলিত হয়। ভয় উৎপন্ন হইলে তাহার দ্বারা উপদেশ সুন্দর প্রস্তুত হয়। ভগবদ্‌ভীতি বিনা যে উপদেশ গঠিত উহা অতি কাঁচা অপদার্থ। যখন ছাঁচই জ্ঞানবিহীন, তখন তাহা হইতে নির্ম্মিত পদার্থ (উপদেশ) সেই প্রকার জ্ঞানহীন হয়।২। মানব বুদ্ধি বাজিকরের বাজি, তাহাতে সংসারবাসনা উৎপন্ন হয়। সহস্র বুদ্ধিমত্তা হইতে প্রকৃত উত্তাপ (জীবন) উৎপন্ন হয় না। নানক বলেন, মনমুখেরা কেবল বাজে কথা বলে। তাহাদের উপদেশ জ্ঞানবিহীন নিরর্থক।৩।

---

(১) চতুর্থ পংক্তির অর্থ ট্রাম্প সাহেব করিয়াছেন:—

He, by the favourable look (of God) and by destiny reflects on the Guru.

(২) সহস সিআনপ পবৈ ন তাউ—ইহার অর্থ ট্রাম্প সাহেব করিয়াছেন:—

By a thousand cleverness passion does not go down.

গউড়ী

২

ডর ঘর ঘর ডর ডর ডর জাই।
সো ডর কেহা জিত ডর ডর পাই।
তুধ বিন দুজী নাহী জাই।
জো কিছ বরতৈ সভ তেরী রজাই।
ডরীঐ জে ডর হোবৈ হোর।
ডর ডর ডরণা মনকা সোর ।১।
না জীউ মরৈ ন ডুবৈ তরৈ।
জিন কিছ কীআ সো কিছু করৈ।
হুকমৈ আবৈ হুকমে জাই।
আগৈ পাছৈ হুকম সমাই ।২।
হংস হেত আসা অসমান।
তিস বিচ ভুখ বহুত নৈসান।
ভউ খানা পীণা আধার।
বিন খাধে মর হোহি গাবার ।৩।
জিসকা কোই কোঈ কোই কোই।
সভকো তেরা তূঁ সভনাকা সোই।
জাকে জীঅ জন্ত ধন মান।
নানক আখন বিখম বীচার ।৪।

প্রথম বাণীতে ভগবদ্‌ভীতির কথা বলিয়া মানবকে ভগবানের নিকট এই ভাবে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিলেন।

ভাবানুবাদ।

হে ভগবন! যাঁহারা তোমার ভীতিকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, ভয়ের মধ্যে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্য ভয় থাকে না।

সে ভয় কি প্রকারের যেখানে অন্য ভয় ভয় পায়?

তোমা ভিন্ন অন্য কোন স্থান নাই।

যাহা কিছু ঘটিতেছে সকলি তোমার আদেশে।

ভয় অবশ্য করিব যদি অন্য কোন ভয় থাকে।

অন্য ভয়ের ভয়ে ভয় পাওয়া কেবল মনের গোলোযোগ।(১)।

এ জীব নিজের শক্তিতে মরেও না, ডোবেও না, উদ্ধারও পায় না।

যিনি এ সকলি করিয়াছেন তিনিই যাহা হয় করিবেন।

তোমার আদেশেই জন্মগ্রহণ করে; তোমার আদেশেই চলিয়া যায়।

জন্ম মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে তোমার আদেশই পালন করে।২।

হিংসার কারণ এই আত্মার মধ্যে আশা আকাশবৎ বিদ্যমান।

তাহার নিদর্শন এই যে, আত্মাতে ভগবানের জন্য অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বর্ত্তমান।

ভগবদ্‌ভীতিকে যাঁহারা আহার পানীয় রূপে আধার করিয়াছেন তাঁহারা বিকারমুক্ত হন।

সেই ভীতিকে আধাররূপে গ্রহণ না করিলে মূর্খেরা জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হয়। ৩।

তোমা ভিন্ন অন্য কেহ নাই; যদি কাহারও কেহ থাকে, সে বলুক তাহার কে আছে।

সকলেই তোমার; তুমিই সকলের স্বামী;

যাঁহার এই সমস্ত জীব জন্তু ধন সম্পত্তি।

নানক বলেন, তোমার বিষয় বলা ও জানা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ৪।

এই বানীর সমুদয় অনুবাদ মেকলিফ সাহেবের The Sikhs vol I হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

The fear of God is very great and very heavy.
Man's wisdom is of little account, and so is his chatter.
Walk with the load of fear on thy head;
Meditate on the Guru who is kind and merciful
No one shall be saved without the fear of God:
His fear hath adorned man's love.
The fire of the fear of transmigration is burned away by the fear of God.
By fear the Word is fashioned and decorated.
What is fashioned without fear is altogether worthless.
Useless is the mould and useless the stroke thereon.
In the minds of many there is a desire to fashion the Word without fear.
But even though they perform a thousand artifices they shall not succeed.
Nanak, the speech of the perverse is nonsense;
What they write is worthless absurdity.

পরলোকগতা সুখতারা দত্ত। *

আজ নয়দিন হইল দিদি আমাদের ছাড়িয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। আর আমরা তাঁহার সেই শান্ত সুন্দর স্নেহ পূর্ণ মূর্ত্তি খানি দেখিতে পাইতেছি না। আজ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিবার জন্য আমরা সকলে এখানে মিলিত হইয়াছি। পূজনীয় পিতৃদেব এবং অন্যান্য গুরুজনগণ তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনায় স্নেহাশীর্ব্বাদ লইয়া এখানে উপস্থিত। ভগ্নীস্থানীয়া মহিলাগণ শুভকামনা লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কন্যাত্রয় এবং ভগ্নীদিগের পুত্র কন্যা গুলি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছে। যদিও তিনি নশ্বর দেহ ছাড়িয়া গিয়াছেন, তথাপি আজ তাঁহার অমর আত্মা আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা অনুভব করিতেছি। আজ আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

---

(১) এই বাণীর কয়েক পংক্তির অর্থে মত ভেদ আছে। আমি ফরিদ কোটী টীকার অনুসরণ করিলাম।

ট্রাম্প সাহেবের অনুবাদ জটিল; তিনি লিখিয়াছেন, ইহার অর্থ দুরূহ, শিখেরা ঠিক ঠিক অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না।

* আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তদীয়া ভগ্নী শ্রীমতী সুদেবী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত।

১৮৭৮ সালে ৫ই জুলাই আমার দিদি পিতৃদেবের বরাহনগরস্থ বাটীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন রাত্রি ১২ টা, আকাশে তারা জ্বলিতেছিল; তাই তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'সুখতারা'। দিদির জন্মের কিছুকাল পরেই পিতৃদেব পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া কৃষ্ণনগরে গমন করেন। সেখানে নদীর ধারে একটি সুন্দর দ্বিতল বাটীতে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু পার্শ্বস্থ বাড়ীতে বসন্ত রোগ হওয়াতে পিতৃদেব সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট সারকিট হাউসে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই বাড়ীতে অবস্থিতি কালেই মহা সমারোহে দিদির নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। স্বর্গীয় রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় নামকরণে আচার্য্যের কার্য্য করেন। স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী, অম্বিকাচরণ সেন প্রভৃতি মহাশয়গণ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কৃষ্ণনগরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

মার আটটি কন্যার মধ্যে দিদি সকলের বড় এবং পিতামাতা ভাই বোনদের অত্যন্ত আদরের পাত্রী ছিলেন। দিদির বয়স যখন ৩ বৎসর, তিনি তখন একদিন পিতৃদেবের কলিকাতায় বাটীর ত্রিতলের বারাণ্ডা হইতে একেবারে নীচে পড়িয়া যান। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা তাহাতে দিদির কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই।

পিতৃদেব কন্যাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রণালীতে শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বরাহনগরে একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং হিন্দু বিধবাদিগের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করেন। মা বিবাহের পরেই যেমন সংসারের ভার গ্রহণ করিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্রম ও বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার ভারও গ্রহণ করেন। দিদি জন্মগ্রহণ করিবার পরেও মার এই কার্য্যের ব্যাঘাত হয় নাই। বাস্কেটে দিদিকে শোয়াইয়া প্রতিদিন সঙ্গে করিয়া স্কুলে নিয়া যাইতেন। সেখানেও স্কুলের মেয়েদের আদর যত্নের অবধি ছিল না। দিদি এই বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত আমাদের গৃহে আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত নানা প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। দুইটি ইংরাজ মহিলা আমাদিগকে বাড়ীতে আসিয়া ইংরাজী ও সেলাই শিক্ষা দিতেন; এবং পাঠান্তে তাঁহারা আমাদিগের সহিত উদ্যানে নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। এইরূপে বাবা যেভাবে দিদিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে যথেষ্ট ফলবতী হইয়াছিল। সেলাই ও চিত্রবিদ্যাতেও দিদি সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহার সে সময়ের স্বহস্তেঅঙ্কিত চিত্রগুলি আজ পর্য্যন্ত গৃহে সজ্জিত রহিয়াছে। সেলাইএর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমিতি হইতে তিনি কতবার প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই দিদির শান্ত নির্ম্মল প্রকৃতি সকলের মন আকর্ষণ করিত। তিনি যেমন শান্ত নীরব অল্পভাষিণী ছিলেন, তেমনি সরল শুদ্ধস্বভাবা ছিলেন। কপটতা ক্ষুদ্রতা তাঁহার মনের ত্রিসীমায়ও ছিল না। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্ত এম্ এ, এম্ আর এ এস,এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি রামায়ণ, মহাভারত ও ঋগ্‌বেদ গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। স্বামীগৃহে দুইটি শিশুপুত্র ও একটি কন্যার ভার তাঁহার উপর পতিত হয়। পুত্র দুটির শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তেই ছিল। কোন শিক্ষক রাখিবার আবশ্যকতা হয় নাই। পুত্র কন্যাদের খেলার সময় খেলার সাথী হইয়া, পড়ার সময় শিক্ষকরূপে থাকিয়া এবং দোরাত্ম্যে স্নেহের শাসন করিয়া, তিনি যেভাবে তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তখন যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই প্রশংসা করিয়াছেন। বিবাহিত জীবনে আরও যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাহা তাঁহার সমস্তই ছিল। হিন্দু সমাজের শাশুড়ী, ননদ, জা ও দেবর, সকলেরই তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাঁহার উপর কাহারও কোন দিন কোন কারণেও অসন্তোষের ভাব দেখা যায় নাই। তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহার, লজ্জাশীলতা, আড়ম্বরশূন্যতা ও স্বার্থশূন্যতায় কেনই বা তিনি সকলের প্রিয়পাত্রী না হবেন? ধৈর্য্য সহিষ্ণুতায় তিনি গৃহে সর্ব্বদাই শান্তিরক্ষা করিয়াছেন। যথেষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ থাকা সত্বেও তিনি তাহা পরিধান করিতে ভালবাসিতেন না। সাজসজ্জাতে তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে ছিলেন। ভগবান তাঁহাকে বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। তিনিও সাধ মিটাইয়া পরোপকার, আত্মীয় স্বজনের সেবা যত্ন, করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহ শান্তির আলয় ছিল। যে যখন তাঁহার কাছে গিয়া থাকিত, আপনার গৃহ মনে করিয়া পরমানন্দে দিন কাটাইত। যিনি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছেন স্নেহ না করিয়া, ভাল না বাসিয়া, থাকিতে পারেন নাই। পিতৃদেবের বিধবাশ্রমের মেয়েদের তিনি আপনার ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিতেন। সহোদরা ভগ্নী অপেক্ষা কোন অংশে কম মনে করিতেন না। তাঁহারাও দিদিকে আপনার ভগ্নীর ন্যায় মনে করিতেন। স্নেহ দয়া ভালবাসাতে দিদি আমাদের মাতৃদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন বলিলেই হয়। দিদি ছোট বড় অনেক দানই গোপনে সম্পন্ন করিতেন। মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্মরণার্থ তিনি দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবারের সাহায্যকল্পে ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে ৫০০৲ টাকা দান করেন। পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে পিতৃদেবের যে তৈলচিত্র খানি রহিয়াছে, উহা দিদির প্রদত্ত।

ত্রিশ বৎসর বয়সে দিদির স্বামীবিয়োগ হয়। স্বামীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অবস্থার নানারূপ পরিবর্ত্তন হয় এবং বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে নানা প্রকার ঝঞ্ঝাবাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়। দিদি নীরবে শান্তভাবে সে সকল সহ্য করিয়াছেন। কিছুতেই তাঁহার জীবনের সুমিষ্ট ভাবের লাঘব করিতে পারে নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ক্ষুদ্র সংসারও শান্তির স্থান ছিল।

তাঁহার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে অষ্টম বৎসরের পুত্র 'মলয়' হঠাৎ দুরন্ত কলেরা রোগে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যায়। শেষে দুটি কন্যা লইয়া ও কনিষ্ঠ কন্যাকে গর্ভে ধারণ করিয়া তিনি বিধবা হইলেন। ভিতরে ভিতরে দিদির প্রাণ স্বামী পুত্রের শোকে দগ্ধ, কিন্তু বাহিরে তাঁহার কাজ এই তিনটি কন্যার প্রতিপালন। এই কন্যাগুলির শিক্ষা ও প্রতিপালনে তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়ান হইতে শিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত কোনও কার্য্যে তিনি কোন দিন শিথিলতা দেখান নাই। যেদিন রুগ্ন শরীরে শুনিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ম্যাট্রিকুলেসানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সেদিন

তাঁহার কি আনন্দ মুখে ফুটিয়া উঠিল! তাঁহার এতদিনের শ্রম সার্থক হইল।

তিনি কাজ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। জীবনের শেষ দিকে কিছুকাল তিনি ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলে কাজ করিয়াছিলেন। যে কয়েকটি বাড়ীর মেয়েদের গাড়ী করিয়া পড়াইতে যাইতেন; তাঁহাদের সকলেই তাঁর অমায়িকতা ও সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছেন। এইরূপ কাজ করিয়া দিদি খুব আনন্দ অনুভব করিতেন। রুগ্নদেহে আমাকে কতদিন বলিয়াছেন, "আমি ব'সে ব'সে কি করিব? তোমার বড়খোকাকে আমার কাছে রোজ পাঠিও, ভাল ক'রে তার পড়া শিখাইয়া দিব।" গত বৎসরও মাঘোৎসবে তিনি নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আট মাস যাবত অল্প অল্প জ্বর হইয়া তিনি ভুগিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন ঘাটশীলা নামক স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন। প্রথম প্রথম সেখানে উপকার বোধ করিতেছিলেন, শেষে অতি শীঘ্র অবস্থা মন্দ হইতে থাকে। তখন পুনরায় তাঁহাকে কলিকাতা আনাইয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে রাখা হয়। কিন্তু হায় ভগবানের ইচ্ছা নয় আর আমার দিদি রোগশয্যা হইতে সুস্থ হইয়া উঠেন। সকল চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ হইল। গত ৪ঠা ডিসেম্বর শনিবার বেলা ১১টার সময় দিদি এই মরধাম পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন।

মৃত্যু শয্যায় শয়ান থাকিয়াও তিনি তাঁহার ছোটবড় কর্ত্তব্য যাহা ছিল সম্পন্ন করিতে ভোলেন নাই। মৃত্যুর দুদিন পূর্ব্বে নিকটে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা ও সঙ্গীত করিতে বলাতে শ্রদ্ধেয় বরদাপ্রসন্ন রায় মহাশয়কে ডাকিয়া আনা হয়। তিনি সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন। তখনই কথা বলিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; তবুও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দিদি সঙ্গীত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তেও 'দুঃখ চিরদিন রয় না' এই একটি গানের পদ অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিতে থাকেন।

তাঁহার জীবনের খেলা যে এত শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে তাহা কে জানিত? তাঁহার সুস্থ সবল সুন্দর দেহখানি যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাঁহার আত্মা যে ধীরে ধীরে পরপারে যাবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা তো আমরা বেশী পূর্ব্বে জানিতাম না। আজ আমাকে একাকী রাখিয়া আমার সাতটি বোন একে একে সকলেই চলিয়া গেল!

দিদির জন্য আজ আর দুঃখ করিব না। তিনি সকল রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে। যেখানে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীদেব, পুত্র মলয়, স্নেহময়ী জননী ও ভাই বোনেরা অগ্রে গিয়াছেন, সেই খানে তিনিও আজ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

তাঁহার শিশু কন্যা মৃত জননীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিয়াছে, 'ভগবান তো তাঁহাকে আরও ভাল রাখিবেন।' আমরাও এই শিশু কণ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁহাকে চিরদিন তাঁহার ক্রোড়ে সুখে শান্তিতে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী একাধিক নবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে ও সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিতেছেন:—

১লা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী) শুক্রবার—ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাস সমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থে প্রার্থনা।

২রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে—ব্রাহ্মপরিবারে ও ছাত্রাবাস সমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থে প্রার্থনা; সায়াহ্নে—উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস।

৩রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম। অপরাহ্নে—শ্রমজীবীদিগের উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন; বিডন উদ্যান হইতে আরম্ভ হইয়া বিডন ষ্ট্রীট, নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, বেথুন রো, সিংহের লেন, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হইয়া মন্দিরে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত।

৪ঠা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) সোমবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। সায়াহ্নে—বক্তৃতা;—বক্তা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্,এ।

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সায়াহ্নে—সঙ্গতসভার উৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও বক্তৃতা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত।

৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) বুধবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। সায়াহ্নে—বক্তৃতা; সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বক্তা—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু বি,এ, ও শ্রীমতী হেমলতা সরকার, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, বি,এ।

৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্তা সরোজিনী দত্ত, এম্,এ। সায়াহ্নে—তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা। বক্তা—প্রতুলচন্দ্র সোম।

৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু। সায়াহ্নে—ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে মন্দিরে মহিলাদিগের উৎসব। আচার্য্য—শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার। সিটিকলেজ গৃহে পুরুষদিগের জন্য পৃথক উপাসনা হইবে। সায়াহ্নে—বার্ষিক সভা।

১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এম্,এ। অপরাহ্নে—নগর সংকীর্ত্তন; কলেজ স্কোয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া মুজাপুর ষ্ট্রীট, পটুয়াটোলা লেন, হ্যারিসন রোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট,

ঝামাপুকুর লেন, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, শঙ্কর ঘোষের লেন, ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি,এ।

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) সোমবার—**সমস্ত দিন-ব্যাপী উৎসব।** পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস। মধ্যাহ্নে—এক ঘটিকা হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, এম্,এ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু,বি,এ, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়, এম্,এ,; অপরাহ্নে—চারি ঘটিকার সময় ইংরাজীতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম্,এ। সায়াহ্নে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এম্,এ।

১২ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্নে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম্,এ; অপরাহ্নে—২ ঘটিকার সময় আলোচনা। সভাপতি—কর্ণেল ডিঃ বসু। ৪॥ ঘটিকার সময় শিবনাথ স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন; সায়াহ্নে—বক্তৃতা; বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম্,এ।

১৩ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) বুধবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার। অপরাহ্নে—রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। সায়াহ্নে—ইংরাজীতে বক্তৃতা, বক্তা—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম্,এ।

১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে—উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। অপরাহ্নে—বালকবালিকা সম্মিলন। সায়াহ্নে বক্তৃতা, শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।

১৫ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। সায়াহ্নে—বক্তৃতা, বক্তা—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত।

১৬ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা; অপরাহ্নে—আলোচনা। সায়াহ্নে—ইংরাজীতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এম্,এ।

১৭ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, বি,এ। মধ্যাহ্নে—উদ্যান সম্মিলন। সায়াহ্নে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

শিবনাথ স্মৃতিমন্দির—আগামী ১২ই মাঘ অপরাহ্ণ ৪½ ঘটিকার সময় শিবনাথ স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করা হইবে। বর্ত্তমান প্রচারক-নিবাস যে স্থানে আছে তাহাতে ও তৎসংলগ্ন জমিতে উক্ত মন্দির নির্ম্মাণের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। মাঘোৎসবের পরেই নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৫০ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, এবং প্রায় ৮ হাজার টাকা নগদ সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও অনেক টাকার প্রয়োজন। আশা করি ভারতবর্ষের নানাস্থানের ব্রাহ্মবন্ধুগণ অর্থসংগ্রহ করিয়া এই সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিবেন।

নূতন ব্রাহ্মসমাজ—কটক জিলার অন্তর্গত পাওয়া গ্রামে বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক উহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারলৌকিক—বিগত ২রা জানুয়ারী পরলোকগত অভয়চন্দ্র মজুমদারের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রকুমার পিতার জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ ও অভয় বাবুর একটি বাল্য বন্ধু তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলেন।

বিগত ২রা জানুয়ারী হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে উক্ত সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও আচার্য্য পরলোকগত কালীপ্রসন্ন দাসের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে শান্তিতে রাখুন।

দান—পরলোকগত বসন্তকুমার লাহিড়ীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার লাহিড়ী সাধনাশ্রমে ১০৲ দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক।

নব্যবর্ষের মডার্ণ-রিভিউ—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ণ-রিভিউ পত্রিকার জানুয়ারী মাসের সংখ্যা দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। উহার কলেবর (নানা সারগর্ভ সন্দর্ভে পূর্ণ ১৫২ পৃষ্ঠা) দেড় গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে অথচ প্রবন্ধগৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

নূতন পুস্তক—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত (তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা বিরচিত) মাঘোৎসবের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজ অফিসে প্রাপ্তব্য, মূল্য ৩৲ টাকা।

শুভ বিবাহ—বিগত ২৭শে ডিসেম্বর গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগের কন্যা কুমারী ইন্দুরেখার ও পরলোকগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জনকচন্দ্রের শুভ-পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার পিতা এতদুপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে দুই টাকা প্রদান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

উৎসব—কোনও বন্ধু লিখিয়াছেন :—করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের ৩৯ সাম্বৎসরিক উৎসব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের পূর্ব্বেই কয়েকজন ব্যাকুলচিত্ত ব্রাহ্ম স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে এবং পাড়ায় পাড়ায় মিলিত হইয়া, উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিতেছিলেন। এবার উৎসবের উপাসনা, উপদেশ ও সুমধুর সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রেমময় ঈশ্বর তাঁহার করুণা ও প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন। এবার কলিকাতার পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত গিরিডি উপস্থিত থাকিয়া উপাসনা, বক্তৃতা ও সঙ্গীত-সঙ্কীর্ত্তন করায় উৎসবের কার্য্যের বিশেষ সাহায্য হইয়াছে এবং উপাসকবৃন্দ উপকৃত হইয়াছেন।

২২শে ডিসেম্বর উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে সন্ধ্যাকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। সন্ধ্যাকালে সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত উপাসনার পরে সঙ্গতসভা সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন; তৎপরে "ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন" বিষয়ে শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কিছু কিছু বলিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন। ২৪শে ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামলাল

বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যাকালে ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে "আনন্দের অন্বেষণ" বিষয়ে বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। ২৫শে ডিসেম্বর উৎসবের বিশেষ দিন। তাহার পূর্ব্ব রাত্রে উৎসাহী ব্রাহ্মযুবকগণ রাত্রি জাগিয়া মন্দিরটি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করেন; প্রভাতকালে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তৎপরে তত্ত্বভূষণ মহাশয় উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার গভীর উপাসনা ও উপদেশ এবং মহিলাদিগের সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তৃষিতচিত্ত উপাসকগণ উৎসবানন্দই উপভোগ করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে তত্ত্বভূষণ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যাকালে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। অপরাহ্নে "বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল" এই বিষয়ে ডাক্তার বি, রায় আলোচনা উপস্থিত করেন। তৎপরে তত্ত্বভূষণ মহাশয় প্রভৃতি আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন। ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য ডাক্তার বি, রায়। অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন উপলক্ষে বিস্তর ছেলেমেয়ে এবং পুরুষ ও মহিলাগণ মন্দিরে উপস্থিত হন। বালিকাদিগের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত ও আবৃত্তির পরে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপদেশপূর্ণ একটি গল্প বলিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন, অবশেষে জলযোগের পরে কার্য্য শেষ হয়। ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে মহিলাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। সায়ংকালে "ভারতের ভক্তিধারা" বিষয়ে বক্তৃতা; বক্তা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। ২৯শে ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। মধ্যাহ্নে কাঙ্গালী বিদায়; প্রায় তিন হাজার কাঙ্গালীকে চাউল বিতরণ করা হইয়াছিল। ৩০শে ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের উশ্রীনদীর পরপারের বাগানে উদ্যান সম্মিলন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন; অবশেষে প্রীতিভোজন হইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। এই উৎসবের মধ্যে আচার্য্যগণ ব্যতীত শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী হেমলতা রায়, কুমারী লীলা ঘোষ প্রভৃতি সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া উৎসবের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং বয়োবৃদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দেব ও ছাত্রসমাজের কয়েকজন ছাত্র অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া উৎসবের নানা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিগত ১লা জানুয়ারী নিমতা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে গ্রামের বিভিন্ন অংশে নগর কীর্ত্তন হইলে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-স্মৃতিস্তম্ভের নিকট প্রার্থনা করেন। তৎপর উপাসনা; শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হইলে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তে উৎসব শেষ হয়।

প্রাপ্তি-স্বীকার—ময়মনসিংহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ময়মনসিংহ শিবনাথ লাইব্রেরীর জন্য নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন:—

শ্রীযুক্তা মুকুলমালা গুপ্তা ৫৲, শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় ৫৲, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দে ৩৲, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু ৪৲, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল ২॥০, শ্রীযুক্ত কমনীয়কুমার সিংহ ২৲, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু ১৲, শ্রীযুক্ত সুবিমল রায় ১৲, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বসু ২৲, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় ১৲, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন ১৲, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু ১৲, শ্রীযুক্ত আব্দুল রসিদ ১৲, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পুরকায়স্থ ১৲, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু ১৲, শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকুমার মাইতি প্রথম দফা ১৲, শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল মাইতি ১৲, শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার ১৲, শ্রীযুক্তা বনলতা মজুমদার ১৲, শ্রীযুক্তা বিনোদিনী চৌধুরাণী ১৲, শ্রীযুক্তা অবলা বিশ্বাস ১৲, শ্রীযুক্তা লীলাবতী রায় ১৲, শ্রীযুক্তা তিলোত্তমা গুপ্তা ১৲, শ্রীযুক্তা নবনীত-কোমলা সিংহ ২৲, শ্রীযুক্তা ছায়াময়ী আচার্য্য ১৲, শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত ১॥০, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র আচার্য্য ॥০, শ্রীযুক্ত এন, কে, চাটার্জ্জি ॥০, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ ॥০, শ্রীযুক্ত নন্দকুমার চৌধুরী ॥০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২২এ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

সাঃ ব্রাঃ আফিস
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১০ই ডিসেম্বর, ১৯২০।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—

১। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং হিসাব।
২। সভাপতির অভিভাষণ।
৩। কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়ন।
৪। বিবিধ।

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার সহানুভূতি, সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে প্রবল অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও জীবনব্যাপী ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সর্ব্বত্র পূজিত। উপযুক্ত রূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার, (২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতাগৃহ, (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ, এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারার্থীদিগের জন্য একটি সাধনোদ্যান নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্য্যটিকে শাস্ত্রী মহাশয় অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল কার্য্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচার্য্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামান্য চেষ্টায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার চেকগুলিতে দুইটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রায়পুর), এন্, জি, চন্দাবারকর (বোম্বে), বি, জি ত্রিবেদী (বোম্বে), আর ভেঙ্কাটা রত্নম্ নাইডু (মান্দ্রাজ), অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (পঞ্জাব), জে, আর দাস (রেঙ্গুন), রুচিরাম সানি (পঞ্জাব), এন্, জি, ওয়েলিঙ্কার (হাইদ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য), নীলমণি ধর (আগ্রা), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ), বিশ্বনাথ কর (উড়িষ্যা), হরকান্ত বসু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ), পি, কে, রায়, নীলরতন সরকার, পি, সি, রায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শশিভূষণ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কামিনী রায়, কানাইলাল সেন, শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র সরকার (বাঙ্গালা), পি, কে, আচার্য্য, ও পি, মহলানবীশ (সম্পাদকদ্বয়) ১০ই এপ্রিল ১৯২০।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Registered No ১০.

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ।
২০শ সংখ্যা।
১৬ই মাঘ, শনিবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯২
29th January, 1921.
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে করুণাময় প্রভু, এই উৎসবের মধ্যে তোমার করুণার ও প্রভুত্বের পরিচয় আমাদিগকে যথেষ্ট দিতেছ। আমরা কিরূপ প্রাণ লইয়া উৎসবে প্রবেশ করিয়াছিলাম তুমি জান; কত ভয় ও আশঙ্কাতে, কত নিরাশাতে চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল, তাহা তুমিই ভাল করিয়া জান। উৎসবদ্বারে আসিবামাত্রই তুমি কৃপা করিয়া আশার বাণী শুনাইলে, তুমিই যে জীবনের প্রভু, উৎসবের কর্ত্তা, তুমি যে বলবান্ পুরুষ, আমরা না চাহিলেও বলপূর্ব্বক আমাদের সকল বাধা চূর্ণ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ কর, আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিলেও যে তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না, আমরা ইচ্ছা করিলেও যে তুমি দূরে থাকিতে পার না, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলে। জীবনে তোমার এরূপ করুণা কত বার পাইয়াছি! যখন নিরাশার ঘন অন্ধকারে প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে তখনই তুমি আশার সূর্য্যরূপে হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিয়াছ; যখনই আপনার পানে চাহিয়া নিস্তারের কোন উপায় দেখিতে পাই নাই, তখনই তুমি সকল হৃদয় মন কাড়িয়া লইয়া তোমার উপর সকল ভার দিতে বাধ্য করিয়াছ। আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন, তোমার কৃপার আর সীমা নাই। উৎসবের মধ্যে তোমার আরও কত করুণা পাইব জানি না। তোমার দিকে চাহিয়া আশান্বিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছি, উৎসবের মধ্যে যদি সমস্ত হৃদয় মন তোমাকে অর্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার হইতে না পারি, তবে আমরা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিব না। হে জীবনের প্রভু, এবার তুমিই আমাদের সত্য প্রভু হও। আমরা যেন আর কাহাকেও তোমার আসনে বসাইয়া তাহার দাসত্বে জীবনকে নষ্ট না করি। আমরা যে নিজ হইতে তোমাকে সমস্ত অর্পণ করিতে পারিতেছি না, তাহা তুমি দেখিতেছ। তুমিই আমাদিগকে কাঁদায়ে আমাদের হৃদয় নিভৃতে যাহা কিছু লুকা'য়ে আছে সব কেড়ে লও। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ও ব্রাহ্মসমাজে তোমার প্রভুত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত কর। উৎসব যথার্থরূপে সফল হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

একাধিক নবতিতম মাঘোৎসব।

প্রেমময় পিতার অতুল করুণায় আমাদের জন্য পুনরায় পবিত্র মাঘোৎসব সমাগত হইয়াছে। উৎসব এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার অপার প্রেম ও করুণা আমরা কিরূপ উপভোগ করিতে পারিব জানি না। ইতিমধ্যে যাহা পাইয়াছি তাহাতে আশান্বিত হৃদয়েই প্রতীক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছি। উৎসবের প্রকৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। তথাপি যথাসাধ্য তাহার একটা স্থূল বিবরণ প্রদান করিতে আমরা চেষ্টা করিব।

১লা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী) শুক্রবার—অদ্য ব্রাহ্মপরিবার ও ছাত্রাবাস সকলে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা হয়। অনেক গৃহ বিশেষ ভাবে পত্র পুষ্প পতাকাদিদ্বারা সুশোভিত করা হয়।

২রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) শনিবার—অদ্য প্রাতঃকালেও অনেক গৃহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনাদি হয়। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন। কিছু সময় সংকীর্ত্তন

হইলে পর যথাসময়ে "অচল ঘন গহন গুণ" ইত্যাদি প্রথম সঙ্গীত গীত হইলে, আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপাসনার উদ্বোধন করেন :—

'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণ মস্তু'—ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমাদ্বারা অপরিত্যক্ত থাকুন।

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য় ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্ব সংসারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার করি।

ব্রহ্মোৎসবে ব্রহ্মের নাম গৌরবান্বিত হউক, ব্রহ্মোৎসবে ব্রহ্মোপাসকের জীবন সফল হউক। হে উৎসবের যাত্রিগণ, তোমরা কি একটা বাজনার আওয়াজ শুনছ না? যদি না শু'নে থাক কাণ পেতে শুন, একটা বাজনা আস্‌ছে। কিসের বাজনা? পৃথিবীর বাজনার আয়োজন দে'খেই বুঝ্‌তে পার বিবাহ, কি কিসের বাজনা। ইহা কি বুঝ্‌তে পার না? একবার মনে হয় যেন বর যাচ্ছে, তারই বাজনা। আবার ভাল করিয়া মন দিলে শুনি যেন কোন মহাবীর সেনাপতি সৈন্য সামন্ত ল'য়ে বাজনা বাজায়ে চলেছেন। লোকজনের সহিত কোন বলশালী লোক যাইতে দেখিলে লোকেরা সব ঘরের দ্বার বন্ধ করে—কি জানি কি অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে। ঐ যে বীর সেনাপতি বাজনা বাজায়ে আস্‌ছেন, তোমরা কি এখন ভয় পাবে? গৃহস্থ যেমন আশঙ্কায় দ্বার বন্ধ করে, তোমরা কি তেমনি দ্বার বন্ধ কর্‌বে? রাজাধিরাজ অখিলেশ্বর কিসের জন্য আস্‌ছেন? তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর্‌বেন ব'লে। তোমরা ত প্রবেশ কর্‌তে দিতে চাও না, অর্গলবদ্ধ কর্‌তে চাও। কিন্তু মহারাজ আজ স্বয়ং তোমাদের গৃহে, তোমাদের আত্মাতে, প্রবেশের জন্য বাজনা বাজায়ে আস্‌ছেন। উঁহার তালে তালে যদি তোমাদের প্রাণ নেচে উঠে, তোমরাই সুখী হবে, ধন্য হবে। পৃথিবীর রাজার আগমনে দলে দলে নরনারী তাঁহার অভ্যর্থনা করে, তোমরাও যদি তেমনি রাজরাজেশ্বরকে সাদরে অভ্যর্থনা কর, তোমাদের জীবন ধন্য হবে। ব্রহ্মই আমাদের মহারাজাধিরাজ। এই ব্রহ্মের নাম ধন্য হউক—এই ব্রহ্মের উপাসকদলের জীবন সফল হউক। ব্রহ্মোৎসবে এই বলশালী পুরুষকেই দেখ্‌তে হবে—আচার্য্যকে নয়, বক্তাকে নয়। স্বীকার কর্‌তে হবে এই মহান্ ঈশ্বরকে। মস্তক নত ক'রে ইঁহাকে স্বীকার কর্‌লেই জীবন ধন্য হবে। যাহাদের পৃথিবীর জীবন শেষ হ'তে চলেছে, তারা যদি এখনও এই রাজার অধীনতা স্বীকার না করে, আর কবে কর্‌বে? বালকবালিকারা বাজনা শুন্‌লে আনন্দে অধীর হয়। আমরা কি এই বাজনা শু'নে আনন্দে উৎফুল্ল হব না? হায়, আমাদের কথা ত কেউ শুনে না। হে রাজাধিরাজ, তুমি সকলকে ডাক। তোমার উৎসবে তুমি সকলকে আহ্বান কর। তোমার উৎসব তুমি আমাদের দ্বারা করাইয়া লও। তপ্ত দেহ, তপ্ত প্রাণ। তোমার উৎসবে তুমি আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ কর, জাগ্রত কর। হে দয়াল, তোমার লীলা এই ব্রহ্মোৎসবে দেখিয়া সকলে প্রাণ সার্থক করি। তুমি কাহাকেও নিরাশ হইতে দিও না, তোমার চরণে এই ভিক্ষা করিয়া তোমার পূজায় প্রবৃত্ত হই।

"তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ, লহ" ইত্যাদি দ্বিতীয় সঙ্গীত হইলে পর সুমধুর আরাধনা হয়। ধ্যান ও সমবেত প্রার্থনার পর "তোমার তরে তৃষিত প্রাণ কর হে প্রেমবারি দান" ইত্যাদি তৃতীয় সঙ্গীত গীত হইলে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদত্ত হয় :—

বলবান্ ঈশ্বরের কার্য্য মানবের বল শক্তির ন্যায় কখনও কোন কার্য্যে হার মানে না। মানবের কৃত এঞ্জিনও কখন কখন আপনার শক্তির পরিচয় দিতে গিয়া দেখে—যাহা মানুষ তাহার দ্বারা করাইতে চাহিয়াছিল তাহাতে সে অক্ষম হইল। কিন্তু ঈশ্বর সুকৌশলে আপনার কার্য্য আপনি করিয়া লন।

ব্রহ্মোৎসব সেই সুকৌশলীর মহাকল। ইহাদ্বারা কি কাজ হয়, ভাই ভগিনি, তোমরা কি তাহা জান না? হে ব্রহ্মোৎসবের যাত্রিগণ, তোমরা কি তাহা তোমাদের জীবনে কখনও দেখ নাই? তাহা জান এবং তাহা জীবনে দেখেছ। তাই তোমরা ব্রহ্মোৎসব করিতে এসেছ। তোমাদের যাত্রা সফল হউক।

যে নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে সে নদীতে যখন বাণ আসে, তখন জল সে নদীতে থৈ থৈ করে। যেখানে নদী অগভীর সেখানেও কূল ভাসাইয়া জল গ্রামবাসীদের,—নিশ্চিন্ত প্রাণে যাহারা বাস করিতেছিল—তাহাদের ঘরবাড়ী ভাসাইয়া লইয়া যায়। আর যেখানে নদী গভীর, সেখানে পাড় ডুবু ডুবু হয়। পাড়ের লোকেরা অবাক্ হয়ে দেখে; কিন্তু ইহাদ্বারা বাণের শক্তির পরিচয় বোঝা যায় না। যখন বাণ মরা গাঙ্গে প্রবেশ করে, এ কূল ও কূল ভাসাইতে থাকে তখনই বাণ ডেকেছে, সোর গোল পড়ে যায়। তেমনি জে'ন যখন মানুষ বলে এবার মরা গাঙ্গে বাণ ডেকেছে, শুক্‌ন ডাঙ্গায় জল দাঁড়ায়েছে—তখন দেখে যাদের প্রাণ শুষ্ক ছিল, যাহারা সংসার কোলাহলে নিশ্চিন্ত নিমগ্ন ছিল, যাহারা পাপের সেবায় সুখে দিন কাটাইতেছিল, দেখে তাহাদের মন ফিরেছে। তাহারা কোন্ কথায় কিসের নেশায় এতদিন ডুবেছিল, এখন বলে হায়, আমাদের কি হবে? তখন চারিদিক্ অন্ধকার দেখে ঈশ্বর চরণে কাতর হয়ে পড়ে। ইহাকেই বলে ভক্তি গঙ্গায় বাণ ডেকেছে, মরা গাঙ্গে বাণ ডেকেছে। এই বাণ ডাকাই ব্রহ্মোৎসবের মহাকাজ। নতুবা যাঁহারা নিত্য ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তাঁহার নামে অন্তরে ভক্তির তরঙ্গ খেলছে, তাহাদের জীবনে ভক্তি-গঙ্গা থৈ থৈ করিলে তাহাতে আর একটা আশ্চর্য্য কি? তাই বৈষ্ণব ভক্ত কবি বলেছেন,—"শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।" ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য জ্ঞানে গভীর, তাই পাড় ডুবু ডুবু। আর প্রেমমত্ত ভক্ত গৌর ও নিতাই ভাবের হাওয়ায় নদীয়াকে ভাসাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও দেখা যায় মরা গাঙ্গে বাণ ডেকেছে। কত জগাই মাধাইএর জীবনে বাণ প্রবেশ ক'রে কি ভগবৎ লীলা প্রকাশ করেছিল! প্রাচীন ধর্ম্মসমাজের দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বদাই এইরূপ উল্লেখ করি। কিন্তু ভগবানের লীলা-ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজেও ভক্তজীবনে ও পাপিজীবনে এই লীলা দেখেছি, মরা গাঙ্গে বাণ দেখেছি।

ভাই ভগিনি, তোমরা কেন নিরাশ হবে; কিসের জন্য নিরাশ

হবে? নিজকে দেখে? কি, ভাই ভগিনীদের অপ্রেমের ব্যবহার দেখে? না, তাহা কখনও হইও না। এবার মরা গাঙ্গে বাণ ডাকবে। সে দুর্জ্জয় বাণ তোমাদের সকল মন্দকে ধুয়ে নেবে। তোমাদের সকল আশার বীজের মূলে জল দিয়া যাবে, পলি দিয়া যাবে। তোমরা যদি এ বাণকে ঢুকতে দিতে না চাও, সংসারসুখে নিমগ্ন থাকিতে চাও, বৃথা কোলাহলে, বৃথা বিবাদে মাতিয়া থাকিতে চাও, তাহা এ বাণের মুখে পারিবে না। মরা গাঙ্গে বাণ ঢুকবে, তোমাদের জীবনের কূল ভাসায়ে যে আপনার ক'রে যাবেই যাবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বলবান্ ঈশ্বরের শক্তির পরিচয়, প্রেমিক সুকৌশলী ব্রহ্মের কৌশল দেখে তখন অবাক্ হয়ে থাকতে হবে। এবার আচার্য্য বক্তার কার্য্য হার মেনেছে, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি ও তাঁহার প্রেম প্রকাশিত হইবে। তাই আশার সহিত বলতে পারি, ব্রহ্মোৎসব সফল হবেই হবে। ভাই, তুমি ভেবেছ ওখানে যাবে না? বোন্, ভেবেছ ও বাণের মুখে পড়বে না; কেননা কি জানি আমার সংকল্প বা নষ্ট হয়ে যায়। তাহা পারবে না। আসতেই হবে। একবার একজন ব্রহ্মোপাসকের ভাই ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিয়া বলেছিলেন ওখানে গেলে মন যেন কেমন করে। মন কেমন করবে না? ও যে কৌশলী ব্রহ্মের অপূর্ব্ব লীলা, এ লীলা! আমরা অনেকবার দেখেছি। একবার একটি ভাইকে বাড়ীর লোকে এই জন্য ঘিরে রেখেছিল যে, কি জানি সে যদি বদলে যায়। কিন্তু ভাইএর প্রাণ অধীর। নিমন্ত্রণের বাজনায় পেটুক বালকের ন্যায় এই উপাসক ভ্রাতা সুযোগ পেয়েই ছুটে এসেছিলেন, সকল ভ্রাতার মধ্যে কোলাকুলি আরম্ভ হয়েছিল। সে সব কথা আর কি বলিব? এখন তোমাদের কথা ভাবি, কতজন মনকে বেঁধেছিল, সংকল্প করেছিল যাব না, কিছু করব না। কিন্তু তাঁর কৌশলে কিছুই স্থির রইল না। আমাদের সকল সংকল্প তাঁর কৌশলে চূর্ণ হয়, আমাদের নির্দ্দিষ্ট সীমা ঘুচে যায়। নিজ জীবনের সেই প্রথম কথা, ভেবেছিলাম কলিকাতায় গিয়া নিজের ভাবে থেকে ব্রহ্মবিষয়ক একটু আলোচনাদি করব; কিন্তু তাঁর কৌশলে সব সংকল্প ভেঙ্গে গেল। তিনি কোথায় আনিলেন! আপন সংকল্প নিয়া থাকলে কি হ'ত, কোথায় থাকিতাম জানি না। আজ যে অক্ষম দেহ লইয়াও তাঁর সেবায় পড়ে আছি, এ তাঁরই কৌশল, তাঁরই লীলা। ঘরে ব'সে যা সংকল্প করি, তাঁর আগমনে তা স্থির থাকে না। ইহাই বিশ্বাস করি, তাঁর ইচ্ছাই জয়যুক্ত হইতেছে। তিনি জোর করিয়া যখন মানব হৃদয়ে প্রবেশ করেন তখনই যথার্থ পরিত্রাণ, তখনই যথার্থ সেবা। অতএব ভাই ভগিনি ব্রহ্মের বাণী শুন, ব্রহ্মের বাণী শুনিয়াই চল। তাঁর নিকট এই সংকল্প কর।

হে করুণাময় পিতা, হে রাজাধিরাজ ব্রহ্ম, পুত্রকন্যার প্রাণ তুমি আজ অধিকার কর। তোমার উপাসকগণের প্রাণ অধিকার করিবার জন্য তুমি বাজনা বাজায়ে এসেছ। আজ আমাদের প্রাণ স্পর্শ কর। জোর ক'রে আমাদের হৃদয় আজ অধিকার কর। যাঁরা দূরে তাঁদেরে আশীর্ব্বাদ কর, যাঁরা নিকটে তাঁদেরে আশীর্ব্বাদ কর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগকে স্মরণ করিতেছি। সকলকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর। তোমার চরণে ভরসা রাখিয়া আমরা তোমার উৎসবে প্রবৃত্ত হইতেছি। ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব" ইত্যাদি ভজন গান করিলে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

৩রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে

সময় কীর্ত্তন হইলে পর ৭ ঘটিকায় উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

গতকল্য সন্ধ্যায় উদ্বোধন শেষ হইলে পর যখন বাড়ী যাইতেছিলাম তখন অন্তর হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছিল "আশা কোথায়?" তখন প্রাণমন যেন বলিয়া উঠিল, "চরণে রাখি আশা।" যে পর্যন্ত রাজা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার পত্র সকল হইতে দেখিতে পাই তিনি বলিতেছেন যে, অনেক লোক আসিতেছেন যারা বুঝিয়াছেন যে, পরমিত দেবতায় পূজা সত্য নহে এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এইরূপ পূজা করিতেন না। যখন তিনি দেখিলেন যে, এমন সকল অনুচর তিনি পাইয়াছেন, যাঁহাদের উপর ব্রাহ্মসমাজের ভার অর্পণ করিতে পারেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। এই আশা। আশার উপরই মানুষ জীবনধারণ করিয়া থাকে। আমাদের আশা কোথায়?

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এ দেশে অন্যান্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে "আর্য্য-সমাজ" ও "রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়।" পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কত ধর্ম্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহাদের কার্য্যক্ষমতা ও চেষ্টার সহিত কি আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টার তুলনা হইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে প্রচার হওয়া উচিত। জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া দেশের কথাই চিন্তা করি। এই দেশের অগণ্য লোকের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসমাচার শুনাইতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পূজা করিতে হইবে এবং মানুষ অসত্য হইতে সত্যে, মৃত্যু হইতে অমৃতে প্রবেশ করিতে পারে কেবলমাত্র এই পূজার দ্বারা। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের কি এই ক্ষুদ্র আয়োজন! মার্কিন দেশে বহুভাষাভাষী জাতির বাস। নির্ব্বাচনের সময় নাকি চৌদ্দটি ভাষার ব্যবহার হইয়া থাকে। আর আমাদের দেশে কত বিভিন্ন ভাষা। এত বড় কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিয়াছি আর আমরা তার কতটুকুই বা সফল করিতে পারিয়াছি? মনে করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় এই কি আমাদের কাজ? শত বৎসর ধরিয়া কি আমরা এইটুকু কাজ করিতে পারিয়াছি? যদি আমরা বলি বেশী লোক লইয়া কি হইবে তাহা হইলে ত ঠিক্ কথা বলা হইল না। লোক-সমাজের মুক্তি দিবার জন্যই ত ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ম। রাজা ভগীরথের ন্যায় তপস্যার দ্বারা এই পতিতপাবনী গঙ্গাকে আনিয়াছিলেন। যদি আমরা ইহা সত্য বলিয়া অনুভব করি যে, এই ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ, তবে তাহার প্রচারে কি এই উৎসাহ? ভগবান্ কি এই সকল

দুর্ব্বল মানুষের হস্তে গুরু কর্ত্তব্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন? আমরা তাঁহার অযোগ্য সেবক। আমরা কি ডাকহরকরার মত ঘরে ঘরে এই বার্ত্তা লইয়া যাইতে পারিতেছি? দল বাড়াইবার জন্য নয়, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির এই অপূর্ব্ব অধিকারের সুসমাচার বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে—ধনী দরিদ্রের দ্বারে, জ্ঞানী মূর্খের দ্বারে। এই কলিকাতার সহরে কিম্বা অন্য দুই চারটি সহরে কেবলমাত্র আমরা কয়েক জন শিক্ষিত লোক মিলিয়া যদি সেই সত্যস্বরূপের পূজা করি এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি, তবে কি হইল। ইহাই কি যথেষ্ট? যে নিরক্ষর তাহার নিকটও যে এই সত্য প্রচার করিতে আমরা বাধ্য। এই দেশে ব্রহ্মকে সুক্ষ্মাদপি সুক্ষ্ম করা হইয়াছে এবং সাধারণ মানুষকে প্রতীকোপাসনার বিধি দিয়া বলা হইয়াছে "তোমার জন্য এই প্রতিমা, তুমি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার অধিকারী নও। উহা কেবল ঋষি মুনিদিগের জন্য।" ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই শিক্ষা দেন নাই। পরন্তু ইহা এই কথাই বলিয়াছে—

"যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি
নাহি জাত বিচার।"

ব্রহ্ম সকলের জন্য। এই মহামূল্য বস্তুকে সকলের নিকট সুগম করিতে হইবে। যে যে ভাষায় কথা বলে তাহাকে সেই ভাষাতেই বুঝাইতে হইবে। হিন্দুর নিকট তাঁহার শাস্ত্রসাগর মন্থন ক'রে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনাইতে হইবে। মোসলমানকে কোরান্ হদিস্ হইতে, য়ুরোপীয় বা য়ুরেশীয়দিগকে বাইবেলের ভাষায় এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। স্পেনদেশ হইতে বিতাড়িত মুরদিগের ন্যায় এ দেশ হইতে কাহাকেও তাড়াইলে চলিবে না। কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। পর্টুগিস্ দিনেমার প্রভৃতি যে যে জাতি এই দেশে রহিয়াছে—সকলে এই বিরাট মানবদেহের এক একটি অঙ্গ। তাহাদের জন্য আমরা কি আয়োজন করিয়াছি? এ সব বিষয় চিন্তা করিলে মনে এই প্রশ্ন উঠে "আশা কোথায়?" বিভিন্ন ভাষাবিশিষ্ট লোককে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভাবাপন্ন লোককে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ধাতুর লোককে সেই ধাতুতে এই তত্ত্ব যে বুঝাইতে হইবে। কি কাজ ভগবান্ আমাদিগের হাতে দিয়াছেন আর আমরা তাহার কতটুকুই বা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি! বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচারকদিগের জন্য আহ্বান আসিতেছে। আমরা কি প্রচারকদল প্রেরণ করিতে পারিতেছি? প্রচারের অত্যন্ত আবশ্যক। শুধু মত প্রচার করিলে চলিবে না, জীবন প্রচার করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম শান্তির সুসমাচার বহন করিয়া আনিয়াছে। ব্রহ্মসাধনে যে সিদ্ধি লব্ধ হয় তাঁহা জগৎকে দেখাইতে হইবে। কথিত আছে যে Philip নাকি যীশুর হাতে আঙুল দিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার হাতে ক্রুশের চিহ্ন ছিল কি না। লোকে জানিতে চায় যে, আমাদিগের সাধনে ব্রাহ্মীস্থিতি হয় কি না? এখন লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তোমাদের ব্রহ্মসাধনের ফল কি?"

মহর্ষি কেবলমাত্র ব্রাহ্মসাধনের ফল দিলেন না, কেশবচন্দ্রও তাহাই, পূজ্যপাদ শিবনাথও নয়। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদিগের ধর্ম্মভাব পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রমাণ চাই যে, তোমাদের ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হতে পারে। শোক তাপ অতিক্রম ক'রে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত এমন সকল জীবন লাভ করিতে হইবে। শুধু মত প্রচার করিলে চলিবে না। মতই বা প্রচার করিতে পারিলাম কই? আর সিদ্ধি কেমন ক'রে প্রচার করব। এই সকল দেখে অন্তর হতে এই প্রশ্ন জাগে? "আশা কোথায়?"

উত্তর পেয়েছিলাম এবং সে চিরন্তন উত্তর এই, "চরণে রাখি আশা।" আমাদের দিক্ থেকে আশা করিবার ত কিছুই দেখি না। বেবেল মন্দির তৈয়ার হইবার সময় মানুষের মধ্যে ভাষাভেদ হয়েছিল। আমাদের মধ্যে চিন্তাভেদ ভাষাভেদ, হৃদয়ভেদ আনিয়া উপস্থিত করেছে। আশা কোথায়? আশা একমাত্র সত্যে। এক সময়ে শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির নিকটে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতেই শুনিয়াছি যে মহর্ষি বলিয়াছিলেন "কেবলমাত্র এখন ব্রহ্মনামের বীজমাত্র রোপিত হইয়াছে। নিরাশার কোন কারণ নাই। এই বীজ উপ্ত হইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বটবৃক্ষে পরিণত হইবে। এই বীজেতে বিশ্বাস। এ যে বটবৃক্ষের বীজ। আমরা যে সত্য প্রচার করিতেছি তাহা কি আমাদিগের কল্পনা অথবা আমাদিগের মত? আমরা কি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি বলিয়াই উহা সত্য? না উহা মানবজাতীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানালোচনায় ফল? "Seek and you shall find; Knock and the door shall be opened unto you."

মানব যুগে যুগে অসত্য হতে সত্যে যাইতে চাহিয়াছে এবং সেই সত্যই তাহার নিকট প্রকটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা শিক্ষা দিতেছেন তাহা কি ব্রাহ্মসমাজেরই মত, না তাহা মানবচিন্তার গভীর পরীক্ষার এবং প্রার্থনার ফল, সার্ব্বভৌমিক সত্য, মানবপ্রকৃতিসিদ্ধ সত্য বা নিত্যসিদ্ধ। ইহা যে আত্মার অঙ্গীভূত। আমাদের কোন Trade Mark নাই। মানবমনে উদ্ভাসিত সত্যের মার্কাই আমাদের Trade Mark। কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি ভাবিতে পারেন যে, তাঁহারা যাহা মানুষকে বুঝাইতে পারিবেন তাহাই সত্য বলিয়া পরিচিত হইবে। জীবনের পরীক্ষায় কিন্তু তাহা কখনও উৎরাইতে পারে না। টিয়াপাখীর হরিনাম লওয়ার মতই তাহা পণ্ড হইবে। বিড়ালে ধরিলেই তাহার স্বকীয় গুণ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আমরা যা বলি তাহা যে মানবের পরীক্ষিত সত্য। মতের জয় কখনও হয় না। যে মত তোমার এবং আমার, তাহা আমাদের সাথেই চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু পরীক্ষাজাত যাহা—অনুভূত যাহা তাহার মার নাই। পরীক্ষা করিয়া লও। মানবের বিশ্বজনীন প্রার্থনার উত্তরে প্রাপ্ত সত্যের উপরই আমাদের আশা। অগাধ পাণ্ডিত্যে, প্রগাঢ় বিদ্যায় কিম্বা দুর্জ্জয় শক্তিতে আশা নাই।

আমরা ত ইহা দেখিতেছি যে, এই জাতিকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। Seeley তাঁর "Expansion of British Empire" এ লিখিয়াছেন "ধর্ম্মজগতে Shemitic এবং Aryan এই দুই বিভিন্ন চিন্তা সংমিশ্রিত হইয়া এই বিরাট খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে এই সকল আদর্শ আছে, সেখানেও Shemtic মুসলমান ধর্ম্ম Brahman ধর্ম্ম এবং Aryan ধর্ম্মও রহিয়াছে, কিন্তু সে-

গুলিকে সম্মিলিত করিবার মালমসলা সেখানে নাই। কেবলমাত্র Sikh ধর্ম্মে এবং Akbar's 'দীন ইলাহি' ধর্ম্মে এই পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।" য়ুরোপ ক্ষেত্রে ধর্ম্ম যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা করিতে সক্ষম হইবে। এই বিরাট জাতিকে উন্নতিগামী হইতে হইলে কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। পারিয়া, মুসলমান বা য়ুরোপীয়দিগকে বাদ দিলে চলিবে না। এই মহাসম্মিলনের ব্যবস্থা চারিদিকে দেখিতেছি। আমাদের সকল চেষ্টা বৃথা যাইবে না। এই জাতির মুক্তি অভেদাত্মা হওয়াতে। ইঁহাকে উন্নতির পথে চলিত হইলে ঐ "একমেবাদ্বিতীয়মের" মহাপতাকার নিম্নে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেই হইবে। এই আমাদের আশা। মানবপ্রকৃতি সিদ্ধিলাভ করিবেই। আশা ভগবানের চরণে, তাঁর সত্যে। তিনি সত্য-স্বরূপ। সত্য প্রকাশিত হবেন, এই আশা। আমরা অত্যন্ত অযোগ্য, অত্যন্ত অধম। আমরা নিজের ভাইকেই ভালবাসিতে পারি না আর জগদ্বাসীকে ভালবাসিব? যতই মলিন আমরা হই না কেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ আসিয়াছে। আমরা তাঁহার দ্বারা রোপিত বীজের উপর অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা না পারিলে তাঁর ফৌজ আসিবে। সত্যের প্রকৃতিতে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তিনিই মানবের কল্যাণের জন্য এই যুগধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। সত্য এই দেশকে অসত্য হইতে উদ্ধার করিবেনই, জ্ঞান অজ্ঞানতা হইতে ইহাকে রক্ষা করিবেনই। আমরা তাঁহার কাজে বিশ্বাস করি এবং আনন্দিত হই।

অপরাহ্নে সকলে বীডন্ উদ্যানে সমবেত হইলে, শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার চৌধুরী একটি প্রার্থনা করেন। তৎপর ভাই সীতারাম সমবেত জনমণ্ডলীকে কিছু বলিলে, বরাহনগরের শ্রমজীবী ভ্রাতৃগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তাঁহারা প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে বীডন্ ষ্ট্রীট, নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, বেথুন রো, সিংহের লেন, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইয়া সন্ধ্যার পর মন্দিরে উপস্থিত হইলে কিছু সময় সেখানে কীর্ত্তন চলিতে থাকে। তৎপরে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

শ্রমজীবী ভাই সকল, বর্ত্তমান যুগে অনেক নূতন ভাব আসিয়াছে। সে সকলের মধ্যে একটি ভাব এই দেখা যায় যে, কিছুদিন পূর্ব্বে যাহাদিগকে সমাজ এবং দেশ গ্রাহ্য করে নাই, যাহাদিগকে ঘৃণিত বা অস্পৃশ্য মনে করিয়াছিল, আজ তাহাদিগকে আর অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছে না, তাহাদিগের অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। যাহারা দরিদ্র, যাহারা সাংসারিক সম্পদে হীন, অথচ যাহারা সমাজ এবং দেশরক্ষার জন্য কি কঠোর পরিশ্রমই করিতেছে, তাহারা এত কাল সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টির নিম্নে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল; কিন্তু বিধাতার কৃপাতে আজ তাহারা দেশের মধ্যে এক প্রবল শক্তি হইয়া উঠিতেছে। ইহা দেখিয়া কাহার প্রাণে না আনন্দ হয়? যেমন আপনারা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন, তেমন এই শক্তিকে প্রকৃত ভাবে সমাজ ও দেশের সেবাতে যদি আপনারা নিয়োগ করিতে পারেন, তবেই তাহার দ্বারা নিজেদের এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। কেবল শক্তি থাকিলেই হয় না, তাহাকে সংযত করিয়া সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহা দ্বারা বরং অধিক অকল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই একটি বাষ্পীয় যন্ত্র বা এঞ্জিন কত লক্ষ মণ মাল টানিয়া লইয়া যায়। এই একটি যন্ত্রের মধ্যে কত শক্তি থাকে! কিন্তু এই যন্ত্র সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মে যদি পরিচালিত না হয়, তবে তাহার দ্বারা আমাদের কতই না অনিষ্ট হইয়া থাকে! সেইরূপ আপনাদের এই শক্তিকে কে সুনিয়ম বা সুশৃঙ্খলার মধ্যে রাখিতে পারে? কোন মানুষের দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে না। জগতে কখন কখন অসাধারণ প্রতিভাশালী মানুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহারা সমাজের লোককে কিছু সময়ের জন্য পরিচালন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না এবং অনেক সময়ে মানব সমূহকে ভুলপথে পরিচালন করিয়া তাঁহারা সমাজের অনিষ্ট সাধনও করিয়া থাকেন। সুতরাং এমন কি আছে, যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে বা যাহার দ্বারা পরিচালিত হইলে এই শক্তি সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে?

চিন্তা করিলে দেখা যায় একমাত্র ধর্ম্মই সেই বস্তু, যাহার দ্বারা মানবজীবন, মানবসমাজ বা মানবজাতি সকলই সংযত ও সুপরিচালিত হইয়া মানবের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয়। এই ধর্ম্ম সকলের হৃদয়ের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। ইহার নিকটে ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু অসাধুর বিচার নাই। যে চায় সেই এই ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিতে পারে। আমাদের সঙ্গীতে আছে —"প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার, তেমনি নাথ, তোমার কৃপা হে বিশ্বময় বিস্তার, অবারিত তোমারি দুয়ার।" এই কথাই অতি সত্য। ধর্ম্ম, রাজপ্রাসাদ এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীর বিচার করে না। প্রাতঃকালে নবীন ভানুর আলোকরশ্মি যেমন রাজপ্রাসাদের নানাপ্রকার আড়ম্বরে সজ্জিত প্রকোষ্ঠসমূহকে আলোকিত করে, তেমনি দরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটীরকেও আলোকিত করিয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগে এই সত্য এমন জোরের সহিত প্রচার করিতেছেন যে, পূর্ব্বে কখনও এইরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

অনেকে মনে করেন যাহারা মূর্খ, যাহারা কোন প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে নাই বা করিবার সুযোগ পায় নাই, তাহারা কি প্রকারে ধর্ম্মলাভ করিবে? ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাশি রাশি গ্রন্থ আছে সত্য এবং যাঁহারা ধর্ম্মের উপদেষ্টা বা ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহারা অনেক সময় এই সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন, তাহাও সত্য; কিন্তু ইহার দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, গ্রন্থ বা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করিতে পারিলে জীবনে ধর্ম্মের আশ্রয়লাভ করা যায় না, বা কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে আমাদের ঋষিরা বলিতেছেন;—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥

অর্থাৎ "এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থ ধারণশক্তি বা বহুশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহাকে ইনি অর্থাৎ পরমাত্মা আত্মদর্শনার্থ বরণ করেন, তাঁহা দ্বারা ইনি লভ্য; তাঁহার নিকটে তিনি স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন।" এই শ্লোকের দ্বারা ঋষি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন, তাঁহাকে দেখিতে হইলে তাঁহার কৃপাই পরম সম্বল। যাহারা আপনার বুদ্ধি বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদিগকে ঋষি বলিতেছেন ইহা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। মহর্ষি ঈশাও অন্য ভাবে এই সত্যই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একবার একজন ঈশাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ধর্ম্মের সারকথা আপনি সংক্ষেপে আমায় বলুন।" ঈশা বলিলেন "Love thy God with all thy heart and strength and thy neighbour as thyself" অর্থাৎ "তুমি সমস্ত হৃদয় ও শক্তির সহিত তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর এবং তোমার প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাস।" তৎপরে সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার প্রতিবেশী কে?" যীশু একটি আখ্যায়িকার দ্বারা তাহাকে ইহার উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন একবার এক ধর্ম্মপ্রচারক পথিমধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন এক ব্যক্তি কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া রাস্তার ধারে পড়িয়া আছে। তিনি এই নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে এই অবস্থাতে দেখিয়া একটু দাঁড়াইলেন এবং পরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরে এক বণিক গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। পীড়িত ব্যক্তিকে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,'আহা! ইহার অবস্থা কি শোচনীয়! আমি যদি ইহাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাই, তাহা হইলে এ ব্যক্তি হয় মরিয়া যাইবে, না হয় শৃগাল কুকুরের আহার হইবে। এই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল। তিনি গর্দ্দভ হইতে নামিয়া পীড়িত ব্যক্তিকে গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন এবং এক পান্থাবাসে আসিয়া তাহাকে গর্দ্দভ হইতে নামাইয়া পান্থাবাসের কর্ত্তাকে বলিলেন, "তুমি এই পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রয় দাও, ইহার সেবা শুশ্রূষা কর এবং ঔষধাদির ব্যবস্থা কর; আমি ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিব।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। যীশু বলিলেন "কে এই পীড়িত ব্যক্তির প্রতিবেশী, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ।"

এই আখ্যায়িকার দ্বারা ইহাও প্রকাশিত হইল যে, যাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা বা ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহারা যে সকল সময়ে প্রেমিক ও ধার্ম্মিক হইবেন, তাহা নাও হইতে পারে। যাঁহাদের মনে এই ধারণা আছে যে, ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধর্ম্মপ্রচারকগণের জীবন সার্থক; কারণ, তাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন, সুতরাং ধর্ম্মসাধন করিবার তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা ও অবসর থাকে, তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যে, ধর্ম্ম বাক্যে নয়, ধর্ম্ম বক্তৃতাতে নয়, ধর্ম্ম প্রচারে নয়, ধর্ম্ম বহু গ্রন্থ অধ্যয়নে নয়; কিন্তু ধর্ম্ম হৃদয়ে, জীবনে ও ব্যবহারে। আমার সঙ্গে যে পরিমাণে আমার উপাস্য দেবতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, সেই পরিমাণে আমি ধর্ম্মলাভ করিয়াছি। পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি আমার ধর্ম্মজীবনের প্রশংসা করে, কিন্তু আমার উপাস্য দেবতা যদি অন্তরে প্রশংসা না করেন, তবে বুঝিব আমার ধর্ম্মজীবন হইল না। কিন্তু হায়! এ সম্বন্ধে সংসারে ঠিক্ বিপরীতই দেখা যায়। বাহিরের আড়ম্বর, অতিরিক্ত হাঁক ডাক, ধর্ম্মের সাজসজ্জাতে মানুষ বড়ই প্রতারিত হইয়া থাকে। জীবন অপেক্ষা বাক্যের প্রতি, অন্তরের সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনা অপেক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনার প্রতি এবং ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর অপেক্ষা যেন তেন প্রকারেণ আপনার যোগ্যতা বর্দ্ধনের উপর নির্ভরের প্রতি মানুষের অধিক দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের এই গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই চিত্তের আনন্দলাভের জন্য মানুষ ধর্ম্ম অপেক্ষা ধর্ম্মের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত বিষয়াসক্তির উপর নির্ভর করিয়া আত্মপ্রতারিত হইয়াছে। ধর্ম্মের উৎপত্তি হৃদয়ে, ধর্ম্মের বিকাশ হৃদয়ে। বাহিরের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ অন্তরে যদি ধর্ম্ম সাধিত না হয়, তবে বাহিরের কোন বস্তু বা ভাব দ্বারা তাহা সাধিত হইতে পারে না। এই অন্তরের ধর্ম্ম সমস্ত জীবন দিয়া সাধন করিতে হয়। জীবনের এক অংশকে ধর্ম্মের অধীন করিব আর অন্য অংশকে বিষয়ের অধীন করিব, এ প্রকার ভাব এই অন্তরের ধর্ম্মের মধ্যে থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জ্জুনকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা একবার স্মরণ করা যাক্। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন;—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ কর। ইহাই প্রকৃত অন্তরের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহাই প্রচার করিতেছেন। এই ধর্ম্ম সাধন করিলে হৃদয়ে শান্তি এবং জীবনে দেবত্বের সঞ্চার হয়। আমরা এই ধর্ম্মকে বরণ করি এবং এই ধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হইয়া জীবনকে কৃতার্থ করি। ভগবান্ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

৪ঠা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) সোমবার—

কিছু সময় কীর্ত্তন হইলে পর যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন:—

উৎসবের হিল্লোল বহিতেছে। একটা অতিবর্ষণ হইবে, বর্ষার প্রবল ধারায় যাহা উত্তপ্ত আছে, যাহা শুষ্ক আছে, তাহাকে শীতল করিবে—সিক্ত করিবে, তাহারই আয়োজন হইতেছে। উৎসবে ব্রহ্মকৃপার ধারা আসিয়া আমাদের উত্তপ্ত প্রাণ ও শুষ্ক হৃদয়কে শীতল ও সুসিক্ত করিয়া দিবে। যাহা কঠোর ও জ্বালাময় হইয়া আছে, যাহা পীড়াদায়ক ও অশোভন হইয়া আছে, তাহাকে আরামদায়ক ও শোভন করিয়া তুলিবে, তাহারই পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এরূপ কেন হয়, এ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। কেন প্রবল ধারার আগমন হয়, তাহা ত সহজেই অনুভূত হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি যে স্থানে ছিলাম, সে স্থানে

কয়েক মাস ধরিয়া বর্ষার ধারা আসিয়া ধরাকে সিক্ত করে নাই। বৃষ্টির অভাবে সে দেশ অতিশয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। মৃত্তিকায় আর রসের লেশও নাই। তাহার ফলে এই ঘটিয়াছে যে, যেখানে বর্ষাকালে মাঠ সকল শ্যামল তৃণ গুল্মে আচ্ছাদিত ছিল, শোভন সবুজ রংয়ের দৃশ্যে যে স্থান নয়নাভিরাম ছিল, সে সকল স্থান এখন নয়নের পীড়াদায়ক অতি কর্কশ দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে, মাঠের তৃণ গুল্ম সকল মরিয়া-জ্বলিয়া গিয়াছে; সর্ব্বত্র কেবল ধূলি আর কাঁকরের নয়নের পীড়াদায়ক মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় বৃক্ষ যাহাদের মূল অনেক দূর পর্য্যন্ত ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহারা কোনও মতে বাঁচিয়া আছে, কিন্তু নিস্তেজ ও নির্জীব হইয়া আছে। যদি আরও কিছুকাল এ ভাবে চলে, আকাশ হইতে বারিপাত না হয়, তবে তাহাদেরও জীবন রক্ষা থাকিবে না, তাহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

কিন্তু এরূপ অনাবৃষ্টি ত বেশী দিন থাকে না, ধরার বক্ষকে শীতল ও সিক্ত করিবার জন্য বর্ষার ধারার আগমন হয়ই হয়। তাহা না হইলে যে, সে ভূমি প্রাণীর বাসের যোগ্য থাকে না, তাহা যে মরুময় হইয়া যায়, প্রাণিগণের আহার্য্য আর উৎপন্ন হয় না—সমস্তই অতি নীরস ও কুৎসিত হইয়া নিষ্ফল হইয়া যায়। এজন্য যথাসময়ে বারিধারার আগমন হইয়া থাকে। তাহার আগমনে ধরা আবার শ্যামল দৃশ্যে পূর্ণ হইয়া, শোভন হইয়া, জীবগণের আরামদায়ক বাসভবনে পরিণত হয়।

যে ঘটনা সে দেশে ঘটিয়াছে ও ঘটে, সর্ব্বত্রই তাহা ঘটে ও ঘটিতে পারে। বাহিরে যাহা সর্ব্বত্রই ঘটে, অন্তর রাজ্যেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়; এ স্থলেও নানা কারণে আমাদের প্রাণের সরসতা চলিয়া যায়। প্রাণ কঠোর ও শুষ্ক হইয়া পড়ে। প্রাণ জ্বালাময় হইয়া কেবলই অশান্তির আলয় হইতে থাকে। শান্তির সুস্নিগ্ধ ভাব আর লক্ষিত হয় না; সংসারের পথে চলিতে চলিতে পথের জঞ্জাল, ধূলি আদি আসিয়া প্রাণকে মলিন করিয়া ফেলে, সে অবস্থায় প্রাণ অ-তিষ্ঠ হইয়া হাহাকার করিতে থাকে। তখন নিজের প্রাণের শান্তি যেমন থাকে না, তেমনি সেই শুষ্ক ও জ্বালাময় প্রাণের সংস্পর্শে যে আসে সেও অসুস্থ ও অসুখী হইতে থাকে। তাই প্রাণের কঠোরতা—নীরসতা ও জ্বালা দূর করিবার উদ্দেশ্যে—কৃপাময়ের কৃপার ধারার আগমন হইয়া থাকে। সে ধারা না আসিলে যে প্রাণ অশান্তিপূর্ণ হইতে থাকে, নিস্তেজ, নির্জীব হইতে থাকে, তাহা যে একান্ত নিষ্ফল হইয়া অশোভন হইয়া পড়ে। এ ভাবে বেশী দিন চলিলে আমাদের গতি কিরূপ হয়? মানবপ্রাণ যে হতশ্রী হইয়া একান্ত দুঃখ ও দৈন্যে অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু মঙ্গলবিধাতার—আমাদের করুণাময় পিতার, স্নেহময়ী মাতার তাহাত সহ্য হয় না। তিনি যে আমাদিগকে সুখী ও সুস্থ ও সুন্দরই দেখিতে চাহেন। আমাদের অঙ্গের ধূলি, মাটি ধুইয়া মুছিয়া আমাদিগকে যে সুস্থ সুন্দর ও সবল করিতেই যে তাঁহার ইচ্ছা। তাই মহোৎসবের আয়োজন করিয়া, উৎসবে প্রেমের ধারা-বর্ষণ করিয়া, পুণ্যের শীতল ধারায় আমাদিগকে সিক্ত ও সরস করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

মহোৎসবে সেই অমৃতধারার আগমন হইবে, প্রেমের প্রবল ধারায় আমাদের তপ্ত প্রাণ শীতল হইবে, যাহা নীরস ও কুৎসিত ছিল, তাহা সরস ও সুন্দর হইবে, তাহারই আয়োজন হইতেছে। এ সময় আমাদিগকে কি করিতে হইবে? দেখা যায়, লোকে প্রবল বর্ষার সময়ে আপাদ মস্তক বারিনিবারক আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, তবে বাহিরে গমন করে; তাহাতে এই হয় যে, বারিধারা আর তাহাদিগকে স্পর্শ করে না, তাহাদিগকে সিক্ত করে না। তাহারা প্রবল বারিপাতের সময়েও পথ চলিয়া শুষ্ক অবস্থাতেই ফিরিয়া আসে। উৎসবাদিতেও আমাদের সেই অবস্থা ঘটিতে পারে—প্রেমবারির বর্ষণ হইলেও আমরা এমন উদাসীনতা ও অনিচ্ছার আবরণ অঙ্গে জড়াইয়া রাখিতে পারি যে, সে বর্ষণ আমাদিগকে স্পর্শও করে না; আমরা যেমন শুষ্ক ও কর্কশ ছিলাম সেইরূপ শুষ্ক ও কর্কশই থাকিতে পারি। আমাদের অমনোযোগে সেই প্রেমময় পুণ্যময়ের সকল শুভ আয়োজনই ব্যর্থ হইতে পারে—অঙ্গের মলিনতা ও হীনতা দূর না হইতে পারে। এজন্য অনাবৃত হইয়া একেবারে খোলাগায়ে তাঁহার উৎসবের বর্ষণের মধ্যে যাইতে হইবে। সকল অনিচ্ছা, অক্ষুধা ও উদাসীনতার আবরণ দূর করিয়া একেবারে উন্মুক্ত হইয়াই তাহার প্রেমবারির বর্ষণের মধ্যে যাইতে হইবে। যে স্থলে তাঁহার শীতল প্রেমের বাতাস বহিবে, যে স্থলে তাঁহার পুণ্যের বারি বর্ষিত হইবে, সে স্থলে একেবারে সরল ভাবে খোলা গায়েই উপস্থিত হইতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের তপ্ত প্রাণ জুড়াইবার ব্যবস্থা যাহা হইবে—তাহা সার্থক হইবে। তাহাতেই আমাদের অঙ্গের মলিনতা ও কদর্য্যতা দূর করিবার যে ব্যবস্থা হইবে তাহা সার্থক হইবে। অভিসন্ধিকে বিশুদ্ধ করিয়া, আকাঙ্ক্ষাকে বিশুদ্ধ করিয়া, সকল প্রকার আলস্য ও উদাসীনতা হইতে মুক্ত হইয়া, একাগ্রমনে অতি আগ্রহের সহিত, অতি পিপাসার সহিতই উৎসবে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

উৎসবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ আমরা পাইতেছি। এ সময়ে আর একটি বিষয়েও আমাদিগকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একান্ত সচকিত ভাবে, অতি উদ্‌গ্রীব ভাবেই উৎসবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। উৎসবের উপাসনায় আমাদের জন্য মঙ্গলময়ের কি বাণী আসিবে তাহা ত জানি না, কিন্তু আসিবেই যে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই বাণী উদাসীন মনের নিকটে পৌঁছে না। যার মন একান্ত একাগ্র নহে, তাহার নিকটে সে বাণী আসিয়াও না আসার মতনই থাকে। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি—যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে সেইরূপ একটি দৃষ্টান্তের কথাই উল্লেখ করিতেছি। দেখা গেল, একদিন গৃহস্থের গৃহে শিশুটি আপন শয্যায় শুইয়া আছে, সে নিবিষ্ট ভাবে নিদ্রায় মগ্ন আছে। পার্শ্বের গৃহে অনেকে আমরা আহারে নিযুক্ত আছি। সে সময়ে যেমন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপই নানাকথাও হইতেছে। সকলেই আহারে ব্যস্ত। হঠাৎ দেখা গেল শিশুটির মাতা আহার বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন। কেন যে তিনি উঠিয়া গেলেন তাহা আমরা বুঝিতেও পারিলাম না। পরে জানা গেল শিশুটির নিদ্রার অবসান হইয়াছে, নিদ্রাবসানে শিশু এমন কিছু করিয়াছে, যাহা তাহার মাতাই কেবল অনুভব করিতে পারিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতেও পারি নাই। শিশু যে কেঁদেছে বা মনোযোগ আকৃষ্ট

হইতে পারে এমন কোন বড় শব্দ করিয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু সে নিদ্রার শেষে আপন বিছানায় থাকিয়া এমন কিছু করিয়াছে যে, তাহা কেবল তার মা-ই বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার একান্ত সচকিত ভাবের নিকটে একান্ত মনোযোগের নিকটে সে সংবাদ আসিয়াছে; অন্যেরা সে সংবাদ পায় নাই। এ স্থলে যেমন দেখা গেল মায়ের একান্ত সচকিত ভাব, সন্তানের জন্য একান্ত মনোযোগ ও উদ্‌গ্রীব ভাবই তাঁহাকে শিশুর এই সামান্য নড়াচড়ার শব্দ শ্রবণে সুযোগ দিয়াছে, তাই মায়ের কাণেই তাহার নড়াচড়ার শব্দ পৌঁছিয়াছে, অপরেরা সে শব্দ শুনিতেও পায় নাই। এই উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইবার সময়েও আমাদের সেইরূপ উদ্‌গ্রীব ভাব, সেই একাগ্রতা ও মনের ব্যগ্রতা লইয়াই প্রবৃত্ত হইতে হইবে; তাহা না হইলে আমাদের নিকটে পরম জননীর অমৃত বাণী যাহা আসিবে, তাহা আমরা শুনিতে পাইব না। তিনি যে আমাদিগকে নানা মহামূল্য সম্পদ্ দান করিবার জন্য আহ্বান করিবেন আমরা তাহাও শুনিতে পাইব না। অমনোযোগে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। নানা বিষয়ের আকর্ষণে ঘুরিয়া বেড়াইলে, নানাদিকে মন দিলে, আমাদের নিকটে সমুপস্থিত অতি কল্যাণকর বিষয় হইতেও আমরা যে বঞ্চিত হই, তাহা আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এজন্য অতি অবহিতচিত্তে একান্ত একাগ্র ও আকুল মন লইয়াই উৎসবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমাদের করুণাময়ী জননী এ শুভ কার্য্যে আমাদের সহায় হউন। তাঁহার যে আয়োজন আমাদের জন্য আসিয়াছে তাহা পাইতে, তাহা প্রাণের সম্বল করিয়া লইতে তিনি আমাদিগকে সুযোগ প্রদান করুন। করুণাময়ের করুণা আমাদের জন্য আছে, তাঁহার দান নিয়তই আসিতেছে, তাহা দেখিবার ও বুঝিয়া লইবার মত সুযোগ ও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

[পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,—

অতিশয় গুরুতর এবং অতিশয় প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের পক্ষে অতি সঙ্কট কাল উপস্থিত। সেই সঙ্কটের ভীষণতা যথাযথ ভাবে আমি বর্ণনা করিতে পারিব, আমার সে ভরসা নাই। অথচ বিপদের ব্যাপারটি আমার নিকট একান্ত সঙ্কটজনক ও প্রাণহানিকর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তাই অযোগ্যতার কথা মনে স্থান না দিয়া, বিপন্ন জনের যে আকুল আর্ত্তনাদ—কাতর ক্রন্দন তাহা লইয়াই আপনার শরণ লইতেছি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার দীন হৃদয়ের কাতর নিবেদনটি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিলে একান্ত বাধিত হইব। আমার এই কাতরতার হেতু এই —সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত বৎসরের বার্ষিক সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে শ্রীযুক্ত স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উক্ত সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তদনুসারে তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে অনুরোধ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান বৎসরের বার্ষিক সভার বিজ্ঞাপনে উহা প্রচারিত হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পুনর্বিবেচনা করিয়া পরে উক্ত অনুরোধ প্রত্যাহার করেন এবং বিজ্ঞাপন হইতে উক্ত বিষয়টি তুলিয়া দেন।

এ স্থলে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য হইবার প্রস্তাবকে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটী বিষম সঙ্কট বলিয়া ঘোষণা করিবার কি হেতু আছে। ইহার উত্তরে বলিতে হইতেছে সহসা এবং সহজ দৃষ্টিতে ইহার মধ্যে কোন সঙ্কট বা বিপদের হেতু পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি সঙ্কটের কারণ রূপেই পরিণত হইয়াছে।

ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণের অনুরোধের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে হয় নাই। সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সভ্যের অভিপ্রায় অনুসারেই হইয়াছে। সে কারণে এ ব্যাপার লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের মধ্যে অতি অপ্রীতিকর মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। মনোমালিন্য এরূপ মর্ম্মান্তিক আকার ধারণ করিয়াছে যে, তাহাকে শুধু মনোমালিন্য নাম দিলে তাহার ঠিক স্বরূপ বর্ণনা হয় না। তাহা অতি শোচনীয় বিচ্ছেদজনক ও প্রাণহানিকর বিবাদ রূপে পরিণত হইয়াছে। বিশেষতঃ, আমাদের ভিতরকার এক বিশেষ ব্যক্তি—আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একান্ত পক্ষপাতী ও অকৃত্রিম অনুরাগী সভ্য, প্রচারক, এবং ব্রাহ্মসাধনাশ্রমের পরিচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়—এ ব্যাপারে এমন দারুণ আঘাত—এমন ব্যথা পাইয়াছেন তিনি এই উপলক্ষ হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকটে পত্র লিখিয়াছেন। এই একটি ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ব্যাপারটি কিরূপ গুরুতর ও সাংঘাতিক আকারের হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় নবদ্বীপ বাবু দীর্ঘকাল তাঁহার সমস্ত শক্তি, বিদ্যা বুদ্ধি আদি দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যা করিয়াছেন। তাঁহার মত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী লোকের সংখ্যা বেশী নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণও তাঁহাকে আপনাদের হৃদয়ের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল। এই আকারের অভিনন্দন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বেশী লোককে দেওয়া হয় নাই।

এই প্রকারের ব্যক্তি যখন উক্ত প্রকারের প্রস্তাবদ্বারা ব্যথিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল প্রকারের সংস্রব ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন সহজেই বোধগম্য হইবে যে, তাঁহার পক্ষে এ ব্যাপার কিরূপ মর্ম্মান্তিক যাতনাদায়ক হইয়াছে এবং তিনি এ ব্যাপারকে কিরূপ অনিষ্টকর বলিয়া গণনা করিয়াছেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্ভবতঃ এমন কিছু অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছেন যে, যাহার প্রতিকার ও সংশোধন সহজ বা সম্ভবপর নহে। তাই তিনি নিরুপায় হইয়া এমন প্রাণপ্রিয় সমাজ হইতেও বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিতেছেন। সহজে বা অল্প কিছুতে তিনি এ সমাজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। এই একটি ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ব্যাপারটি কিরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে এবং ইহার অনিষ্ট ফল কতটা অনর্থকর হইবে। একজনের প্রাণের দারুণ যাতনা এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এ প্রস্তাবের বিরোধীদিগের প্রাণের ভাব কি হইয়াছে, তাহা ত ভাল করিয়া এখনও প্রকাশ পায় নাই। তাঁহাদের যাতনা যে কিছু কম হইয়াছে তাহা মনে করা যায় না। এজন্যই উক্ত প্রস্তাবকে একটা সমূহ বিপদের কারণ বলিয়া মনে করা যাইতেছে।

এ স্থলে বিবেচ্য এই, এ ঘটনা কেন ঘটিল, এ বিপদ কেন সমাগত হইল। অনেক আপদ্ বিপদ্ আছে—যাহা অনিবার্য্য রূপে ঝড়ের মত আসিয়া আক্রমণ করে ও উপস্থিত হয়। যাহাকে কোন মতেই ঠেকাইয়া রাখা যায় না; এ ব্যাপার ত সেরূপে আসিতেছে না। এ সঙ্কটকে যেন ডাকিয়াই আনা হইয়াছে। এ বিপদ্‌কে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এরূপ বিপদ্‌কে কেন ডাকিয়া আনা হইতেছে, যাহার আগমনে আমাদের মধ্যে অতিশয় বিচ্ছেদ আসিতে পারে—এমন কি একটা ভাঙ্গা চুরা ঘটিতে পারে—তাহাকে কেন আহ্বান করিয়া আনা হইতেছে? কেন তাহার সৃষ্টি হইতেছে? এ বিপদ্‌কে আহূত ও নিজেদের সৃষ্ট বলিবার যথেষ্ট হেতু আছে—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর ৬ষ্ঠ নিয়মে আছে যে, "৪র্থ-নিয়ম অনুসরণ না করিয়াও জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্র বিষয়ে উন্নত ও খ্যাতাপন্ন কোন ব্রাহ্মকে সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করা যাইতে পারিবে।" এ নিয়মটির উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই জানা যাইবে যে, ইহা অবশ্য করণীয় নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ নহে। সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করিবার উপযুক্ত লোক যদি উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহাকে সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করা যাইতে পারিবে; কিন্তু সেরূপ কেহ উপস্থিত থাকিলেও তাঁহাকে যদি সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ না করা হয়, তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তেমন কোন গুরুতর অপরাধ হয় না। এ পদে কাহাকেও মনোনীত না করিলে কার্য্যের কোনই বিঘ্ন হয় না। সমাজের সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতির নিয়োগ যেমন অপরিহার্য্য, ইহা সে শ্রেণীর কার্য্য নহে। হইলে ভাল হয়, না হইলেও চলে—ইহা সে শ্রেণীর কার্য্য। সুতরাং এ শ্রেণীর কর্ত্তব্যের অনুসরণে যদি সমাজ মধ্যে এমন কিছুর উৎপত্তি হয়, যাহাদ্বারা মনোমালিন্য—এমন কি সমাজের ভাঙ্গা চুরা হইতেও পারে, তবে তাহাকে ত আপতিত সঙ্কট বা বিপদ্ নামে অভিহিত করা যায় না; তাহাকে আহূত সঙ্কট নামেই অভিহিত করিতে হয়—তাহাকে সৃষ্ট আপদ্‌ই বলিতে হয়।

ব্রাহ্মসমাজমধ্যে এরূপ বিপদ্ কখনও কখনও আসিয়া পড়িয়াছে—যাহাকে আপতিত বিপদ্‌ই বলা যাইতে পারে। তাহাকে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই; ঝড়ের মতনই তাহা সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আপনার সঙ্গিগণের সহিত এরূপ অনিবার্য্য কারণেই মহর্ষি মহাশয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সমীপে তখন জীবন-মরণের প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময়ে তাঁহারা কোনও মতে মানিয়া লইয়া চলিলে তাঁহাদের ধর্ম্মের আদর্শই ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইত—তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের আদর্শ হইতেই বিচ্যুত হইতে হইত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোক্তাগণের পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহারাও জীবন-মরণের সমস্যায় পড়িয়া গিয়াই ব্রহ্মানন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিচ্ছিন্ন হইবার পক্ষে তখন অনিবার্য্য হেতুই উপস্থিত হইয়াছিল। এখন যে সঙ্কট আমাদের জন্য আসিতেছে, তাহা সে শ্রেণীর আপতিত সঙ্কট নহে। এরূপ আপদ্ ঘটাইবার পক্ষে কোন অনিবার্য্য হেতু নাই। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে অতি শ্রেষ্ঠ জগৎমান্য ব্যক্তিগণ আছেন। তাঁহারা কেহ বা পাণ্ডিত্যে কেহ কেহ বা বিজ্ঞানের বিশেষ শাখায় অতি শ্রেষ্ঠ হইয়া আছেন। পৃথিবী তাহাদিগকে সম্মান দিতেছে—আমরা যে তাঁহাদিগকে সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করি নাই, তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্যের বিশেষ হানি হয় নাই, বিশেষ নিয়ম লঙ্ঘন বা অপরাধ হয় নাই। স্যার রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা কোন বিশেষ বাধাতে সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ না করি, তাহাতেও তেমন কোন অপরাধ বা কর্ত্তব্যের গুরুতর হানি হইবে না। এ স্থলে ঠাকুর মহাশয়ের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য পদে বৃত হইবার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলিতেছি না, তাঁহার যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কোন প্রসঙ্গও উপস্থিত করিতেছি না। এ প্রসঙ্গে আমার বিনীত নিবেদন এই যে—যে অনুষ্ঠানদ্বারা আমরা লাভবান্ হইলেও ক্ষতিগ্রস্ত তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিকতর রূপে হইব, তাহার আয়োজন ত না করাই ভাল। যে ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইলে আমাদের মধ্যে বিষম মনোমালিন্যের উৎপত্তি হইবে, বিচ্ছেদের আগমন হইবে, এমন কি সমাজের অভিন্নতার হানিও ঘটিতে পারে, এবং বিশেষতঃ সমাজের একজন প্রাচীন সেবক অকৃত্রিম বন্ধু এবং অনুরাগী সভ্য ও প্রচারককেও হারাইতে পারি—সে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া কি লাভ?

যে বিপদ বা সঙ্কটকে ডাকিয়া আনা হইতেছে তাহাকে ফিরাইয়াও দেওয়া যাইতে পারে। যাহাকে আহ্বান করিয়া আনা হইতেছে সেই আহূত বিপদকে ফিরাইয়া দিলে যখন উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহা করিতে কেন আমাদের অনিচ্ছা বা ইতস্ততঃ করিবার ভাব আসিবে?

প্রস্তাবটি যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বিবেচনার্থ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন সভ্যগণ এমন প্রাণহানিকর প্রস্তাবকে যদি বর্জ্জন করেন, তাহা হইলে তাহাতেই তাঁহাদের সুবিবেচনার ও সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

আত্মগ্লানিকর কার্য্যে বালকেরও উৎসাহ হওয়া উচিত নহে। তাই বলিতেছি, আমার প্রিয়বন্ধুগণ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই দীন পুরাতন ভৃত্যের আকুল প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন। এই দীনজনের কাতর আর্ত্তনাদ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহারা দয়া করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই বিচ্ছেদকর ব্যাপারে শান্ত ও ধীরভাবে বিচার করিয়া, সমাজকে এই ঘোর সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে মনোযোগী হউন। যাঁহারা ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করিয়া সম্মানিত করিতে চাহিতেছেন তাঁহাদিগকেও বিনীতভাবে এই কথাটি ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি যে, যে কাজটি সর্ব্বসম্মতিতে হওয়া উচিত ও প্রার্থনীয়, তাহা সেরূপে হইতেছে কিনা; এবং যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাবের বিচার হইবে তখন যদি বাধ্য হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলেন, তদ্দারা তাঁহার সম্মানের বৃদ্ধি হইবে কিনা। তাঁহারা একথাটিও ভাবিয়া দেখুন যে ঠাকুর মহাশয়কে সম্মানিত করিবার প্রস্তাব হইতে যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে একটা দারুণ অশান্তি, মনান্তর, এমন কি সমাজের বিচ্ছিন্নতার উদয় হয়, তাহা দ্বারা তিনি প্রাণে আঘাত পাইবেন কি না। আমার প্রিয় বন্ধুগণকে এসকল কথা বিবেচনা স্থলে রাখিয়া একান্ত আকুল প্রাণে তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, তাঁহারা আত্মঘাতিকর এমন সঙ্কটকে যেন আহ্বান করিয়া না আনেন।

শিব সঙ্কটহারী আমাদের সকলকে এ বিপৎকালে শুভমতি ও শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

অনুগত—আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার স্থগিত অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয় ও মহোদয়াগণ আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র—সভাপতি; শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ কোষাধ্যক্ষ; শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসু—সম্পাদক; এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সহকারী সম্পাদক।

অধ্যক্ষ সভা—সহর

বাবু ললিতমোহন দাস, বাবু হেমচন্দ্র সরকার, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, বাবু রজনীকান্ত গুহ, বাবু বরদাকান্ত বসু, শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত, ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু পরেশনাথ সেন, বাবু শশিভূষণ দত্ত, বাবু প্রতুলচন্দ্র সোম, বাবু পার্ব্বতী চরণ দত্ত, বাবু ভবসিন্ধু দত্ত, শ্রীমতী সুশীলা বসু, বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ধর্ম্মদাস বসু, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ব্রজসুন্দর রায়, বাবু নিবারণ চন্দ্র রায়, বাবু কালিমোহন ঘোষাল, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবু বঙ্কবিহারী কর, বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী (বি-এ), বাবু সুবিনয় রায়, মিসেস্ এস, সি, মুখার্জ্জি বাবু প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, বাবু রজনীকান্ত দে, বাবু সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হৃদয়কৃষ্ণ দে, শ্রীমতী সান্ত্বনা রায়, বাবু অর্পণা চরণ ভট্টাচার্য্য, রায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, বাবু কৃষ্ণদয়াল রায়।

মফঃস্বল

শ্রীমতী হেমলতা সরকার, বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বাবু ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী, কাজি আবদুল গফুর, রায় প্রসন্ন কুমার দাসগুপ্ত বাহাদুর, পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ, বাবু জয়কালি দত্ত, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী. বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ ফকির চন্দ্র সাধুখাঁ, ডাঃ ভি রায়, মিষ্টার ই-সুবাকৃষ্ণায়া মিস জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, মিষ্টার শ্রীরঙ্গবিহারী লাল, বাবু মথুরানাথ গুহ, মিঃ ভি আর সিন্ধে, মিঃ জি, বি, ত্রিবেদী, মিঃ সীতারাম, বাবু নীলমণি ধর, বাবু অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী, বাবু বিশ্বনাথ কর, বাবু জয়ন্ত রাও, বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত, বাবু বিপিন বিহারী সেন, বাবু মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু সতীশচন্দ্র রায়, বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রতিনিধি

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র—টাঙ্গাইল
„ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার—দিনাজপুর
„ রজনীকান্ত দে—বরাহনগর
„ মহেশ চন্দ্র ঘোষ—হাজারীবাগ
„ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়—কুমারখালী
„ হরকুমার গুহ—বাণীবন
„ বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—গিরিডি
„ মহেন্দ্রকুমার সেন—বাঁকিপুর
রায় মহেন্দ্রকুমার সেন বাহাদুর—শিলং
ডাঃ সুরেশচন্দ্র গুপ্ত—ঢাকা
শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত—চট্টগ্রাম
„ সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়—হরিনাভি
„ সতীশচন্দ্র রায়—রাঁচি
„ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—বাঁকুড়া
„ গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত—ফরিদপুর
„ রোহিনীকান্ত রায়—ওয়ালং
„ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—ময়মন সিংহ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৭ই মাঘ কলিকাতা নগরীতে অবসর প্রাপ্ত পোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বেচারাম বসু দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শান্তিধামে গমন করিয়াছেন।

বিগত ১১ই মাঘ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মিরা ২০ বৎসর বয়সে বিসর্প রোগে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এবার বি,এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

বিগত ১৫ই মাঘ তেজপুর নগরীতে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বড়কাকতির দৌহিত্র বিনয়কুমার দাস অল্প কয়েকদিনের অসুখে

পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিগত ২৯শে পৌষ কুমিল্লা নগরীতে শ্রীমতী হেমনলিনী চৌধুরী তাঁহার মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনাথ ধন ভাণ্ডারে ২৲ দুই টাকা এবং কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁহার চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ১লা মাঘ ঢাকা নগরীতে পরলোকগত সীতাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা সুনীতার ও গৌহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন লাহিড়ীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ২রা মাঘ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনের কন্যা রমলার ও ঢাকার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রচন্দ্রের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৩রা মাঘ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ কন্যা সুষমার ও পরলোকগত চারুচন্দ্র সিংহের পুত্র শ্রীমান্ বিমলচন্দ্রের শুভোদ্বাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে শিলং হইতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী শ্রীহট্ট গমন করিয়া সপ্তাহাধিক কাল অবস্থান করিয়া প্রায় প্রত্যহ আলোচনা সৎপ্রসঙ্গাদি ও উপাসনা প্রার্থনাদি করেন। এবং প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পরলোক গমন দিবসে মন্দিরে উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আসাম অঞ্চলে প্রচারার্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে শ্রীহট্ট গমন করেন এবং সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া নানা ভাবে কার্য্য করেন। মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রায় প্রত্যহ আলোচনা উপাসনাদি করেন। এক দিবস সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে "ভারতে ধর্ম্মের ধারা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এবং অন্য একদিন "মহিলা সমিতিতে" সম্মিলিত মহিলা বৃন্দকে কিছু বলেন। সকলে আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করেন। দুইটী পরিবারে বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনাদি করেন।

কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ—গত ৩০শে ডিসেম্বর পরলোকগত রাধাগোবিন্দ সাহার বাড়ীতে তাঁহার মৃত্যু দিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় উপাসনা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ প্রামাণিক স্তুতি গান করিয়াছিলেন—তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত হরিবোলা সাহা উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে চা এবং মিষ্টান্ন দ্বারার অভ্যর্থনা করেন।

ইংরাজী নূতন বৎসর উপলক্ষে ১লা জানুয়ারী প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ ভাবে উপাসনা ও সঙ্গীতের পর, সম্পাদক ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং "নববর্ষ" সম্বন্ধে কিছু পাঠ করিয়াছিলেন।

৭ই জানুয়ারী সায়ংকালে বাবু অতুলকৃষ্ণ সাহার গৃহে তাঁহার পিতা পূর্ণানন্দ সাহার মৃত্যু দিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ প্রামাণিক উপাসনা করেন, অতুল বাবু প্রার্থনা করেন। অতুল বাবু উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে প্রীতিভোজন করাইয়া সমাজের "মিশন" ফণ্ডে ১৲ টাকা দান করেন।

কালীকচ্ছ ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন—কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী লিখিতেছেন :—

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অসীম দয়ায় আজ প্রায় ৫১ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমলজ্যোতি এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সাধু আনন্দচন্দ্রের প্রবল ঈশ্বর প্রেম সুদূর ঢাকা ও কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ও শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত হালদার, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র রায় প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। ১২৭৬ সালের আশ্বিন মাসে মহাষ্টমি দিবসে তিনি তাঁহার পিতৃদেব স্থাপিত দুর্গা মণ্ডপে প্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন করেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কি নির্য্যাতন, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া তাঁহাকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল এতদিনে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই গ্রামে বর্ত্তমানে ১০টী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পরিবার আছে। তাহাদের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। এতদ্ব্যতীত মহাত্মা আনন্দ স্বামীর নিকট ধর্ম্মপিপাসু হইয়া নানা স্থান হইতে যে সকল লোক আগমন করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যাও দ্বাদশ সহস্রের অধিক। স্থানীয় শিক্ষিত মহোদয়গণেরও বর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দিন দিনই বাড়িতেছে।—এই সমুদয় কারণে স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের স্থাপিত পারিবারিক উপাসনা-মন্দির ছাড়াও আর একটী সাধারণ উপাসনা মন্দিরের আবশ্যকতা বহুদিন হইতেই তথায় অনুভব করিতেছি। কিন্তু নানা কারণে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়" এই মহাজন উক্তিকে শিরোধার্য্য করিয়া আমরা এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। যদিও শক্তি আমাদের নিতান্ত অল্প কিন্তু বিশ্বাস আছে যে, তাঁহার পতাকা বহিবার গৌরব যাহাকে তিনি দান করেন, তাহাদের শক্তিবিধান তিনিই করিয়া থাকেন। সেই মহাশক্তির আশ্রয়ে আমরা ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছি। গত ১৩ই পৌষ অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় সময় মহাত্মা স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের যোগ্য পুত্র ত্যাগী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই সমাজ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে গ্রামের ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য অনেকেই সমবেত হইয়াছিলেন। এবং অনেক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী শোভনা নন্দী সঙ্গীতের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র

নন্দী ভিত্তি স্থাপনান্তর একটী প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মন্দিরের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। উপদেশান্তে ব্রহ্মনাগীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার—শিলং রামমোহন মহিলালাইব্রেরীর সম্পাদিকা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাবু হেমচন্দ্র ঘোষ (লাহোর) ১৲, মিস্ সুশীলা সেন (শিলং) ১০৲, শ্রীযুক্তা চারুবালা দেবী (কলিকাতা) ৫৲, শ্রীযুক্তা সবিতা দেবী (কলিকাতা) ৫৲, বাবু নিখিলচন্দ্র সেন (ঢাকা) ২৲, শ্রীযুক্তা তটিনী দাস (ঢাকা) ২৲, শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা বসু (কলিকাতা) ১০৲, শ্রীযুক্তা বিজনবাসিনী সেন (শ্রীহট্ট) ১৲, বাবু যতীন্দ্রনাথ রায় (ঢাকা) ২৲, শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা সেন (শিলং) ২৲, বাবু গোপালচন্দ্র দাস (শিলং) ২৲, মিসেস্ এ সিংহ (কলিকাতা) ৪৲, S. H. Begum (কলিকাতা) ৫৲, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গুপ্ত (শিলং) ৫৲, বাবু দীনেশচন্দ্র দাস (শিলং) ৫৲, মিসেস্ এ, সি, সেন (কলিকাতা) ১০৲, মিসেস শান্তি সান্যাল (কলিকাতা) ১৲, বাবু সোনাধর দাস (লাবান) ৫৲, মিস্ প্রিয়তমা দাস (শিলং) ২৲, বাবু মনোরঞ্জন সেন (শিলং) ৫৲, মিষ্টার সুরথচন্দ্র দাস (লামডিং) ৩৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ কাননগু ১০৲, শ্রীযুক্তা সুষমা দাস (ডিব্রুগড়) ১০৲, ডাঃ প্যারীভূষণ মিত্র (বরজুলী) ৩৲, মিসেস্ যতীন্দ্রচন্দ্র রায় (এলাহাবাদ) ১০৲, রায় সাহেব শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ী (কলিকাতা) ২৲, মিসেস্ এ, দত্ত (শ্রীহট্ট) ১০৲, মিসেস্ স্নেহলতা সেন (কলিকাতা) ১, মিসেস্ কে,পি, বসু (কলিকাতা) ১৫৲, জনৈক প্লিডার (মালদহ) ২৲, ময়ুর ভঞ্জের মহারাণী ১০০৲, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (কলিকাতা) ৩০৲, শ্রীযুক্তা সরযুবালা দাস (বরিশাল) ১০৲, বাবু কৃষ্ণমোহন ধর (মৌলবী বাজার) ৫৲, শ্রীযুক্তা বিনোদিনী চৌধুরী (ময়মনসিংহ) ১৲, শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না বসু (ময়মনসিংহ) ১৲, শ্রীযুক্তা বামাসুন্দরী চন্দ (ময়মনসিংহ) ২৲, বাবু মধুসূদন সেন (দিনাজপুর) ১৲, S. H. Mitra ১৲, শ্রীমতী সুধাহাসিনী গুপ্তা (শিলং) ১৲, শ্রীমতী নিত্যময়ী দত্ত (শিলং) ২৲, শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী পাল (শিলং) ১৲, শ্রীমতী শিশিরকুমারী সেন (শিলং) ৩৲, শ্রীমতী চপলাবালা দত্ত (শিলং) ৩৲, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী (শিলং) ৫৲।

মোট—৩১৬৲ পূর্ব্বে প্রকাশিত—৭৮২৸৹ সর্ব্ব মোট—১০৯৮৸৹

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত—তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত—মূল্য ৩।০ মাঘোৎসব উপলক্ষে ৩৲ —এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ একখানি জীবনী প্রকাশ করা বিশেষ প্রশংসার কথা। তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া পুস্তকখানা লিখিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে—বাস্তবিক তিনি "একটি কথাও বাড়াইয়া লিখেন নাই"। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্থানে স্থানে আরও একটু বিস্তারিত ভাবে লিখিলে বোধ হয় পুস্তকখানার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত। আশা আছে ভবিষ্যতে তাহা সম্পন্ন হইবে। ত্বরাহেতু উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাব বশতঃই বোধ হয় দামোদর গোবর্দ্ধন দাস সুখরওয়ালা প্রদত্ত টাকার বিবরণ কিছু অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক রহিয়াছে। আশা করি পুস্তকখানা পাঠে সকলেই বিশেষ উপকৃত বোধ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

এবার তত্ত্বকৌমুদীর ক্রোড় পত্রে মাঘোৎসবের সময়ে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা পাঠান হইল। তত্ত্বকৌমুদী প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় মফঃস্বলের পুস্তক ক্রেতাগণকে ৩০শে মাঘের পরিবর্ত্তে ১০ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত উক্ত তালিকা লিখিত মূল্যে পুস্তক দেওয়া যাইবে।

২৭শে মাঘ, ১৩২৭। — শ্রীহরকান্ত বসু, সম্পাদক—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার সহানুভূতি, সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে প্রবল অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও জীবনব্যাপী ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সর্ব্বত্র পূজিত। উপযুক্ত রূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার, (২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতাগৃহ, (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ, এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারার্থীদিগের জন্য একটি সাধনোদ্যান নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্য্যটিকে শাস্ত্রী মহাশয় অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল কার্য্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচার্য্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামান্য চেষ্টায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার চেকগুলিতে দুইটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রায়পুর), এন্, জি, চন্দাবারকর (বোম্বে), দ্বি, জি ত্রিবেদী (বোম্বে), আর ভেঙ্কাটা রত্নম্ নাইডু (মান্দ্রাজ), অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (পঞ্জাব), জে, আর দাস (রেঙ্গুন), রুচিরাম সানি (পঞ্জাব), এন্, জি, ওয়েলিকার (হাইদ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য), নীলমণি ধর (আগ্রা), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ), বিশ্বনাথ কর (উড়িষ্যা), হরকান্ত বসু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ), পি, কে, রায়, নীলরতন সরকার, পি, সি, রায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শশিভূষণ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কামিনী রায়, কানাইলাল সেন, শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র সরকার (বাঙ্গালা), পি, কে, আচার্য্য, ও পি, মহলানবীশ (সম্পাদকদ্বয়) ১০ই এপ্রিল ১৯২০।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্বকৌমুদীর ক্রোড়পত্র।

১৬ই মাঘ ১৩২৭।

ওঁ

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯১তম মাঘোৎসব উপলক্ষে

১লা মাঘ হইতে ৩০শে মাঘ (১৩২৭) পর্য্যন্ত পুস্তকাদির মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে.

অগ্রিম কিছি মূল্য পাঠাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পুস্তকাদি পাঠান হয়।

তত্ত্বকৌমুদী (পাক্ষিক পত্রিকা ইহাতে মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশ বক্তৃতা এবং ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ এবং ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় সংবাদাদি প্রকাশিত হয়) বার্ষিক—৩৲ প্রতিসংখ্যা ৵০ নমুনা (যে কোন এক সংখ্যা এক আনা)

মাঘোৎসব উপলক্ষে মাঘ মাসের মধ্যে গ্রাহক হইলে অগ্রিম মূল্য প্রতি বৎসর ২৲

Indian Messenger—Weekly, devoted to Religious Social Topics and all news of Brahma Samaj. aunua, Subscription,—5-0-0 Single copy 0-2-0 Specimen copy (any number)—0-1-0

Reduced for Maghotsav on payment before 12 Feb. every year 4-0-0.

এ বৎসরের নূতন পুস্তক

+ রীতিনীতি—নবদ্বীপচন্দ্র দাস /০
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন-চরিত (হেমলতা সরকার) ৩৷০...৩৲
শিবনির্ম্মাল্য—শাস্ত্রী মহাশয়ের কতকগুলি নির্ব্বাচিত কবিতা— ৸০

+ অনন্তের উপাসনা—ভক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৵০ স্থলে /০
অদ্বৈতবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—বৈদান্তিক, সুফী ও প্রাচীন ও আধুনিক য়ুরোপীয় অদ্বৈতবাদিগণের মতব্যাখ্যা (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ) ১৲...৸০
অঞ্জলী (মিঃ সতীশচন্দ্র রায়ের কতকগুলি উপাসনা ও প্রার্থনা) ৸০...৷৵০
+ অলর্ক চরিত /...১০
অর্ঘ (মনোমোহন চক্রবর্ত্তী) আধ্যাত্মিক কবিতা ।০
আলাপ (ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর—প্রবন্ধ) ১০...৷৵০
+ আলোক ।০...১০
আকাশের গল্প—যতীন্দ্রনাথ মজুমদার১৲...৸০
আঁখিজল (ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর) ৷৵০...।০
+ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা ৷৵০...৶০
+ উপহার (মহর্ষির অভিভাষণ, নূতন সংস্করণ) ৵০.../০
+ উপদেশমালা ৷৵০...৶০
ওঁ পিতা নোঽসি—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥০

*কবির (সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ)।০...৶০
কমলাকান্তের জীবন চরিত—(প্রফেসার হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ) ॥০...৷৵০
কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৲
খুকুমণির ঘুমপাড়ান ছড়া—ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য পদ্যে উপদেশ এবং ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষেপ ইতিহাস। ও সাধু সাধ্বীদের নাম
১ নং ও ২ নং প্রত্যেকটী ১০
+ খাসিয়াজাতি ও খাসিয়ামিসান /০...৫
গৃহধর্ম্ম (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত, নূতন সংস্করণ সকলের পাঠ করা কর্ত্তব্য।)
কাপড়ে বাঁধান ॥/০...৷৶০
আবাঁধা ৷৵০...।০
গিরিশচন্দ্র মজুমদার ।০
গৃহিণীর কর্ত্তব্য ১৲
+ চিন্তাকণিকা (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কৃত, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ক প্রবন্ধ ১০...২
+ চিন্তাবিন্দু (ধর্ম্মবিষয়ক কতকগুলি চিন্তা) ৵০.../০
চরিত মাধুরী(কয়েকটী ব্রাহ্মিকার জীবনী)।/০
+ চরিত রহস্য—সাধুভক্তগণের জীবনের উৎকৃষ্টাংশ ।০...৶০
চরিত কুসুমমালা(কাশীচন্দ্র ঘোষাল)॥০...৷৵০
চরিত মুক্তাবলী ঐ ॥০...৷৵০
চরিত রত্নাবলী ঐ ।০...৶০
+ জাতিভেদ (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী)৵০.../০

+ জাতিভেদ (কেদারনাথ সরকার) /০...৫
+ জীবনালোক (Imitation of Christ অবলম্বনে লিখিত, উমাপদ রায়) ।০...৵০
§ জাতীয় দুর্গতির মূল কোথায়? পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত) ১০...৫
জীবন সম্বল (শশিভূষণ বসু) ৶০...৵০
জীবন ধর্ম্ম (সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত) ৵০.../০
জীবনের সুখ (ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়) ॥০
§ জীবনকাব্য ৵০.../০
জননীর কর্ত্তব্য ১॥০
জপজী—(গুরু নানকের অনুবাদ) অবিনাশচন্দ্র মজুমদার ৷৵০
জীবনবেদ—আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিজ ধর্ম্মজীবনের কয়েকটী মহামূল্য তত্ত্ব (স্বরচিত) ॥০...৷৵০
ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু—(বৈরাগ্যের নূতন আদর্শ, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বিষয়ের উপদেশ) (ললিতমোহন দাস এম এ) ১০
তত্ত্বোপনিষদ (কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস) ।০...৷৵০
তত্ত্ব পরিমল (কাশীচন্দ্র ঘোষাল) ।৵০...।০
তাপসী (অমৃতলাল গুপ্ত) অনেকগুলি এদেশীয় এবং অন্যদেশীয় ভক্তিমতী নারীর জীবন কথা, নূতন পুস্তক বাঁধান ১।০
থেরীগাথা (বিজয়চন্দ্র মজুমদার) ১৲
দৈনিক (নূতন সংস্করণ) জীবনের ঘটনা ও উক্তি সম্বলিত। এক বৎসরের পাঠের স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ আছে। লাবণ্যপ্রভা সরকার। একত্রে বাঁধা দুই খণ্ড ২৲ ঐ ২য় খণ্ড ১৲

দাস (সাধনতত্ত্ব) ৶৹—৴১৫

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—ভক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্ব ইহাতে সন্নিবেশিত আছে (৩ খণ্ড একত্রে) ১৷৹-১৲

§ ঐ ৩য় খণ্ড (পুরাতন) ৷৹ স্থলে ।৹

ধর্ম্মসাধন—প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ কি? এবং কিরূপে গৃহী পরিবার—মধ্যে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে, তাহার অন্তরায় ও সহায় ইত্যাদি সকল বিষয় সহজ ও সুন্দর ভাবে লিখিত। (শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এম, এ,) ৸৹ স্থলে ।৶৹

§ ধর্ম্মসাধন—কেশবচন্দ্রের সময়ের সঙ্গতসভার মিমাংসিত তত্ত্ব ।৹...৶৹

ধর্ম্মসাধন (নূতন সূত্রে) ৴১৹...৴৫

§ ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) ৴৹...৴১৹

ধর্ম্মসূত্র ৴৹...৴১৹

ধর্ম্মজীবন (নূতন সংস্করণ, শিবনাথ শাস্ত্রী সমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশাবলী বাঁধান ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ প্রত্যেক ১৷৹ ..৷৶৹

ধর্ম্মজীবন (ডাঃ ধর্ম্মদাস বসু) ১৷৹ ..১৶৹ ..বাঁধান ১৸৹...১৷৹

ধ্বংসোন্মুখ জাতি (P. N. Dutt B. Sc.) কিরূপে এই বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে যাইতেছে, ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে ৴৹

নবপ্রেম সাধনা (তত্ত্বভূষণ) ৴১৹...৴৹

§ নগেন্দ্রবালা (সীতানাথ বাবুর স্ত্রীর জীবনী) ৴৹...৴১৹

নেপালে বঙ্গনারী, (হেমলতা সরকার) ১৲ ৸৹

নীতিকথা (লাবণ্যপ্রভা সরকার) ।৶৹

§ পরিবারে শিশুশিক্ষা ৴১৹...৴১৫

†প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা ৴১৹...৴৫

পারিবারিক প্রার্থনা (ধর্ম্মদাস বসু) ৸৹...৷৹

পুণ্য কাহিনী ।৶৹...।৹

† পুণ্যদাপ্রসাদ ৶৹...৴৹

পৌরাণিক কাহিনী ১ম ।৹

২য় ।৶৹

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ।৹...৶৹

† পূজার ফুল ৶৹...৴৹

† পুষ্পাঞ্জলী (কবিতা-শিবনাথ শাস্ত্রী) ।৹...৶৹

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ৸৹...।৶৹

প্রাণের কথা (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নূতন পুস্তক) ।৶৹

‡ প্রেমের ধর্ম্ম ও ক্রিয়ার ধর্ম্ম (শাস্ত্রী) ৴৫

† প্রকৃতিচর্চ্চা (উমাপদ রায়) ।৹...৶৹

‡ পূজার আয়োজন ৶৹...৴৹

† প্রসাদী ফুল ৵৹...৶৹

প্রার্থনামালা—গিরিশচন্দ্র মজুমদার (থিওডর পার্কারের প্রার্থনাবলীর অনুবাদ) ।৹

‡ প্রকৃত বিশ্বাস (আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন লিখিত True faithএর অনুবাদ ৴৹...৴১৹

§ প্রকৃত প্রার্থনা ৴৫

পূর্ব্ববাঙ্গালা ও আসাম ব্রাহ্মপরিবারের তালিকা ।৴৹...।৹

ফুলের মালা ৴১৹...৴৫

ব্রাহ্মধর্ম্ম-উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদ্য শ্লোকসংগ্রহ—মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, বাঁধান ৸৹

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান,—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অগ্নিময় ব্যাখ্যান নিচয়) বাঁধান ১৲...৸৹

আবাঁধা ৸৹...৷৹

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ) ব্রহ্মবাদের দার্শনিক প্রমাণ ও ব্যাখ্যা ১৲...৸৹

§ ব্রাহ্মধর্ম্ম তত্ত্ব—ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মোটামুটী সকল কথা ও ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সংক্ষিপ্ত প্রণালী ।৴৹...৶৹

† ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর ৴৹...৴১৹

§ ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ (বালকবালিকার উপযোগী ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক) ।৹...৶৹

‡ ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী (শিবনাথ শাস্ত্রী) নূতন সংস্করণ ৶৹...৴৹

‡ ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন? ঐ ৴১৹...৴৫

† ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ—বাইবেল হইতে ৴১৹

† ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্রীয় ভিত্তি ৴৹...৴১৹

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব ।৶৹...।৹

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি—ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর, ভাল বাঁধা ৸৹...৷৹

† ব্রাহ্মধর্ম্মসূত্র (সংক্ষেপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত) ৴৫

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত, বিশ্বাস ও প্রবচন সংগ্রহ ।৶৹...।৹

† ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরিক্ষিত বিষয়—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৵৹...৶৹

ব্রাহ্মগণ হিন্দু কি না? ৴৹

ব্রহ্মযোগ (থিয়োডোর পার্কারের অনুবাদ ৶৹...৴৹

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ৶৹...৴৹

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনা পদ্ধতি ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান ।৹

ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা—ঈশানচন্দ্র বসু,—আবাঁধা ৷৶৹...৷৹

ঐ ভাল বাঁধা ৸৹

†বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—পণ্ডিত কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ উহার উৎপত্তি উদ্দেশ্য বর্ত্তমান অবস্থা, এখন কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ৴১৹...৴৹

বালকবালিকাগণের প্রার্থনা—হরিশ্চন্দ্র দত্ত ৴৹...৴১৹

বিধবার ছেলে—শিবনাথ শাস্ত্রী ১৲

† ব্রহ্মচর্য্য (ভগিনী ডোরা) একটী চিরকুমারী পাশ্চাত্য নারীর জনসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।৶৹...৵৹

ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর—(শ্রীনাথ চন্দ) তিনি কিরূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন; ৪০ বৎসর কি কি কার্য্য করিলেন এবং ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনাবধি ইতিহাস, ৸৹...৷৹ বাঁধান ১৲...৸৹

ব্রজসুন্দর মিত্র—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্মান্দোলনের আংশিক চিত্র—হেমলতা সরকার ১৷৹ বাঁধান ১৷৹

† ব্রহ্মসঙ্গীত (নবম সংস্করণ) পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা ২০০ পৃষ্ঠা বেশী। কাগজের মূল্য বাড়িয়াছে বলিয়া ।৹ করিয়া বাড়ান হইয়াছে। কাগজ ১৷৹, কাপড় ১৷৹, রেশমী ১৸৹, চামড়া ২৲

ভাইবোন ৶৹

*ভক্তিলীলা (নূতন সংস্করণ) শ্রীনাথচন্দ ।৹...৶৹

‡ মরুভূমিতে কনকপদ্ম (রামমোহন রায়ের জীবন কথা) ৴৹ ৴১৹

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র (শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা) ৵৹ ৴১৹

মহর্ষির পত্রাবলী ১২

মহর্ষির প্রার্থনা ৴১৹ ৴৫

¢ মহাবাক্যাবলী ৴১৹ ৴১৫

মা (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৷৹

মাঘোৎসব—কেশবচন্দ্র সেন ।৹—৶৹

মহাবাক্য (কালীচন্দ্র ঘোষাল Imitation of Christ অবলম্বনে) ।৹—৶৹

মাধুরী (সরোজিনী দত্ত এম, এ।) ২৲—৸৹

§ রানবাজার সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম (Dr. P. K. Roy) ।৹—৶৹

* † ‡ § এই চিহ্নযুক্ত পুস্তকগুলি সমাজের সম্পত্তি।

Sadharan Brahmo Samaj

211, Cornwallis Street, Calcutta.

Reduction Sale for the Maghotsav from 14 Jan. to 12 Feb—1921

* All-India Theistic Conference Address of Sir. K. G. Gupta. 0-1-0
* Do-N. G. Welinkan. 0-1-0
The Possibility of an all India
* Mission organisation by Nilmani Charabarty. 0-6-0
Arctic Home in the Rig-Veda: An un tenable Position by Prof. Nalinikumar Dutta, M.A., Re. 1
On Social Service by Dr. D. Maitra ... As. 2
All-Indin Theistic Conference Session at Lucknow by Prof. U. N. Ball ... Re. 1
* The Fundamental Principles of Brahmoism by Pandit Sitanath Tattvabhushan (New Book) As, 2
All-India Theistic Conference Calcutta session 1911 0-8-0
Do Bankipur session 1912 0-4-0
* Brahmoism S.B. Bose -1-0 for 2-0
Do R. N. Samadar 0-0-6 for 0-1-0
Brahmo Sadhan or Endeavours after the Life Divine— (Tattvabhushan)-Cloth 1-8-0
Silk 2-0-0
Brahmajijnasa An iequiry into the Philosophical Basis of Theism (S. N. Tattvabhusan 1-8-0
Brahmo Samaj and the problem of Religious Education (N. G. Welinker M.A.) 0-1-0
Can we save ourselves yet ?— (P. N. Dutt, B. Sc). 0-1-0
Discourse on Education 0-2-0
* Educational Activities in the Bramo Samaj (Principal S. C. Roy M.A.) 0-1-0
* Force of character 0-1-0
Forms of Divine Service (S. N. Sastri) 0-1-0 for 0-2-0
* Gleams of the New light (S. N. Tattvabhushan) (Essays in exposition of the principles of pure Theism) 0-2-0 for 0-5-0
History of the Brahmo Samaj—two parts (S. N. Sastri) each 1-8-0 for 3-0-0
* Indian Messenger, (Weekly) 4-0-0 5-0-0
Idea of God 0-12-0
Krishna and Gita 12 lectures on the authorship, philosophy and religion of the Bhagawatgita (S. N. Tattabhushan) 2-0-0 for 2-8-0
* Leading Ideas of Theism (Sir R. G. Bhandarkar, K. C. I. E.) 0-1-0
Marriage Dowry (Dr. Rai Chunilal Bose Bahadur) 0-1-0
Mission of the Brahmo Samaj (S. N. Sastri) cloth 1-0-0
* Posibility of a universal Religion (Rev. C. W. Wendte 0-1-0
Raja Rammohan Roy (R. N. Samadder) 0-12-0 for 1-8-0
Rammohan Roy (H. C. Sarkar) 0-4-0
Raja Rammohan Roy and Modern India (New) (R. Chatterjee) 0-8-0
Religion of Love, Rajnarayan Bose 0-2-0 for 0-4-0
Religion of the Brahmo Samaj (H. C. Sarkar) 0-4-0
Smoking (Sammadar) 0-0-6 for 0-1-0
Student Frieud 0-2-0
* Spiritual Education and the Religion of Brahmo Samaj (Dr. P. K. Roy) 0-4-0 for 0-8-0
Sivanath Sastri by S. N. Tattwabhushan 0-6-0 for 0-8-0
Three stages of a Bible's life 0-4-0
True Christ (S. C. Chakravarti) 0-6-0 for 0-4-0
* Trust deeds of some Brahmo Samajes Part I. 0-4-0 for 0-8-0
* Twenty-five years work of Brahmo Samaj in Khasi Hills. A full accouut of the work with 31 illustrations 0-2-0 for 0-4-0
* Thirsting after God (prayers) (S. N. Tattvabhushan) 0-1-0 for 0-2-0
Vegetarianism 0-0-6 for 0-1-0
Vedanta and its relation to modern thought—(12 lectures on all aspects of the Vedantic philosophy and religion-(S. N. Tattvabhushan) 1-8-0 for 2-4-0
Theistic Ideals and Experience 0-2-0 for 0-4-0

Minister K. C. Sen's Works.

Essays : Theological and Ethical (new edition) 1-0-0 for 1-8-0
Lectures in India (English Edition) Part I. 2-8-0 for 3-8-0
Part II. 2-0-0 for 3-0-0
Prayers part I & II (New Edition revised and enlarged,) each 0-12-0 for 1-0-0
True Faith 0-4-0 for 0-8-0
Yoga : Objective and Subjective 0-4-0 for 0-8-0
Lecturers in England 2-0-0 for 2-8-0

* These books are Samaj property.

Registered No C. 56.

অসতোমা সদগময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ। ২১শ সংখ্যা। | ১লা ফাল্গুন, রবিবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯২ | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

13th February, 1921. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে করুণাময় পিতা, উৎসবান্তে কৃতজ্ঞচিত্তে তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। উৎসবে আমরা তোমার প্রেমের অনেক পরিচয় পাইয়াছি। আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন, তোমার করুণা হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, তোমার প্রেম আমাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। আমাদের নানা ক্রটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তুমি বাহা দিয়াছ, তাহাতেই আমাদের হৃদয় আশা ও বিশ্বাসে সঞ্জীবিত হইয়াছে। আমরা যদি সম্পূর্ণ রূপে তোমার হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম, তবে আমরা আরও কত অধিক প্রেম ও করুণা সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিতাম—উৎসব আরও কত সফল হইত! এখনও যদি আমরা উৎসবের মধ্যে প্রাপ্ত তোমার বাণী অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি, তুমি যে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আদর্শ আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছ, তাহা জীবনে পালন করিতে পারি, তাহা হইলে আর আমাদিগকে ভাবিবাতে দুঃখ করিতে হইবে না। তোমার অনুগত জীবন লাভ করিয়া, তোমার ঈপ্সিত কর্ম্ম সাধন করিয়া নিজেরাও কৃতার্থ হইতে পারিব, তোমার এই প্রিয় সমাজকেও সুস্থ, সুন্দর ও সবল করিতে পারিব, তোমার পবিত্র ধর্ম্মকেও গৌরবান্বিত করিতে পারিব। হে সর্ব্বদর্শী পিতা, তুমি আমাদের সকল দুর্ব্বলতা জান,—আপনার পথে চলিতে যাইয়া আমরা কি প্রকারে সমস্ত পণ্ড করিয়া ফেলিতেছি, তোমার ধর্ম্ম ও সমাজকে হীন করিয়া ফেলিতেছি, দেখিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, আমরা তোমার ইচ্ছাকেই আমাদের জীবনের একমাত্র চালক করি। আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন হইয়াই চলি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

একাধিক নবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪ঠা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) সোমবার—

উপাসনান্তে আচার্য্য (শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়) নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন:—

মানবের প্রাণ হইতে কল্যাণবিধাতা অপার কৃপাময় পরমেশ্বরের নিকটে নানা ভাবের প্রার্থনাই উপস্থিত হইতেছে। অনেক আকাঙ্ক্ষা লইয়া মানব মঙ্গলময়ের সমীপে উপস্থিত হয়। এ দেশের জ্ঞানপথাবলম্বিগণ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়া বা ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষা বলিয়া জানেন। ভক্তিপথের পথিকগণ ব্রহ্মকে জানিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত; তাহা না হইলে যে ভক্তি তাঁহারা পাইতে চাহেন, তাহা তাঁহারা পাইবেন কিরূপে? ভক্তি লাভ করিতে হইলে, পরমেশ্বরে অনুরক্ত হইতে হইলে, তাঁহাকে জানিতেই হইবে। তাঁহাকে না জানিলে তাঁহাতে যে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য আছে, অথবা তাঁহার যে ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ ও চির-অনুরক্ত হইতে হইবে, সে সুযোগ কিরূপে পাওয়া যাইবে? এজন্য তাঁহাকে জানিবার আকাঙ্ক্ষাত থাকিবেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হইবার আকাঙ্ক্ষাই বিশেষ ভাবে ভক্তিপথাবলম্বীর প্রাণে জাগিয়া থাকিবে। আর এই যে হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাকেই শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা বলিয়া মনে হয়; কারণ, তাহাতেই মানব প্রকৃত সম্পদ্ পাইতে পারে—তাহাতেই সে

সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারে। প্রভুর যদি হওয়া গেল, তবে ত আর কোন দিক দিয়াই তাহার কোন অভাব থাকিবে না; সে ত তখন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হইয়াই বাস করিতে পারিবে। সে যে শুধু বাহিরের উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহাই বা কেন? তাহার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়—লভনীয় আছে, সে ত সে সবই পাইবে; কারণ, যিনি গ্রহণ করিলেন, তিনি গৃহীতের সকল অভাব মোচন করিতে জানেন, এবং সকল অভাব, দুঃখ দৈন্য দূর করিবার ইচ্ছাও তাঁহাতে আছে। তাঁহার দিবার আছে অনেক। তিনি অনেক দিয়াই তাঁহার প্রতি সমর্পিতপ্রাণ আপনার জনকে সাজাইয়া থাকেন, এবং সাজাইবার অভিপ্রায় তাঁহাতে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান; তাঁহার সেই শুভ ইচ্ছার বিরাম নাই; এজন্য তাঁহার হইয়া যাইবার ইচ্ছাকেই শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা বলিয়া মনে হয়। জানিয়াও লোকে উদাসীন থাকিতে পারে ও থাকে, জানিয়াও লোকে অবাধ্য থাকিতে পারে ও থাকে, জানিয়াও লোকে আকৃষ্ট না হইতে পারে। সন্তান পিতামাতাকে জানে, প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু সকল সন্তান মাতাপিতার বাধ্য হয় না, সকল সন্তান পিতা-মাতাতে অনুরক্ত হয় না—আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু যে হইয়া যায় তাহার সে অবস্থা থাকে না। সে সম্পূর্ণরূপেই যাহার হইল, তাঁহাতে অনুরক্ত হইবে, তাঁহার উপরে নির্ভরশীল হইবে, সকল ভার তাঁহাকে দিয়া নিরুদ্বেগ ও ভয়হীন হইবে। অনুরক্ত হইয়া তাঁহার যাহা প্রিয় তাহাতেই সে অনুরক্ত হইবে, তাহাই তাহারও প্রিয় হইবে। সে সকল প্রকার অশুভ হইতে—হীনতা, মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া ধন্য হইবে। এইজন্য আমাদের প্রার্থনা হয়—"এই লও আমার প্রাণ মন, এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন; আমি আর কিছু ধন চাই না পিতা, কেবল তোমার শ্রীচরণ;" এই জন্যই প্রার্থনা হয়—"তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ লহ, এবার তুমি ফিরো না হে, হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ।"

এ প্রার্থনা যেমন সকলেরই প্রাণের প্রার্থনা, এ দীনেরও ত প্রাণের সেই প্রার্থনাই ছিল এবং আছে। কিন্তু কথা এই যে, তাঁহার কি হইতে পারিয়াছি? গৃহীত কি হইয়াছি? তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যক্তিতে যে সকল লক্ষণ ব্যক্ত হয়, আমাতে কি সে সব লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে? বাহিরের লক্ষণদ্বারা বিচার করিলে সত্য বিচার হইবে না। উপরে উপরে তাকাইলেও এ কথার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে না। বাহির হইতে দেখিলে লোকের মনে হইতে পারে, এ ব্যক্তি ত তাঁহার হইয়াছে; কারণ, ইহার ত বাহিরের বিশেষ কোন কাজ নাই। নিজের পরিবার পরিজনের জন্য অপরের যাহা করিতে হয়, ইহার ত সেরূপ কিছুই কাজ নাই। এ ব্যক্তি যাহা করে সবই ত তাঁহার প্রিয় সমাজ বা মণ্ডলীর জন্যই করে। নিজের খাওয়া পরা প্রভৃতির জন্যও ত কোন আয়োজন উদ্যোগ বা পরিশ্রম ইহাকে করিতে হয় না; সুতরাং এ ব্যক্তি ত গৃহীতের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

নিজের মনেও এমন ধারণা হইতে পারে যে, কই, আমি ত অপরের কাজ কিছু করি না। যা কিছু শক্তি সামর্থ্য আছে, তাহা ত প্রভুর প্রিয় কার্য্যেই নিয়োগ করি। প্রভুর কৃপায় এবং তাঁহার প্রিয় মণ্ডলীর সহায়তায় যে একটু আধটু লিখিবার শক্তি পাইয়াছি, তাহা ত তাঁহার প্রিয়মণ্ডলীর জন্যই নিয়োগ করিয়া থাকি; যাহার কিছুই বলিবার—মানবের শ্রবণযোগ্য কথা দুইচারিটি মিলাইয়া বলিবার শক্তি ছিল না, সে যাহা কিছু বলিবার শক্তি পাইয়াছে তাহা ত তাহার প্রিয়মণ্ডলীর জন্যই প্রয়োগ করে। সুতরাং মনে হইতে পারে এ ব্যক্তি তাঁহারই হইয়াছে—তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীতই হইয়াছে। স্থূলভাবে বিচার করিলে ইহাই মনে হইতে পারে। শরীরের অভাবের কথা ত আমাকে ভাবিতে হয় না। কি খাইব, কি পরিব, সে ভাবনা হইতে ত মুক্তই হইয়াছি। দেশে দ্রব্যাদির মহার্ঘতাই আসুক, আর দুষ্প্রাপ্যতাই উপস্থিত হউক, আমার সেজন্য ব্যস্ত হইতে হয় না, ভাবিতে হয় না। এ ভাবে বিচার করিলে মনে হইতে পারে যে, প্রভু আমার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছি।

কিন্তু অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সূক্ষ্মভাবে আত্মপরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, সম্যক রূপে, সম্পূর্ণরূপে ত তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারি নাই। সম্পূর্ণরূপে তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে কাহারও দৈন্য থাকিতে পারে না। আমার প্রাণ যে দৈন্যে পূর্ণ। যে সকল আধ্যাত্মিক সম্পদ্ তাঁহার গৃহীত জনের ভোগে আসে—অধিকারে আসে, তাহারও অভাব আমার যথেষ্টই আছে। তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত জনের যেরূপ অটল বিশ্বাস নির্ভর প্রভৃতি হয়, যেরূপ তাঁহাতেই অনুরাগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারও অভাব আমাতে সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়। যেরূপ গাঢ় অনুরাগে গৃহীত ব্যক্তি গৃহীতাতে মুগ্ধ থাকেন, যেরূপ অচল হইয়া তাঁহার ধ্যানে মননে নিযুক্ত থাকেন আমার ত সেরূপ অবস্থা নহে। গৃহীত ব্যক্তিতে যেমন সকল সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য সমাগত হয়, আমার ত সেরূপ কিছুই নাই; তাই মনে হয় গৃহীত হওয়া হয় নাই। গৃহীত হইলে সব বিষয়েই ভাবান্তর রূপান্তর হইয়া থাকে, তাহা ত হয় নাই। এখনও যে কত কি পাইবার জন্য মন ব্যগ্র হইয়া বেড়ায়—কতদিকে মন ছুটিয়া যায়, এরূপ হইত না। তাঁহার যে হইবে, সে ত তাঁহাকে লইয়াই নিয়ত থাকিবে। তার মন কেন উড়ু উড়ু করিয়া বেড়াইবে? "সে রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ,' ইহাই সত্য কথা। তাঁহার হইলে, তাঁহার আস্বাদ পাইলে, মন যে তাঁহাতেই আবদ্ধ থাকিবে। তাঁহার সঙ্গে, তাঁহার প্রসঙ্গেই যে সে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে, তাহার রুচি যে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাতেই অনুরক্ত থাকিবে। কই, আমার ত সে সব হয় নাই।

কেন এরূপ হইল? তাঁহার হইবার প্রার্থনা কি একান্ত সরল ও আন্তরিক হইল না? তাহা কি মৌখিক কপট প্রার্থনা হইল? তাহাই হইবে। অন্য কারণও আছে। সে কারণটির কথাই এ স্থলে একটু উল্লেখ করিতেছি। সে কারণ এই যে, যে গৃহীত হয়, তাহার যেমন সরল একান্ত প্রার্থনাপরায়ণ হওয়া চাই, তেমনি তাহার বিশুদ্ধতাও থাকা চাই। এ কথা প্রসিদ্ধ যে, পূজার জন্য যে ফুল অর্পিত হয়—অভীষ্ট দেবতাকে যে ফুল দেওয়া হয়? তাহা কীটদংশিত হইলে তাহাতে পূজা হয় না। সুন্দর নিখুঁত ফুলই গৃহীত হইয়া থাকে। কীটদষ্ট ফুল দেবতার গ্রহণ যোগ্য নহে। যে পত্র দ্বারা দেবতার পূজা করিতে হয় তাহা অভগ্ন, সম্পূর্ণ ও সুন্দর হওয়া চাই; তা না হইলে ছিন্ন, ভগ্ন পত্র-পুষ্প দেবতার গৃহীত হয় না। দিতে হইলেই সুন্দর যাহা তাহাই দিতে হয়, নতুবা গৃহীত হইবে না। যদি যখন

খনিতে থাকে তখন তাহাতে নানা জঞ্জাল, মলিনতা থাকে। মণিকার যখন ধনীকে মণি অর্পণ করে তখন তাহাকে পরিষ্কৃত করিয়া, সুন্দর রূপে মাজিয়া ঘষিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্যকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াই, অর্পণ করিয়া থাকে। খনি হইতে আনিয়া সেই অবস্থাতেই সে তাহা ধনীকে অর্পণ করে না।

লঙ্কার যুদ্ধাবসানে যখন সীতার সহিত রামের সাক্ষাতের সময় আসিল, যখন রাম কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার সময় আসিল, তখন সীতার হিতাকাঙ্ক্ষিণী মহিলারা তাঁহাকে সুসজ্জিত করিবার আয়োজন করিলেন। সীতা বলিলেন, তা কেন, আমি যেরূপ, আছি, যে ভাবে যে বেশে রহিয়াছি আমি সেই ভাবে, সেই বেশেই রামের সমীপে গমন করিব, সেই ভাবেই গৃহীত হইব। তাহাতে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষিণীরা বলিলেন, না, তাহা হইবে না; মণিকে মণিকারেরা সুন্দর করিয়া সুসজ্জিত করিয়া অর্পণ করিয়া থাকে। তোমাকেও আমরা সুসজ্জিত করিয়াই অর্পণ করিব।

সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। অসুন্দরকে, মলিনকে কে গ্রহণ করিয়া থাকে? আপনাকে যে দিতে চায় তার পক্ষে অসৌন্দর্য্যের সহিত, মলিনতার সহিত, সংযোগ রাখা চলে না। তাহাকে মলিনতা, পাপ ও হীনতার সহিত সম্পর্কবিহীন হইয়া, সকল প্রকার মন্দ অভিসন্ধি ও মন্দ আসক্তি বর্জ্জিত হইয়াই তাহাকে গৃহীতাতে আপনাকে অর্পণ করিতে হয়। যাঁহাকে আত্মদান করিতে হইবে, তাঁহার বিরোধী হইয়া যে থাকিতে চায়, সে তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রকারেই গৃহীতার অনুরূপ হইতে—তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার পক্ষে যাহা বাধা দেয় তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে হইবে। আশয় আকাঙ্ক্ষা বিশুদ্ধ না হইলে, কোনও প্রকারেই চলিবে না। শুদ্ধ যিনি তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে হইলে শুদ্ধতাকেই বরণ করিতে হইবে। যিনি পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ মঙ্গল, পূর্ণ শুদ্ধতার আলয়, তাঁহার সহিত মিলিত হইতে হইলে,—তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে হইলে সেই ভাবাপন্ন হইয়াই আপনাকে প্রদান করিতে হয়। তাহা না হইলে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

আর একটি কারণও আছে; তাহা এই যে, যে আপনাকে দিবে, তাহার কাজের লোকও হওয়া চাই। পৃথিবীতে দেখি অকর্ম্মণ্যকে কেহই গৃহের কার্য্যের জন্য মনোনীত করে না। যার দ্বারা কাজ পাওয়া যাইবে না, তাকে কে গ্রহণ করিবে? সে হেতুতেও গৃহীত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হই নাই।

ব্যক্তির সম্বন্ধে যে কথা খাটে, মণ্ডলীর পক্ষেও সেই কথাই খাটিয়া থাকে। মণ্ডলী যদি সত্য সুন্দর প্রেমময়ের হইতে ইচ্ছুক হয়েন, তবে মণ্ডলীকেও শুদ্ধতাকে, প্রেমকে, মঙ্গলকেই সমাদর করিতে হইবে। মণ্ডলীকেও সুস্থ সুন্দর হইবার জন্যই একান্ত সরল ভাবে সঙ্কল্প করিতে হইবে। এ কথা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না যে, ব্যক্তির জন্য গৃহীত হইবার পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, মণ্ডলীর পক্ষেও তাহাই একান্ত প্রয়োজনীয়। মণ্ডলীকেও সদাশয় হইয়া, শুভসঙ্কল্প হইয়া গৃহীতার জন্য ব্যগ্রভাবে আপনাকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

ঈশ্বরের হইয়া যাওয়া বা তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া এমন কিছু ব্যাপার নহে যে, তাহা যদি হইল, তবে ভাল হইল, শোভন হইল, আর যদি তাহা না হইল, তাতেও চলিতে পারে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। এ ব্যাপারটি সেরূপ নহে। আমাদের জন্য এই ব্যবস্থাই একমাত্র অপরিহার্য্য হইয়া আছে যে, তাঁহার হইতেই হইবে—না হইতে পারিলেই নহে। সুতরাং এ ব্যাপারটিকে অগ্রাহ্য বা অবহেলা করিলে ত চলিবে না। এ জন্যই আমাদের সমগ্র আয়োজন—সমগ্র শক্তির নিয়োগ করিতে হইবে। সে বিষয়ে শৈথিল্য একেবারেই অশোভন, অপ্রার্থনীয় ও একেবারে অকল্যাণকর; সুতরাং আমাদের সমগ্র আয়োজন, সমগ্র প্রার্থনা, চেষ্টা আকাঙ্ক্ষা সেই দিকেই ধাবিত হউক। সেই ভাবে জীবন যাপন করিতেই আমাদের প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠুক। সে ভাবেই আমাদের জীবন চালিত হউক। মঙ্গলবিধাতা আমাদিগকে শুভমতি প্রদান করুন।

সায়ংকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "পিতা নোঽসি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার মর্ম্ম আমরা পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার—

কিছু সময় কীর্ত্তন হইলে পর, যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুঃখের বিষয় আমরা কোনও প্রকারেই তাঁহার প্রদত্ত উপদেশটি অথবা তাহার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

সায়ংকালে সঙ্গতসভার উৎসব উপলক্ষে প্রথমতঃ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী সাধন বিষয়ে কিছু বলিলে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়। ভবসিন্ধুবাবুপ্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

ব্রাহ্মসমাজে যতগুলি প্রতিষ্ঠান (Institutions) আছে, তাহাদের মধ্যে সঙ্গতসভা একটি প্রধান। এই সঙ্গতসভা সম্বন্ধে অনেকে প্রায় কিছুই জানেন না, সেজন্য আজ সঙ্গতসভার উৎসবে সঙ্গতের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাদিগের নিকটে উল্লেখ করিতেছি। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হিমালয় হইতে তপস্যাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আপনার শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিলেন, তখন কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি যুবকদল আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। "ইঁহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর উপদেশসমূহ প্রদান করা হইত; কিন্তু ইহাতেও যুবকেরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইতে অভিলাষ করেন এবং পরস্পরের ধর্ম্মভাবের দ্বারা পরস্পরের সহায়তা করিয়া একটি ধর্ম্মমণ্ডলী সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। একদিন জোড়াসাঁকোস্থ পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ জয়গোপাল সেন ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহোদয়দিগের উন্টাডিঙ্গিস্থ

উদ্যানে সকলে গমন করেন; উদ্যানে গিয়া সকলকে এক এক খণ্ড নূতন গামছা ও নূতন বস্ত্র প্রদত্ত হইল, সকলে স্নান করিলে ব্রহ্মোপাসনান্তে প্রীতিভোজন হইল। সেই সভায় স্থির হইল যে, চরিত্র গঠনার্থ ভ্রাতৃসভা স্থাপিত হয়, যাহাতে সকলে আপন আপন অভাবের কথা বলিবেন এবং তন্মোচনার্থ উপায় উদ্ভাবিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজে প্রত্যাগমন কালে বৃদ্ধ ও যুবক নানা রকমের ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া দল বাঁধিয়া ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় মৃত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এই দলের নেতা হইলেন। তিনি অগ্রে অগ্রে উৎসাহ সহকারে নৃত্য ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন, আর আর সকলে এবং তন্মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকটি পুত্র সহ এবং কেশবচন্দ্র দলবল সহ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া গুরু নানকের অপৌত্তলিক ও উচ্চতর ভক্তির ধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। শিখদিগের ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সভার নাম সঙ্গতসভা। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবিত-সভার তদনুসরণে সঙ্গতসভা বলিয়া নামকরণ করিলেন।" এই সভার প্রতি ব্রাহ্মেরা কিরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং ইহার দ্বারা কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল তাহার একটু আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

"বেলা ৫টা হইতেই প্রতিদিন যুবকদিগের সমাগম হইতে আরম্ভ হইত। সন্ধ্যার সময় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন যুবকে গৃহ পরিপূর্ণ হইত। সন্ধ্যার সময় যে সকল লোক একত্রিত হইতেন প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকার সময় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গৃহে গমন করিতেন। এই সভায় কেবল যে ধর্ম্মবিষয়ের প্রসঙ্গ হইত তাহা নহে, নানাপ্রকার কথোপকথন হইত। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আর একদল লোক গৃহে গমন করিতেন; কিন্তু অবশিষ্ট যে ছয় সাতজন থাকিতেন, তাঁহাদের পদদ্বয় আর গৃহাভিমুখে গমন করিতে চাহিত না। ক্রমে রাত্রি ২টা ৩টা হইত, তথাপি তাঁহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইতেন না। কোন কোন দিন রাত্রি শেষ হইয়া প্রাতঃকালে ৬টার তোপ পড়িয়া যাইত তথাপি সকলে একত্র। সঙ্গতসভায় স্বাভাবিক ভাবে নানাপ্রকারের ধর্ম্মালাপ হইত। বিনয়, বিশ্বাস, ভ্রাতৃভাব, উপাসনা, মনুষ্যের কর্ত্তব্য, বিবেক, জাতিভেদ ও জাতিভেদসূচক চিহ্ন রাখা উচিত কি না, জীবনের উদ্দেশ্য, সময়ের ব্যবহার, ব্যায়াম, ক্ষমা, জীবনের নিয়তি, সংসার সম্বন্ধে মৃত্যু ও নবজীবন প্রভৃতি কথোপকথনের বিষয় ছিল। যে সকল বিষয় সঙ্গতসভায় আলোচিত হইত, তাহা কেশবচন্দ্র স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। একবার সঙ্গতসভার সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। দেবেন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি হন। সেই উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। পুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে 'উপবীত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য' যখন তিনি এই লেখাটি পাঠ করিলেন অমনি আপনার উপবীতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'তবে আর ইহা কেন?' এই বলিয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন।"

সঙ্গতসভা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল এবং আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন ইহার দ্বারা ব্রাহ্মজীবন ও ব্রাহ্মসমাজের কি প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আমাদের অদ্যকার উৎসবের বিশেষ ভাব এই যে, আমরা নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। তদনুযায়ী আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া আমার কর্ত্তব্যের উপসংহার করি।

আমি চিরদিন নির্জ্জনতার পক্ষপাতী। আমি বিশ্বাস করি গভীর আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে জনকোলাহল পরিত্যাগ করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে কিছুদিনের জন্য বাস করা কর্ত্তব্য। ভগবান কৃপা করিয়া আমাকে কিছুদিন পূর্ব্বে এই সুযোগ দিয়াছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে হিমালয়ে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণান্তে একটি প্রকাণ্ড কেলু গাছের নিম্নে একটি বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিয়া উপাসনা করিতাম। যে দিন আমাকে হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিতে হইল, তাহার পূর্ব্বদিন ঐ স্থানে বসিয়া উপাসনান্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম, "কৃপা করিয়া এমন কিছু উপদেশ দাও, যাহা আমার জীবনের সম্বল হয়।" মুহূর্ত্তের মধ্যে বাণী আসিল, "ঐ দূরে হিমালয়ের গগনস্পর্শী শিখরসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।" আমি সুদূরে শত শত মাইল বিস্তৃত পর্ব্বতগাত্র হইতে উর্দ্ধোত্থিত চিরতুষারাবৃত, মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত অত্যুচ্চ দুর্গের ন্যায় অভ্রভেদী শিখর সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। আমার চতুর্দ্দিক অমানিশার গভীর অন্ধকারে শ্মশানের ভীষণ নীরবতার ন্যায় বোধ হইল; আমার দৃষ্টি স্থির, চিন্তা সংযত, হৃদয় কি এক অমূল্য সম্পদ্ লাভের প্রত্যাশায় শান্ত। শুনিতে পাইলাম, "মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের দুইটি স্তর আছে, একটি অর্থাৎ নিম্ন স্তরটি বিশ্বাস, সংস্কার, আলোচনা, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত, আর উপরকার স্তরটি সাক্ষাৎ অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ দৃষ্টির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সাধক যে পর্য্যন্ত প্রথম স্তরে বাস করে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে আশা নিরাশা, আলোক অন্ধকার, উত্থান পতন প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভাবের অধীন হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু যখন সে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করে, তখন সে এই দ্বন্দ্ব ভাবের অতীত হইয়া চির আলোক, চির আনন্দ ও চিরশান্তির মধ্যে বাস করিতে সমর্থ হয়। যেমন হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশসমূহ মেঘ ও ঝটিকার দ্বারা অনেক সময়ে বিধ্বস্ত হয় কিন্তু সুদূরে ঐ গগনস্পর্শী শিখরসমূহ চিরদিনের জন্য মেঘ ও ঝটিকার প্রকোপকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত সুনীল আকাশের শান্ত ও নির্ম্মল শান্তির মধ্যে বাস করিতে সমর্থ হয়, তেমনি সাধক যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ অনুভূতির স্তরে আরোহণ করিতে সক্ষম না হন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে সংগ্রাম, অশান্তি ও নীরসতার মধ্যে অবস্থান করিতেই হইবে। ধর্ম্মসাধনের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় অর্থাৎ সাধককে সাধনপথ এবং আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য এ সংসারে অনেক প্রকার কঠিন বাধা ও বিঘ্ন আছে। এই সকল বাধা বিঘ্নের মধ্যে আত্মপ্রতারণা ও বহুবাক্যের কোলাহল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। সুতরাং এই বহুবাক্য ও আত্মপ্রতারণা হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা ঐ উচ্চ স্তরের আদর্শ অন্তরের মধ্যে জাগ্রত রাখ এবং দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত সাধনপথে অগ্রসর হও, তাহা হইলে জীবনের

গভীর দৈন্য ও দারিদ্র্য দূর হইবে।" এই কয়েকটি কথা অথবা এই ভাবটি মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল; আমি চক্ষুর জলে সিক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "ধন্য তুমি হিমালয়! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তুমি চিরদিন এইরূপে মানবের প্রাণকে উচ্চ সত্যের পবিত্র আলোকে পূর্ণ করিয়া তাহাকে অনন্ত জীবনপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য কর।"

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ, আপনারা কখনও আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিবেন না। অনেক সময়ে নিজেদের দুর্ব্বলতার জন্য অজ্ঞাত ভাবে আদর্শকে ক্ষুদ্র করিয়া আমরা প্রকৃতপথ হইতে ভ্রষ্ট হই; কিন্তু করুণাময় আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা বরং দুর্ব্বলতার জন্য, জীবনের অপবিত্রতার জন্য চিরজীবন অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ হই, তথাপি যেন আদর্শকে মলিন ও ক্ষুদ্র করিয়া জীবনের ঐ উচ্চ স্তরে আরোহণ করার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত না হই।

৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) বুধবার—

প্রাতে কিছু সময় কীর্ত্তন হইলে পর, যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম আমরা পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সায়ংকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী বিষয়ে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভাই সীতারাম প্রথম বক্তৃতা করিলে শ্রীমতী কুমুদিনী বসু নিম্নে-প্রকাশিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী বি, এ, বক্তৃতা করিলে সভাপতি মহাশয় আপনার বক্তব্য বলিয়া অদ্যকার কার্য্য শেষ করেন। একটি সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। প্রবন্ধটি এই:—

ভারতের তপোবনে দাঁড়াইয়া ঋষি একদিন বলিয়াছিলেন, "হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জানিয়াছি।" ভারতের তপোবন হইতে যেদিন এই মহাবাণী ঘোষিত হইয়াছিল, সমস্ত পরিমিত দেবতার পূজা অসত্য বলিয়া বুঝিয়া মহান্ ওঁকার ধ্বনিতে যেদিন ঋষিরা ভারতের আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন,সেদিন ভারতবর্ষ গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল।

তার পর সেই ওঁকার মন্ত্রের শুভ্র নিশান যখন ভারতের তপোবনের আঙ্গিনায় ধূলি ধূসরিত হইল, যখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধন ব্রহ্মজ্ঞান জালজঞ্জালে জড়িত হইয়া কেবল আচার বিচারের ধর্ম্মে পরিণত হইল, ব্রহ্মজ্ঞানের মুক্তির বার্ত্তা যখন শাস্ত্র পুরোহিতের শাসনে চাপা পড়িল, তখন সেই শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের বন্ধন মোচনের জন্য রাজা রামমোহন রায় আবির্ভূত হইয়া আবার এই ভারতের শ্মশানবক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের মুক্তিপ্রদ বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাণ-প্রদায়িনী শক্তির প্রভাবে ভারতের মৃতদেহে আবার নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইল।

তাঁহার তিরোধানের পরে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একাকী অসাধারণ নিষ্ঠা ও ত্যাগের সহিত ভারতের সেই অমূল্য সম্পত্তি, এই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক, ভারতের অন্ধকার বক্ষে জ্বালিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই নিষ্ঠা ও ত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ বিধাতা সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে তাঁহার সত্যধর্ম্মের আগুনে ভারত-বর্ষকে অগ্নিময় করিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের ঋষিদের তপস্যা, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য সাধনার কথা আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, এইমাত্র। তাঁহাদের সাধনা ও তপস্যার কথা আমাদের মনে বিস্ময়মিশ্রিত ভক্তির উদ্রেক করে, আমরা তাঁহাদিগকে কোনো উন্নত জগতের জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আমাদের চঞ্চল, লঘু চিত্তে আমরা ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহাদের তপস্যা ও সাধনার মর্ম্ম ধারণ করিতে পারি না। এই জড়বাদের যুগে যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচরীভূত হয় না, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। ইন্দ্রিয়াতীত কিছুর সত্তার অস্তিত্বে আমাদের ভোগবিলাসে রত চিত্ত মনঃসংযোগ করিতে পারে না।

এই যে যুগ,—যে যুগে অধ্যাত্মরাজ্যের স্থান একেবারেই নাই—সেই যুগে যখন আমাদের স্থূলচক্ষুর সম্মুখে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের ব্রহ্মলাভের জন্য সাধনা ও তপস্যা প্রত্যক্ষ করি, যখন দেখি ঈশ্বরের চিন্তা করিতে করিতে একাসনে মুদ্রিতচক্ষে তাঁহার প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইতেছে, যখন দেখি ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতায় দুপ্রহরের প্রখর রৌদ্র তাঁহার নিকট ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, যখন দেখি ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেছেন, তখন আমাদের এই সংশয়াকুল চিত্তও ঈশ্বরের দিকে ধাবমান হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ-রসপানে ডুবিয়া থাকিতে দেখিয়া সেই উপনিষদের ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তপস্যা ও সাধনার কথা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। এই ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব যুগে যখন দেখি, তিনি অগাধ ধনজন, সুখের পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সেই ঋষিমুনিদিগের ন্যায় হিমালয়ের শিখরে শিখরে ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মের চিন্তায় নিমগ্ন হইতেছেন, ব্রহ্মধ্যানে ডুবিয়া গিয়া দিনের পর দিন যাপন করিতেছেন, যখন দেখি এই সংসারের পাপ পরিতাপপূর্ণ কোলাহলের মধ্যে নিরন্তর বাস করিয়াও তিনি ব্রহ্মকে 'করতলগত আমলকবৎ' করিয়াছিলেন, তখন আমাদের অবিশ্বাসী চিত্তও ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের সত্তায় বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। তাঁহার ব্রহ্মসাধনার মধ্যে আমরা ভারতের সাধনা ও তপস্যা প্রত্যক্ষ করি। যুগে যুগে ভারতবর্ষে ব্রহ্মলাভের জন্য যে সাধনা, যে তপস্যা হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে তাহার পূর্ণবিকাশ দেখিয়া আমরা ধন্য হই।

কিন্তু ঋষিমুনিদিগের সহিত তাঁহার পার্থক্য এই ছিল যে, তিনি যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন সেই জ্ঞানকে জন-সমাজের মধ্যে প্রচার করিতে, যে ঈশ্বরের দর্শন হৃদয়ে লাভ করিয়াছিলেন সেই ঈশ্বরকে জনসমাজের মধ্যে স্থাপন করিতে, তাঁহার হৃদয়ের শক্তি, মনের বল, অর্থসামর্থ্য সমুদয় দান করিয়া-ছিলেন। তিনি ঋষিদিগের ন্যায় ঈশ্বরকে প্রাণে পাইয়া কেবল নিজেই তাঁহার প্রেমরসপানে তৃপ্ত থাকেন নাই, ঈশ্বরের তৃষিত তাপিত সন্তানদিগের অন্তরে সেই রসধারা ঢালিয়া দিবার জন্য সমগ্র জীবন দান করিয়াছিলেন।

হিমালয়ে ব্রহ্মধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি ঈশ্বরের এই বাণী শুনিয়াছিলেন,—"এই যে পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীকে বাহির হইতে দেখিতেছ, ইহা যতই নিম্নাভিমুখী হইতেছে ততই বিশালকায়া নদীতে পরিণত হইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া, দুই তটের সমুদয় জমিকে উর্ব্বরা করিয়া, যেমন সাগরাভিমুখী হইয়া ছুটিতেছে, তেমনি তুমি যে ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছ, যাও, তাঁহার কথা প্রচার করিয়া পৃথিবীর তাপিত মানবসন্তানকে শান্তি দাও।" তিনি ঐ হিমালয় পর্ব্বতেই যোগাসনে জীবন ক্ষেপণ করিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের ঐ বাণী শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তখনি সংসারে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আত্মজীবনী পাঠে এই অপূর্ব্ব কথা জানা যায়। আমরা মনে করি ঈশ্বর সেই কবে কোন্ সত্যযুগে বুদ্ধ, মহম্মদ, ঈশাকে তাঁহার বাণী শুনাইয়াছিলেন, আজ তিনি নীরব হইয়া গিয়াছেন,—হয়ত সে কথা কবির কল্পনামাত্র; কিন্তু না, এখনো এই জড়বাদ ও ভোগবিলাসের যুগে তিনি ব্রহ্মকামী, ব্রহ্মপিপাসু মানবের তৃষিত আত্মাকে তাঁহার বাণী শুনাইয়া থাকেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন।

হিমালয় হইতে ব্রহ্মযোগে সিদ্ধকাম হইয়া আসিয়া তিনি ঈশ্বরের আদেশে তাঁহারই নাম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার ব্যাখ্যান শুনিয়াছেন এমন ব্যক্তির নিকট হইতে জানিয়াছি যে, তিনি যখন বেদীতে বসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন তখন উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যেন বিদ্যুতের সঞ্চার হইত, সকলের প্রাণের উপর যেন মধু বর্ষিত হইত,—এক অপূর্ব্ব ভাবে সকলের হৃদয় পূর্ণ হইত। তিনি সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন ভাষায় এমন করিয়া নিজের হৃদয়নিহিত, তপস্যালব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের সুসমাচার সকলের নিকট বলিতেন যে, মানবের মন তাহাতে তৃপ্ত হইয়া যাইত।

তিনি ধর্ম্মের আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অনেকের মনে এই স্পৃহা জাগিয়াছিল যে, যে সকল অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতা নাই, তাহা অনায়াসেই ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজে হবন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রবেশ করাইবার পক্ষপাতী ছিলেন। এ সম্বন্ধে মহর্ষির মত জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহা বাহ্যাড়ম্বরমাত্র, যদিও ইহাতে পৌত্তলিকতা নাই, তথাপি যাহা করিয়াছি তাহার সঙ্গে আর ইহাকে স্থান দিতে পারি না। একমাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, তাহার মধ্যে আর কোনো বাহ্যাড়ম্বর চাহি না।"

তিনি ঈশ্বরকে কেমন করিয়া প্রাণে পাইয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থান দিয়া কি পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা আমার মাতামহের নিকট লিখিত একটি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি বলিতেছেন,—"ঈশ্বরই আমার একমাত্র আরাম স্থান—তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোথাও আরাম পাই না। কত স্থানে আরামের জন্য গৃহ বাঁধিয়াছি, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আরামের জন্য হিমালয়ের কত নিভৃত কন্দরে প্রবেশ করিয়াছি, কত কত উচ্চ চূড়ে আরোহণ করিয়াছি, কত কত নদীস্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া কত দূরে গিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া সেখানেও আরাম নাই। নির্জ্জনে, বনে, প্রান্তরে গৃহ বাঁধিয়াছি, হয় ত সে গৃহ ভাঙ্গিয়াছে, না হয় মনই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই সকল বিষয়ে আরাম নাই দেখিয়া আমি এখন অনন্যচেষ্ট হইয়া সেই হৃদয়পতি প্রিয়বন্ধুতেই সকল প্রকার আরাম উপভোগ করিতেছি।"

ঈশ্বরকে যিনি এমন প্রাণের প্রিয়রূপে লাভ করিতে পারেন, তিনি সকল মানুষকেই সমান প্রীতির চক্ষে দেখেন; তাঁহার নিকট উচ্চ নীচের ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রের পার্থক্য নাই। অনেকের এই ধারণা আছে যে, তিনি সমাজের আচার্য্যের পদ ব্রাহ্মণদিগের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সে ধারণা ঠিক্ নহে। আমার মাতামহের নিকট লিখিত আর একটি পত্রে আছে,—"আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে,ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা উপাচার্য্যের কার্য্য সুন্দররূপে কোনো প্রকারেই সম্পন্ন হয় না। এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ন্যায় নয়, আবার সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এইক্ষণকার নব্য-সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদিগের নিকটে কখনই প্রিয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নামধারীরা এইক্ষণে অত্যন্ত লোভী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছে। কেবলই ঘৃত লবণ তণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধন চেষ্টায় অনবরত ফিরিতেছেন। তাঁহারা কেবল ধন আদায় করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। কাহাকেও এখন ধন প্রদান করিতে হয় না। এইবার উইল্সন সাহেবের দৌরাত্ম্যও তাঁহাদের ভোগ করিতে হইবেক। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে উপাচার্য্য রাখিয়া রাখিয়া তাঁহাদের এ ধর্ম্ম বিষয়ে ঔদাস্য দেখিয়া এইক্ষণে তাঁহাদের প্রতি নিরাশ হইয়াছি। এইক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তিনজনকে উপাসনা কার্য্যে ব্রতী করিয়াছি, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। লোক দেখান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে কি কার্য্য? তথাকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোনো কোনো উত্তম শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে উপাচার্য্যের কর্ম্মে ব্রতী করিলেই ত হয় এবং তাহার সঙ্গে তোমার একত্র বসিলেও তো হয়। যে ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট হইতে সে ধর্ম্মের কথা শুনা কি? যে কথায় ধর্ম্ম বলে কার্য্যে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সম্মত নহে, তাহাকে সমাজের মধ্যে প্রধান আসন দেওয়াই বা কোন্ বিধি? ব্রাহ্মণ না হইলে উপাচার্য্য হইবে না এ প্রথার মুণ্ডেও বজ্রাঘাত করা যায়। শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্ম অপেক্ষা কি কপট ব্রাহ্মণ ভাল?"

তিনি ব্রহ্মকে প্রাণে লাভ করিয়া সুখে দুঃখে, শোকে বিপদে অটলচিত্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্ণেন্দ্র নামে একটি পুত্র অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন। সেই পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াও তাঁহার চিত্তের কোনো বিকার হয় নাই। তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "পূর্ণেন্দ্রের মৃত্যু সমাচার দিবার সময়ে আমার মুখে বিকারের কোনো চিহ্ন না থাকিবার আর এক হেতু এই ছিল যে, তৎকালে আমার নয়নের সম্মুখে আর এক পূর্ণেন্দ্র যোগীন্দ্র রূপে ক্রীড়া করিতেছিল।"

মৃত্যুও শৈল তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিত না; তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক ছিলেন, তাই মৃত্যুও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। এই জড়বাদ ও ভোগবিলাসের যুগে আমরা এই

যে ব্রহ্মলাভের জন্য তাঁহার এই সাধনা ও তপস্যা দেখিয়াছি তাহাতে এ যুগ ধন্য হইয়াছে।

হে ঋষিসত্তম! ভারতবর্ষের এই দ্বন্দ্ব-কোলাহলের দিনে তোমারই ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাবের বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ধর্ম্মহীন হইয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় কেবল উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি, তুমি আমাদিগকে সেই সাধনার গভীরতা শিখাও, সেই তপস্যার নিষ্ঠা দাও, যাহাতে আমাদের জীবন গভীর হয়। আমরা সত্যের পূজা করিতে শিখি, আমরা বাহ্যিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া শুধু ব্রহ্মকেই হৃদয়ে স্থান দিয়া সমগ্র দেশের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া সত্যপথে চলি ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে জয়যুক্ত করুন।

৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার— প্রাতে কিছু সময় সংকীর্ত্তন হইলে পর, যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং উপাসনান্তে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন :—

মাঘের উদ্বোধিত আনন্দগান যখন সুপ্রভাতে অনন্তমঙ্গলগানে দ্বারে দ্বারে আহ্বান করে, যখন বিশ্বকল্যাণময়ী বাণী বুকের তন্ত্রে তন্ত্রে রণিত করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে যে কেবলই তর্পণের সুর বেজে ওঠে, আর মনে হয় কেমন করে এ তর্পণের যোগ্য হই? পরিপূর্ণ অর্পণ না হ'লে তর্পণ কেমন ক'রে হবে? সর্ব্বস্ব অর্পণেই তর্পণ, চিরপবিত্রতার ভিতর তর্পণলীলা। এ আনন্দ-যজ্ঞে, মহিমাময় আনন্দোৎসবে হয় ত সকলে বোল্‌বেন তর্পণের কথা কেন? কি জানি কেন? উৎসবানন্দেই যে মিলন-বাঁশরি বাজিয়ে ফেরে, মাঘের পাগল সুরেই যে সকল স্তব্ধ জনের আনন্দ সহবাস মনে পড়ে। মনে পড়ে অতীতের সাধুসাধ্বীজনের আনন্দ সাধনার দীপ্ত শুভ্রবিভা। মনে পড়ে কোথায় ভক্তের ওজস্বিনী মাভৈঃ বাণী, আজ নানা বিয়োগের অভিনয়ের ভিতর। মনে পড়ে বিপদ সঙ্কুল যাত্রাপথে চিরপ্রদীপ্ত আনন্দ-আলো, মনে পড়ে যাত্রাপথের সঙ্গীদের নীরব আনন্দময়ী বাণী। তাই ত এ মিলন-যজ্ঞে বুকের ঘরে সকলের সাড়া এসে পড়ে। সকলে এক মিলন-আনন্দপীঠে বোস্‌তে না পার্‌লে আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে কই? মঙ্গল-অনুষ্ঠানের জয় আনন্দ সাফল্য লাভ করে কই? তাই আজ চিত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলির ভিতর, পবিত্র অর্পণের ভিতর, তর্পণানন্দ লাভ কোর্‌তে আকুল।

যেই মাঘের ত্রিভুবননন্দিত আনন্দবাঁশি বেজে উঠ্‌ল, অমনি ছুটল পাগল চিত্ত দেশ বিদেশে, লোক লোকান্তরে, সকলের সঙ্গে মহাপ্রাণের ভিতর প্রাণে প্রাণে মিলনমালা গাঁথ্‌তে। ব্রহ্মপূজায় ব্রহ্মমন্দির পুষ্পমাল্যে সাজাবার আয়োজন হোচ্ছে, আনন্দ-নামাবলি ব্রহ্মানন্দের আনন্দ প্রতিষ্ঠা ঘোষণা কোর্‌ছে—কিন্তু মিলনমালা গাঁথি কেমন ক'রে? সকল শিশু যুবা বালক বৃদ্ধ নরনারী, সকলের চিত্ত যদি একের দিকে নত না হয়, সকল চিত্ত যদি প্রেমের সুরে একই তানে বেজে না ওঠে, তবে এ মিলন-যজ্ঞে আনন্দ-ঐক্যতান বাজ্‌বে কেমন ক'রে? পুণ্য মহাতর্পণপীঠে আজ মহাপ্রাণের শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে পরমকারণকারণে সর্ব্বস্ব অর্পণে আনন্দবিসর্জ্জনে আজ আনন্দে প্রয়াণ হবে কেমন ক'রে?

কেবল দেহখানা পঞ্চভূতে মিলে গেলেই কি আনন্দ-প্রয়াণ? চিত্ত যখন মহাসত্তায় প্রাণযোগে তন্ময় হ'য়ে যায়, তখন যে সত্যি সত্যি মনে হয় সকলের একসঙ্গে আনন্দ-প্রয়াণ হয়েছে—মহাপ্রাণে। আজ যেন দেহ ছেড়ে ছেড়ে সকল বিকারের কলুষ গন্ধ ঝেড়ে ফেলে, সকল জড়তার বন্ধনডোর খুলে খুলে চ'লেছি—আনন্দ মিলন যজ্ঞে—আনন্দ তীর্থে ছুটেছি সবাই জ্ঞানময়ে প্রাণময়ে আত্মসাগরে—চিন্ময় দেশে ছু'টছি মহাতর্পণ যজ্ঞে।

অনেক উৎসবের আয়োজনই ত হয় ধরণীর বুকে, অনেক শুধু ঐক্যতানই ত বেজে ওঠে উষা সন্ধ্যায়, অনেক আনন্দ বাজার ত খুলে যায় রূপের দেশে! কে চাও তোমার রূপের ধর সাজাতে? এস রূপের পসরা নিয়ে মেলে বসেছি। কে চাও তোমার বিলাস ভবন নব নব সাজে সজ্জিত কোর্‌তে? এস বিলাসপণ্য ভরা ক্ষণিক আনন্দ বাজারে। কে চাও প্রমোদ মেলায় মগ্ন হ'তে? অনেক প্রমোদ ভবন দেখ ওই আলোকমালায় ভূষিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে চাও ক্ষুদ্রে ডুব্‌তে? অনেক আয়োজন ধরার বুকে গড়া হ'য়েছে—কত জড়তার আনন্দ, কত অন্ধমোহের বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ, কত দীপালি শোভা, কত জয়ধ্বনিতে ধরা প্রতি-ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে নিত্য নূতন আয়োজনে।

এমনিতর কত উৎসব লীলা ত হোচ্ছে আবহমান কাল ধ'রে ধরণীবক্ষে! তবুও প্রশ্ন এই বুকের ঘরে, তৃপ্ত হোলো কই মানুষ ক্ষণিক তৃপ্তির আয়োজনে? তার বুকের তারে কি সুর বাজে? নীরব স্পর্শ কার ছুঁয়ে যায় গোপনে গোপনে উষায় সন্ধ্যায়, গভীর নিশাথে, কেমন ক'রে কে জানে? আর সমস্ত চিত্ত হাহাকার ক'রে ওঠে এক অব্যক্ত বেদনায়, না জানি রে কিসের সন্ধানে! ভাষা পরাস্ত হ'য়ে গেল। ছুটে এল একদিন অনন্ত পিয়াসু চিত্ত অনন্ত সভায় অনন্ত পূজার আয়োজন কোর্‌তে, ওঁ নামের আনন্দ মহিমায়। আর বিশ্বপ্রাঙ্গনে জলদগম্ভীর অভয় আনন্দ উদার আহ্বান দিকে দিকে প্রচারিত হোলো অমৃতের আনন্দ পূজায় পুণ্যমাঘে। ওঁ নামের আনন্দবাণী সর্ব্বজনীন উদার মন্ত্র বিপুল ভুবনে প্রচারিত হ'য়ে গেল। অমনি সকল গণ্ডি চ'লে গেল, দেহ ভেঙে গেল, তবুও মৃত্যু অমৃতের দূত হ'য়ে এল, অমৃত স্বরূপ দুঃখসিন্ধু মথিত ক'রেই গড়ে উঠল। এই মাঘের শীতল বুকেই ত কত আনন্দবিকসিতা দেহলতাগুলি ধরণীর বুকে ঝরে পোড়লো! এ কি আনন্দ বাজারের খবর এল! তাঁরা যাই যাই, বাড়ী যাই, ব'লে তৃষিত যাত্রী সব আনন্দে যাত্রা কোর্‌লেন। বলুন, সকল শূন্যতার শুষ্কতার ভিতরই কি বিফলে সব অবসান? তবে এ মাঘোৎসবের আয়োজন কেন শোকসন্তপ্ত জনের নিকট? তবে কেন কে যেন মরণ ভুলিয়ে মানবকে গোপনে অনন্ত তালে নাচিয়ে দেয়? এ কি অনন্তজীবন প্রচারিণী বাণী! দেহের পারে অরূপ সত্তা সাগরে নিত্যানন্দ সম্ভোগের আয়োজন করে। তাই ত বোল্‌তে ইচ্ছা হয় আজ আনন্দে প্রাণ যোগে যোগানন্দে পাগল হবার আয়োজন হয়েছে, আজ তবুও কলুষতা ক্ষুদ্রতা বিবাদ বিসম্বাদের বিকারের কথা কেন? অনেক দিন ত হেলায় খেলায় জীবন তরণী ভেসে চলেছে, আজ কূলে কূলে যদি জোয়ার এল, তবে তরীখানি আজ ছুটিয়ে দাও, আর প্রাণময় পবিত্র তর্পণানু-ষ্ঠানের অধিকার লাভ কর্‌বার জন্য প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠুক।

কিন্তু শ্রদ্ধার অর্ঘ্যাঞ্জলি রচনা কোর্‌তে না পারলে তর্পণ কেমন ক'রে হবে? আজ এই প্রশ্ন, মানবচিত্ত অর্পণাঞ্জলিতে ভ'রে উঠেছে কি? বিশ্বকল্যাণ মন্ত্রে পরমকল্যাণোৎসবে কেমন ক'রে সকলের সঙ্গে মিলন বাঁশরি বাজানো হবে, আনন্দ সভায় যোগ দেওয়া হবে, যদি নরনারী সকল মানব মিলন বোধনে উদ্বোধিত হ'য়ে না ওঠেন? কেন থেকে থেকে বিয়োগের অভিনয়? শত শত ব্যথিতের প্রাণময়ী বেদনায় কেন এ লাঞ্ছনার আঘাত? হয়ত কেউ বোলে উঠবেন আমরা তোমার পূজায় যোগ দিতে পারি না—কই তোমার সমগ্র জীবনখানি তুলে ধরত দেখি আমরা পরশপাথরে পরখ কোরে। তোমার মৌখিক বাণীর কতখানি সাফল্য তোমার জীবনে, প্রমাণ কাটিতে তোমার জীবন মাপ্‌তে চাই। অমনি হেরে যাই, অমনি নীরব হ'য়ে যেতে ইচ্ছা হয়, প্রকৃতির বুকের তলে। সত্যি সত্যি আত্মদৈন্যের ধিক্কারে মরমে মরমে মরে যাই। মার্জ্জনা চায় আজ করজোড়ে লজ্জিতা কম্পিতা দুর্ব্বলা নারী। সকল ত্রুটী ধুয়ে দিন ক্ষমার শান্তি সলিলে। ধৃষ্টতা মাপ করবেন সকলে। তবে এই কথা বোলতে ইচ্ছা হয়, উৎসবের আয়োজনেও কি সকলে একের আনন্দ মহিমায় সকল চিত্তকমলদলগুলি পরমজ্যোতির্ম্ময়ে মেলে ধর্‌তে পারবো না? এ উৎসবের বোধন বাঁশিতেও কি জীবন সুর মিলিয়ে দেবো না? তবে কেন এ পূজার আয়োজন? সত্যি সত্যিই প্রাণহীন বাণীর উচ্চারণের কি প্রয়োজন? থাকি তবে নীরবে সব, থাকি তবে স্তব্ধতার দেশে। যদি ভাইয়ে ভাইয়ে মিলতে না পারি, যদি বোন্‌কে বোন ব'লে আহ্বান না কোর্‌তে পারি, যদি গুরুজনের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় স্নেহাস্পদগণের চিত্ত ভ'রে না ওঠে, যদি কনিষ্ঠের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে গুরুজনের সম্মান রক্ষিত না হয়, যদি একদিনের জন্যও ওঁ নামের সাক্ষ্য দিয়ে শত্রুকেও মিত্রতার বন্ধনে বাঁধতে না পারি, থাক্ তবে এ বহির্ম্মুখীন পূজার আয়োজন, গড়ে উঠুক প্রাণ নিভৃতে ওজস্বিনী ভগবদ্ধারার আনন্দ জয় তালে। তবেই উৎসবের আয়োজনের চিরসার্থকতা।

কে তুমি মানব গেয়ে ওঠ বারে বারে উৎসবের আনন্দ সভায়, "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ কর, এ জীবন পূর্ণ কর দহন দানে?" কে প্রাণ খুলে গাইতে পার "দাও আরও বেদনা, দাও আরও চেতনা?" প্রণাম করি তাঁদের চরণে। একদিন মাঘের এগানে সারাচিত্তখানি ত প্রাণ ভ'রে যোগ দিতে ত পারে নি। প্রাণ চম্‌কে উঠেছিল, পার্‌বো কি বেদনার দহন সইতে? কেবলই প্রশ্ন পার্‌বো কি সইতে? কেমন ক'রে আগুনের জ্বালা সওয়া হবে বলুন ত? কেমন ক'রে আমার সমস্ত রূপের সাধের সাধনকাননখানি ত্যাগাগ্নি শিখায় মেলে দেওয়া হবে? কেমন ক'রে চিত্ত মথিত ক'রে সকল দহনের ভিতর অগুরু গন্ধ মেখে পুণ্যধূপে চিরপরিপূর্ণময়ে জাগ্রত হ'য়ে উঠবো? কেমন ক'রে আগুনে গ'লে গ'লে সোণা হ'য়ে উঠবো? প্রশ্ন উঠুক অন্তরে অন্তরে সত্যি সত্যি কি সত্য সথার জন্য এমনিতর অর্পণাঞ্জলি তর্পণ যজ্ঞে আজ আহুতি দিতে প্রস্তুত? সত্যি সত্যিই কি ভক্তের প্রাণময়ী বাণী—"যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারই ডাক্"—এই বিশ্বজনীন উদার কল্যাণমন্ত্রে ত্যাগের বিপুল মহিমায় সকল চিত্ত আজ মহিমান্বিত? চাই আনন্দযজ্ঞে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, চাই প্রেমের অর্ঘ্য, চাই প্রীতিপুষ্প চয়ন, চাই ভক্তিচন্দন; তবেই উৎসবের সার্থক আয়োজন। চিত্ত যখন ক্ষুদ্রে আসক্ত, অন্তর যখন বিক্ষুব্ধ, বিমুখ, তখন কেমন ক'রে ত্যাগের প্রার্থনা, দহনের প্রার্থনা জাগবে? চাই প্রেমানন্দের ভিতর সর্ব্বস্ব অর্পণ। তবেই এ তর্পণ যজ্ঞে পরমানন্দের আনন্দ ফল লাভ করা হবে, পরম মোক্ষ ফল প্রেমানন্দের ভিতর বিকশিত হ'য়ে উঠবে। আজ সকলে সহায় হউন সেই আনন্দ রং গুল্‌তে, যাতে সব হেসে উঠবে, সব অব্যক্ত আনন্দ মাধুরীতে জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র সুন্দর হ'য়ে যাবে। তাই ত স্নেহ প্রীতি ভক্তির এত সাধনা; যুগযুগান্তর ধ'রে তার লীলা চলেছে। কত নিত্য নূতন প্রীতির হারে মিলন মালা গেঁথে গেঁথে কত আনন্দবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা। সকলের কল্যাণে আপনাকে উৎসর্গ কোর্‌তে পারি কই? সীমায় বাঁধা প'ড়ে গেছি, ক্ষুদ্রে ম'জে থাকি, অসীমের আনন্দ লীলায় তাই তেমন ক'রে যোগ দেওয়া হয় না। আর অনন্ত পথে শূন্য হৃদয়েই বা কেমন ক'রে ছোটা হবে?

মাঘোৎসবের আনন্দ-যজ্ঞের খবর যখন দিকে দিকে প্রচারিত হ'য়েছে তখন মিলনমালা গলায় প'রে প'রে প্রেমমন্দিরার তালে বিশ্বকল্যাণ গান গাইতে শিখ্‌তেই হবে। এ দীন কণ্ঠেই আনন্দ সুরে গেয়ে উঠ্‌তেই হবে। যে কদিন কণ্ঠ আছে গা'ক্ দীন কণ্ঠ "গাও আমার পাগল মন, গাও ব্রহ্ম নাম, আপনি মাতিয়ে সবারে মাতাও।"

ভালবাসার রং যদি গুল্‌তে পারে মানুষ, যদি পরম কোমল রেসমে প্রেমময়ে সকল জীবনসন্ধি বাঁধতে পারে, তবেই বিশ্বকল্যাণ, তবেই জাতিগত ব্যক্তিগত কল্যাণ। থাকুক্ জলন্ত বিশ্বাস, থাকুক্ প্রাণময়ী আশা, থাকুক্ সকল প্রতিষ্ঠা, কিন্তু প্রেমরঞ্জনে চক্ষু রঞ্জিত না হ'লে তার চিরসাফল্য কোথায়? প্রেমেই বিশ্বাস ও আশার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। প্রেম সকল কর্ম্মে শান্ত ছন্দ রচনা করে, প্রেম নব শক্তি, নব লক্ষ্য, নব ভাব, নব প্রেরণা দান করে। প্রেমেই মানবাত্মার স্বর্গীয় কমল কান্তি।

কে সুকবি বাণীর আনন্দ পূজার পূজারি নিত্য নূতন কবিতার সুরে জগৎ চিত্র সমাজ চিত্র রচনা করেন? যদি প্রেমের আনন্দ-জ্যোতি তাতে প্রতিফলিত না হয়, তবে মূর্চ্ছনা কি প্রাণময়ী হবে? প্রেমই অনন্ত বন্ধনে বেঁধে বেঁধে অনন্ত পুরের খবর আনে। প্রেমই মহানের পথে নিত্যানন্দলোকে অগ্রসর করে। তাইত রূপের দেশে অরূপের মহিমা স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির ভিতর বিকশিত হ'য়ে পরম প্রেমতীর্থে নিয়ে চলেছে। এ কি মিছে কথা? এ কথার সাক্ষী কে না দেবে? প্রেমই অনন্ত মিলনী আশা প্রচার করে, পরম শিবময়ে জাগ্রত করে, দুঃখ দহন বুক পেতে নিতে বরণ করে।

কে ধর্ম্মপ্রচার কর, কে বিশ্বজনীন কল্যাণময়ী বাণী জগতের সম্মুখে তু'লে ধর, কে তুমি নানা যুক্তির বিশদ ব্যাখ্যায় নানা ছন্দে ভগবদ্বাণী প্রচার কর্‌তে চাও? প্রশ্ন, ভগবদ্‌প্রাণে চিত্ত অনুপ্রাণিত হ'য়েছে কি? প্রতি বাক্য, প্রতি ব্যাখ্যা প্রেমের গন্ধে মধুময়, প্রাণময় কি? তেমনি ক'রে পাগল হ'য়ে সকলকে নাচাতে পারি কই? পারি কই ভ্রাতৃত্বের কল্যাণ মন্ত্রে জাগ্‌তে, প্রীতির ডোরে সকলকে বাঁধতে? প্রীতির আলোকে সকলকে বরণ কর্‌তে পারি

কই? কই পারি তাদের দোষ ত্রুটী স্নেহ প্রেম প্রীতি ভক্তির বিমল ধারায় ধুঁয়ে দিতে, কই পারি তেমন ক'রে প্রাণে প্রাণে পুণ্যধারা প্রবাহিত কোর্‌তে? যদি প্রাণে প্রাণে অক্ষয় আনন্দধারা প্রচারিত হয়, জগতে অমৃততীর্থ আপনি গ'ড়ে উঠবে। প্রেমই মানবের ঐশী শক্তি। কতটুকু বা মানবের জীবনযাত্রা, কতটুকু বা শক্তি! তবে এ আত্মপ্রতিষ্ঠা, এ অপূর্ব্ব মহিমা কেন? প্রেমই যাদুমন্ত্রে স্বর্গ থেকে সোণার কাটি হ'য়ে মানবের বুকের তারে স্পর্শ ক'রেছে, তাই তার এ বিশ্বজয়ী প্রভাব। তাই অন্তরে অন্তরে এ প্রাণময়ী প্রেরণা। তাই এ প্রাণ যোগে মঙ্গল অনুপ্রাণনার ভিতর নিত্য নূতন বোধনগান, তাই দেশদেশান্তরে যোগ, তাই ভাষায় ভাষায় যোগ, তাই দেহীবিদেহীর আনন্দ যোগ, তাই পরম প্রেমময়ে ছুটেছে জীবাত্মা অনন্ত প্রেমগন্ধে পাগল হ'য়ে, লোক লোকান্তরে আনন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ কোর্‌তে।

কেমনতর প্রেম চাই? ক্ষুদ্র স্বার্থের গন্ধে তাকে কলুষিত কোর্‌লে কি চলবে? ও নামের আনন্দসভায় কতটুকুতে তৃপ্ত হবে মানুষ? হউন জ্ঞানী, হউন কর্ম্মী, হউন সুকবি, সুবক্তা। প্রশ্ন উঠুক, প্রেমবীজমন্ত্রে দীক্ষিত কি প্রাণ? প্রেমের অমোঘ মঙ্গল কবচ পরিধান করা হয়েছে কি?

মানবের প্রেমময়ী বাণীর এ কি প্রাণময়ী শক্তি! ক্ষুদ্র কণ্ঠের এ কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা! পরব্রহ্মের আনন্দ সত্তাসাগরে জ্ঞানময়েই বাণীর সৃষ্টি। তাই বুঝি বলা হ'য়েছে বাণীই ব্রহ্ম। এ কি নীরব বাণী মানবকে দীক্ষিত কোর্‌লো! তাই সকল যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য চিন্ময় লোক্ হেসে উঠ্‌ল সব। তবে কেন নিরাশার কথা? তবে কেন আত্মদৈন্য? জলুক প্রেমাগ্নি চিত্তে চিত্তে, অগ্নিবীণা বাজিয়ে যাবে প্রতি কথা প্রতি সুরে, আর প্রাণে প্রাণে মিলনমালা গাঁথা হ'য়ে যাবে।

আনন্দপ্রতিমা ভগবদ্‌প্রীতি, চিরশান্তশীলা ভগবদ্‌প্রীতি, উৎসাহদায়িনী ভগবদ্‌প্রীতি। জড়তার মোহজাল কে ভেঙে দিতে পারে? ভগবদ্‌প্রীতি যখন মানুষের হাতখানি ধরে তখনই তার বুকের ঘরে বৈদ্যুতিক ক্রীড়ার আয়োজন হয়। তখন নীরব কর্ম্মদীক্ষা ও ত্যাগের মঙ্গলমন্ত্র শিক্ষার সূচনা হয়।

দানের কথা বলি, ডাকি সকলকে মঙ্গলোৎসবে, অথচ প্রীতি-চন্দন পরাতে পারি না, অন্তঃপুরে প্রেমের ঘরে তাদের আনন্দ-আসনে বসাতে পারি না; তাই ব্যর্থ হয়ে যায় আহ্বান। বিশ্ব-কল্যাণময়ী প্রাণময়ী বাণী উচ্চারিত হোক্ আজ উৎসবযজ্ঞে, বাজুক আনন্দজয় বিষাণ বিশ্ব চরাচরে। আজ অহমিকার দুর্ব্বল প্রাচীর ভেঙে উদ্ধত রসনা পবিত্র নম্রতার পুলকগীতিতে মহিমান্বিত হোক্। প্রেমই জীবনপথে দিগ্‌দরশন যন্ত্র। পুণ্যশীলা প্রীতি, শান্ত প্রেম, প্রাণময়ী ভক্তি সততার স্বর্গীয় বিভায় বিভাসিত। তাই ভক্তের প্রাণময়ী ঘোষণা—

"পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ, তস্য তুচ্ছং সকলং,
যাতি মোহান্ধতমঃ, প্রেমরবেরভ্যুদয়ে, ভাতি তত্ত্ববিমলং
প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে, সকলং হস্তগতং।"

পুণ্যময় ভগবদ্‌প্রেমপুষ্পের আনন্দ সৌরভে হৃদয়কানন যখন নন্দিত হয়, তখন সত্য সত্যই সকলই তুচ্ছ। নির্ব্বিকার প্রেম, জীবনবাহিত প্রেম, সুখদুঃখমহনধন প্রেম, অনন্ত উদার প্রেম, হৃদয়ঘর আলোকিত করুক, তবেই সকল মোহান্ধতমঃ সুদূর পরাহত হবে। তাই ভগবদ্‌প্রেমে ভক্ত প্রাণের এ আনন্দ উপলব্ধি। চাই প্রাণময় আহুতি, দেহের আহুতি, জীবনের আহুতি, পৃথিবীর আহুতি—নীরব আনন্দ আহুতি। আহুতি না হ'লে অমৃতলোকে কেমন ক'রে যাওয়া হবে? কেমন ক'রে হবে প্রাণময়ে আনন্দ-তর্পণ? তাই বন্ধনমুক্তির টানাটানি এ মহাআহুতির লীলাযজ্ঞে। যে দিন দেহবীণাখানি আনন্দে প্রেমময়ে আনন্দ গানে রণিত হ'য়ে ওঠে, সে দিন সর্ব্বস্ব আহুতির আয়োজন। সে দিন খুলে যায় অন্ধ-কুহেলীর তিমির যবনিকা, সে দিন স্তব্ধ হ'য়ে বসতে ইচ্ছা হয়, সে দিন অমৃতলোকে অমৃতময়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে সর্ব্বস্ব আহুতি। সে দিন আনন্দ সমাধি, সেদিন নিশ্চল নীলাকাশে, চন্দ্রমা তারকায়, আনন্দ আলোকে, শৈলনির্ঝরিণীর আনন্দ সলিলে, নীল জলধির উদ্বেলিত তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, প্রকৃতির বনফুলের আনন্দ সুহাসে, পূজার অর্ঘ্য রচিত হয়। সে দিন পরিপূর্ণ আনন্দ, সে দিন মৃত্যু অমৃতের দূত হ'য়ে আসে।

সে দিন শ্রদ্ধার ভিতর—ভক্তিরসের ভিতরই আনন্দের জন্ম, প্রীতির জন্ম; প্রাণময় সত্তাসাগরে সকল প্রাণ নমস্ত হ'য়ে গেল। "নমস্তে অস্তু আয়তে নমোঽস্তু পরায়তে," যে প্রাণ আসছে তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ চ'লে যাচ্ছ তোমাকে নমস্কার। তাই ত প্রতি-দিন ঘরকন্নার হাসিকান্নার বিচিত্র লীলায় কেবলই আহ্বান-শঙ্খ আর শ্রদ্ধার তর্পণ ভ'রে উঠ্‌ছে। যে গেছে তারও অস্তিত্ব প্রাণময়ে, যা আসচে তাও প্রাণময়ে, মহাপ্রাণযোগ-লীলায়। এমনি ক'রে মহাতর্পণের আয়োজন হয়। সে দিন শ্বাসপ্রাণের আনন্দ-মন্ত্র এ ক্ষুদ্র কণ্ঠকে দীক্ষিত করে—সে দিন মুক্তকণ্ঠে গাইতে হয়—

মধুবাতো ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ন্নঃ সন্ত্বোষধী
মধুনক্তম্ উতোষসে মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতি মধুমৎ অস্তু সূর্য্যঃ

বায়ু মধু বহন কর্‌চে, নদীসিন্ধু সকল মধু ক্ষরণ কর্‌চে; ওষধি বনস্পতি সকল মধুময় হউক্, রাত্রি মধুমান্ হোক, ঊষা মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হোক, সূর্য্য মধুমান হোক্।

আজ তর্পণাঞ্জলি করি আনন্দ স্নানের ভিতর—পবিত্রতার ভিতর। উৎসব মানে ত আর কিছুই নয়—এ যে অনন্তের ঢেউ, এ যে অনন্তের খেলা! ব্রহ্ম স্বচিকিৎসক, আজ সকল চিত্তবিকার, সকল রিপুরোগ দূর ক'রে দেবেন অসীমের আনন্দ-ঢেউ খাওয়ার ভিতর। বড় রুগ্ন দুর্ব্বল মানব পারে না সুস্থতার আনন্দ সম্ভোগ কোর্‌তে; চিকিৎসক ব্যবস্থা করেন, যাও গঙ্গাসাগরে,—যাও ঢেউ খেয়ে এস, ঢেউ খেয়ে খেয়ে নবশক্তি নবস্বাস্থ্য লাভ হবে, জরা ক্লান্তি ঘুচে যাবে। তীর্থপুণ্য সঞ্চয় কোর্‌তে চাও? যাও প্রকৃতির বক্ষে সাগরকূলে, ঢেউ খেয়ে এস, পুণ্য সঞ্চয় হবে। ঢেউ খাওয়া চাই-ই চাই। হায়! হায়! সাগরকূলে বাসা বাঁধিলাম অথচ ঢেউ খেতে পার্‌লাম না! উচ্ছ্বসিত ঢেউ কত রঙ্গে আসে—ভয় করে আপনাকে সঁপে দিতে। পার্‌লাম না! পারলাম না। ক্লান্তদেহ গর্ব্বিত মস্তকখানি ঢেউয়ের কোলে ডুবিয়ে দিতে পারি না, তাই আত্মার সুস্থতা লাভ হোলো না। কেবল চিত্ত ব্যথায় ভ'রে রইল।

সকলই অনন্ত; অসীমের অনন্ত ঢেউ চাই। আজ ঢেউয়ের কোলে গা না ভাসালে যে, আর পাপকালিমা ভেসে যায় না। আজ অসীম গঙ্গাসাগরে প্রেমগঙ্গা স্নান না কোরলে কিছুতে যে প্রাণ জুড়োয় না। বড় জ্বালা! বড় জ্বালা! কত রোগের জ্বালা, কত দৈন্যের জ্বালা, কত শোকের জ্বালা, কত লাঞ্ছনার তীব্র জ্বালা, কত নিঃসঙ্গতার অসহনীয় জ্বালা; আজ লাগুক অনন্তের ঢেউ বুকে বুকে, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক্। আর ত পারি না,—চলি চলি, টলি টলি, পড়ি পড়ি—আপনার শক্তিতে আর ত পাড়ি চলে না, হেরে যাই।

অসীম অনন্ত প্রেমগঙ্গাসাগরে, মহাসত্তায়, আজ সকল পাপগণ্ডি ভেসে যাক্, আজ অনন্তস্বরূপে আমাদিগের চিন্তা, আমাদিগের ইচ্ছা, আমাদের চরিত্র পুণ্যগঙ্গাস্নানে পুণ্যময় হ'য়ে যাক্। আত্মার সুস্থতা লাভ করি। সকল পাপচিন্তা, পাপ ইচ্ছা, পাপ বাসনা পরব্রহ্মের আনন্দ-ঢেউয়ের বিচিত্র খেলায় পরিবর্ত্তিত হউক। বিশুদ্ধ লক্ষ্য চাই, চাই বিশুদ্ধ জীবন, বিশুদ্ধ আত্মা। আহা! জুড়িয়ে গেল কি কোপদগ্ধ প্রাণ? অসীমের প্রেমগঙ্গাসাগরে স্নান ক'রে ক'রে দেহ মন আত্মা জুড়িয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল! শুদ্ধতার দেশে এলাম সবাই অসীম প্রেমগঙ্গায় স্নান ক'রে মহাতর্পণ-যজ্ঞে মহা-অর্পণাঞ্জলি ভ'রে নিয়ে। আজ অসীমের অনন্ত আনন্দগঙ্গাসাগরে তর্পণস্নান করাবেন ব'লে কি সত্যসখার এ মহিমাময়ী লীলা? আবার আনন্দতর্পণমন্ত্র গেয়ে উঠি সবাই—আজ বিশ্ব মধুময়, পৃথিবীর ধূলিও মধুমৎ, সূর্য্য মধুমান্। আজ আমাদের জীবনগুলিও মধুময় হউক্, মধুময় নামানন্দে। সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে তর্পণ-যজ্ঞে আজ ভিখারী হ'য়েছি। আজ নামের মালা গলায় প'রে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌তে চাই অসীমের আনন্দ সাগরে। 'আনন্দেরি সাগর হ'তে যে আজ বাণ এসেছে' বলুন সকলে। এ কি কবিকল্পনা? তবে পাগল হয়ে যাই—বুঝি বা ভয় করে।

আজ নামানন্দেই পাগল হ'য়ে যাই। সবাই বলুক্ আমাদের দে'খে, এরা তর্পণ-যজ্ঞে সর্ব্বস্ব অর্পণ কোর্‌বে, এরা অনন্তের অসীম প্রেমগঙ্গা-সাগরের তীর্থযাত্রী। তাই ত ঋষিপ্রাণ গেয়ে ওঠেন তর্পণ-যজ্ঞে আনন্দমন্ত্র সব মধুময়—নিত্যানন্দের আভাসে প্রাণময় সত্তার নিত্য যোগাবেশে চিত্ত মধুময়। সর্ব্বস্ব অর্পণ যে দিন হোলো তর্পণ-যজ্ঞে, মাঘের সুরে সে দিন আসক্তি বন্ধন সুদূর পরাহত। সে দিন দলে দলে যাত্রী—ভক্ত সমাগম, পূর্ণ সুন্দর পরম প্রেমময়ের আনন্দ প্রকাশ। আর সচ্চিদানন্দের নব নব মাধুরী প্রাণের গোপন ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে গেল, আর সতী আত্মার বুক ফাটা কান্না—ওগো! আমার কি হ'বে যাতে অমৃতা না হই? আজ সর্ব্বস্ব অর্পণে সুখদুঃখ-মন্থন-হন আমার আজ এ তর্পণ-যজ্ঞে আনন্দ উৎসবে তোমার অনন্ত প্রেমগঙ্গাসাগরে এমনি ক'রে তর্পণ স্নান করিয়ে পবিত্র কোর্‌লে, অমৃতচন্দনের ফোঁটা কপালে পরিয়ে দেবে বোলে কি? আর আর কপালের দোহাই কে দেবে? আজ আর অমুকের পোড়া কপাল, অমুকের দুরদৃষ্ট কে বোলবে? আজ মানবের আনন্দ অধিকার তার উজ্জ্বল ভালে অঙ্কিত হ'য়ে গেছে। ব্রহ্মনামের দিব্যচন্দন লেখা জল্ জল্ কোর্‌ছে।

ওগো দেবাদিদেব মহাদেব মহারাজাধিরাজ! দাও আজ ব্রহ্মপদ, মোক্ষপদ। সর্ব্বস্ব অর্পণের ভিতর অমৃত-ফুল আত্মকাননে অনন্ত জীবনের ভিতর বিকসিত হয়ে উঠুক, আর তোমার ভিতর সকল আত্মালোক উজ্জ্বল হ'য়ে থাক্।—সব একাকার! ওগো নিত্যমিলন সুন্দর! গাঁথ, তবে প্রাণযোগে নিত্যমিলনমালা।

সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম "ব্রাহ্মসমাজের গোড়া পত্তন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার মর্ম্ম আমরা পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

[পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনার গত ১৬ই মাঘের "তত্ত্বকৌমুদী"তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা আমি অতিশয় মনোযোগের সহিত একাধিকবার পাঠ করিয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেন যে এত শঙ্কিত ও বিপ্লবভয়ে ভীত হইয়াছেন তাঁহার পত্রপাঠে আমি তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে বুঝিতে পারিতেছি তিনি একান্ত রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী। যাঁহারা রক্ষণশীলতা-প্রয়াসী তাঁহাদের নিকট কোন নূতন তত্ত্ব বা সত্য আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা সেটিকে রক্ষণশীলতার মাপকাঠি দ্বারা পরিমাপ করিয়া দেখেন, যে তাহা তাঁহাদের মাপকাঠীকে অতিক্রম করিয়াছে কি না। যদি তাঁহাদের মাপকাঠিতে তাহা বেড় না পায় তবে তাঁহারা অযথা আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়েন। তখন "গেল! গেল! সর্ব্বনাশ হইল! ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আপনাদের আতঙ্ক সাধারণে ব্যক্ত করিতে বিধিমতে চেষ্টা করেন। এমনও দেখা যায় কোমলপ্রাণ ব্যক্তিগণ এইরূপ আতঙ্কসূচক বাক্য শুনিয়া অবিচারিত ভাবে ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করেন। আমি বিশ্বাস করি আমার প্রিয়তম ব্রাহ্মবন্ধুগণ, যাঁহারা বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পূজনীয় পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, সাংসারিক ক্ষতিলাভকে উপেক্ষা করিয়া সত্যের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভীতিসূচক পত্রখানি পাঠ করিয়া অবিচারিত চিত্তে ঐ পত্রের স্বপক্ষে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিয়া বিবেকবুদ্ধিকে ক্ষুন্ন করিবেন না। আমি বিশ্বাস করি, যে ব্রাহ্মগণ সত্যের উপাসক তাঁহাদিগকে করযোড় বা চক্ষের জলের দোহাই দিয়া যাঁহারা আপন মতে আকৃষ্ট করিতে চান তাঁহারা ছাই চাপা দিয়া আগুনকে ঢাকা দিবার প্রয়াসী।

শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য মনোনয়ন করিতে যাইয়াই এই মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় রবীন্দ্রনাথকে সর্ব্বসম্মতিরূপে গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়াই

বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমাজে এক অকারণ বিপদ ডাকিয়া আনা হইয়াছে। এখন একবার বিচার করিয়া দেখা যাক, এই বিপদের মূল কোথায়? সত্যসত্যই কি রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিপদের কারণ, না বিপদের কারণ আমাদের অন্তর্নিহিত?

এ স্থলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যবন্ধুগণের একটী বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাহা এই—শ্রদ্ধেয় আদিনাথ বাবু রবীন্দ্রনাথকে বিপদের কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কি কারণে বর্ত্তমান যুগের জনমানবের পূজ্য রবীন্দ্রনাথকে বর্জ্জন করিতে চাহিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছেন। যে বিষয় সাধারণের বিচারের জন্য তিনি এত দীর্ঘ পত্র লিখিতে পারিলেন, দুঃখের বিষয় সে বিষয়ের সমর্থনে কোনই কারণ প্রদর্শন করিলেন না। এখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে ধর্ম্মপ্রাণ পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যপদে বরণ করিতে বিরত হইব? তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন, "স্যার রবীন্দ্রনাথকে যদি কোন বিশেষ বাধাতে সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ না করি তাহাতেও তেমন কোন অপরাধ বা গুরুতর কর্ত্তব্যের হানি হইবে না" বস্তুতঃ পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের প্রতি সত্যসত্যই শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন দোষারোপ বা অভিযোগ করেন নাই। কেবল "সুতরাং" "অতএবের" অবতারণা করিয়া স্বীয় মত সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নির্ব্বিচারে কাহারো মতামত গ্রহণ করিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর একস্থলে লিখিয়াছেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সভ্যপদে মনোনীত হন নাই; অতএব রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্যপদে নিযুক্ত না করাই উচিত। তাঁহার ন্যায় প্রাচীন ব্রাহ্মের মুখে এই কথা শুনিয়া বড় দুঃখ হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে কবে কোন্ ভাল কাজটা হইয়া থাকে বা হইয়াছে? আমরা যে ব্রাহ্ম হইয়াছি তাহা কি সর্ব্বসম্মতিক্রমে? তাহা হইলে ত আমাদের মধ্যে অনেকেরই ভাগ্যে ব্রাহ্ম হওয়া ঘটিত না। প্রতিবৎসর আমরা আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, সম্পাদক, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনয়ন করি। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখন বলুন দেখি, এই সকল ব্যক্তিদিগকে কি আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকি? না অধিকাংশেরমতে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হন তাঁহাদিগকেই গ্রহণ করি? আমরা যখন নিয়মতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছি তখন নিয়মকে আমরা কিছুতেই অতিক্রম করিয়া চলিতে পারি না। অধিকাংশের মতে যখন পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা আজও পর্য্যন্ত যখন সেই নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে কোনরূপ যুক্তিযুক্ত কারণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই তখন কোন্ বিচার ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবেন? চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অবিচারিত বাগবাহুল্যের অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া বড় দুঃখ হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"সমাজের প্রাচীন কর্ম্মী, ধার্ম্মিক, ত্যাগী পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্যপদে মনোনয়নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন।" তিনি এইজন্যই সনির্ব্বন্ধ দোহাই দিয়া রবীন্দ্রনাথের নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আমাদিগকে অভিমত প্রকাশ করিতে আন্তরিক অনুরোধ জানাইয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিতেছি, আমরা ত কাহারও হস্তস্থিত ক্রীড়ার পুত্তলিকা নহি যে, আমাদিগকে যেমন করিয়া চালাইবেন তেমন করিয়াই চলিব, কোন স্বাধীনতা থাকিবে না।

আর একটী কথা একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিতে বাধ্য হইলাম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের যে সকল গুণের উল্লেখ আদিনাথ বাবু করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট নহে। তাঁহার সকল গুণের কথা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নির্ব্বাচনে তাঁহার সভ্যপদত্যাগ কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছি না। এইরূপ করিলে নিয়মতন্ত্র প্রণালীকে লঙ্ঘন করা হয়। যে নিয়মের ভিত্তিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত তাহা অস্বীকার করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় সাধারণ সমাজে থাকিবেন কি করিয়া?

আরও একটী কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। তাহা এই—গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সমবেতরূপে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইয়াছে। এই নজীর প্রদর্শন করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে গ্রহণ ও রবীন্দ্রনাথকে বর্জ্জন করিতে লিখিয়াছেন। বলুন দেখি কোন্ ব্রাহ্ম তাঁহার এই অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিতে যাইয়া আপনার বিবেককে ক্ষুণ্ণ করিবেন? ব্রাহ্মগণ সত্যানুরাগী—যাহা জ্ঞানবুদ্ধিতে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ করিবেন তাহা অবশ্যই করিবেন। এ স্থলে অনুরোধ উপরোধ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। নিশ্চয় জানিবেন অনুরোধ উপরোধে কোন ব্রাহ্ম বিচারবুদ্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া মতামত প্রকাশ করিবেন না। এই বিষয়টী যাঁহাদের নিকট জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা জ্ঞানবান, নীতিমান্, ধার্ম্মিক ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি আমরা বিচারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। এ স্থলে অনুরোধ উপরোধের স্থান কোথায়? সত্যমেব জয়তে—সত্যের জয় অবশ্যই হইবে।

একান্ত অনুগত—
শ্রীহরকুমার গুহ।

ব্রাহ্মসমাজ।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা—অধ্যক্ষ সভার বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া আগামী বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে:—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, প্রতুল চন্দ্র

সোম, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

প্রচারক মহাশয়গণ শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্তকে কার্য্যনির্ব্বাহক সভাতে তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৩শে মাঘ কলিকাতা নগরীতে "পিসিমা" নামে পরিচিতা বেথুন কলেজের অবসর প্রাপ্ত মেট্রন কাদম্বিনী মণ্ডল ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন পরম অনুরাগিণী সেবিকা ছিলেন।

বিগত ২৪শে মাঘ কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বেচারাম বসুর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম সমাজের নানা কাজে ১০০৲ টাকা দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

বিগত ২৪শে মাঘ কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা মিরা চট্টোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত অমলকুমার রায় চৌধুরী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ২২শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত শিশির কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধার ও শ্রীযুক্ত বেনীমাধব দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিমলচন্দ্রের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৩শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী) কলিকাতা নগরীতে ডাক্তার দ্বারকানাথ রায়ের কন্যা মালতীর ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রমোহনের শুভোদ্বাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) ভাগলপুর নগরীতে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মাধবীলতার ও রায়-বাহাদুর ডাক্তার পূর্ণানন্দ চাটার্জ্জির পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জি আচার্য্য কার্য্য করেন

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ ৬½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক সভার স্থগিত অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীহরকান্ত বসু,
সম্পাদক—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার সহানুভূতি, সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে প্রবল অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও জীবনব্যাপী ব্রাহ্ম-সমাজের সেবার জন্ম সর্ব্বত্র পূজিত। উপযুক্ত রূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার, (২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতাগৃহ, (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ, এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারার্থীদিগের জন্য একটি সাধনোদ্যান নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্য্যটিকে শাস্ত্রী মহাশয় অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল কার্য্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচার্য্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামান্য চেষ্টায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্মৃতি-ভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার চেকগুলিতে দুইটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রায়পুর), এন্, জি, চন্দাবারকর (বোম্বে), বি, জি ত্রিবেদী (বোম্বে), আর ভেঙ্কাটা রত্নম্ নাইডু (মাদ্রাজ), অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (পঞ্জাব), জে, আর দাস (রেঙ্গুন), রুচিরাম সানি (পঞ্জাব), এন্, জি, ওয়েলিঙ্কার (হাইদ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য), নীলমণি ধর (আগ্রা), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ), বিশ্বনাথ কর (উড়িষ্যা), হরকান্ত বসু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ), পি, কে, রায়, নীলরতন সরকার, পি, সি, রায়, নবদ্বীপ-চন্দ্র দাস, শশিভূষণ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কামিনী রায়, কানাইলাল সেন, শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র সরকার (বাঙ্গালা), পি, কে, আচার্য্য, ও পি, মহলানবীশ (সম্পাদকদ্বয়) ১০ই এপ্রিল ১৯২০।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No C. 56.

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ। ২২শ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯২

28th February, 1921.

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১০

প্রার্থনা।

হে প্রভু, নববর্ষে আবার নূতন ভাবে তুমি সকলকে তোমার কাজে ডাকিয়াছ। আমরা কি প্রকার হৃদয় লইয়া তোমার সে ডাকে সাড়া দিয়াছি, তাহা তুমিই জান। আমাদের শত ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তুমি কেন আমাদের উপর তোমার কার্য্যভার অর্পণ কর তাহাও তুমিই জান। আমাদের কল্যাণের জন্যই, আমাদিগকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার কাজে ডাক; নতুবা তোমার কাজ ভাল-রূপে সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত লোক তুমি আরও কত সংগ্রহ করিতে পারিতে। দুঃখের বিষয় আমরা অনেক সময় সে কথা ভুলিয়া যাই; আমাদের কোনও বিশেষ গুণ আছে এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া তাহার উপযুক্ত হইবার জন্য আর চেষ্টা করি না, সম্পূর্ণরূপে তোমারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতেও সচেষ্ট হই না। ইহাতে যে তোমার কার্য্য নষ্ট হওয়া অপেক্ষা আমাদেরই অধিকতর ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা ভাবিয়াও দেখি না। তাই অনেক সময় চিন্তাবিহীন ভাবে দায়িত্বজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া কার্য্য করিয়া যাই। হে করুণাময় প্রভু, তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের এই দুর্গতি দূর করিবে? আমাদিগকে তোমার কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিবে? আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা দূর করিবে? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর। আমরা তোমার প্রদত্ত কাজ সমগ্র হৃদয় মনের শক্তি দিয়া সম্পন্ন করি এবং তাহা হইতে যথার্থ কল্যাণ লাভ করি। তোমার কার্য্যও সুসম্পন্ন হউক, আমরাও কৃতার্থ হই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

একাধিক নবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে কিছু সময় কীর্ত্তন হইলে পর, যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

যে সকল কথা আমার প্রাণের মধ্যে ভাসিতেছে, সেই বিষয়েই আজ কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমি বাল্যকালে যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি, তখন আমার উপর বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ হইল। পিতা আমার সহিত কথা কহা বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রতিবেশীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যাহাতে ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া বন্ধ করি সে বিষয়েও সময়ে সময়ে বুঝাইতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় আমি সময়ে সময়ে যেন মনের স্থৈর্য্য হারাইতে লাগিলাম। এমন সময় একজন প্রাচীন ব্রাহ্মকে আমার ধর্ম্মজীবন-পথের প্রতিকূল ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি বলিলেন,—"সর্ব্বদা প্রার্থনা কর, ও ভাল করিয়া উপাসনা কর; তাহা হইলে তুমি মনে বল পাবে।" উপাসনা ও সঙ্গীত আমার বড় ভাল লাগিত। তাঁহার কথাতে আরো যেন প্রাণে বল পাইলাম এবং আমার ধর্ম্মজীবনের বন্ধুসদৃশ সেই ব্রহ্মোপাসকের কথানুসারে আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের জন্য 'সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্' বলিয়া তদ্‌গতচিত্তে পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং ব্যাকুল অন্তরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সেই সত্যস্বরূপের পূজাতে ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাতে, যেন

হৃদয়ে এক নববলের সঞ্চার হইতে লাগিল। ব্রহ্মোপাসনা যে অতি মধুর জিনিষ তখন তাহা বুঝিতে পারিলাম। উপাসনা ও প্রার্থনাদ্বারা মানুষ যে শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, আজ তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছি। কিন্তু এ সকল জীবনের পরীক্ষিত সত্য; জীবনে না করিলে, অপরকে এ বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। যেমন চিনি না খাইলে চিনির আস্বাদন অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে।

ভারতের পূজ্যপাদ ঋষিরা 'সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্' বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন এবং এই উপাসনা করিয়াই তাঁহারা সেই সত্যস্বরূপ ও সর্ব্বমঙ্গলময় পুরুষকে প্রাণে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এমন কি এই উপাসনার প্রভাবেই তাঁহারা ভগবান্‌কে "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত উপাসনা-পদ্ধতি আমরাও অনুসরণ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, এই শ্রেষ্ঠতম উপাসনার দ্বারাই আমরা পরব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করিব এবং হৃদয়েতে শক্তি, শান্তি ও প্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।

কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্ম-সমাজের এই উপাসনাতে সেরূপ তৃপ্তি ও আনন্দ পাইলাম না ত! এ কথার উত্তরে এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তাঁহারা ভালরূপে এ উপাসনা সাধন করেন নাই; করিলে বোধ হয়, এরূপ কথা বলিতেন না। আমরা যে প্রণালীতে ভগবানের অর্চ্চনা করি তাহাতে কি হৃদয়ে শক্তি ও তৃপ্তি লাভ করা যায় না, ভগবানের দর্শনলাভ ঘটে না? ঘটে বই কি, তবে সেজন্য সাধনা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে আমরা কি দেখিতে পাই? অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিয়া, তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার দ্বারাই ভগবান্‌কে হৃদয়ে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি রাজ-প্রাসাদ তুল্য ভবন ও নগরের বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থলেই অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। কেন? হৃদয়ে ভূমানন্দ লাভ করিবার জন্য—প্রকৃতির চারিদিকে সেই "সত্যম্ শিবম্ ও সুন্দরমের" মোহন মূর্ত্তি দেখিবার জন্য। একবার মহর্ষি দেবের বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। তখন প্রাতঃকাল। রাজনারায়ণ বাবু গিয়া দেখেন, মহর্ষি ছাদের উপর চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। নবভানুর তরুণ কিরণ তাঁহার মুখের উপর নিপতিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গ হইল। শুনিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন ঊষাকালে এইরূপে ব্রহ্মোপাসনায় ও ব্রহ্মধ্যানে দীর্ঘকাল ক্ষেপণ করিতেন। যদি তিনি এই উপাসনায় তৃপ্তি ও আনন্দ না পাইতেন, তবে তিনি কেন সংসারের বিলাসিতা পশ্চাতে ফেলিয়া ইহার জন্য ব্যাকুল হইতেন এবং এই উপাসনাতে দীর্ঘকাল ক্ষেপণ করিতেন? মানুষ কিছু না পাইলে কি সেজন্য লালায়িত হয়, না তাহার জন্য সময় ক্ষেপণ করে? ব্রহ্মোপাসনায় হৃদয়ে আনন্দ, তৃপ্তি ও বল লাভ করা যায় কেবল মহর্ষি কেন, ব্রাহ্মসমাজের অনেক সাধক তাহার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন।

হৃদয়ে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্রহ্মোপাসনার নিতান্ত প্রয়োজন এবং সেজন্য সময়ে সময়ে আমাদের নগরের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে গমন করা নিতান্ত আবশ্যক। সময়ে সময়ে নির্জ্জন স্থানে না গেলে নিজেকে বোঝা যায় না, আত্মদর্শন হয় না। আত্মদর্শন না হইলে, মানুষ প্রকৃত পক্ষে সেই মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পরমেশ্বরের সত্তা হৃদয়ে দর্শন করিতে হইলে, মনকে সংযত করা আবশ্যক। কোলাহলশূন্য স্থান, গিরিশৃঙ্গ, নদীতট, বন বা উপবন, এ সকল মানবমনকে সুস্থির ও সংযত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা দান করে। এই জন্যই ভগবদ্‌ভক্তেরা চিরদিনই এইরূপ অনুকূল স্থানে গমন করিয়া ব্রহ্মপূজায়, ব্রহ্মধ্যানে, আত্মচিন্তায় ও প্রার্থনায় ক্ষেপণ করিয়াছেন; এই জন্যই তাঁহারা অধ্যাত্ম-শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যীশু চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি নির্জ্জনে ভগবৎ প্রসঙ্গে যাপন করিয়া জগতে অনেক অমূল্য রত্ন বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহম্মদ হীরা পর্ব্বতের কন্দরে বসিয়া ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিয়া, দুরন্ত আরব জাতির মধ্যে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপাসনাই যে মানবের শক্তি ও আনন্দ লাভের উপায়, তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-শক্তি লাভের পক্ষে নির্জ্জন সাধন যে বিশেষ প্রয়োজন তাহাতে কি সংশয় আছে? আমাদের পূজ্যপাদ ঋষিরা যে নির্জ্জন সাধনার ফলেই ব্রহ্মোপাসনায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করিতে হইলে আমাদের অন্তরে শক্তিসঞ্চার করিতে হইবে। উপাসনা যে আধ্যাত্মিকশক্তি লাভের একটা প্রধান উপায় তাহা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা উপাসনাশীল, তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া সেই শক্তির দ্বারা জীবনের সকল কার্য্য সমাধা করিতে যত্নবান্ হন। শক্তি ভিতর হইতেই মানুষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মশক্তিতে মানুষ যখন অনুপ্রাণিত হয়, তখন তাঁহার বাক্যে যেন তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়, এবং তাঁহার কার্য্যও অনেক স্থলে সুফল প্রদান করিয়া থাকে। তিনি কেবল শক্তি লাভ করেন তাহা নহে, তাঁহার হৃদয় রসযুক্ত হয়। এইরূপ লোকেই বলিতে পারেন,—"তোমাতে যখন মজে আমার মন, তখনই ভুবন হয় সুধাময়।" তিনি তখন অন্তরে ও বাহিরে সেই সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরমের লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন। আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যে, আমরা সাধ্যানুসারে আন্তরিক উপাসনার দ্বারা নিজেরাও শক্তিশালী হই এবং হৃদয়কে সুধাময় করি, অপরকেও এই উপাসনার অধিকারী ও অধিকারিণী করিতে যত্নবান্ ও যত্নবতী হই।

সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ যে কত আবশ্যক, সেই বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) শনিবার—

আজ মন্দিরে মহিলাদিগের উৎসব। একটি মহিলার আগ্রহে ও

অর্থব্যয়ে এবার মন্দির পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। পূর্ব্বরাত্রে যুবকদের কেহ কেহ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রাতে কিছু কাল সংগীতাদি হইলে পর যথা-সময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীমতী হেমলতা সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশটি নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

আমি আজ ভগিনীদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা আজ এখানে কি জন্য আসিয়াছেন? এই স্থানটির মাহাত্ম্য কি? ব্রাহ্ম-সমাজের মাঘোৎসব ব্যাপারখানা কি? না—আজ ৯১ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরের মানদ-পূজার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ এই মাঘে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তবে আজ আমরা এখানে বসিয়া উৎসব করিতেছি কেন? আজ ত ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব। না—আজ ব্রাহ্মমাত্রেরই মহোৎসবের দিন। ব্রহ্মপূজা যে দিন ঘোষণা করা হইয়াছিল, সে দিন যদি উৎসবের দিন না হয়, তবে আর কোন দিন উৎসব করিতে হইবে? এখন প্রশ্ন এই—উৎসবের অধিকারী ব্রাহ্ম কাহারা? ব্যাকরণের সূত্রে পড়িয়াছি ব্রহ্ম পূজা যাঁহারা করেন, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মভক্ত তাঁহারা ব্রাহ্ম—যেমন শিবের উপাসক শৈব—বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব, শক্তির উপাসক শাক্ত, তেমন ব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্ম অর্থাৎ যে ব্রহ্মের উপাসনা করে না সে ব্রাহ্ম নয়। ব্রাহ্মের এমন লক্ষণ মানিলে "ব্রাহ্ম" বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন কয় জন? ভগবান্ যদি আজ এইক্ষণে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ডাক দিয়া বলেন, কে কে আমার অর্চ্চনা কর, আমার পূজা কর, আমার ভক্ত, এস আমার কাছে; আমি তোমাদের কপালে তিলক পরাইয়া দিব। তবে কয়জন আমরা সাহস করিয়া তিলক পরিবার জন্য তাঁর কাছে গিয়া দাঁড়াইতে পারি? বাস্তবিক যেটি আমাদের প্রকৃত লক্ষণ, আমরা তাহার প্রতিই উদাসীন।

বর্ত্তমান সময়ে একটি ভাব দেখিয়া আমার প্রাণে বড় ব্যাথা লাগে—তাহা এই,—উপাসনার প্রতি বিতৃষ্ণা। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, এমন কি বয়সে যাঁহারা পরিপক্ক হইয়াছেন তাঁহারাও, এই উপাসনা ব্যক্তিগত জীবনে এবং পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তেমন ব্যাকুল নহেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাই; যেমন, কেহ কেহ বলেন যে, উপাসনা করে কি হবে? ততক্ষণ ভাল কাজ করিলে হয়। কেহ বা বলেন, ভগবান্‌কে এত মিষ্ট কথা শোনাবার প্রয়োজন কি? ভগবান্ কি তোষা-মোদের বশ? কেহ বা বলেন, যিনি যত উপাসনা করেন, তিনি তত ক্ষুদ্রচেতা এবং সঙ্কীর্ণ, উপাসনা ক'রে কেবল কতকগুলি গোঁড়ামী শিখিয়াছেন, যেন চোখ বুজিলেই হাতে স্বর্গ পাওয়া যাইবে। আমি বেশ অনুভব করি যে, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মের স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ কি? তাহার প্রধান এবং প্রথম কারণ আমরা—যাহারা ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের ব্রত বলিয়া ঘোষণা করি। কেন না, যাঁহারা এই ব্রত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেছেন তাঁহাদের জীবনই ব্রহ্মপূজার ফলস্বরূপ বলা যাইতে পারে। মনে করুন দুইজন বন্ধু আছেন, একজন নিষ্ঠার সহিত ভগবানের পূজা করেন, আর একজনকে কখনও দেখা যায় না যে, তিনি যোগাসনে বসিয়াছেন। অথচ প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা করেন বলিয়া আত্মতৃপ্ত এবং যাহাদের ধর্ম্মে নিষ্ঠা নাই তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, প্রাণে তাঁর প্রেম এত অল্প যে, তাঁহার সান্নিধ্যে দুই দণ্ড বসিলে প্রাণে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। মতে তিনি শক্ত, কাজে তিনি কড়া, কিন্তু কাহারো প্রতি ক্ষমা নাই, সহানুভূতি নাই, উদারতা নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাময়িক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া বেড়ান, তিনি উদার ভাবে সকলকে হৃদয়ে স্থান দেন, ভগবানের কৃপা কখনও উজ্জ্বল ভাবে অনুভব করেন, কখন বা ভগবানকে ভুলিয়া দিনের পর দিন কাটান; তিনি কখনও ভক্তির দোলায় দোল খান, কখনও বা শুষ্কতার সাহারায় বাস করেন। দুই ব্যক্তির এই প্রকার দুই ভিন্ন অবস্থা। আমাদের কিন্তু এই উভয়বিধ জীবনই আদর্শ নয়। আমরা ধর্ম্মের খোসা চাই না, আসল চাই। ঘড়ি দেখিয়া চোখ বুজিলেই উপাসনা হইল না। ভগবানের নাম হৃদয়ের প্রেম ভক্তি অনুরাগের সহিত করা চাই। ধর্ম্মে নিষ্ঠা—অবিচলিত নিষ্ঠা চাই। নিষ্ঠা ব্যতিরেকে এ সংসারে কে কি পায়? কে কি লাভ করিতে পারে? ধনের জন্য সাধনা চাই, মানের জন্য সাধনা চাই, বিদ্যার জন্য সাধনা চাই, সঙ্গীতের জন্য সাধনা চাই; সবই সাধনসাপেক্ষ। আর ধর্ম্মই কি কি বিনাসাধনায় লভ্য? তাহা কখনই হইতে পারে না। এই নিষ্ঠা অস্থি-মজ্জাগত করিবার জন্য আমাদের দেশে ব্রত গ্রহণের বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে একটা সংযমের দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠা এ দেশের বালক বালিকার পর্য্যন্ত হাড়ে হাড়ে বসাইয়া দেওয়া হইত। সেই সংযমের বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া নিয়ম নিষ্ঠা আর আমাদের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিই না, তাহার ফলে ভগবানের চিন্তা তাহাদের প্রাণে ঠাঁই পায় না। আমাদের পরিবারের ধর্ম্মভাব শিথিল হইবার এই এক কারণ। তরুণ বয়স্কেরা বৃদ্ধদের এই নিষ্ঠা দেখিয়া হাস্য করে আর ভাবে "এমন নিষ্ঠা থাকার চেয়ে ধর্ম্ম না থাকাই ভাল।" ক্ষোভে দুঃখে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তাদের দোষ দিতে পারি না। এমনই আমাদের চরিত্র, এমনই আমাদের ব্যবহার যে, ভগবানের নাম আমরাই তাহাদের নিকট অরুচিকর করিয়া তুলিয়াছি। বীজ বপন করিবার সময় যেমন যেমন ভাবের বীজ বপন করিয়াছি, তেমনই ফল ত হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্মলাভ ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে আমাদের স্থূল রকম ধারণা আছে। আমরা একটি আত্মিক জীব—এই দেহকে আশ্রয় করিয়া যে অমর বস্তুটি আমি, সে আমির স্বরূপ না বুঝিলে কি বা ধর্ম্মসাধন করিব, কি করিয়াই বা ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইব? ধর্ম্ম না হইলে এই আত্মার শ্রীবৃদ্ধি হয় না। আমি যদি এ কথা স্মরণ রাখি যে, আমার এই আত্মার পুষ্টির জন্যই এ জগতে আসা, আমি যা কিছু করি আমার আত্মার কল্যাণের জন্য, আমার এই আত্মা চির-উন্নতিশীল, অক্ষয়, অব্যয়, অমর, তাহা হইলে আর আত্মার কল্যাণ অবহেলা করিয়া ক্ষুদ্র বস্তু লইয়া তৃপ্ত হইতে পারিব না। এমনই আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি যে, ভগবান্‌কে যে ডাকি তাহাও নিজের সুখস্বার্থের জন্য। ভগবান আমায় ধন, মান, সুখ, স্বাস্থ্য দাও এই আমাদের নিত্য প্রার্থনা। কিন্তু এ কথা কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি, যে ভগবন্ আমায় প্রেম দাও, বিশ্বাস দাও, ভক্তি দাও; যে উপায়ে

হোক দাও—সুখ আসুক কি দুঃখ আসুক কোন বিচার করি না,' তুমি এসো আমার প্রাণে, তোমার সকল ডাকে আমি সাড়া দিই, সজাগ থাকি, সচেতন হই? ওগো, ভগবান্ কিছু আর নূতন দেবতা নন; চিরপুরাতন দেবতাকে নূতন ভাবে সাধন করিতে হইবে; আমাদের বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের বাণী। আমাদিগকে 'ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা' নাম গ্রহণ সার্থক করিতে হইবে।

পিতৃদেব সর্ব্বদা বলিতেন যে, ধর্ম্ম হয়ে যেতে হবে; ধর্ম্মের জন্য কিছু করতে হবে না, কিছু হতে হবে। এক জায়গায় বলিয়াছিলেন Religion is caught, and not taught. ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হয় না, ধর্ম্ম লাগিয়ে দিতে হয়। যেমন ক'রে টিকেতে আগুন ধরায়, তেমনি ক'রে প্রাণে ধর্ম্মের আগুন লাগিয়ে দিতে হয়। আগুন যখন লেগে গেল একবার, আর ভয় নাই, ভাবনা নাই। ক্রমে ক্রমে সব অগ্নিময় হইয়া যাইবে। ধর্ম্মকে পোষাকী কাপড় বা বহুমূল্য অলঙ্কারের মত ভাবিলে হইবে না। বৃক্ষের যেমন ফুল বা ফল, ধর্ম্ম আমাদের আত্মার পক্ষে সেই বস্তু। এ কি বাহির হইতে গুঁজিয়া দেওয়া যায় যে, বাহিরে সাজাইলে চলে?

কে বলিতে পারে যে, এই প্রকার জীবন্ত ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য কোন বাহ্যিক সাধনের প্রয়োজনীয়তা নাই? আছে বই কি। দেহের স্বাস্থ্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, আত্মার পক্ষে ধর্ম্ম ঠিক্ সেই অবস্থা। দেহের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিদিন আমরা স্নান করি, পুষ্টিকর আহার করি, মুক্তবায়ু সেবন করি, দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে চিকিৎসক দেখাই—ঔষধ সেবন করি। রোগে দেহ ক্ষীণ হইলে মানুষ রোগমুক্ত হইতে চায়। আত্মার স্বাস্থ্য কি তদপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ নয়? অথচ আমরা আত্মার স্বাস্থ্যের বিষয় ভাবি না। ধর্ম্মলাভ করিবার সহজ উপায় বাহির করিয়াছি। কেহ বা ভাবেন যে, আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য এত উপাসনা আরাধনার কি প্রয়োজন? কিন্তু ভগবৎপ্রেম হইল আত্মার অন্নজল। সংসারে আমরা যাঁকে ভালবাসি তাঁর কাছে থাকিতে চাই, তাঁর সেবা করিতে চাই, তাঁর জন্য নিজের সুখস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া চরিতার্থ হই; আর ভগবান্‌কে ভালবাসিলে, ভক্তি করিলে তাঁর নামে রুচি, তাঁর জীবের সেবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? যেখানে প্রেম সেই খানেই সেবা, সেখানেই আত্মসমর্পণ। বাস্তবিক আমাদিগকে ধর্ম্মের খোসা ছাড়িয়া ধর্ম্মের প্রকৃত প্রাণশক্তির কথা ভাবিতে হইবে—যত উপায়ে হোক আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় করিতে হইবে। উপায় অনেক আছে—

১। আত্মপরীক্ষা ও সদ্‌গ্রন্থপাঠ।

২। ব্যক্তিগত জীবনে এবং পরিবারে নিত্য উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করা।

৩। আত্মসংযম, আত্মশাসন অভ্যাস করিবার জন্য ব্রত ধারণ।

৪। জীবের সেবার জন্য নরহিতৈষণার বশবর্ত্তী হইয়া সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকা।

৫। ভগবদ্ভক্তদিগের সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন—সৎসঙ্গ করা।

এই প্রকার কত শত উপায় আছে। মনের ব্যাকুলতায় আমরা নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ সাধনপন্থা খুঁজিয়া বাহির করিব। আমরা নিজ নিজ হৃদয়ের ব্যাধি কোথায়—অভাব কি, তাহা যেমন বুঝি, অপরে কি তাহা বুঝিবে? কিন্তু আমরা আর সকল দিকেই মনোযোগ দিই কেবল নিজের পরিচয় নিজে রাখি না।

নারীজাতির উপর ভগবান্ অতি গুরুতর ভার দিয়াছেন। নারীপ্রকৃতি হইবে রক্ষণশীল। নারিজাতি চিরদিন ধর্ম্মধন বুকে পুরিয়া রাখিয়াছে। সন্তানের উপর মায়ের কত বড় প্রভাব! জননী স্তন্য-দুগ্ধের সহিত সন্তানের প্রাণে যাহা ঢালিয়া দেন, তাহার প্রভাব সর্ব্বোপরি। রমণীগণ স্ব স্ব গৃহে এমন একটা আধ্যাত্মিক আব্ হাওয়া প্রস্তুত করিতে পারেন, যাহা অতি স্বাভাবিক এবং সহজ ভাবে সন্তানদিগের হৃদয় গড়িয়া তুলিবে। সন্তানদিগের ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য জনক জননী ভিন্ন আর কে চেষ্টা করিতে পারেন? কিন্তু নিজেরা অগ্রে প্রস্তুত না হইলে চেষ্টা করিবে কে? আমরা কি আমাদের গুরুতর দায়িত্ব বিস্মৃত হইতে পারি? ফুলের সুগন্ধ না থাকিলে যে দশা হয়, নারীর প্রাণে ভগবানের প্রতি ভক্তি না থাকিলে সেই দশা হয়। ভক্তিমতী নারীর কথা দেশ বিদেশে কত শুনিয়াছি। গার্গী মৈত্রেয়ী ছিলেন বৈদিক যুগে, মীরা বাই ছিলেন মুসলমান যুগে। বর্ত্তমান যুগে কি আর ভক্তিমতী নারী দেখিতে পাইব না? ব্রাহ্মসমাজেও ব্রহ্মবাদিনী নারী দেখা দিয়াছিলেন, এখনও দিবেন। আমরা সাধ্বী অঘোরকামিনীকে ভুলিয়া যাই নাই, আমাদের চক্ষের উপর তাঁহার, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ভগবানের কৃপায় আরও ভক্তিমতী নারী অবতীর্ণ হইবেন, এই ব্রাহ্মসমাজে ঘরে ঘরে। যদি হয় তবে সে দিন ধরাতলে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে বলিয়া বোধ হইবে।

নারী হইলেন গৃহ পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সংসারের মধ্যমণি। সংস্কৃতে একটি কথা আছে 'গৃহিণীং গৃহমুচ্যতে' অর্থাৎ গৃহিণীই হইলেন গৃহ—অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে home। ইংরাজের নিকট এই একটি কথার অর্থ বড় গভীর। এই home নারী ভিন্ন আর কেহই গঠন করিতে পারে না। গৃহ হইল নারীর রাজ্য। সংসারে প্রতিদিন গৃহিণীকে গৃহের সকলকে অন্ন পরিবেশন করিতে হয়—এই হইল আমাদের দেশের গৃহিণীর প্রকৃত মূর্ত্তি। যিনি পৃথিবীর অন্ন পরিবেশন করেন, যিনি পরিজনদিগের দেহের স্বাস্থ্যের কথা ভাবেন, তিনিই যে তাহাদের আত্মার স্বাস্থ্যের কথা ভাবিবেন, এই ত স্বাভাবিক। পুত্রকন্যা পীড়িত হইলে, আর আহার না করিলে মায়ের প্রাণ ব্যাকুল হয়; আর সন্তানগণ ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ ভক্তিমতী না হইলে আমাদের প্রাণ শান্তিহারা হয় না কেন? নানা উপায়ে তাহাদের নিকট ভগবানের নাম মিষ্ট করিতে চেষ্টা করি না কেন? আত্মা প্রবুদ্ধ হয় না কেন? ভগবান্ জানেন আমাদের বিশ্বাস ও প্রেমের বল কত। তাঁর সহিত কি আমাদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ! এই নারীজাতিকেই নিজ হৃদয়ে এবং নিজ পরিবারে ধর্ম্মধন রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। অনাহারে একদিন থাকিতে পারি না —পরিবার পরিজনদিগকে রাখিতে পারি না, আর দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—আত্মা উপবাসী থাকিবে? হায়! ব্রহ্মপূজা যে আত্মার অন্নজল! পার্থিব অন্নে এই আত্মা

পুষ্ট হয় না—বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম না পাইলে প্রাণ শুকাইয়া যায়, হৃদয় মৃত হয়—প্রাণ শাহারার মরুভূমি হইয়া যায়। আমরা ব্রাহ্মসমাজের কৃপায় যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার পাইয়াছি, তাহাই স্মরণ রাখিতে হইবে। ব্রহ্মপূজা জীবনের অন্ন জল বলিয়া যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা।

পুরুষদিগের জন্য পৃথক্ উপাসনার বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

অপরাহ্নে ভারতমহিলা-সমিতির মহিলাগণ প্রার্থনা, আলোচনা ইত্যাদি করেন। কুমারী হিরণ্ময়ী সেন বি-এ, বিটি, "নারীর অধিকার ও কর্ত্তব্য" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আলোচনা উপস্থিত করেন। তাহা আমরা পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়। কার্য্যশেষ না হওয়াতে ২৮শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত অধিবেশন স্থগিত হয়।

প্রেরিত পত্র।

[পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ১৬ই মাঘের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত আমার পত্রের উত্তরে আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বিগত ১লা ফাল্গুনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্র সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখিতে হইল। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এ পত্রখানি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আমি যখন গিরিডিতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন কোন বন্ধুর পত্রে অবগত হই যে, শ্রীযুক্ত স্যর্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করিবার প্রস্তাব উপলক্ষে কলিকাতায় বিশেষ আলোচনা, আন্দোলন হইতেছে, এবং আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এ ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় পত্র লিখিয়াছেন। তখন আমার মনে বিশেষ আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল বলিয়াই কাহারও উৎসাহ বা উদ্দীপনা দ্বারা পরিচালিত না হইয়া এবং কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়াই আমি তত্ত্বকৌমুদীতে আমার আশঙ্কার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। উক্ত ব্যাপারকে আমার নিকট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ সঙ্কটজনক বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। তাই আমি অতি কাতর ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট আমার কাতর আর্ত্তনাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। গিরিডি হইতে লিখিত পত্রখানিই সামান্য পরিবর্ত্তনের পরে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রিয়বন্ধু হরকুমার বাবু আমার পত্রপাঠে আমার এত শঙ্কিত ও বিপ্লবভয়ে ভীত হইবার কারণ খুঁজিয়া প্রাপ্ত হন নাই। আমার আশঙ্কা যদি অমূলক হয়, তবে তাহাতে আমি একান্ত সুখী হইব। আমি এখনও একান্ত মনে প্রভু পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি যে, আমার আশঙ্কা অমূলক হউক, তাহা বিদূরিত হইয়া যাউক। আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অক্ষুণ্নতা ও অভিন্নতাকেই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর বলিয়া মনে করি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই আমাদের ভরসাস্থল ও আশ্রয়স্থল। তাহার কোন প্রকারের ক্ষতিকেই আমি সামান্য মনে করিতে পারি না। তাহার যে কোন প্রকারের ক্ষতিকেই আমার নিকট অতিশয় অকল্যাণকর এবং ক্ষতিজনক বলিয়া মনে হয়, তাই আমার প্রাণ হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট কাতর নিবেদন উপস্থিত হইয়াছিল। আমার বন্ধু হরকুমার বাবু যদি আমার এই মনোগত অভিপ্রায়টি অনুভব করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে এইভাবে পত্র লিখিতে হইত না। হরকুমার বাবুর পত্রের সব কথার উত্তর দেওয়া বা বিচার করা আমার অভিপ্রেত নহে। তাঁহার পত্রের প্রধান বিষয়েই আমি আমার বক্তব্য বলিব।

আমার যে আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা যে অমূলক নহে, তাহার প্রমাণ ত আমরা পাইতেছি। স্যর্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য হইবার প্রস্তাব উপলক্ষে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে, সমাজ মধ্যে যে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ত সকলেই অনুভব করিতেছেন, তাহা ত একটা লুকান ব্যাপার নহে। তাহা কাহারও কল্পিত ব্যাপার নহে। সে অশান্তির অনলে আমরা দগ্ধ হইতেছি। এসব কারণে আমার আশঙ্কাকে অমূলক মনে হইতেছে না। যদি তাহা হইত তবে বড়ই আনন্দের হইত।

হরকুমার বাবু আমার উপরে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন যে, আমি কি কারণে স্যর্ রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণের প্রস্তাব বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছি। যে বিষয় বিচারের জন্য এত দীর্ঘ পত্র লিখিতে পারিলাম, তাহার সমর্থনের জন্য কোনই কারণ প্রদর্শন করিলাম না। কারণ যে প্রদর্শন করি নাই, এমন নহে। আমি যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছি, আমার নিকট তাহাই প্রচুর বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখনও মনে হইতেছে; তাহা এই যে, যে ঘটনায় আমাদের সমাজে একটা বিচ্ছেদ আসিতে পারে, আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতে পারে, আমাদের অভিন্নতার হানি হইতে পারে—সে ঘটনা যদি এমন হয় যে, তাহা না ঘটাইলেও চলিতে পারে, তাহা অপরিহার্য্য নহে, তবে তাহাকে কেন ডাকিয়া আনা হইবে? এ সঙ্কট ত আমাদের সৃষ্ট, ডাকিয়া আনা সঙ্কট, জানিয়া শুনিয়া এমন সঙ্কটকে কেন ডাকিয়া আনা হয়? এই হেতুকে যখন আমার বন্ধু উপযুক্ত মনে করেন নাই, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে এবারে আরও কিছু লিখিতে হইতেছে। এখন যাহা লিখিতে হইতেছে তাহা বড়ই অপ্রীতিকর। তাহা

ব্যক্তির বিরুদ্ধ কথা, তাই সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই লিখিত হয় নাই। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু লিখিতে যাওয়া সাধুরীতি নহে, সুরুচিসম্মতও নহে এবং প্রার্থনীয়ও নহে। নিতান্ত নিরুপায় না হইলে আর সেরূপ কার্য্যে কাহারও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আমি বাধ্য হইয়াই এক বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। বলা আবশ্যক আমি এ স্থলে ব্যক্তিগত আচরণ সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিব না; যাহা ব্যক্তির প্রকাশ্য মত তাহার আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক হইলে করিতেই হইবে।

এ স্থলে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, জগতে কোন ব্যক্তিই এমন জন্মগ্রহণ করেন নাই—যিনি জগতের সকলের মান্য হইয়াছেন। কোন লোককেই জগতের সকলে মানিতে পারে না। মহামনা শাক্যসিংহ, মহর্ষি ঈশা, মহাপুরুষ মহম্মদ প্রভৃতিকে পৃথিবীর কোটি কোটি লোকে মানে; শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদিগকে অভীষ্ট দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করে। আবার কোটি কোটি লোকে তাঁহাদিগকে সেভাবে মানিতেছে না। এ দেশে যাঁহারা অবতাররূপে পূজনীয় হইয়া আছেন, এদেশের সকল লোকেই যে তাঁহাদিগকে সেভাবে মানিতেছে তাহা নহে। ব্রাহ্ম সাধারণের পক্ষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সাধারণ ভাবে মাননীয় হইলেও, যে ভাবে তাঁহাকে নববিধান সমাজের বন্ধুগণ মানিতেছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা তাঁহাকে সেভাবে মানিতেছেন না। যদি তাহা সম্ভবপর হইত, এখনই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজের মধ্যে পার্থক্য চলিয়া যাইত, একত্বই আসিত। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে, পৃথিবীতে কোন লোকই সকলের মাননীয় হন নাই, হইতে পারেন না। এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রভৃতি যে কোন হেতু থাকুক না কেন, আসল কথা এই যে, কেহই জগতে সকলের মাননীয় হইতে পারেন না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কেন যে কতক লোকের অনুরাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেনই যে তাঁহার প্রতি অপরের অনুরাগ যায় না, তাহার কারণ সব স্থলেই যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এমন নহে। স্বভাবের প্রেরণাতেই কোন কোন লোক কোন কোন লোকের প্রতি অনুরাগী হন, আবার কেহ কেহ বা সে ভাবে অনুরাগী হন না। সুতরাং এমন বলা যায় না, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি যদি কাহারও অনুরাগ ধাবিত না হয়—তবে কার্য্যটি তাহার পক্ষে একটা অপরাধ। সকলের মন একভাবে গঠিত নহে বা একরূপ শিক্ষা ও রুচি সকলের নহে। ইহাই এ স্থলে অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

স্যর্ রবীন্দ্রনাথের প্রতিও যদি সকলের অনুরাগ প্রধাবিত না হয়, তাঁহাকে যে ভাবে আমাদের অনেক বন্ধু সম্মান করিতে পারিতেছেন, যদি সে ভাবে অনুরক্ত হইতে সকলে না পারেন, তবে সে জন্য তাঁহাদিকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতাই এ স্থলে পরিচালক হয়; সুতরাং এ স্থলে বলিতে হইতেছে, যদি স্বাভাবিক ভাবে আপনা হইতে আমাদের ভিতরকার কেহ কেহ তাঁহাকে সম্মান করিতে অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে সম্মান করিতে না পারেন, তবে সে অক্ষমতাকে একটা অপরাধ বলিয়া গণনা করা যায় না। এ স্থলে স্বাভাবিক ভাবে স্যর্ রবীন্দ্রনাথকে সাঃ ব্রাঃ সমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ না করিবার দিকে তাঁহাদের যে মনের গতি হইতেছে, তাহাকেই একটি প্রকৃষ্ট হেতু বলিয়া গণনা করা উচিত। অবশ্যই এ কথা সকলেরই জানা কথা যে, স্যর্ রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কাহারও কোন বিবাদ বা অনৈক্য নাই। হৃদয়ের প্রেরণাই আপনা হইতেই লোককে বিভিন্ন ভাবাপন্ন করিতেছে। আমার মনে হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী প্রণয়ন কালেই একটা দুর্ব্বলতা অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নিয়মাবলীতে সম্মানিত সভ্য হইবার ব্যবস্থার স্থান হইয়াছে। তখন নিয়ম প্রণয়নকর্ত্তাগণ মহর্ষি মহাশয়কে একটি বিশেষ সম্মান দিবার জনাই ঐ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহর্ষি মহাশয় স্বীয় জীবনের মহিমাতে, ব্রাহ্মসাধারণের মনে এতই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সকল মতের সহিত ঐক্য না হইয়াও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মহর্ষি মহাশয়কে আপনাদের সমাজের সম্মানিত সভ্যপদে বরণ করিয়াছিল। তাঁহার জীবনের উন্নত অবস্থাই তাঁহাকে সকলের সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা জ্ঞান বা অন্যান্য সদ্‌গুণ এ স্থলে তেমন হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব করে নাই। কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনদ্বারা উপার্জ্জিত মহৎ জীবনই তাঁহার প্রতি সকলের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। স্যর্ রবীন্দ্রনাথের অতিশয় প্রতিভা, অতিশয় কবিত্ব প্রভৃতি আছে; তাহা থাকিলেও মহর্ষিতে আকৃষ্ট হইবার অনুকূলে যাহা ছিল তাঁহাতে তাহা আছে বলিয়া মনে হয় না; তাই, তাঁহাকে সকলে সে সম্মান দিতে চাহিতেছেন না—যে সম্মান আমাদের অনেক বন্ধু দিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

স্যর্ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এখন একটু আলোচনা করিব। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'তত্ত্ববোধিনীতে' প্রবন্ধ লিখিয়া (প্রবন্ধ একটি কি বেশী তাহা মনে নাই) প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মগণ হিন্দু। ব্রাহ্মধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্মই। আমাদিগকে উক্ত বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট যে ভারতের লোকসংখ্যা গণনা করেন, স্যর্ রবীন্দ্রনাথ সেই গণনা কালে বিশেষ ভাবে রাজপুরুষগণের নিকট পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মগণকে একেশ্বরবাদী হিন্দুরূপে পরিগণিত করা হউক। (এ স্থলে বলা আবশ্যক, এ কথাটি আমার শ্রুত কথা। আমি এ বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিব না)

আমাদের মধ্যে অনেকে যে বিবাহের সময় রেজিষ্টারি করিতে অনিচ্ছুক হইতেছেন, তাহাও সম্ভবতঃ স্যর্ রবীন্দ্রনাথের এই মতের প্রভাবে। যুবকগণ রবীন্দ্রনাথের একান্ত পক্ষপাতিতা হইতেই হয় ত এরূপ ভাবাপন্ন হইতেছেন। সে যাহা হউক, এ স্থলে আমার বক্তব্য এই, যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন, যিনি ব্রাহ্মগণকে হিন্দুরূপেই পরিগণিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহাকে কিরূপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে বরণ করা যাইতে পারে? হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় বড় এবং অতি উদার হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কখনই বিশ্বজনীন, বা সার্ব্বভৌমিক নহে। হিন্দুস্থানে না জন্মিলে কেহই হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। তিনি যত বড়ই

উচ্চ সাধু এবং উন্নত জীবনসম্পন্ন হউন না, তিনি হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ না করিলে কখনই হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। শুধু হিন্দুস্থানে জন্মিলেই হইবে না, হিন্দুকুলেও তাঁহাকে উৎপন্ন হইতে হইবে। হিন্দুস্থানে যে সকল মুসলমানের জন্ম হইতেছে বা যে সকল খৃষ্টানের জন্ম হইতেছে তাঁহারা সব বিষয়ে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হইলেও তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া গণনা করা যাইবে না—যায় না। সুতরাং হিন্দুধর্ম, আর যাহাই হউক না কেন, কোন মতেই সার্ব্বভৌমিক বা বিশ্বজনীন নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে বিশ্বজনীনতার লক্ষণ আছে। তাহার প্রকৃতিতে সার্ব্বভৌমিকতা ও বিশ্বজনীনতা আছে। ইহা শুধু আমার কল্পিত কথা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় সময়েই ইহার প্রথম প্রচারক ভারতের সুসন্তান রাজর্ষি মহাশয় তাহা অনুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহা ঘোষণাও করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সময়ে ব্রহ্মানন্দ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবক ও প্রচারকগণও সে কথা বলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সার্ব্বভৌমিক ও বিশ্বজনীন তাহা একটি ব্রাহ্মগণের স্বীকৃত তত্ত্ব। এজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম নামে অভিহিত করিবার চেষ্টাকে কোনও মতেই প্রশংসা করা যায় না। সে চেষ্টাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরবহানিকর—তাহার স্বরূপের অন্যথাকর বলিয়া গণনা করিতে হইবে। এমন আত্মহানিকারী ব্যক্তিকে—ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতারূপ বিশেষরূপের নাশকারীকে—যাহা সকল দেশের সকল নরনারীর অবলম্বন হইবে, যাহা সকলের হইবে তাহাকে একটি দেশে আবদ্ধ করিবার প্রয়াসীকে—কেমন করিয়া সাধারণ ব্রহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যপদে বরণ করা যাইতে পারে? যাঁহাকে সম্মানিত সভ্য-পদে বরণ করিব, তাঁহার প্রভাব সমাজ মধ্যে আসিবেই; বিশেষতঃ, স্যর্ রবীন্দ্রনাথের মত লোকের প্রভাব সমাজ মধ্যে আসিবেই। তাহা হইলেই তাঁহাকে সম্মানিত সভ্যপদে বরণ করিবার ফল আমরা এই পাইব যে, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা হইতে বঞ্চিত হইতে থাকিব এবং ক্রমে ক্রমে আমরা হিন্দুসমাজের কুক্ষিগত হইয়া হয় ত বিলুপ্ত হইব; না হয়, হিন্দুসমাজের শাখার শাখা উপশাখারূপে পরিণত হইয়া আমাদের আসল প্রকৃতি হারাইব, গৌরব হারাইব; এমন কি, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্বই হারাইব। যে কার্য্য দ্বারা তাহা হইবার সম্ভাবনা তাহা করা উচিত কি না, সকলে বিশেষ ভাবে তাহা ভাবিয়া দেখুন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থী ধর্ম্ম। ধর্ম্মপ্রচার ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কার্য্য। স্যর্ রবীন্দ্রনাথ কয়েকবৎসর পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার চেষ্টার বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—আমাদের প্রচারপদ্ধতির বিশেষ ভাবে নিন্দা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা সিটি কলেজের পুরাতন গৃহে হইয়াছিল। ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতাটি আমাদের এতই অপ্রীতিকর হইয়াছিল যে, সেই সভাতেই শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে তাহার প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। আমরাও 'তত্ত্বকৌমুদিতে' তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এরূপে প্রচারের প্রতি যাঁহার বিরাগ, তাঁহাকে প্রচারার্থী ধর্ম্ম, প্রচারই যে সমাজের বিশেষ লক্ষ্য ও কার্য্য, সে সমাজের সম্মানিত সভ্যপদে বরণ করা উচিত কি না, সকলেরই তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা উচিত। প্রচারের প্রতি বিরাগী কোন ব্যক্তিকে এরূপ সম্মান প্রদান করিলে, তদ্দ্বারা নিজেদের সমাজের লক্ষ্যের ও প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণই হইবে এবং প্রচার স্পৃহার যে হ্রাস হইবে, তাহা ত বুঝিতেই পারা যায়। সুতরাং ঠাকুর মহাশয়ের প্রচারের প্রতি বিরাগ তাঁহার সাঃ ব্রাঃ সমাজের সম্মানিত সভ্য হইবার পক্ষে একটি বিশেষ অন্তরায়।

স্যর্ রবীন্দ্রনাথ মেট্রপলিটন কলেজ হলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি কয়েকটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার নাম 'ঢিলে ম্যানের পত্র' কি এরূপ কিছু একটি হইবে। তাহাতে হিন্দুসমাজের প্রাচীন রীতির—বিশেষ ভাবে স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি ব্যবস্থাদির সমর্থন ছিল। ব্রাহ্মসমাজ নারীগণের এবং এ দেশের লাঞ্ছিত অত্যাচারপ্রাপ্ত সাধারণ লোকের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতে প্রয়াসী উক্ত বক্তৃতাতে তাহার বিশেষ প্রতিবাদ এবং প্রাচীন ব্যবস্থার প্রশংসা ছিল। আমরা 'তত্ত্বকৌমুদীতে' তাহারও প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এ দেশের লাঞ্ছিত এবং নানাপ্রকারে নিগৃহীত শূদ্রাদিগণের প্রতি ব্রাহ্মসমাজ সকল সময়েই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদের দুঃখ দুর্গতি মোচনের প্রয়াসী এবং নারীগণের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক ও যত্ন পরায়ণ—তাহা একটি বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। এরূপ হইলেও যিনি ব্রাহ্মসমাজের এই প্রচেষ্টার প্রতিকূলে মত জ্ঞাপন করিয়াছেন, বক্তৃতা করিয়াছেন তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করা কর্ত্তব্য কি না এবং তাহাতে স্বীয় উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে কি না, তাহাও সকলে বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

স্যর্ রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্ব্বে ডাঃ সরকার মহাশয়ের বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ বিজ্ঞান-মন্দিরে একটি বক্তৃতার দ্বারা হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অতি তীব্র ভাবে এবং অতি যোগ্যতার সহিত একটি প্রতিবাদমূলক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বিশেষ প্রশংসাও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কিছুদিন পরে তিনি স্বীয় কন্যার বিবাহ বালিকা কালেই দিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে এরূপ আচরণের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে আমি বাল্য বিবাহের স্বপক্ষেই আবার ঐরূপ বক্তৃতা করিতে পারি। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব ব্যাপার নহে। তিনি সব দিকেই আপনার প্রতিভার নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু যিনি প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, গুরুতর ও কল্যাণকর বিষয়েও আপনার মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যপদে বরণ করা সমুচিত কি না, তাহা সকলেই একবার বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

বিগত মাঘ মাসের 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ব্যক্তিগণ বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় পৌষ মাসের কাগজে লিখিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ

আপনাকে ব্রাহ্মসমাজ বা তাহার কোন শাখার প্রতিনিধি স্থানীয় বলিয়া মনে করেন না।" তাহাতে সে কথার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে ব্যাখ্যা সত্বেও রবীন্দ্রনাথ অতি উদার কি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে উদাসীন তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় না। হইতে পারে তিনি অতি উদার বলিয়াই ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম সমাজের কোন শাখার সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত বা তাহার প্রতিনিধি স্থানীয় হয়েন নাই। ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখার সহিত বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠসম্বন্ধযুক্ত হইলে তিনি যে সে সমাজের একজন বিশেষ ব্যক্তি হইতেন এবং প্রতিনিধি স্থানীয় হইতেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই হেতু নাই। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতন প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে সকল সমাজেরই প্রতিনিধি স্থানীয় হওয়াটা খুব সম্ভবপর। তিনি যে আপনাকে কোন সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় বলিয়া মনে করেন না, তাহাতে ত ইহাই বুঝিয়া লইতে হয় যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখারই বিশেষ পক্ষপাতী বা অনুরাগী নহেন। এরূপ কোন ক্ষুদ্র সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় হইয়া আপনাকে কোন গণ্ডীতে আবদ্ধ করিতে চাহেন না। তা না হইলে তিনি কেন আপনাকে কোন সমাজেরই প্রতিনিধি স্থানীয় বলিয়া মনে করিতেছেন না? কোন সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় হইতে হইলেই, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইতেই হয়। তাহা যখন রবীন্দ্রনাথে নাই, তখন বুঝিতেই হইবে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখারই বিশেষ অনুরাগী নহেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই—যিনি অতি উদারতা বা অন্য যাহা কিছুর অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখারই প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া আপনাকে মনে করেন না, অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখা রূপ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক নহেন, বা ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহাকে কিরূপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে?

'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনেক সদ্গুণ ও বিশেষত্বের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের গুণাবলীর উল্লেখ অল্প করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন ; তিনি তাঁহার আরও সাধুগুণের উল্লেখ করিতে পারিতেন। স্যর রবীন্দ্রনাথ নানাপ্রকারেই বিশেষ ব্যক্তি, ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ। তাহা কে অস্বীকার করিবে ? তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত দ্বারা এবং তাঁহার সুচিন্তিত জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ ও প্রবন্ধাদি দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু এখানেই বা উক্ত প্রকার বিষয়েই যদি তাহার কার্য্য শেষ হইত, তাঁহার হাত যদি এ সকল বিষয়ে আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে কি না আনন্দেরই হইত! সেরূপ হইলে কে আর তাঁর সম্মানিত সভ্য হইবার পক্ষে আপত্তি তুলিত? কিন্তু এ সকলেই তিনি আবদ্ধ থাকেন নাই। তাঁহার হস্ত হইতে আরও অনেক উপন্যাস ও কবিতা বাহির হইয়াছে। সে সকল উপন্যাস ও কবিতার সকলগুলিই সুরুচিসম্মত নহে। তাঁহার কৃত উপন্যাসের কোন কোন খানি শ্লীলতার সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে ; তাঁহার কৃত কোন কোন কবিতার সম্বন্ধেও সে কথা বলা যাইতে পারে। তিনি সর্ব্বথা সুরুচি ও শ্লীলতার অনুসরণ করিয়া চলেন নাই।

তাঁহার কৃত কোন কোন উপন্যাস ও কবিতা সম্বন্ধে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিরই যে এই অভিযোগ এমনও নহে ; তাহা এ দেশের সংবাদ পত্রাদিতেও ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কৃত কোন কোন উপন্যাসে সমাজস্থিতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে সকল সুরীতি-নীতি সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, তাহার বিরুদ্ধেও অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কৃত একখানি উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের প্রতিও বিশেষ কটাক্ষ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষভাবে সংকীর্ণ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। অথচ যে সব স্থানে তিনি ব্রাহ্মচরিত্র সংকীর্ণ করিয়া আঁকিয়াছেন, সে সব স্থলে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এখন বিবেচ্য এই, যাঁহার হস্ত হইতে রুচিহীন, অশ্লীল, এবং সমাজস্থিতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশক উপন্যাস এবং কবিতা বাহির হইয়াছে, তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ করা উচিত কি না? ব্রাহ্মসমাজ ত সব সময়েই সুরুচি ও শ্লীলতার পক্ষপাতী। ব্রাহ্মসমাজ ত সমাজস্থিতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সুবিধির বিশেষ পক্ষপাতী। যদি তাঁহারা স্যর রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ করেন, তবে তাহাদ্বারা কি আপনাদের চিরপোষিত মত ও প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে না? এবং তাহাতে কি তাঁহারা জগতের নিকট হীন হইয়া যাইবেন না? এস্থলে অনেকে একথা বলিবেন যে, উপরে স্যর্ রবীন্দ্রনাথের যে সকল বক্তৃতা ও উপন্যাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনেক পূর্ব্বকার কাজ, তাহা লইয়া এখন আর বাদানুবাদ করা প্রয়োজনীয় নহে। এস্থলে আমার বক্তব্য এই, যদিও তাঁহার বক্তৃতা ও উপন্যাসাদি অনেক দিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, কিন্তু এমন প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় নাই, যাহার দ্বারা বুঝা যাইবে যে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার কবিতা উপন্যাসাদি এখনও তাঁহার নামেই প্রচারিত হইতেছে। তিনি যখন সে সকলের প্রচার বন্ধ করেন নাই তখন ত বুঝিতেই হইবে, তাঁহার সে-সব বিষয়ে অনভিমত নাই।

আমাকে বাধ্য হইয়া এবং নিরুপায় হইয়াই স্যর্ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এরূপ মক্ষিকাবৃত্তির অনুসরণ করিতে হইল। আমার পূর্ব্ব পত্রের উত্তরদাতা এবং আরও আমার এক বিশেষ বন্ধু যাঁহার একখানি পত্র এবারের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইতেছে, বিশেষ ভাবেই একথা বলিয়াছেন যে, আমি বা যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা ও আমি আমাদের এ অনিচ্ছার কোন হেতু প্রদর্শন করি নাই বা করিতেছি না। এজন্য বাধ্য হইয়াই উক্ত প্রকারের অপ্রীতিকর কথা সকলের উল্লেখ আমাকে করিতে হইল। আমি উপরে বাবু ঠাকুর মহাশয়ের প্রচারিত ও সমর্থিত মত তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এস্থলে কোন কথারই উল্লেখ করি নাই ; সেরূপ কিছু করাকে আমি সুরুচিসম্মত বলিয়া মনে করি না। তাঁহার মতাদি বিষয়ে আরও যে বলিবার না আছে এমন নহে। আমার পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িল, সুতরাং এবিষয়ে এখানেই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

আর একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াই আমার এ পত্রের শেষ

করিতেছি। আমার পত্রের উত্তরদাতা বিশেষ ভাবে লিখিয়াছেন যে,—সর্ব্বসম্মতিতে আমাদের কোন কাজই হয় না। অধিকাংশের মতেই যে আমাদের প্রায় সব কাজ হইয়া থাকে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতেছে না। সর্ব্বসম্মতিতে যদি আমাদের কার্য্য সকল সুসম্পন্ন হইত, তাহাই একান্ত সুন্দর ও উত্তম হইত; কিন্তু তাহা ত প্রায়শঃ হয় না, তখন অধিকাংশের মতেই আমাদের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু এমন স্থলও আছে যেস্থলে অধিকাংশের মতে কোন বিষয় নির্দ্ধারিত হইলেও অল্পসংখ্যক ব্যক্তি—যাঁহাদের বিরুদ্ধে নির্দ্ধারণ হয়, তাঁহারা—তাহা মানিয়া চলিতে পারেন না। সেস্থলে তাঁহাদিগকে সরিয়া পড়িয়াই আত্মরক্ষা করিতে হয়। এরূপ সঙ্কটস্থলে অন্য আর কি করিবার থাকে?

আমার বন্ধু হরকুমার বাবু তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন,—"প্রতি বৎসর আমরা আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, সম্পাদক... এসকল ব্যক্তিদিগকে কি আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকি?" সর্ব্বসম্মতিক্রমে যদি এসকল ব্যক্তিকে আমরা গ্রহণ করিতে পারিতাম তাহা হইলেই তাহা অতি সুন্দর হইত; তাহা না হইলেও আমরা যে অধিকাংশের মতে সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতির নির্ব্বাচন করি তাহাতে সকল সময় বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ, উক্তপদ সকলে লোক নির্ব্বাচন কালে ইহাই লক্ষ্য থাকে যে, কাহা দ্বারা বেশী কাজ পাওয়া যাইবে, কে বেশী কাজে সময় দিবেন বা দিতে পারিবেন। এরূপস্থলে অধিকাংশের মতে লোক নির্ব্বাচিত হইলে, তাহাকে একটা বিষম ক্ষতিকর মনে হয় না এবং তাহা ধর্ম্ম ও বিবেক বিরুদ্ধও হয় না। কিন্তু যদি অধিকাংশের মতে এমন লোক সভাপতি বা সম্পাদকের পদের জন্য নির্ব্বাচিত হন যে, তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিতে বিবেক বাধা দেয়—তাঁহার বিরুদ্ধে যদি এমন কিছু জানা থাকে যাহার জন্য তাঁহাকে কোনও মতেই উক্ত প্রকারের সম্মানিত পদে নিযুক্ত করা উচিত হয় না, তখন কি করিতে হয়? তখন অল্পসংখ্যক লোককে সরিয়া পড়িয়াই আত্মরক্ষা করিতে হয়? তাহা ভিন্ন তাঁহাদের ধর্ম্মই রক্ষা পায় না।

আর একটি বিষয় লওয়া যাউক, যদি এমন দুর্ঘটনাই ঘটে যে, ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশের মতে জাতিভেদ প্রথাই সমর্থিত হয়; যদি অধিকাংশের মতে জাতিভেদ সমর্থনপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়, তবে কি করা কর্ত্তব্য হয়? তখন কি অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল বলিয়া অল্পসংখ্যকেরা জাতিভেদকে মানিয়া চলিতে পারেন? তাহাত হয় না, তখন নিরুপায় হইয়া অল্পসংখ্যকদিগকে সরিয়া পড়িয়াই আত্মরক্ষা করিতে হইবে। অধিকাংশের মতে মত দিয়া চলা ত সকল সময় সম্ভবপর হয় না। সেস্থলে নিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়াই তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হয় —অর্থাৎ আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সে মণ্ডলী হইতেই তাহাদিগকে বিযুক্ত হইতে হয়। অধিকাংশের মতে চলা সকল সময় সম্ভবপর হয় না।

শুধু রবীন্দ্রনাথও অধিকাংশের মতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে গৃহীত হইতে পারেন। হয়ত তাহাই হইবে। এস্থলে কি একথা বিবেচ্যস্থলে আনা উচিত নহে যে, যাঁহারা ঠাকুর মহাশয়কে সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক—শুধু একটা খেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নহে, অথবা শুধু ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের জন্য নহে, কিন্তু যাঁহারা বাস্তবিক অনুভব করেন যে ঠাকুর মহাশয়ের সাঃ ব্রাঃ সমাজের সম্মানিত সভ্যপদে বরণ দ্বারা সমাজ আদর্শচ্যুত হইবে, সমাজের নানাদিক্ দিয়া অবনতি হইবে এবং যাহাকে যে সম্মান দেওয়া উচিত নহে, তাঁহাকে সে সম্মান দিলে ধর্ম্মই ম্লান ও অবনত হইয়া যাইবে, তাঁহাদের উপরে কি এ আচরণ দ্বারা একটা অত্যাচার করা হইবে না? তাঁহাদিগকে কি এ ব্যাপার ঘটাইয়া সমাজ হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য করা হইবে না? যাঁহাকে একজন অন্তরের প্রেরণায় সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে অধিকাংশের মতের বলে সম্মানিত সভ্যরূপে মানিতে বাধ্য করা কি অতি উত্তম কার্য্য? এরূপে সম্মান করিতে অসমর্থ হইয়া এবং তাহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে জানিয়া যদি কেহ সমাজ হইতে সরিয়া দাঁড়ান, তাহাতে কি তাঁহার একটা বড় অপরাধ হয়? সংকীর্ণ বলিয়া কি তাঁহার নিন্দা ঘোষণা করিলেই যথেষ্ট হইল? এরূপস্থলে তাহার প্রাণের ব্যথাটাকেই ত গণনা করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে। এরূপ ব্যক্তিকে অন্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করাটা যে খুব একটা সমীচীন কার্য্য হইবে, তাহা নহে। আমি আমাদের প্রাচীন প্রচারক, সকলের শ্রদ্ধাভাজন একজনের সম্বন্ধে আমার পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে হরকুমার বাবু আমার অবিচারিত মানবানুরাগের অত্যধিক প্রবণতা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। এ স্থলে সহজেই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়—অবিচারিত মানবানুরাগের অত্যধিক প্রবণতা কি আমার হইল? অথবা যাঁহারা একজনকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিয়া সম্মানিত সভ্যরূপে বরণ করিয়া লইয়া ঘরের লোককে, আপন জনকে, বিদায় করিতে উদ্যত হইয়াছেন—এমন কি লোকে যেমন সহজে পুরাতন বস্ত্র খানিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাতে কোন মমতা বা ইতস্ততঃ করে না—তেমনি ভাবে বিদায় করিতেছেন, তাঁহাদেরই অবিচারিত মানবানুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে? এ বিষয়ে বেশী কথা কাটাকাটির প্রয়োজন দেখি না। আমার বন্ধু এবং তাঁহার মতাবলম্বী সকলেই স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন ব্যাপারটি কি হইতেছে, এরূপে আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া কি লাভ, মণ্ডলীর মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া কি লাভ পাওয়া যাইবে। অধিক কথা এখন বলিবার সময় নাই। আমার এমনও মনে হইতেছে, আমার এ রোদন অরণ্যে রোদনের ন্যায়ই ব্যর্থ হইবে, কাহারও প্রাণে আমার এ কাতর অনুনয় বিনয় পৌঁছিবে না। তথাপি কর্ত্তব্যবোধে যাহা উচিত মনে হইল লিখিলাম। আমার বন্ধুগণকে আবার বিনীত ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি যে—তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন যাঁহাকে তাঁহারা সম্মানিত করিতে চাহেন, যাঁহার প্রতি তাঁহাদের প্রাণের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাকে সম্মানিত করিবার, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার নানা পথ আছে; তাহাতে কোন বাধা নাই। কিন্তু এরূপে সম্মানিত সভ্যরূপে বরণ করিয়া—যাঁহারা তাঁহাকে সেরূপ ভাবে সম্মান করিতে সরল ভাবেই অসমর্থ, তাঁহাদিগকে এ ভাবে বলপূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য করা সমুচিত কি না। এ বিষয়ে আমি "প্রবাসী"

সম্পাদক মহাশয়ের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমার পত্র শেষ করিতেছি। আমার আশা এই, আমার কথায় যাঁহারা কর্ণপাত করিবেন না—"প্রবাসীর" সম্পাদক মহাশয়ের কথা তাঁহাদের প্রাণ স্পর্শ করিবে। 'মাঘ' মাসের প্রবাসীতে প্রসঙ্গ ক্রমে লিখিত হইয়াছে—"ইহা বলিয়া তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন বিচারের অধিকারের মহিমাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনুচরেরা স্বাধীনতার মর্ম্ম এত অল্প বুঝেন যে, কেহ তাঁহাকে মহাত্মা না বলিলে তাঁহারা জুলুম করিয়া মহাত্মা বলাইবেন তদ্রূপ আবার শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলিকেও মৌলানা বলিতেই হইবে। জুলুমদ্বারা যে ভক্তি ও সম্মান আদায় করা হয় তাহার মূল্য কতটুকু?............সুতরাং বলা বাহুল্য কাহারও আদেশে বা কোন জনতার জুলুমে কেহ বিশেষ কোন শব্দ ব্যবহার করিয়া কোনো মানুষকে সম্মান দেখাইতে বাধ্য নহেন। আমাদের হৃদয়ের যে শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করা বা না করা আমাদের স্বেচ্ছাধীন। হৃদয়ে যাহা নাই তাহা বাহিরে দেখাইবার কপটতা ও ভীরুতা আমাদের কাহারও না হউক।"

প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ—৩৮৪ ও ৩৮৫ পৃঃ।

এ স্থলেও আমাদের বক্তব্য এই স্যর্ রবীন্দ্রনাথের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি আছে—তাঁহারা তাহা হৃদয়ে পোষণ করুন, বিবিধ প্রকারে তাহা প্রকাশ করুন। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ে ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি সে ভাবের শ্রদ্ধাভক্তি নাই, তাঁহাদিগকে তাহা বাহিরে দেখাইবার জন্ত বাধ্য করার মূল্য কি? "জুলুমদ্বারা যে শ্রদ্ধা যে ভক্তি ও সম্মান আদায় করা হয়, তাহার মূল্য কতটুকু?' অধিকাংশের মতরূপ যন্ত্রের চাপে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য করা, তাহা একটা জুলুম, দারুণ অত্যাচার, অতি ভীষণ মর্ম্মান্তিক ব্যবহার। এরূপে অধিকাংশের মতের সাহায্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি সম্মান দেখাইতে বাধ্য করা কখনই, কোন ক্রমেই সমুচিত কার্য্য হইবে না। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যের মতের সহায়তায় স্যর রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যপদে বরণ করিলে কার্য্যতঃ তাহাই করা হইবে। এমন অনুচিত শাসন করিবার প্রবৃত্তি কাহারও না হউক।

অনুগত
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণের প্রস্তাব সম্বন্ধে ১৬ই মাঘের তত্ত্ব-কৌমুদীতে শ্রদ্ধেয় আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পত্র পাঠ করিলাম। এ বিষয়ে আমার যাহা মনে হইতেছে, তাহা যথা-সম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি; অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্র-খানিকেও তত্ত্বকৌমুদীতে স্থান দিলে বাধিত হইব।

একদিকে দেখিবার বিষয় এই যে, সমাজের অধিকাংশ সভ্যের প্রাণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের বাসনা বহুদিন হইতে উদিত হইয়াছে, ও সেইজন্ত বিগত ৮ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে সমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে বরণ করিবার প্রস্তাব নানা সময়ে সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই অধিকাংশের মধ্যে অনেকের ধর্ম্মজীবন রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত; তাঁহার উপদেশ ও সঙ্গীত তাঁহাদের চিত্তকে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত করিবার পক্ষে প্রধান সহায়; তাঁহাদের প্রাণে রবীন্দ্র-নাথের প্রতি এই শ্রদ্ধাপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রবল আবেগের আকার ধারণ করিয়াছে; এবং বার বার তাহা প্রতিহত হওয়াতে তাঁহাদের হৃদয় গভীর ভাবে আহত হইতেছে।

অপর দিকে সমাজের কয়েক জন বিশিষ্ট সভ্য রবীন্দ্র-নাথকে সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণের বিরোধী; তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ধারণা যে এরূপ করিলে সমাজের অকল্যাণ হইবে। (১)

কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাদের আপত্তির অথবা ঐ ধারণার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন না; এবং এবিষয়ে আলোচনা করিতেও প্রস্তুত হইতেছেন না। (২)

একদিকে শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের আবেগ, অপর দিকে আপত্তি, বিরাগ,—কোনও কোনও ক্ষেত্রে গুরুতর বিরাগ। ইহার মধ্যে যাঁহারা বিরাগের দিক্‌টিকেই প্রধান করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা বিচার্য্য প্রশ্নটিকে ঠিক্‌ভাবে বিচার করিতেছেন না; প্রশ্নটি তাঁহাদের চক্ষে অত্যন্ত নীচু হইয়া যাইতেছে। "কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন এত বিরক্ত হইতেছেন, তখন, যাহা অনিবার্য্য নয়, এমন একটি কাজ করিবার প্রয়োজন কি?"—এটি তুলনায় ক্ষুদ্রতর প্রশ্ন। "এতগুলি লোক যাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক জীবনে গভীর ভাবে উপকৃত, তাঁহার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাপ্রকাশের স্বাভাবিক প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে সমাজ সম্মান করিবেন কি বাধা প্রদান করিবেন," —এটি উহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর ও উচ্চতর প্রশ্ন। এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির প্রতি আমি সমাজের সভ্যগণের চিন্তা আকর্ষণ করিতেছি।

"রবীন্দ্রনাথকে সমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে বরণ করিলে সমাজের কি কল্যাণ হইবে?"—অনেকেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। ইহার উত্তর এই যে, সমাজের কোনও সেবা বা উপকার প্রত্যাশা করিয়া কেহ 'সম্মানিত সভ্য' বরণ করিতে অগ্রসর হয় না। হৃদয়ের শ্রদ্ধা বৃত্তি যখন মানুষ গুলিকে প্রবল ভাবে প্রেরণা দেয়, তখন সে শ্রদ্ধা দান করিয়া আপনাদের কল্যাণ হইবে, এই আশাতেই মানুষ সম্মানিত সভ্যপদে কাহাকেও বরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্যপদ দান করিলেই সমাজের অকল্যাণ হইবে, এ আশঙ্কা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা কোনও কারণ প্রদর্শন করিতেছেন না; সুতরাং সে বিষয়ে নীরব থাকাই

(১) কয়েক জন নহে—এ দিকেও বহু সভ্য আছেন। পূর্ব্ব বৎসর বার্ষিক সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বিবিধ প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রস্তাবের পক্ষে কেবলমাত্র চারিটি (কি দুইটি) 'ভোট' বেশী হইয়াছিল। তঃ সঃ।

(২) কমিটিতে বহুবার তাঁহারা কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন; আলোচনা করিতেও প্রস্তুত আছেন। তঃ সঃ।

শ্রেয়ঃ। কিন্তু কেহ কেহ বলিতেছেন, এ আন্দোলন ও মতবৈষম্য হইতে অকল্যাণ প্রসূত হইবে, এবং সম্মুখে বৃহৎ বিপদ দেখা যাইতেছে। আমাদের আশা আছে যে constitution অনুসারে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ মানব অন্তরে যে স্বভাব দাঁড়াইয়া যায়, তাহাতে এতদিনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন যে, সমাজের অধিকাংশের মত অল্পাংশের পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইলেও, সে অল্পাংশ তাহা মাথা পাতিয়া লইবেন ও সমাজমধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবেন না।

এই আন্দোলনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর ব্যাপার এই দুইটি। (১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনতম সেবকগণের মধ্যে একজন, রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্যের পদ প্রদান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়াতে, সমাজের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিতেছেন। সমাজমধ্যে এক পক্ষের কার্য্যে অপরপক্ষের প্রবল বিরাগ উৎপন্ন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু এতদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাওয়াতে থাকিয়া এবং ইহার সেবা করিয়া,—ইহার একজন সর্ব্বজনপূজ্য বৃদ্ধ সেবক যে এই কারণে শুধু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া,—সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন,—এই ব্যাপারটির জন্য আমাদের লজ্জা রাখিবার ঠাঁই নাই (৩)। ইহাতে ভারতের ও জগতের চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের চক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অতিশয় হীন হইয়া যাইতেছেন। কেহ কেহ যে এই ব্যক্তিগত prejudiceএর জন্য লজ্জা অনুভব না করিয়া, ইহারই সাহায্য লইয়া প্রশ্নটির এক পক্ষের গুরুত্ব বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা আরও অধিক পরিতাপের বিষয় (৪)।

(২) সাধারণ ব্রহ্মসমাজের নিয়মাবলীর মধ্যে সম্মানিত সভ্য-গ্রহণ বিষয়ক নিয়মে, এই কার্য্যের সূচনা করার (initiative লওয়ার) ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে, সমাজের অধিকাংশ সভ্যের ইচ্ছা থাকিলেও (ঐ নিয়মের বলে) কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই কার্য্যটির আরম্ভ না ঘটাইতে পারেন; এবং আরম্ভ না হইলে শেষ করা অসম্ভব বলিয়া এই নিয়মের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যের প্রকাশিত ইচ্ছাতেও বাধা প্রদান করিতে পারেন। নিয়মাবলির ত্রুটি (৫) হইতে এই অদ্ভুত ক্ষমতা পরিচালনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সে সুযোগের যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। আমার মতে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই ব্যাপারে পূর্ব্বাপর সমাজের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা পরিচালনের যে প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, বর্ত্তমান আন্দোলনের মধ্যে একমাত্র তাহাই **সত্য বিপদের** চিহ্ন (৬)। আর যত বিপদের আশঙ্কা করা হইতেছে সমাজ-মধ্যে একটু সুবিবেচনার হাওয়া প্রবাহিত হইলে সে সকল কিছুই থাকিবে না।—

নিবেদক
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
(ভবানীপুর)

পুনশ্চ। এই পত্র ১লা ফাল্গুনের তত্ত্বকৌমুদীর জন্য লিখিত হইয়াছিল। এই পত্র লেখার পর প্রথমতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা রবিবাবুকে সম্মানিত সভ্যরূপে বরণের বিরোধী তাঁহারা, এবং তৎপরে ঐ প্রস্তাবের সমর্থনকারীদিগের মধ্যে কয়েকজন, দুইখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া সমাজের সভ্যগণের মধ্যে বিতরণ করেন। শুনিলাম, সমর্থকদিগের পত্রে প্রথম পত্রের উত্তর প্রসঙ্গে সেই পত্রের লেখকগণের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করা হইয়াছে, এইরূপ কারণ উল্লেখ করিয়া প্রথম পত্রের (দ্বাদশ জন) লেখক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপদ ত্যাগ করিতেছেন। ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। দ্বাদশ জনের পত্রে ব্যক্ত মতামত তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতামত মাত্র; কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মতামত নহে। ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা প্রসঙ্গে যে মতভেদ উত্থিত হয় তাহাও যদি আমাদের অসহ্য হইতে থাকে, (৭) ও তাহার ফলে সমাজ মধ্যে যদি

(৩) অধিকাংশের মতের নিকট অবনত হওয়ার একটা সীমা আছে। বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধির বিরোধী হইলে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে লজ্জার কারণ নাই, বরং গৌরবেরই কারণ আছে। এবিষয়ে ব্যক্তিগত বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধির স্বাধীনতার উপর কথা নাই। তঃ সঃ।

(৪) ব্যক্তিগত prejudice বলিয়া উল্লেখ করিলে অবিচার করা হয়, সত্যেরও অপলাপ ঘটে। এরূপ বলিলে কি সেই ব্যক্তিগত prejudiceই প্রকাশ পায় না? বিরুদ্ধ পক্ষেরও নিজ বুদ্ধি বিবেচনা সম্মত একটা যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে, আমাদের অজ্ঞাত কোনও সত্যজ্ঞান থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিয়া শিষ্টতার সহিত ভ্রম প্রদর্শন করাই কি সুরুচিসঙ্গত নহে —বিশেষতঃ যে স্থলে সেই বিরুদ্ধপক্ষ সমাজের "একজন সর্ব্বজন-পূজ্য বৃদ্ধ সেবক?" তঃ সঃ।

(৫) সকল দেশের constitution ও এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, ইহা নিয়মের ত্রুটি কি গুণ। তঃ সঃ।

(৬) কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সমাজের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা পরিচালনের প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন বলিলে কি তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয় না? অধিকাংশের ইচ্ছানুসারে চলিতেই তাঁহারা বাধ্য নহেন। কোনও দেশের constitution এ-ই সেরূপ বাধ্যতা নাই। তাঁহারা আপনার বিবেক ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি অনুসারে চলিতেই বাধ্য। ইহাতে সত্য বিপদের কোনও কারণ নাই। বিপদ নিবারণের উপায় নিয়মের মধ্যেই রহিয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রতিবৎসর নিযুক্ত হয়। বৎসরান্তে পুরাতন সভ্যদিগকে নিযুক্ত না করিয়া অধিকাংশের মতাবলম্বী নূতন সভ্য নিযুক্ত করিলেই হয়। সকল দেশের constitutionএ এরূপ ব্যবস্থাই রহিয়াছে। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যদি এরূপ মেরুদণ্ডহীন হয় যে, আপনার বিবেক ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া শুধু অধিকাংশের ইচ্ছার দ্বারাই চালিত হয়, তবেই মহা বিপদের কারণ হইবে।

তঃ সঃ।

(৭) মতভেদ অসহ্য হইয়াছে বলিয়া কেহ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন নাই। সভাপতি, সম্পাদক,

অশোভন পদত্যাগ ব্যাপারের প্রাদুর্ভাব দাঁড়ায়, তবে তাহার মত পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে, জানি না। যাহা হউক, আশা করি সমাজের সভ্যগণ এই সকল ব্যক্তিগত ব্যাপার নিরপেক্ষ হইয়া মূল প্রস্তাব (রবিবাবুকে সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ) সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজ।

নামকরণ—শ্রীযুক্ত উষাকান্ত সরকারের দ্বিতীয়া কন্যা শোভনার ও প্রথম পুত্র অনিমেষের নামকরণ কার্য্য ঢাকা নগরীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পিতামহ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ১৲ এক টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ১লা ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর পরলোক গমন উপলক্ষে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ দশ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ—৬ই মাঘ বুধবার প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনার পর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন তাঁহার জীবনী পাঠ করেন। ১২৫৫ সালের ৩০শে আষাঢ় তারিখে মহর্ষিই এই সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ৭ই মাঘ প্রাতে মাঘোৎসবের উদ্বোধন হয়। ৮ই মাঘ সায়ংকালে উপাসনা এবং গীতা পাঠ হয়। ৯ই মাঘ প্রাতে উপাসনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ হয়। ১০ই মাঘ প্রাতে উপাসনা এবং "ঈশ্বর দর্শন" সম্বন্ধে একটি উপদেশ পাঠ হয়। ১১ই মাঘ প্রাতে বিশেষ উপাসনার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী পাঠ হয়। অপরাহ্নে ধর্ম্মপুস্তক হইতে পাঠ এবং সায়ংকালে উপাসনা হয়। কয়েক দিনই সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ প্রামাণিক আচার্য্যের কার্য্য করেন। সঙ্গীত এবং কীর্ত্তন প্রত্যহ হইত।

শুভ বিবাহ—বিগত ১লা ফাল্গুন কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা সুনীতির ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৪ঠা ফাল্গুন কলিকাতা নগরীতে রায় সাহেব শরচ্চন্দ্র দাসের প্রথমা কন্যা স্নেহলতার ও পরলোকগত দ্বারকগোপাল ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্ল কুমারের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা শ্রীহট্ট ব্রহ্মমন্দির ফণ্ডে ৫০৲ উক্ত সমাজের আসবাব খরিদের জন্য ৫০৲, কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর অর্গন মেরামতের জন্য ৫০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার বিভাগে ২৫৲ ও খাশিয়া পাহাড় সেবাশ্রমে ২৫৲ মোট ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ৫ই ফাল্গুন কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়ের কন্যা প্রতিভার ও শ্রীমান্ অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্যের শুভোদ্বাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৫ই ফাল্গুন কলিকাতা নগরীতে ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা আশালতার ও শ্রীহট্টবাসী শ্রীমান্ বিপিনবিহারী দের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

সহকারী সম্পাদক অন্নদা বাবু, ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রভৃতি ৮ জন, ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য কি কারণে স্বীয় স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পদত্যাগ পত্রেই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

তঃ সঃ।

বিজ্ঞাপন।

২৮শে জানুয়ারী তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ বিষয়ে আইন সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে সাত জন ভদ্রলোকের মতামত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারীর স্থগিত অধিবেশনে এই সাত জন ভদ্রলোক যে পরামর্শ দিয়াছেন, সমবেত সভ্যগণ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ১৯২০ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে রবীন্দ্র বাবুকে সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচন করিবার জন্য প্রস্তাব করিবেন ধার্য্য করিয়া আবার যে ১৯২১ সালের ৬ই জানুয়ারী একটি নির্দ্ধারণ দ্বারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন, সেই প্রস্তাব প্রত্যাহার সম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা পুনরায় আর একটি নির্দ্ধারণ দ্বারা বাতিল করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্মানিত সভ্যরূপে নির্ব্বাচন করা কিম্বা নির্ব্বাচন না করা সম্বন্ধে এখন নিয়ম প্রণালী ঘটিত কোনও বাধা না থাকাতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্মতি ক্রমে ২৬এ ফেব্রুয়ারী তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত অধিবেশনে স্থির হইল, যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচন করা হইবে কি না, এই বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্যের মত গ্রহণ করা হউক। এই জন্য আগামী ১৯২১ সালের ১৯এ মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার স্থগিত অধিবেশন হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সমাজের নিয়মানুসারে (কলিকাতা না থাকিলে অথবা পীড়াবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারিলে) লিখিত মত প্রদান করিবেন, অন্যথা সভার স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মত প্রদান করিবেন। এই সম্বন্ধে সভ্যগণের নিকট যে পত্র প্রেরিত হইল তাহাতে মত প্রদানের প্রণালী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস, ২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯২১

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সহঃ সম্পাদক,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Registered No C. 56.

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ।
২৩শ সংখ্যা।

১লা চৈত্র, সোমবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯২
14th, March 1921.

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলবিধাতা, আমাদের ব্যক্তিগত কি সামাজিক জীবনের সকল ঘটনার মধ্যে তুমিই সর্ব্বদা বিধাতারূপে কার্য্য করিতেছ। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, শান্তিতে অশান্তিতে একমাত্র তুমিই মঙ্গলবিধাতা। সকল অবস্থার মধ্য দিয়া তুমি আমাদিগকে মঙ্গলের পথেই লইয়া যাইতেছ, সকল প্রকার ঘটনা হইতে তোমার প্রসাদে কল্যাণই প্রসূত হইতেছে। দুঃখ বিপদের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে যে কল্যাণই নিহিত রহিয়াছে অল্পজ্ঞান ক্ষীণবিশ্বাসী আমরা অনেক সময়ই তাহা বুঝিতে পারি না; তাই আমরা সহজেই ভীত ও কাতর হই, তোমার মঙ্গলবিধাতৃত্বেই অবিশ্বাসী হই। পরীক্ষার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যে তুমি আমাদের সকল মলিনতা ভস্মীভূত করিয়া দেও এবং আমাদিগকে বিশুদ্ধ ও সুন্দর করিয়া তোল, তাহা আমরা অনেক সময়ই বুঝিতে পারি না। বাধা বিঘ্ন বিপদ্ অশান্তি না থাকিলে আলস্য আরামের মধ্যে যে আমাদের শক্তি বিকশিত হইতে পারে না, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার মঙ্গল-বিধাতৃত্বে বিশ্বাসী কর। সকল প্রকার বাধা বিঘ্নের মধ্যে স্থির শান্তভাবে তোমারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে সমর্থ কর। তোমার সকল প্রকার দানকেই মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কর। তোমার ইচ্ছাই সকল অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

একাধিক নবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) রবিবার—

অদ্য প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। কিছুকাল সংকীর্ত্তন হইলে পর, যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

হে ব্রহ্মধামের যাত্রী সকল, আজ তোমরা কাহার নিকট এসেছ? কোন্ ক্ষেত্রে এসে সম্মিলিত হইয়াছ? কোন্ আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রাণে লইয়া এখানে এসেছ? এ যে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব-মন্দির; আজ যে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব; এ মণ্ডলী ত কোনও স্বার্থসাধনের মণ্ডলী নয়; এ যে পবিত্র স্থান, যেখানে ভাইএর সঙ্গে ভাই, প্রেমে প্রেমে মিলিত হইবে; এখানে যে ভাই ও ভগিনী সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মের পূজায় নিযুক্ত হইবে; এখানে যে প্রেমের সম্মিলন; এখানে যে ভাই বোন পরস্পরের হাত ধরিয়া ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইবে; যে দুর্ব্বল, উঠিতে পারে না, তাহাকে সবল হাত ধরিয়া তুলিবে; এখানে আসিয়া সকল পাপ তাপ, সকল দুঃখ শোক মানুষ ভুলিয়া যাইবে; এ যে উপাসক যাঁহারা, ব্যাকুলপ্রাণ যাঁহারা, দুঃখে তাপে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতে চায় যাঁহারা, ব্রহ্মধামের দিকে অগ্রসর হইতে চায় যাঁহারা, তাঁহাদেরই মণ্ডলী। "মধ্যে বামন মাসীনঃ বিশ্বে দেবা: উপাসতে" প্রভু পরমেশ্বরের উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা এখানে এসেছেন, তিনি বিরাজ করিতেছেন, সকলে তার অর্চ্চনা করিবে। এ যে

উপাসকমণ্ডলী; এখানে যাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা যে ঈশ্বরেরই নিমন্ত্রণে, তাঁহারই মধুর বাণী শুনিয়া তাঁহাকেই লাভ করিবার জন্য একপ্রাণে যুক্ত হইয়াছেন; প্রাণে প্রেম, হৃদয়ে আশা লইয়া এক ব্রহ্মের দিকেই সকলে অগ্রসর হইবেন; এই জন্যই ত উপাসকমণ্ডলী। একদিন ভারতের তপোবনে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রাণে লাভ করিয়া ঋষি গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—লোককে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঅমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা শোন, আমি তিমিরাতীত সেই জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে; তদ্ভিন্ন অমৃতত্ব লাভের আর কোনও পথ নাই।

সেই দিন কি শুভদিন, যে দিন এই পরিত্রাণের বার্ত্তা ঋষি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন; ভারতবাসী ব্রহ্মধনে ধনী হইয়া উন্নতি লাভ করিয়াছিল; ভারতের সাধনক্ষেত্র ব্রহ্মনামধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল; ভারতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেন জানি না, দুর্ভাগ্যের কথা, ভারতবাসী এই পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক পূজা ক্রমে ভুলিয়া যাইয়া কল্পিত দেবদেবীর বাহ্য পূজাতে নিযুক্ত হইল; ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে ভারত-আকাশ আর প্রতিধ্বনিত হইত না; ব্রহ্মের আহ্বান শুনিয়া ভারতবাসী আর জাগ্রত হইয়া উঠিত না। সৌভাগ্যবান্ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আবার ভারতক্ষেত্রে ব্রহ্মনামের পতাকা উড্ডীন্ করিলেন, আবার পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; প্রচার করিলেন কেবল তপোবনে নয়, কেবল নির্জ্জন সাধনক্ষেত্রে নয়, কেবল গভীর অরণ্যে বা নির্জ্জন গিরিগুহায় নহে; প্রতি ঘরে ঘরে, সজনে নির্জ্জনে মানুষ ব্রহ্মনাম গান করিবে, ব্রহ্মের পূজায় নিযুক্ত হইবে; কেবল সাধনের আসনে নয়, কেবল দেবালয়ে নহে, কেবল তীর্থস্থানে নয়, প্রতি গৃহে, প্রতি জনপদে, প্রতি পর্ব্বতে নদীতে, বৃক্ষের পত্রে পত্রে, ফুলে ফলে, সহরে গ্রামে, ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে। প্রতি কর্ম্মে, প্রতি মননে, প্রতি সুখ দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, জীবনে মৃত্যুতে, হাসি কান্নায় ব্রহ্ম বিরাজিত, এই মহাবাণী তিনি প্রচার করিলেন; ব্রহ্মের নামে সকলকে তিনি আহ্বান করিলেন। তখনও উপাসকমণ্ডলী গঠিত হয় নাই; তাহার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ প্রভৃতি আচার্য্য ও প্রচারকগণ ব্রহ্মের প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া, ব্রহ্মকে প্রাণে লাভ করিয়া, তাঁহার পূজার জন্য মানবকে আহ্বান করিলেন; ব্রহ্মের বাণী তাঁহারা প্রচার করিলেন; ব্রহ্মের আহ্বানে শত শত মানুষ এসে সমবেত হইল;—

সে বাণীর পরশ পেয়ে
নরনারী আসে ধেয়ে
সঁপিবারে জীবন যৌবন।

সেই ব্রহ্মের আহ্বান শুনে, পরিত্রাণের বার্ত্তা শুনে, শত প্রাণ, সহস্র প্রাণ জাগিয়া উঠিল—মোহ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইল; ধন জন মান; পিতামাতা পরিবার সকল ছাড়িয়া, সকলের ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া, নিজের সুখ স্বার্থের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মনামের পতাকাতলে তাহারা এসে মিলিত হইল; মুখে প্রেম, প্রাণে আশা, হৃদয়ে বল, ব্রহ্ম তাহাদের নেতা, ব্রহ্ম তাহাদের লক্ষ্য, ব্রহ্ম তাহাদের জীবন, তাহারা ঐ নামে জীবন যৌবন অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল; উপাসকমণ্ডলী—ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠিত হইল, প্রচারকদলের সৃষ্টি হইল; অনেকে দরিদ্রতা ব্রত গ্রহণ করিলেন; অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, লোকে উপেক্ষা করে, বিদ্রূপ করে, কোনও সম্বল নাই, কিন্তু ব্রহ্মধনে তাঁহারা ধনী, ব্রহ্ম প্রেমে তাঁহারা প্রেমিক; ব্রহ্মের নাম তাঁহারা প্রচার করিলেন, কত ব্যথিতের বেদনা দূর করিতে অগ্রসর হইলেন, কত পাপতাপ-গ্রস্ত নরনারীর প্রাণের জ্বালা দূর করিতে অগ্রসর হইলেন; কত পীড়িতের শুশ্রূষা, দুঃখীর দুঃখ বিমোচন, নিরক্ষরকে শিক্ষা-দান কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্ম উপাসকমণ্ডলী মহাশক্তিরূপে ভারতে অবতীর্ণ হইল; ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস পান, ইহাই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য হইল। লোকে তাহাদের উপেক্ষা করিত, নির্য্যাতন করিত, পিতা মাতা গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেন, তাহাতে তাঁহাদের দুঃখ নাই—ব্রহ্ম তাঁহাদের সঙ্গে! পরস্পরের সঙ্গে কি প্রেম! একজনের মুখ দেখিয়া আর একজন কি আনন্দ লাভ করিত! সামান্য খেয়ে কিম্বা অনাহারে থাকিয়াও কি সুখে ব্রহ্মের উপাসনায় ভাই ভগিনীদের সঙ্গে বাস করিত! ব্রাহ্মসমাজের সেই দিনের কথা ভাবিলে প্রাণে কত আনন্দের উদয় হয়। আবার যখন সত্যের অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখনও ব্রাহ্মসমাজ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইলেও এক এক শাখা এক প্রকৃত উপাসকমণ্ডলীতে পরিণত হইল, তাঁহারাও ব্রহ্মের নামে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের নানা প্রকার কার্য্যে বীরের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিল; তখনও তাঁহাদের প্রাণে প্রেম, হৃদয়ে বল, মুখে আশা; তাঁহারা মুক্তির বার্ত্তা লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন।

আজ আমরা কি দেখিতেছি? আজ আমাদের সঙ্গে সম্পদ আসিয়াছে, জ্ঞান আসিয়াছে, পদ মান আসিয়াছে; তখন ব্রাহ্মগণ নিরাশ্রয় ছিলেন, আজ তাঁহারা সংসারে আশ্রয় পাইয়াছেন; তখন তাহারা সমাজে নগণ্য ছিলেন, উৎপীড়িত হইতেন আজ সমাজে তাহাদের স্থান হইয়াছে; সে নির্য্যাতন নাই, উৎপীড়ন নাই, উপেক্ষা নাই; কিন্তু প্রাণে দুঃখ হয় আজ যেন আমরা প্রাণ হারাইয়াছি। মণ্ডলীর—উপাসক মণ্ডলীর যাহা প্রাণ তাহা যেন হারাইয়া আমরা বাহির লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছি। আজ সে ত্যাগ নাই, সে বৈরাগ্য নাই, সে সত্যানুরাগ নাই, পরস্পরের প্রাণে প্রেম নাই; ভাইকে দেখে আজ ভাই আনন্দ পায় না; উপাসকমণ্ডলী আজ নীরব, আজ মৃত; আজ উপাসনাক্ষেত্র শুষ্ক; আজ পরস্পরের মধ্যে ভেদ, বিরোধ—শান্তি নাই। কেন এরূপ হইল? আজ আমাদের সকলই আছে, কিন্তু যাঁহার জন্য আমরা সমবেত হইয়াছিলাম, যাঁহাকে পাইলে আর কিছু পাইবার থাকে না, যাঁহাকে দেখিলে সকল দেখিবার সাধ মিটে, যিনি ভাই ভাইএর,

ভাই ভগিনীর প্রাণে প্রাণের বন্ধনরজ্জু, আজ বুঝি তাঁহাকে ভুলিয়া আমরা ধর্ম্মের খোসা লইয়া রহিয়াছি। তাই বলিতেছি, হে ব্রহ্ম-ধামের যাত্রিগণ, তোমরা আজ কাঁহার আহ্বান শুনিয়া এখানে সমবেত হইয়াছ, কাঁহার নামে উপাসকমণ্ডলী গঠিত করিয়াছ, কাহার উৎসবে এখানে এসেছ? আজ কি সেই ব্রহ্মের বাণী, তাঁহার ডাক, তাঁহার মধুর বচন শুনিয়া এখানে এসেছ? আজ কি ব্রহ্মের নামে অনুপ্রাণিত হইব, আজ জীবন যৌবন তাঁহার চরণে সমর্পণ করিব, এই আশা, এই ব্রত লইয়া এখানে আসিয়াছি? আজ কি ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ির মত বলিতে পারিতেছ—

যেনাহং না মৃতা স্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্,—যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ না হইবে তাহা লইয়া কি করিব? ধন চাই না, মান চাই না, পদ চাই না, জয় পরাজয় চাই না; চাই প্রেম, চাই সেই অমৃত পুরুষকে, চাই তাঁহার মুক্তিপ্রদ বাণী শুনিতে। আজ কি বলিতে পারিতেছ?—

Let all teachers be silent and let the universe hold its peace in thy presence, and speak thou only to me.

আজ সকল আচার্য্য নির্ব্বাক্ হউন, সমগ্র বিশ্বজগৎ তোমার সম্মুখে স্তব্ধ হউক, একমাত্র তুমি আমার নিকট কথা বল।

আজ অন্যের কথা শুনিতে চাই না; আজ আর অন্য কোলাহল ভাল লাগে না; আজ আর গুরু আত্মীয় স্বজনের আহ্বান শুনিতে চাই না, আজ আর এক আচার্য্য উপদেষ্টার কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারি না; আজ তুমি প্রাণে কথা বল, আজ তোমার বাণী শুনি, আজ তোমার প্রেমে প্রেমিক হইয়া অমৃতের সন্ধানে অগ্রসর হই।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ নিরাকরণমস্তু।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি; ব্রহ্ম আমাকর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন।

ভাই বোন সকল, আমার কথা শোন; ব্রহ্ম তোমাকে আমাকে কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। তিনি যে কেবল সাধু ভক্তগণকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি যে কেবল ঈশা, চৈতন্য, নানক কবীরকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নয়। তিনি তোমাকে চান, আমাকে চান, প্রত্যেককে তিনি চান; আমাকে বিনে যে তাঁর চলে না; তিনি ঐ ৯৯টি মেষ পথে রেখে যে আমার সন্ধানেও ছোটেন।

> তাই তোমার আনন্দ আমার পর,
> তুমি তাই এসেছ নীচে।
> আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
> তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।

তিনি ত্রিভুবনেশ্বর, আর আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মলিন; কিন্তু আমায় নইলে যে তাঁর প্রেম মিছে হয়; আমাকেও তিনি চান, আমারও প্রাণে তিনি কথা বলিতে আসেন, আমারও সঙ্গে তিনি আছেন; প্রতিনিয়ত তিনি আহ্বান করিতেছেন। কত ভাবে তিনি ডাকেন, কত ভাবে তিনি প্রাণের দ্বারে আসেন, কত ভাবে এসে যে তিনি প্রাণ স্পর্শ করেন তাহার কি পরিচয় আমরা পাই নাই? কখনও সুখে কখনও দুঃখে, কখনও আলোকে, কখনও অন্ধকারে তাঁহার স্পর্শ আসে, তাঁহার বাণী আসে; তিনি ডাকেন, তিনি আহ্বান করেন, তিনি কি ভাবে কাহার প্রাণের তার নাড়িয়া দেন—

> তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি কি তার পায়ের ধ্বনি,
> ঐ যে আসে আসে আসে,
> যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী,
> সে যে আসে আসে আসে।
> গেয়েছি গান যখন যত
> আপন মনে ক্ষ্যাপার মত
> সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী
> সে যে আসে আসে আসে।
> কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
> সে যে আসে আসে আসে।
> কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
> সে যে আসে আসে আসে।
> দুখের পরে পরম দুখে
> তারি চরণ বাজে বুকে
> সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি
> সে যে আসে আসে আসে।

তিনি যে প্রাণে আসেন; ভাই বোন সকল, কোন্ দিন, কোন্ সময়ে, কোন্ অবস্থায় তিনি এসেছিলেন, তাহা কি তোমাদের স্মরণ হয় না? কোন আনন্দের গানের মধ্যে, কোন বিষাদের বেদনার মধ্যে, কোন্ অমানিশার অন্ধকারে, কোন্ শ্রাবণের বারিধারাতে, কোন মিলনের আলিঙ্গনে, কোন্ বিচ্ছেদের মর্ম্মন্তুদ বেদনার ভিতরে, কোন্ গানে গন্ধে রসের ভিতর তিনি এসে স্পর্শ করেছেন, প্রাণ ছুঁয়ে দিয়েছেন, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? তিনি কাহাকেও ছাড়েন না; তিনি এসে প্রাণ স্পর্শ করেন; আয় আয় আয় বলিয়া তিনি ডাকেন; তিনি এসে বরণ করিয়া লন; কত অযাচিত ভাবে তিনি এসে প্রাণ মন পূর্ণ ক'রে বসেন। তাঁহাকে সকল সময় আমরা চিনি না, তাঁহার বাণী শুনিয়াও শুনি না, তাঁহাকে বরণ করিয়া লই না, তাঁহাকে আদর করি না, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করি, তাহার স্পর্শ কল্পনা মনে করিয়া উড়াইয়া দিই।

ভাই বোন সকল, আর নয়, আর তাঁহাকে ফিরাইও না, তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরা যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি; আজ বলি, ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রীর সঙ্গে বলি,—

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্" যাহা দ্বারা অমৃত স্বরূপকে না পাইব, তাহা দ্বারা কি করিব?

আজ বলি,—সকল আচার্য্য আজ নীরব হউন, আজ কেবল তিনি প্রাণে কথা বলুন।

আজ এই উপাসকমণ্ডলীর উৎসবের দিনে, মাঘোৎসবের পুণ্যক্ষেত্রে ভাই বোন সকল, উৎকর্ণ হইয়া তাহার বাণী শোন, তাঁহার চরণে আত্মা মন সমর্পণ কর, তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রস্তুত হও।

তিনি কখন আসিবেন, কখন প্রাণে প্রকাশিত হইবেন, জানি না। Not in my time, not in thy time, but in His time; not in my way, not in thy way, but in His way—"আমি যখন চাহিব তখন নয়, তুমি যখন চাহিবে তখন নয়, তাঁহার নিজের সময়ে; আমি যেরূপে চাহিব, সেরূপে নয়, তুমি যেরূপে চাহিবে সেরূপে নয়, কিন্তু তিনি যেরূপে ইচ্ছা করেন, সেইরূপে আসিবেন।" কিন্তু তাঁহার এই আগমনের প্রতীক্ষায়, তাঁহার প্রকাশের প্রতীক্ষায়, তাঁহার প্রেমধারা কখন বহিবে তাহার প্রতীক্ষায় আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে,—প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। তিনি যখন আসিবেন, এসে প্রাণ স্পর্শ করিবেন, হৃদয় মন অধিকার করিতে চাহিবেন, তখন যেন তাঁহাকে চিনিতে পারি, তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে পারি, তাঁহার চরণে আত্মা মন সমর্পণ করিতে পারি।

তিনি ত অযাচিত ভাবেও আসেন। কে আছ, যে একবারও তাহার করুণার স্পর্শ অনুভব কর নাই? কিন্তু তিনি এসে আবার চ'লে যান, প্রাণের তার এক একবার নড়ে, আবার জড়তা আসে। সেই জন্য তাঁহাকে প্রাণে রাখিবার জন্য, তাঁহাকে জীবননাথ ক'রে রাখিবার জন্য সাধনা চাই, প্রস্তুত হওয়া চাই—তদ্গত হইয়া, উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করা চাই। সাধনাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন ঐকান্তিকতা ও ব্যাকুলতা। তিনি ভিন্ন আমার চলে না; ধন জন পদ মানে আমার প্রাণে শান্তি আসে না; আমার এই কোলাহল আর ভাল লাগে না; আমার স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় বন্ধু, সকলই আছে, আমার পদ মান সকলই আছে, কিন্তু প্রাণে শান্তি নাই; যাঁহাকে লইয়া সকল সম্ভোগ করিব, তিনি কোথায়? কেমন করে তাঁহাকে পাব? আমার প্রাণ যে বার বার কাঁদিয়া উঠে—তিনি বিনে যে সব অন্ধকার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, একবার তাঁহার আনন্দের পরিচয় পাইয়া যখন তাঁহাকে হারাইলেন, তখন যন্ত্রণায় কি ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন! সূর্য্যরশ্মি কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতে লাগিল; সংসারের ধন জন পদ মান বিষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। চৈতন্য দেব প্রিয়তমের বিরহে কিরূপ আর্ত্তনাদ করিতেন! প্রভু আমার—আমি যে তাঁর দাস; প্রিয় আমার, আমি যে তাঁর প্রিয়; তাঁকে না পেলে আমার যে প্রাণ যায়!—

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু হাত ভ'রে উঠে ধনে
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
যতই উঠে হাসি
ঘরে যতই বাজে বাঁশী
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

তাঁহার জন্য ব্যাকুল হওয়া চাই, তিনি ভিন্ন কিছুতেই আমার চলে না, আমার ধন মান জীবন যৌবন সবই তিনি বিনে বৃথা, অন্ধকার! এই ভাবে ঐকান্তিকতা ও ব্যাকুলতা লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া চাই।

সাধনের আর একটি আয়োজন—আত্মবিলোপ; আমাকে তাঁহার চরণে একেবারে বিলোপ করিয়া দিতে হবে। আমার গৌরব চাই না, তোমার গৌরব আমি চাই। "অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—যে নিজে মান চায় না, অপরকে মান দেয়, সে-ই হরিনাম কীর্ত্তনের অধিকারী। মানুষের কত রকম অহঙ্কার থাকে,—ধনের অহঙ্কার, জনের অহঙ্কার, বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার, পদ গৌরবের অহঙ্কার; দুঃখের বিষয় ধর্ম্মেরও অহঙ্কার আছে; মানুষ যে বৈরাগ্য অবলম্বন করে, তারও একটা অহঙ্কার আছে। মানুষ সাধুকার্য্য করিতে যায়, লোকসেবা করিতে যায়, সেখানেও ভাবে আমার দ্বারা কাজ হইয়াছে; মানুষ ধর্ম্মপ্রচার করিতে যায়, সেখানেও আপনাকে বড় করিয়া তোলে। এই আমি! আমি! আমি! আমি লইয়াই মানুষ ব্যস্ত। ব্যাকরণকার কি কুক্ষণেই "আমি"কে উত্তম পুরুষ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; আমরা তাই ধরিয়া বসিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বরকে যদি চাও, তাঁহাকে জীবননাথ রূপে যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, তবে "আমি"কে বিনাশ করিতে হইবে; "আমি" যখন মরিবে, তাহার চিতাভস্ম হইতে "তিনি" আবির্ভূত হইবেন। আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার মান, আমার অপমান তাঁর চরণে অর্পণ করিব; তিনি যে ভাবে রাখেন সেই ভাবে থাকিব; সুখে রাখেন, তাহাই আমার কল্যাণ, দুঃখে রাখেন তাহাতেই আমার আনন্দ। আমি যে তাঁহার ভৃত্য, দাস,—তিনি যাহা বলিবেন, যে ব্যবস্থা করিবেন, সানন্দচিত্তে তাহা মস্তক পাতিয়া লইতে হইবে—সম্পূর্ণরূপে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

সেবা বন্দন আওর অধীনতা
সহজে মিলিবে গোসাঞী।

সেবা বন্দন ত চাই-ই কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাঁর অধীনতা—তাঁতে আত্মসমর্পণ, আত্মবিলোপ—ইহা একান্ত প্রয়োজন। একদিকে দীনতা, অপর দিকে বৈরাগ্য, ইহাই সাধনের পথ; তাঁর জন্য ছাড়িতে না পারি, এমন কিছু নাই, করিতে না পারি এমন কিছু নাই; আমার সকল যাক্—সুখ যাক্, শান্তি যাক্, ধন যাক্, মান যাক্, আমি সার চাই, তিনি হৃদয়স্বামী হয়ে থাকুন।

সাধনপথে তৃতীয় প্রয়োজন প্রেম—মানুষের প্রতি প্রেম। কাহারও প্রতি অপ্রেম থাকিলে ভগবানের অর্চ্চনা করা যায় না। যীশুর মহাবাক্যটি অনেক বার এই বেদী হইতে উচ্চারিত হইয়াছে।

হইয়া থাক, আর তখন যদি মনে পড়ে, কাহারও সঙ্গে তোমার অমিল আছে—আগে যাও, মিলন করিয়া এস, পরে অর্ঘ্য প্রদান করিবে; নতুবা, ঐ অর্ঘ্য গৃহীত হইবে না।" ওগো ভাই বোন সকল, আজ কি মনে পড়ে, কাহাকেও ব্যথা দিয়াছ? আজ কি কাহার প্রতি অপ্রেম বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ? কাহার সঙ্গে ঝগড়া করেছ? কাহারও প্রতি দোষারোপ করেছ? কাহারও হৃদয় ক্ষত করিয়াছ? আজ ক্ষমা চাহিবার দিন, আজ ক্ষমা করিবার দিন; যে তোমাকে ব্যথা দিয়াছে তাকে ক্ষমা কর, যাকে ব্যথা দিয়াছ, তার নিকট ক্ষমা চাও। কেবল ক্ষমা নয়—আজ প্রেম দান করিবার দিন। ঐ যীশু ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়াও বলিয়াছিলেন—তার হত্যাকারীদের জন্ম প্রার্থনা করেছিলেন—"পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা কর; কারণ, ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।" কি প্রেম! এই প্রেমেতেই ঈশ্বর বাঁধা। আজ আমরা ক্ষমা করি, ক্ষমা চাই; পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাই, এই মস্তক ধূলিতে বিলুণ্ঠিত করিয়া ক্ষমা চাই; আজ আমাদের শরীরের উত্তাপে যাঁহারা এখানে আসিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকট ক্ষমা চাই; আজ যাঁহারা দূরে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রেমে আলিঙ্গন করি। আমার ভাই বোন সকল, আজ তোমরা কোথায়? আজ সকলে এস, সকলের চরণে ধরিয়া কাঁদি, সকলকে হৃদয়ে ধারণ করি, আজ যে আর মান অভিমানের সময় নাই, অপ্রেমের স্থান নাই—আজ গলা জড়াইয়া কাঁদিবার দিন, প্রেমে ভগবানের চরণে পড়িবার দিন; আজ প্রেম করিবার দিন, হৃদয়ে বরণ করিয়া লইবার দিন। কাহারও প্রতি একটু অপ্রেম থাকিলে যে তিনি প্রাণে আসিবেন না—তাঁহার দেখা পাইব না।

এই ঐকান্তিকতা, আত্মসমর্পণ ও প্রেম লইয়া ঈশ্বরের সাধনায় নিযুক্ত হইতে হইবে। সজনে- ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গে, দশটি ব্যাকুল প্রাণের সঙ্গে একত্রে পরম দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইবে; ভক্তির সহিত তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে। তাঁর নামে দশটি ব্যাকুল আত্মা যেখানে সম্মিলিত হয়, সেখানেই যে তাঁর আবির্ভাব। আমরা দুর্ব্বল, একাকী চলিতে পারি না; পদে পদে পদস্খলন হয়; ধর্ম্মবন্ধুগণ, উপাসকমণ্ডলীর ভাই বোন সকল, সহায় হইবেন; হাত ধরিয়া তুলিবেন; ধর্ম্মপথের সহায় হইবেন। এই সমবেত উপাসনা-ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে একটা আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হয়, বন্ধুত্ব জন্মে, প্রীতির বন্ধন জন্মে। কেবল তাহা নহে—যাহারা অনুপস্থিত তাহাদের সঙ্গেও একটি প্রাণের যোগ ঘটে; এই সমবেত উপাসনা-ক্ষেত্রে, উপাসকগণের মিলন-ক্ষেত্রে, আমাদের হৃদয় প্রশস্ত হয়; আমরা জগতের সাধুভক্তগণের সঙ্গে যোগ, একপ্রাণতা অনুভব করি; বিশ্বের সকল সাধকগণের সঙ্গে প্রাণের যোগ অনুভব করি; সুতরাং এই সমবেত উপাসনা, সজন সাধন ধর্ম্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়; ঈশ্বর লাভের সহায়। কিন্তু কেবল সজন সাধনে ধর্ম্মজীবন গড়ে না; নির্জ্জনে, একান্তে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে, তাঁহার ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে; শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে। প্রতিদিন নিয়মিত মত তাঁহার চিন্তনে, তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার নাম কীর্ত্তনে প্রাণ মন নিয়োজিত করিতে হইবে। কেবল এক মুহূর্ত্তের প্রার্থনা নহে—দীর্ঘ সময় ব্যাপী আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা করিতে হইবে। মন বিক্ষিপ্ত হইবে—তবুও মনকে জোর করিয়া সংযত করিতে হইবে। তাঁকে যে আমি চাই, নইলে যে আমার চলে না। তার অর্চ্চনার সময় নাই—সময় করিয়া লইতে হইবে; দিনে সময় নাই—গভীর রাত্রিতে সময় করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার অর্চ্চনা বন্দনাই যে জীবনের ব্রত! কেবল নির্জ্জনে একবার দুইবার আরাধনা ধ্যান করিলে চলিবে না; সকল সময়, সকল অবস্থাতে তাঁহার চিন্তা ও ধ্যান করিতে হইবে। পথে চলিতে চলিতে তাঁহার নাম করিতে হইবে—কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার নাম করিতে হইবে। বিশ্বের নানা দৃশ্যের মধ্যে তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই যে তাঁহার প্রকাশ—সকল সৌন্দর্য্যই যে তাঁরই সৌন্দর্য্য; সকল বাণীর মধ্যেই যে তাঁহারই সুর বাজিতেছে; সকল স্পর্শে যে তাঁরই সুকোমল স্পর্শ; সকল গন্ধে তাঁহারই গন্ধ, সকল রসে তাঁহারই আস্বাদ। এই যে তিনি অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন! সকল সময় তাঁহার ধ্যান, প্রার্থনা করিতে হইবে। এই ভাবে যদি প্রস্তুত হই, যদি প্রতীক্ষা করি, তবে তিনি আসিবেন, প্রাণে প্রকাশিত হইবেন। তাঁহার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। তাঁহার দ্বারে যে আসে তাহাকে তিনি বঞ্চিত করেন না। তাঁহার প্রেম যে কত, এই জীবনে তাঁর যে কত করুণার পরিচয় পাইয়াছি—তাহা কি বলিব? তাই বার বার বলিতে ইচ্ছা করে,—"কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে।" করুণাময় দেবতা তোমাকে আমাকে প্রত্যেককে আহ্বান করিতেছেন; প্রত্যেকের প্রাণ এসে স্পর্শ করিবেন, প্রত্যেককে তিনি চাহিতেছেন। আমরা কি তাঁহাকে বরণ করিয়া লইব না?

ভাই বোন সকল, আজ মাঘোৎসবের দিনে, এই উপাসক-মণ্ডলীর উৎসবে, নিজেদের অবস্থা স্মরণ করি। তখন আমরা নিরাশ্রয় ছিলাম—আমাদের ধন ছিল না, জন ছিল না, পদ মান ছিল না; অনেকে গৃহতাড়িত হ'য়ে আশ্রয়হীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম; তখন তাই আমরা নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি, তাঁর শরণাপন্ন হইয়াছিলাম; তাই আমরা পরস্পর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এই ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন করিয়াছিলাম। আজ আমরা সংসারে আশ্রয় পাইয়া দীন-হীনের আশ্রয়কে ভুলিয়াছি; আজ ধন জন পাইয়া প্রাণের ভাই বোনদিগকে, ব্রহ্মধামের সহযাত্রীদিগকে দূরে রাখিতেছি। আর নয়, আজ আমরা জাগ্রত হই; আমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে জাগ্রত হই; আমরা চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া জাগ্রত হই; ভাইকে ভাই বলিয়া, বোনকে বোন বলিয়া চিনিয়া লই; আজ ব্যাকুল ভাবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করি; আজ অপ্রেম ভুলিয়া যাই; আজ হ'তে ব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত হই; তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তবে ভাই বোন সকল, তোমরা কি দেখিতেছ? ঐ শুনিতেছ না, তিনি ডাকিতেছেন? গানে গন্ধে, শব্দে স্পর্শে, দৃশ্যের ভিতর দিয়া তাঁহার ডাক আসিতেছে। শুনিতেছ না প্রাণের ভিতরে তাঁহার সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে? আজ উৎকর্ণ হও—শোন শোন শোন; আর কাহারও বাকা

শুনিব না, তাঁহারই বাণী শুনিব; আর কাহাকেও হৃদয়ে বসাইব না, তাঁহাকে হৃদয়ে বসাইব; আর আপনার জনকে পর করিয়া দিব না, সকলকে প্রেমে আলিঙ্গন করিব, সকলকে হৃদয়ে ধারণ করিব, সকলের চরণে মস্তক লুটাইয়া ক্ষমা চাহিব। ওগো আমার ভাই বোন সকল, কে কোথায় আছ—আর দূরে থেক না—এই ব্রহ্মের চরণে এসে সকলে একত্র মাথা নত করি। ঐ যে আমাদের বিশ্রাম স্থান।

তাঁহাকে যদি প্রাণে পাই, তাঁহার চরণে যদি জীবন মন অর্পণ করি, তিনিই যদি আমাদের হৃদয়দেবতা হ'য়ে বসেন, তিনিই যদি মণ্ডলীর নেতা হন, তবে আবার প্রেম জাগিবে, বিচ্ছেদ যাইবে, মিলন আসিবে; ভাইএর পার্শ্বে ভাই এসে, ভগিনী এসে দাঁড়াবে, সকল দ্বন্দ্ব কোলাহল সারিয়া যাবে, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইবে, ভাইকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ আসিবে, শান্তি আসিবে; উপাসকমণ্ডলী জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে ত্যাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, নূতন বল আসিবে, নূতন আনন্দ আসিবে। আমরা ত ছোট নই, ব্রহ্মের সন্তান; ব্রহ্মকে ভুলিয়া ক্ষুদ্র হ'য়ে গিয়েছি। তাঁহাকে বরণ কর। তবে এস ভাই, এস ভগিনী, আজ ক্ষমা কর; ব্যথা দিয়াছি ক্ষমা কর; আজ দূরে যে আছ নিকটে এস—মুখে হাসি ল'য়ে এস, হৃদয়ে প্রেম ল'য়ে এস—ঐ ব্রহ্মের চরণে অবনত হই। তাঁহার অর্চ্চনাতে? জীবনব্যাপী সাধনাতে নিযুক্ত হই। তিনি যে করুণাময়, প্রেমময় দেবতা; তাঁর প্রেমের তুলনা নাই—আমরা তাঁরই জন্য প্রতীক্ষা করি, তিনি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন—তিনি প্রাণে প্রকাশিত হইবেন, তিনি আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। সকলে কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস একটি প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কাপুর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তৎপর সকলে প্রমত্ত ভাবে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মৃজাপুর ষ্ট্রীট, পটুয়াটোলা লেন্, হ্যারিসন রোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর লেন্, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন্, শঙ্কর ঘোষ লেন্ ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে সেখানেও কিছু সময় সঙ্কীর্ত্তন হয়।

অবশেষে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

আমরা সর্ব্বদাই ইহা দেখিতে পাই, যদি কোন গৃহ দূষিত হয়, তবে সে গৃহে কখনও প্লেগ, কখনও ইনফ্লুয়েঞ্জা, কখনও বসন্ত প্রভৃতি নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সে গৃহের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেহ বা বিকলাঙ্গ হইয়া যায়। যখন গৃহের এই অবস্থা হয় তখন বুদ্ধিমান্ গৃহস্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, গৃহের কোন্ অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে রোগের বীজ লুক্কায়িত আছে। আলো জালিয়া পরীক্ষা করেন কোন খানে ইঁদুর পচিয়া আছে কি না, কোথাও আবর্জ্জনা রাশীকৃত হইয়া আছে কিনা।

আজ এই পবিত্র মুহূর্ত্তে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে,—পরমেশ্বরের উপাসকগণ, আমাদের মধ্যে যে নানা-প্রকার পাপব্যাধি প্রবল, তাহার কারণ কি অনুসন্ধান করিব না? গৃহস্থ যদি এই কাজ করেন, তবে আমরা যারা ব্রহ্মের আহ্বানে আসিয়াছি আমাদের কি তাহা কর্ত্তব্য নয়? প্রদীপ কোথায়? আমাদের হৃদয়কন্দরস্থ প্রদীপ বিশ্বাসের পূত অগ্নিতে প্রজ্বালিত করিতে হইবে। আমাদের রোগ নানা প্রকার। আমরা শুদ্ধ-স্বরূপ ব্রহ্মপ্রকৃতির তত্ত্ব প্রচার করিতে যাই, এই মুখে তাঁহার নাম উচ্চারণ করি, আর আমাদের মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়! আমরা তাঁহার নাম লইয়া থাকি, আর আমাদের প্রাণের পরিবর্ত্তন হয় না, প্রাণের মধ্যে পুণ্যের সুগন্ধ বিস্তারিত হয় না! বিশ্বাসের আগুন আমাদিগকে জ্বালাইতেই হইবে। প্রাণের মধ্যে দুর্গন্ধ কেন? ইহার কারণ কি আমরা বুঝিতেছি না?

যে গৃহে সংক্রামক রোগ হয়, গৃহস্থ সে গৃহের রোগবীজলিপ্ত লেপ তোষক পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিয়া থাকেন। যে ফেলে না সে নিতান্ত নির্ব্বোধ। আমাদের দশা ইহাদেরই মত। আমাদের মনের মধ্যে আমরা কত প্রকার পাপই পোষণ করিতেছি! আমাদের প্রধান পাপ অপ্রেম। এই মহাপাপকে মনের মধ্যে পোষণ করিয়া ভাবিতেছি থাক্ না কেন, দোষ কি তাতে? নানাপ্রকার বাসনা ও বিষয়বুদ্ধির মধ্যেও নানাপ্রকার পাপ আশ্রয়লাভ করিয়াছে। আমরা তাদের কোন খবরই লই না। শরীরে রোগ আছে, কিন্তু তাহার জ্ঞান নাই। কি ভয়ানক অবস্থা! পরের দুঃখ দেখিলে অন্তরে কোনপ্রকার সহানুভূতির উদয় হয় না। এইরূপ কত পাপ পোষণ করিতেছি; এইরূপে কত মন্দ বাসনা, হীনতা, নীচতা ও স্বার্থপরতা আমরা পোষণ করিতেছি। এমন ক'রে আর কত কাল কাটাইব? এখন সময় আসিয়াছে আলো জ্বালাইতে হইবে। প্রাণের কোন্ কোণে কি বাসনা লুক্কায়িত আছে তাহার খোঁজ লইতে হইবে। চুরি ডাকাতি না করলেই ভালমানুষ হয় না—পরস্বাপহরণ না করিলেই ভালমানুষ হয় না। কত পাপ এই মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে। তন্ন তন্ন ক'রে আমরা তাহার অনুসন্ধান করি এবং ক্লেশ হ'লেও তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলি। এই কার্য্যে আমাদের মন নিবিষ্ট হউক।

গৃহস্থ যেমন বদ্ধগৃহের দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া থাকেন, সুগন্ধ জালাইয়া ঘরের দুর্গন্ধ নাশ করেন, আকাশের নির্ম্মল বায়ুও সে গৃহে সঞ্চারিত হইয়া দুর্গন্ধ দূর করিয়া থাকে; সেইরূপ আমাদের অন্তর-রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, কুবাসনার অন্ধকারকে দূরীভূত করিতে হইবে। আমরা কিরূপে বুঝিব আমাদের পাপ কোথায়? এই জন্যই ব্রহ্মপূজার আবশ্যক। বিশ্বাসের আগুন যে জ্বলে না তাঁর পূজা না করিলে; তাই যত উপাসনা, যত আরাধনা হইবে, ততই এই সকল পাপ ধরা পড়িবে। ঐ গৃহস্থের মতই আমাদের অন্তরের কবাট অনন্তের নিকট খুলিয়া দিতে হবে। চারিদিকে যে অনন্ত ব্রহ্ম বিদ্যমান, তাঁকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিই নাই। মুখে যদিও ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া থাকি, অন্তরে কিন্তু আমরা ঐ বাসনারই পূজা করি। বহুদিন কামনার পূজাই হইয়াছে, ব্রহ্মের পূজা হয় নাই। আমরা আমাদের প্রাণের কবাটগুলি ব্রহ্মের নিকট বন্ধ করিয়াই বসিয়া আছি। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলি তবে

লোকে কেবল হাসিবে। আমাদের সকল বদ্ধকবাট অনন্তের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিই। সেই পুণ্যবায়ুতে প্রাণের সব পুতিগন্ধ নষ্ট হইয়া যাউক। আমরা জানি যে, তিনিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। তাঁহার করুণা অসীম এবং আমাদিগকেও তিনি দয়া করিয়া থাকেন। আমরা ইহা জানি এবং আজ তাহা স্বীকার করি। কিন্তু কেবল আজই যে তাঁহার কৃপা স্বীকার করবার দিন তাহা নয়। তাঁহার পুণ্যবায়ু যাতে অন্তরে প্রবেশ করে তার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে।

আজ তাঁহার নিকট আমাদের প্রাণের সকল কবাট খুলিয়া দিই। তাঁর পুণ্যগন্ধে আমাদের দেহমন পুণ্যময় হইয়া উঠুক। পাপেতে প্রাণ পরিপূর্ণ, তাঁকে ভুলিয়া জীবন যাপন করিতেছি।

হে পরব্রহ্ম, তোমার যে পতিতপাবনী শক্তি তাহা আমাদের মধ্যে আসুক।

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) সোমবার— অদ্য উৎসবের বিশেষ দিন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় পূর্ব্বরাত্রিতে মন্দির আবার পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হয়। রাত্রি প্রভাত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই অনেক ব্যাকুলপ্রাণ উপাসক মন্দিরে উপস্থিত হন এবং সংগীতাদি করেন। এরূপ সংগীত সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি প্রথমে নিম্নলিখিতরূপে উপাসনার উদ্বোধন করেন :—

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপসু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
যওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।
ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ঃ যো
নঃ প্রচোদয়াৎ"

হে শুভবুদ্ধির প্রেরয়িতা প্রভু পরমেশ্বর, তোমাকে স্মরণ করি এবং প্রণাম করি। ১১ই মাঘের সুপ্রভাতে তোমাকে বন্দনা করিতে ও তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ভক্ত সমাজ তোমার চরণ তলে উপস্থিত। এখন তুমি প্রসন্ন নয়নে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তোমার প্রসন্ন বদন না দেখিতে পাইলে কি করিয়া ইহারা তোমার উৎসব সম্ভোগ করিবে? বহুপ্রাণ, সন্তাপিত, বহুপ্রাণ নানা সন্তাপ নিয়ে এসেছে। তাহা আমার মুখে বলিতে গেলে সন্তাপ আরও বাড়িবে, এই চিন্তায় প্রাণ অবসন্ন ও ম্রিয়মান; তাই আমি নীরব। কিন্তু তুমি আমার এবং আমাদের চেয়ে তাহা অধিক জান ও বুঝ; দূর করিবার শক্তিও কেবল তোমারই আছে। এখন মহোৎসবে এই প্রার্থনা, তুমি যাহার যাহা দুঃখ সন্তাপ জান এবং বুঝ তাহা দূর কর। সকলে যেন তোমার চরণে সন্তাপিত প্রাণকে শীতল করে, তোমার প্রেমপুণ্য আনন্দ শান্তিলাভ করে।

১১ই মাঘ অতি পুণ্য দিন। ধর্ম্মজগতে এমন দিন আর দ্বিতীয়টী নাই। এই দিন অভ্রান্ত শাস্ত্র, মধ্যবর্ত্তীবাদ প্রভৃতি নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার আবর্জ্জনা সব দূর ক'রে নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজার জন্য উপাসনা মন্দির স্থাপিত হয়। ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন লইয়া মাঘোৎসব বা ব্রহ্মোৎসব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদায় আনন্দ অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষ স্মরণ—তর্পণ প্রাচীন রীতি। ব্রহ্মোৎসবের ন্যায় আনন্দ অনুষ্ঠান আর কি আছে? তাই এই দিনে আদিপুরুষ পিতৃপুরুষ রাজা রামমোহনের বিশেষ ভাবে তর্পণ করি। সমুদয় একেশ্বরবাদী পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করি। রাজা রামমোহন জীবনে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে মানব জাতি এখনও তাহার সুফল ভোগ করিতেছে। কিন্তু সে সব অনুষ্ঠান নাই। তিনি সে সব কাযের মূলে আপনার ঈশ্বর বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস—একেশ্বরের উপাসনা—প্রতিষ্ঠিত হইত না এবং থাকিত না। একেশ্বরের উপাসনা মন্দির স্থাপন ক'রে আপনার ভক্তি বিশ্বাস জগতে রক্ষা ক'রে গিয়েছেন। নতুবা পশ্চিম দেশে মহাত্মা থিওডোর পার্কারও একেশ্বরের উপাসনা প্রচার ক'রে গিয়েছেন, অনেক সাধুকার্য্য ক'রে গিয়েছেন, যাহার ফল মানব জাতি এখনও ভোগ করিতেছে। ঈশ্বরের নিকট তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনা এখনও মানবাত্মার কল্যাণ সাধন করিতেছে ও করিবে। কিন্তু কোন ভজনালয় স্থাপন না করাতে সে মণ্ডলীর চিহ্ন নাই। এই জন্য ব্রহ্মমন্দির একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার ও তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপনের একটী সুন্দর স্বর্গতুল্য স্থান পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হ'য়ে রয়েছে। আমার দুর্ব্বল শক্তি তাই বহুস্থানে ব্রহ্মমন্দির স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় নিয়োগ করেছিলাম এবং সফলকাম হয়েছিলাম। এখন আমি অক্ষম দুর্ব্বল, সে শক্তি নাই। তাই দুঃখ হয় যখন শুনি সে সব মন্দির নানা প্রকারে হস্তান্তর হইতেছে এবং উপাসকমণ্ডলী সব মৃতভাবে রয়েছে। তাই এখন শুধু যাঁর কায তিনি করুন এই প্রার্থনা নিয়ে রয়েছি। আরও একেশ্বরবাদের মন্দির আছে। তাহাতে এক একজন মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্র হস্তে নিয়ে রয়েছেন। তাই রাজাকে যত স্মরণ করি আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমন্দিরে ব'সে ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করি, তত তাঁহার প্রতি অন্তর কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ হয় আর বলি ও রাজা! তুমি এখন কোথায়? তুমি একবারটি এসে দেখ ব্রাহ্মসমাজ কি তোমার মহাকীর্ত্তি জগতে ঘোষণা করিতেছে, পাপী তাপী ভগবৎসঙ্গ লাভ ক'রে ধন্য হইতেছে। তুমি এস, তোমার প্রিয় পরমেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে এস, তোমার কায যাঁরা রক্ষা ক'রে গিয়েছেন তাঁহাদিগকেও সঙ্গে ক'রে এস, আমরা তোমার বংশধর তোমাকে আনন্দের সহিত ব্যাকুল প্রাণে ডাকিতেছি, নিমন্ত্রণ করিতেছি, তুমি এস। ঈশ্বরের নিকটেও প্রার্থনা করিতেছি, হে প্রভু তুমি এস, তোমার দাসদলকে সঙ্গে নিয়ে এস, ভক্ত বিশ্বাসীদিগকে সঙ্গে নিয়ে এস; উৎসবে এস, এবার বান ডাকুক, ভক্তির বান প্রবেশ করুক। ভক্তসমাজ তোমার ব্রহ্মোৎসব ক'রে ধন্য হউক।

হে প্রিয় ভাইভগ্নীগণ! মানুষের উপর, আচার্য্যের উপর, বেশী বিশ্বাস নির্ভর রেখ না। যাঁর উৎসব করিতে এসেছ তাঁর চরণে মনপ্রাণ ঢালিয়া দাও, তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখ, তাঁর প্রেমে নির্ভর রাখ; উৎসব সফল হইবে। ঈশ্বরের সুপ্রভাত আজ তোমাদিগকে কি বলিতেছে? ঈশ্বরের নবসূর্য্য আজ কি প্রকাশ করিতেছে? ঈশ্বরের পাখিগণ আজ কি গান গাহিতেছে, ভক্তদের মুখকমলে কে ফুটে উঠেছেন? তোমাদের অশ্রুনীরে কাহার ছবি পড়েছে? আজ চারিদিকে কিসের কোলাহল? একি দেখছ শুধু

মানুষ আর মানুষের সংসারের কোলাহল? না, এ যে ঈশ্বর এসেছেন, ঈশ্বর এসেছেন! এযে কি অপূর্ব্ব নহবৎ বেজেছে! এখন সকলে তাঁহাকে বরণ ক'রে লও। হে বীর পুরুষগণ, হস্তের তরবারি ভূমিতে ফেলতে ও তোমাদের অসি সকল ঝনঝন শব্দ ক'রে উঠুক। ভক্তগণ, তোমাদের সুকণ্ঠে রসপূর্ণ সঙ্গীত ধ্বনিত হউক। হে কুলকন্যাগণ, বরণ করতে ত তোমরাই ভাল জান, তোমাদের কণ্ঠস্বরে শঙ্খধ্বনি বাজুক? আনন্দে সকলে উৎসবের দেবতাকে বরণ করিয়া লও এবং প্রাণ সিংহাসনে বসায়ে তাঁহার আরতি কর, বন্দনা কর, মহা আরাধনায় নিযুক্ত হও। আজ পৃথিবী ধন্য হউক, আজ ভক্তসমাজ ধন্য হউক, আজ পাপী তাপী পরিত্রাণ লাভ করুক, আর এই দুঃখীদের চক্ষু যে দিকে যাইবে, যেন তাঁরই সব লীলা দে'খে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। হে আমাদের দয়াল, তুমি কৃপা কর— দেখ সন্তানেরা কি প্রাণ ল'য়ে এসেছে। তুমি এসব প্রাণের আনন্দ হও, শান্তি হও; তুমি তোমার উৎসবকে ধন্য কর, ব্রহ্মমন্দির ব্রহ্ম-নামের জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হউক।

সন্তানেরা তাঁহাকে নিয়ে উৎসব করিবেন, তাই আনন্দে হাসি মুখে তোমাদের মধ্যে দয়াল এসেছেন। আজ কয়দিন থেকে তোমাদের আহ্বানে, ভক্ত দাসদের কাতর প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনায় যেন স্বর্গের দেবতা পৃথিবীতে এসেছেন। তোমাদের ব্যাকুল প্রাণের প্রার্থনায় যেন স্বর্গের সিংহাসন টলেছে, যেন আর তিনি না এসে স্থির থাকতে পারলেন না; তাই এসেছেন, তাই পৃথিবীতে সোর গোল পড়েছে, ঈশ্বর এসেছেন। এই যে দয়ালের দয়া হয়েছে, দয়াল প্রভু এসেছেন। তবে সকলে তাঁহাকে বরণ করিয়া লও—।

উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

ঈশ্বরের আনন্দকে যিনি জীবনে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদ্বারাই তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইতে পারে, তিনিই তপস্যার অধিকারী, তিনিই কর্ম্মের অধিকারী। তাই আজ ভাই ভগিনীদের নিকট একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। বর্ত্তমান যুগ কর্ম্মযুগ,—এখন ইহাকে ধর্ম্ম বা তপস্যার যুগ বলিয়া কেহ স্বীকার করিতে যেন লজ্জাবোধ করেন; তাই ধর্ম্ম ও কর্ম্মের একটা মীমাংসা বা সামঞ্জস্যে যাওয়া উচিত। ধর্ম্ম বলিতে বা কি বুঝি এবং কর্ম্ম বলিতেই বা কি বুঝি? ধর্ম্ম, জীবনের সকল অবস্থায় ঈশ্বরকে আশ্রয় ক'রে থাকা, জীবনে ঈশ্বরকে সর্ব্বময় প্রভু করা, সকল সম্ভোগের মধ্যে ব্রহ্মসম্ভোগ উপভোগ করা। সংক্ষেপে ধর্ম্মের সংজ্ঞা এই। এখন কর্ম্ম বলিতে কি বুঝি?—জীবনরক্ষার জন্ম যাহা কিছু আয়োজন, যাহা কিছু বিধি ব্যবস্থা, যাহা কিছু শ্রম, সবই কর্ম্ম। এখন বলি এই ধর্ম্মই কি কর্ম্ম, না এই কর্ম্মই ধর্ম্ম? কর্ম্মই ধর্ম্ম না ধর্ম্মই কর্ম্ম? ইহার মীমাংসা করিতে পারিলে বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে চলতে পারবো। ইহার সঙ্গে যোগ রেখে চলতে হবে; ইহাই সকলের উপদেশ, পরামর্শ ও আকাঙ্ক্ষা। যুগধর্ম্মের সঙ্গে মিল রেখে চলতে না পারলে বহু-সংগ্রামে গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। ১১ই মাঘে এই জটিল বিষয় লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি কেন? তবে বলিতেছি,—এখানেই ব্রাহ্ম-সমাজের জীবন মরণ। ধর্ম্ম করব কি কর্ম্ম করব, ইহা লইয়া মানুষের মনে বহু আন্দোলন আসিয়াছে। অনেকে বলিতেছে ধর্ম্মকে স্বতন্ত্র রাখ, কর্ম্মকে স্বতন্ত্র রাখ।

প্রাচীন কালে ধর্ম্ম মানবজীবনের কার্য্যাদি হইতে স্বতন্ত্র এক বস্তু ছিল। ধর্ম্ম যেন ঠাকুর ঘরেরই ব্যাপার, উহা যেন গুরু পুরোহিতের হস্তেই গুপ্ত; অথবা যাহার যাহা ধর্ম্ম তাহা তাহার নির্জ্জনে একলা করিলেই হলো। ইহার হস্ত হইতে মানব-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। ব্রাহ্মসমাজ গঠনের জন্য বিশ্বাসী দলের গঠন। 'জীবনের অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলিকে স্বতন্ত্র কর, ধর্ম্ম, তপস্যা, ঈশ্বরসম্ভোগকে স্বতন্ত্র কর' ব্রাহ্মধর্ম্ম এই শিক্ষা দিতে আসেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন ধর্ম্মও যাহা কর্ম্মও তাহা—ধর্ম্মই কর্ম্ম, কিন্তু কর্ম্ম ধর্ম্ম নয়। শুধু অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নয়, তাহা কর্ম্ম বটে; শুধু ঈশ্বর-সম্ভোগ ধর্ম্ম নয়, ইহার অনুষ্ঠান কর্ম্ম। তবে ধর্ম্মই কর্ম্ম— কর্ম্ম কখনও ধর্ম্ম হইতে পারে না। কর্ম্মের বিশেষণ আছে। কর্ম্ম যে ঈশ্বর উপাসনা, তাহারও বিশেষণ আছে—প্রিয় কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রিয় কর্ম্ম হওয়া চাই। ধর্ম্মের কোন বিশেষণ নাই, ঈশ্বর উপাসনাতেও ইহা এক কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে—তাঁহাতে প্রীতি। এই প্রীতিতেই সম্ভোগ। বাহিরেও দেখা যায়, ইহা সাধুকর্ম্ম, ইহা অসাধু কর্ম্ম, এইরূপ কর্ম্মের বিশেষণ আছে। যদি কেহ বলেন ইহা সদ্‌ধর্ম্ম, ইহা অসদ্ ধর্ম্ম? কিন্তু অসৎ যাহা তাহা আর ধর্ম্ম ব'লে বাচ্য নহে। ধর্ম্ম যাহা তাহা চিরদিনই সৎ। উপধর্ম্ম প্রভৃতি মানবীয় কথা আছে; তাহাও ধর্ম্ম ব'লে বাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মের ভালমন্দ বিচার হইতে পারে; অতএব কর্ম্মই ধর্ম্ম নয়, কিন্তু ধর্ম্মই কর্ম্ম।

প্রাচীন কালের মহাজনেরা ধর্ম্মকেই করণীয় বলেছেন, কিন্তু কর্ম্মকে উপেক্ষা করেছেন; পরে তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ কর্ম্মকেই বা বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম ব'লে ধরেছেন; কারণ, কর্ম্মকে বাদ দেওয়াতেই এই বিপদ ঘটেছে। এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং অনুবর্ত্তীরা বিভ্রান্ত না হন তাহার জন্য, বর্ত্তমানের মহাজন রাজা রামমোহন কি বলেছেন এবং জীবনে কি করেছেন, কি দেখাইয়াছেন তাহার একটুক আলোচনা করি। রাজা ধর্ম্মই যে করণীয় তাহা স্বীকার ক'রেও সমুদয় জীবনব্যাপী কর্ম্মকে ধর্ম্মের অঙ্গ করেছেন; ধর্ম্ম যেন ঠাকুর ঘরের ব্যাপার না হয় তাহা হইতে ধর্ম্মকে যেমন রক্ষা করেছেন, কর্ম্মগুলিও ধর্ম্মবিহীন হ'য়ে মৃত অনুষ্ঠানে পরিণত না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করেছেন। রাজা কর্ম্মকে উপেক্ষা করেন নাই; ধর্ম্ম শুধু ঈশ্বর সম্ভোগ, উপাসনা, প্রার্থনায় রাখেন নাই; কর্ম্মের মধ্যেও ব্রহ্মপ্রেম সম্ভোগ করেছেন এবং অনুবর্ত্তীদের জন্য ব্যবস্থা রেখেছেন। শুধু রাজা রাজা ক'রে যেন আমরা দিন না কাটাই। রাজার জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বুঝি তিনি কি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁর এই শিক্ষা যে, আমরা ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে পাগল হ'য়ে কর্ম্মের জীবন যাপন করি, অর্থাৎ ধর্ম্মই কর্ম্ম, ধর্ম্মকে জীবনের রস ক'রে, বল ক'রে কর্ম্ম করি,

ইহাই তাঁহার জীবন শিক্ষা দিয়া গিয়াছে, এখনও শিক্ষা দিতেছে। অনুষ্ঠান বা প্রার্থনা গুলি শুধু নয়, তাঁহার জীবনের প্রভাবও আমাদিগকে ব্রহ্মানুগত করিতেছে। মানবের প্রভাব হ'তে, সমাজের প্রভাব হ'তে, পিতামাতার ধর্ম্ম প্রভাব হ'তে রক্ষা ক'রে ধর্ম্মের প্রভাবের অনুগত করিতেছে। তাই ধর্ম্মই কর্ম্ম, কর্ম্ম ধর্ম্ম নয়, সে জীবনের বিশেষ শিক্ষা ব্রাহ্মসমাজকে এইরূপ গঠন করিতেছে। এখন আমাদিগকেও সেই শিক্ষারই বিস্তার করিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজে রক্ষা করিতে হইবে। উপাসনাই ধর্ম্ম; ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক সকল প্রকার উপাসনাকে ব্রহ্মসম্ভোগের উপায় জেনে তাহাতে যোগ দিতে হইবে, ও জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই কর্ম্ম। ইহাদের কাহাকেও স্বতন্ত্র করিবে না। এই ধর্ম্ম করাই কর্ম্ম করা। ইহার কোন প্রকার উপাসনা বাদ দিয়ে যে ধর্ম্ম তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়, যে কোন কর্ম্ম তাহাও ব্রাহ্মের কর্ম্ম নয়। রাজার জীবন আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং দিতেছেন; তাই তিনি ব্রহ্মকে নির্গুণ ব্রহ্ম না ভেবে, জীবনের সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে ভেবেছিলেন, কর্ত্তা করেছিলেন। সকল তপস্যার দেবতা তিনি, সকল কর্ম্মের বিধাতা তিনি, জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা তিনি, এইরূপে ভেবেছিলেন।

এখন উপাসনায় যেমন জোর দিয়া কথা বল্‌লাম, তেমনি কার্য্যে উদাসীন হ'য়ে কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা নিয়ে থাক্‌লে হবে না। কর্ম্ম কর, কর্ম্মকে নীরস কর্ম্ম, মৃত অনুষ্ঠান হ'তে দিবে না। কর্ম্মকে নিয়মতন্ত্রের অধীন কর; কর্ম্মের জন্য নিয়ম, কর্ম্মের জন্য প্রণালী, কর্ম্মের জন্য জীবন, দৈহিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন। কর্ম্ম করিতে গেলেই বাহিরে যেতে হয়; কিন্তু ব্রহ্ম হইতে বিযুক্ত হ'য়ে যে কর্ম্ম সে কেবল মানুষকে গর্ব্বিত করে, তাহাতে অন্যের উপকার হ'তে পারে, কিন্তু কর্ম্মী নিজে বিনষ্ট হন। তাই যোগযুক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করার উপদেশ। পূর্ব্ব উপদেষ্টাদের নিকটও এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। কর্ম্ম করিতে গেলেই মানুষের ফলাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। তাহাতেও বিশ্বাসীদের পথ অনুসরণ কর। কর্ম্ম করিবার অধিকার পেয়েছ কর্ম্মই কর; তোমার পিতা, তোমার প্রভু দেখিতেছেন। তোমার কর্ম্মের জন্য যেমন তিনি তোমাকে দায়ী করিতেছেন, তেমনি তোমার কর্ম্মের ফল তিনি বিধান করিতেছেন। তুমি সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে না, তোমার দৃষ্টি কর্ত্তার দিকে। তিনি হুকুম করেছেন, তুমি হুকুম তামিল কর, এই ভাবে কর্ম্ম কর। এই কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিতে পার নতুবা কর্ম্ম ধর্ম্ম নয়। যেখানে সে কর্ম্মের জন্য আহুত হ'তেছ দেখ—তাহাতে কি সত্যই ব্রহ্মের ইচ্ছা পালন করিতে পারিবে? ইহা অনুভব করিতে হইবে। শাস্ত্রী বলিতেন, বাটী মাজিতেই দিন গেল, দুধ খাওয়া আর হইল না; বাটী মাজাও কর্ম্ম, দুধ খাওয়াও কর্ম্ম; দুধ না খেয়ে, উপাসনাবিহীন হ'য়ে শুধু কর্ম্ম নিয়ে থেকো না; তাহা ধর্ম্মও নয়, ধর্ম্ম কর্ম্মও নয়।

এখন আমার জীবনের একটী কথা ব'লে কথা শেষ করি। সে কথাটী এই, আমি ঈশ্বর-আদিষ্ট মানুষ হ'তে চাই; অন্যকেও তাহাই হ'তে বলি। আমি মানুষের প্রভাবের কখন অধীন হই নাই, কাহাকে হ'তে বলিও নাই। এবারই হয়ত ভাইভগ্নী, তোমাদের চরণে আমার এই শেষ নিবেদন,—ব্রাহ্মসমাজকে কোন মানুষের প্রভাবের অধীন হ'তে দিও না, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়, যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ সকলের দৃষ্টির বাহিরে যায়, এমন কায করিওনা। ইহার কতক লোক সে পথের অনুসরণ করাতে তাঁহারা জগতের দৃষ্টির বাহিরে গিয়াছেন, মৃত মণ্ডলী ল'য়ে রয়েছেন। তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক, জীবন্ত হ'য়ে ধর্ম্ম কর্ম্মে মন প্রাণ ঢালিয়া দাও। তোমাদের প্রিয় ধর্ম্ম জগতে গৌরবলাভ করুক। তোমাদের সমাজ জগতের নরনারীর আশ্রয়স্থান হউক। আবারও বলি, ইহাই ধর্ম্ম ইহাই ধর্ম্ম কর্ম্ম। ইহার কেহ পরিপন্থী হইওনা। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তোমাদের মস্তকে বর্ষিত হউক। ভাইভগ্নী, ব্রহ্মোৎসবে সেই ভক্তি লাভ করি, যাহা চিরদিন আমাদিগকে ঈশ্বর চরণে যুক্ত ক'রে রাখিবে। তবে মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা থাকিবে; কিন্তু মানুষ মানুষ ক'রে সমাজের কল্যাণে আঘাত করিব না। ধর্ম্মের এই মহাআদর্শকে হীন হ'তে দিবনা। আমি আবার আমার কথা বলিতেছি, আমি এখানে এসেছিলাম, উৎসাহের সহিত সেবাব্রত নিয়েছিলাম, ব্রহ্মের সেবা করিব বলিয়া, তাঁহার কথা শু'নে চলিব ব'লে; কিন্তু যখনই দেখবো এখানে ঈশ্বর অপেক্ষা মানুষের জন্য সকলে ব্যস্ত,—"ঈশ্বর ম'রে গেলেও ক্ষতি নাই, অমুকে বেঁচে থাকুক, এই হ'লেই হলো—তখনই বুঝিব ব্রাহ্মধর্ম্মের বিনাশ সাধন করা হইতেছে। শাস্ত্রী কোন দলকে লক্ষ্য ক'রে কেবলই দুঃখ করেছেন, ব্রাহ্মসমাজে মানুষের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখাইতে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে গ্লানিযুক্ত করিতেছেন, দেখিয়া দুঃখে দুঃখে জীবন শেষ ক'রেছেন, কিন্তু শেষ জীবনে নিজেদের লোকদিগকে দেখে দুঃখ ক'রে বলেছেন, সাধুভক্তি শিক্ষা কর। দেখা গেল সাধুভক্তিবিহীন হইলে ধর্ম্মজীবন গড়েনা। ধর্ম্ম-জীবন, ধর্ম্মমণ্ডলী গড়ে তুল্‌তে পারছেন না—ইহা তাঁহার বিশেষ সন্তাপের কারণ হয়েছিল। তাই বলি সাধুভক্তি চাই। এখানে শুধু আপনার মনের মত লোকটীকে শ্রদ্ধা করিলেই শ্রদ্ধা আছে, সাধুভক্তি আছে, ইহা ভাবিতে হইবেনা। যাঁহার সঙ্গে মতের মিল নাই, কিন্তু তাঁহাতে সাধুতা আছে, সেখানেও ভক্তিপূজা থাকা চাই। নিকটে যে, আছে দলকর্ম্মে যাহাকে পাই, তাহার ভিতর দোষ ত্রুটী দেখেও তাঁহার জীবন যদি সাধু হয়, দূরে যে আছে দলকর্ম্মে মিলিনা তাঁহার সাধুতা অপেক্ষা নিজের লোককে যে শ্রদ্ধা করিতে জানে, তাহারই অন্তরে শ্রদ্ধা আছে বুঝিতে হইবে। নিজের দলের লোকেতে মানুষ যেমন অন্ধ, তেমনই আবার কেহ কেহ নিজের লোকের নামও করে না, কেবলই অন্যের কথা বলে,—একবারও রামমোহনের নামে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, দশ বার ঈশা ঈশা করে। এও স্বাভাবিক অবস্থা নয়। যাহা হউক, আমার কথা এই, যাহা জীবনে অনুভব করেছি তাহাই বলি, জগতে মানুষকে মানুষ ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া ধর্ম্মের যে কি গ্লানি করেছে যাহা অপেক্ষা, মানুষের আর কিছুতে অধিক পাপ হ'তে পারে না, তাহাই দে'খে, তাহাই ভেবে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরণ লয়েছিলাম, আশ্রয় লয়েছিলাম। জগতে অবতারবাদ, মধ্যবর্ত্তীবাদ, গুরুবাদ, আচার্য্য বাদ, আপ্তবাদে, মানুষবাদে ধর্ম্মের মহাগ্লানি করেছে, ইহা তোমরা জান, বুঝ। বঙ্গদেশ এই নিগড়ে কত আবদ্ধ! পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এত নিত্য নূতন অবতারবাদ বা গুরুবাদে পূর্ণ নয়। সেই জন্য দয়াল ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্ম যন্ত্রের মধ্য দিয়া নিত্য

ক্রিয়াশীল ব্রহ্মরূপে বঙ্গদেশে প্রকাশ হয়েছেন। বঙ্গদেশেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশের প্রয়োজন ছিল; নতুবা এ দুর্ব্বল জাতি—এ বুদ্ধিমান জাতির উদ্ধারের আর অন্য উপায় ছিল না। অন্য উপায় নাই। আজ ব্রহ্মকে ধন্যবাদ কর, আর বদ্ধপরিকর হও যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মে এ গ্লানি না আসিতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্মে কি অবতারবাদ, মধ্যবর্ত্তীবাদ আসিতে পারে বলিয়া সন্দেহ করি? সন্দেহ করি কি? ব্রহ্মের কৃপায় সে জঞ্জালে পড়তে পড়তে আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম আপন মহিমায় আপনি দণ্ডায়মান হয়েছে, ইহা দেখেছি। তোমরা যদি না দেখে থাক, তোমাদের মনে যদি সে সন্দেহ এসে না থাকে, ভাল। তোমরা বিশ্বাসী; কিন্তু আমি কিনা দুর্ব্বল, তাই দেখেছি, ভয় পেয়েছি; তাই বলিতেছি, উৎসবের দিনে বলিতেছি, সাবধান, এ গ্লানি হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বদা বাঁচাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আরও অনেক কাজ আছে সত্য; তাহা কর; কিন্তু ইহাই তাহার প্রধান কাজ বা একমাত্র কাজ—নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পূজা প্রতিষ্ঠা করা। তোমরা আজ কাহার জন্য ব্যস্ত? তোমাদিগকে দে'খে যদি অন্যেরা বলে—ইহারা ও আমরা কি তফাৎ? যদিও ইহারা ঈশ্বর ঈশ্বর করে, আমরা অবতারবাদী, ইহারা মুখে তাহা বলে না, ইহাদের জীবনের গতি সেই দিকেই। মানুষ মানুষকে ছেড়ে শুধু ঈশ্বর নিয়ে থাকতে পারে না। আমরাও একটা ধর্ম্ম মানি কিন্তু তাহার জন্য কিছু করি না, ইহারাও ঈশ্বর মানে কিন্তু কৈ! উপাসনায় ত ইহারাও উদাসীন। সংসারে আমরাও পাঁচজনের মত হ'য়ে থাকি, ইহারা তাহার চেয়ে বেশী কিছু চায় না, বা চায়। তাহা হইলে কি হইল? ইহাদের কাছে আর কেন যাবো? ভাই-ভগ্নী, এসব কথা শুনতে দিও না। পূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্ম দেখিলেই লোকেরা ভাবিত, বলাবলি করিত, ইহারা আর যাহাই করুক, ইহারা কিন্তু সত্যবাদী, পরোপকারী, বিশ্বস্ত। তবে এখন এরূপ কেন হলো? ধর্ম্ম শিক্ষা, উপাসনা-শিক্ষার অভাবই ইহার কারণ। আর সব দিকে অভিভাবকের দৃষ্টি আছে, কিন্তু উপাসনাতে আনতে চেষ্টা নাই। সব যাহা হবার আপনেই হবে, এই কথাই সর্ব্বনেশে কথা হয়েছে। আমি যেমন কোন মানুষকে আশ্রয় করি নাই, তেমনি ঈশ্বরকে আশ্রয় ক'রে, উপাসনাকে আশ্রয় ক'রে চিরজীবনের সম্বল ক'রে ধরেছিলাম। শেষ জীবন পর্য্যন্ত অন্তরের গভীর আকাঙ্ক্ষার সহিত ধ'রে রয়েছি। সকলকে আমি সেই কথাই বলিতেছি, ঈশ্বরকে আশ্রয় কর, উপাসনাকে ভাল ক'রে ধর। জীবনে বুঝতে পারবে মানুষ মানুষ ক'রে ইহার চরণে তাহার চরণে পড়তে হবে না। আমার এই শিক্ষা, ইহার বাহিরে আর কিছু জানি না, বুঝিও না। আমার বাহিরের শিক্ষা যেমন আমার দিক্ দিয়া শেষ হতেছে—শরীর চায় না, পারে না, তেমনি দেখিতেছি—তাই ভগিনীরাও হয়ত চায় না। আজকার এ অধিকার ঈশ্বরের দয়া বয় ও তোমাদের মহানুভবতা। তোমাদের মহত্ত্বকে ধন্যবাদ ক'র—ঈশ্বরের করুণার শরণাগত হই।

আমার শেষ নিবেদন আমাকে যেন এই ধর্ম্মের কোন গ্লানি দেখিতে না হয়। ঈশ্বরের প্রসন্ন বদন দে'খে আনন্দ মনে যেন ইহধাম হইতে চ'লে যেতে পারি। তোমাদের নিকট আমার এই শুভ কামনা। ঈশ্বর চরণে আমার এই প্রার্থনা। ব্রহ্মকৃপায় তোমাদের কল্যাণ হউক।

ব্রাহ্মসমাজ

কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ—গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বনমালী চট্ট গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ জানার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীনাথ বাবু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কাঁথি ব্রাহ্মসমাজে ১৲ এক টাকা দান করিয়াছেন।

পাণ্ডুয়া ব্রাহ্মসমাজ—গত ১১ই মাঘ কটক জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে:—প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়ে সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন; তৎপরে, "সত্যেরই জয়" এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিশেষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী বেদান্ততীর্থ "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" উপনিষদের এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া শাস্ত্রের নানা উদাহরণ সহ একটি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমস্বরে "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়", এই গীতটি গাহিয়া প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়ে উৎকল বাসী কয়েক জন যুবক মিলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ আনন্দিত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৫॥ ঘটিকার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি সভ্য ব্রহ্ম সঙ্গীত করিলে পর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী বেদান্ততীর্থ যথারীতি উপাসনার কার্য্য শেষ করিয়া প্রায় ১॥ ঘণ্টা কাল ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের যোগ সম্বন্ধে অতি সুন্দররূপে সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সমাজ গৃহটি পত্র পুষ্পে সুন্দর সজ্জিত হইয়াছিল। লোকে গৃহ-পূর্ণ হইয়াছিল। উপাসনান্তে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী একত্রে প্রীতি ভোজন করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—৫ই মাঘ হইতে ১৩ই মাঘ পর্য্যন্ত বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ২৯শে পৌষ হইতে ৫ই মাঘ পর্য্যন্ত নগরে উষাকীর্ত্তন হয়। ৫ই মাঘ রাত্রিতে উদ্বোধনের উপাসনায় শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৬ই মাঘ প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্মরণার্থ উপাসনায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রিতে "মহর্ষি ও শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়। মনোমোহন বাবু সভাপতি এবং বাবু সত্যানন্দ দাস মন্মথমোহন দাস, যোগানন্দ দাস ও শ্রীচরণ সেন বক্তৃতা করেন। ৭ই মাঘ প্রাতে রায় সাহেব হরকিশোর বিশ্বাস ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ এবং প্রার্থনা করেন। তৎপরে কাঙ্গালী বিদায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। রাত্রিতে উপাসনা হয়; বাবু যোগানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৮ই মাঘ প্রাতের উপাসনায় মন্মথ বাবু আচার্য্য; অপরাহ্ণে বগুড়া রোডস্থ সর্ব্বানন্দ ভবন-প্রাঙ্গনে ছাত্র সমাজের উৎসবে মনোমোহন বাবু সভাপতি। শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র সেন,

বি-এ, অশোকানন্দ দাস এবং উপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন; কমলা লেবু ও কদমা বিতরিত হইলে নগর সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে মন্দিরে গমন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে মনোমোহন বাবু "গোড়ার কথা" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৯ই মাঘ প্রাতে বাবু ললিতকুমার বসু এবং রসিকলাল সেন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ ও প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে সঙ্গতসভার উৎসবে রায় সাহেব হরকিশোর বিশ্বাস সভাপতি। সম্পাদক মন্মথ বাবু বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। মনোমোহন বাবু সত্য বাবু এবং রামপ্রসাদ সেন এবং বাবু পূর্ণচন্দ্র দে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১০ই মাঘ প্রাতে বাবু রাজকুমার ঘোষ উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসবে শ্রীমতী সুশীলাবালা দাস উপাসনা করেন ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করেন। অপরাহ্নে ব্রাহ্ম শ্মশান ক্ষেত্র হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়া বহু পথ ঘুরিয়া রাত্রিতে মন্দিরে কীর্ত্তন দল আসিলে উপাসনা হয়। মন্মথ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১১ই মাঘ প্রত্যুষ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত জমাট প্রভাত কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। ১১টা বেলায় উৎসব শেষ হয়। মধ্যাহ্নে বাবু রাজকুমার ঘোষ উপাসনা করেন। অপরাহ্নে সত্যানন্দ বাবু পাঠ ব্যাখ্যা করিলে জমাট কীর্ত্তনান্তে সায়ংকালীন উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্য। ১০ টায় কীর্ত্তনাদি হইলে উৎসব শেষ হয়। ১২ই মাঘ প্রাতে মন্মথ বাবু সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলনে মনোমোহন বাবু সভাপতি। বালকবালিকাগণ সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি করিলে অনেকে উপদেশ দেন। রাত্রিতে সত্য বাবু "ভাঙ্গা ও গড়া" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৩ই মাঘ প্রাতে বাবু যোগানন্দ দাস এবং পূর্ণচন্দ্র দে পাঠ ও প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে উৎসব সমাপ্তি সূচক সুহৃদ সম্মিলনের উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্য। প্রীতি জল যোগে এবং প্রণাম আলিঙ্গন ও সম্ভাষনান্তে মধুর উৎসব শেষ হয়।

বিগত ৮ই জানুয়ারী সায়ংকালে বরিশাল ব্রহ্ম মন্দিরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পরলোকগমন দিনে স্মৃতি সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, সত্যানন্দ দাস বি, এ, মন্মথমোহন দাস, বাবু মুকুন্দ কিশোর চক্রবর্ত্তী এম, এ, বক্তৃতা করেন।

বিগত ১৩ই পৌষ বগুড়া রোডস্থ সর্ব্বানন্দ ভবন প্রাঙ্গনে সমাধিক্ষেত্রে স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাস, সুপ্রভাদাস এবং শিশু করুণানন্দের সমাধি স্তম্ভে প্রস্তরফলক স্থাপন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং বাবু সত্যানন্দ দাস পরলোকস্থ আত্মা সকলের গুণাবলী উল্লেখে প্রার্থনা করেন।

বিগত ১৪ই মাঘ প্রাতে রায়সাহেব হরকিশোর বিশ্বাসের মাতার পরলোকগমন দিনে এবং ১৫ই মাঘ রাত্রিতে নরোত্তমপুর নিবাসী স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন রায়ের এবং তাঁহার মাতার পরলোকগমন দিনে বাবু রাজকুমার ঘোষের গৃহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উভয় স্থানে মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং উভয় স্থানেই উপাসকগণ প্রীতি জলযোগ করেন।

বিগত ২৭শে ডিসেম্বর বরিশালস্থ সর্ব্বানন্দ ভবনে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ দাসের নববধূর আগমন উপলক্ষে নবদম্পতীকে লইয়া বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই অনুষ্ঠানে গৃহকর্ত্তা বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন বিভাগে ২০৲ টাকা দান করেন। এবং বহু বন্ধুবান্ধব প্রীতি ভোজন করেন।

দান—পরলোকগত শরৎকুমার লাহিড়ীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার সন্তানগণ সাধনাশ্রমে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শুভবিবাহ—বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যা প্রতিভার ও চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে বাগআঁচরা নিবাসী পরলোকগত শ্যামাচরণ সমাদ্দারের কনিষ্ঠা কন্যা করুণাকণার ও শ্রীমান্ সত্যব্রত গুহের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দের মধ্যমা কন্যা শিশিরকণার ও পরলোকগত অভয়শঙ্কর গুহের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লশঙ্করের শুভোদ্বাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী নৈহাটী নগরীতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী ও শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সুকৃতি তিনটি শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যোতিষবাবু ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ বিভাগে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ৬ই মার্চ্চ পরলোকগতা কাদম্বিনী মণ্ডলের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন ও ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সুকৃতি চৌধুরী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন।

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তেজপুরের অন্তর্গত বড়জুলি চাবাগানে শ্রীযুক্ত প্যারীকান্ত মিত্রের পরলোকগতা মাতৃদেবীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি আচার্য্যের কার্য্য করেন, প্যারীবাবু জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তেজপুর ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ শিলং সেবাশ্রমে ৫৲ এবং শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে মার্চ্চ বুধবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভার পরে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে (২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) অধ্যক্ষ সভার একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। সভ্যগণ উপস্থিত হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করেন, এই বিনীত অনুরোধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ আফিস
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
৫ই মার্চ্চ, ১৯২১

হরকান্ত বসু
সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আলোচ্য বিষয়:—

(১) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ পত্র।

(২) উক্ত পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইলে তাঁহাদের স্থলে অপর সভ্যের নিয়োগ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে (২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। সভ্যগণ উপস্থিত হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করেন, এই বিনীত অনুরোধ।

সাঃ ব্রাঃ সঃ অফিস
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
৫ই মার্চ্চ, ১৯২১।

হরকান্ত বসু
সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আলোচ্য বিষয়:—

(১) সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের পদত্যাগ পত্র। উক্ত পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে তাঁহার স্থলে একজন সভাপতি নিযুক্ত করা।

(২) সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসুর পদত্যাগ পত্র। উক্ত পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে তাঁহার স্থলে একজন সম্পাদক নিযুক্ত করা।

(৩) সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের পদত্যাগ পত্র। উক্ত পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইলে তাঁহার স্থলে একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা।

(৪) সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর পদত্যাগ পত্র। উক্ত পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইলে তাঁহার স্থলে একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা।

(৫) অধ্যক্ষ সভার কোনও সভ্য উক্ত কোনও পদে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার স্থলে অধ্যক্ষ সভার অপর সভ্য নিযুক্ত করা।

বিজ্ঞাপন।

বিগত মাঘোৎসবের সময়ে মন্দির প্রাঙ্গনে একটি ব্রোচ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকটে তাহা আছে। যাঁহার দ্রব্য তিনি সাধনাশ্রমে তাঁহার নিকট হইতে লইতে পারেন।

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার সহানুভূতি, সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে প্রবল অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও জীবনব্যাপী ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সর্ব্বত্র পূজিত। উপযুক্ত রূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার, (২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতাগৃহ, (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ, এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারার্থীদিগের জন্য একটি সাধনোদ্যান নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্য্যটিকে শাস্ত্রী মহাশয় অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল কার্য্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচার্য্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামান্য চেষ্টায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার চেকগুলিতে দুইটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রায়পুর), এন্, জি, চন্দাবারকর (বোম্বে), বি, জি ত্রিবেদী (বোম্বে), আর ভেঙ্কাটা রত্নম্ নাইডু (মান্দ্রাজ), অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (পঞ্জাব), জে, আর দাস (রেঙ্গুন), রুচিরাম সানি (পঞ্জাব), এন্, জি, ওয়েলিঙ্কার (হাইদ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য), নীলমণি ধর (আগ্রা), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ), বিশ্বনাথ কর (উড়িষ্যা), হরকান্ত বসু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ), পি, কে, রায়, নীলরতন সরকার, পি, সি, রায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শশিভূষণ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কামিনী রায়, কানাইলাল সেন, শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র সরকার (বাঙ্গালা), পি, কে, আচার্য্য, ও পি, মহলানবীশ (সম্পাদকদ্বয়) ১০ই এপ্রিল ১৯২০।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Registered No C. 56.

অসতোমা সদগময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৩শ ভাগ।	১৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩২৭, ১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯২	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩,
২৪শ সংখ্যা।	29th March, 1921.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে জ্ঞানময় পিতা, তুমি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া না দিলে চারিদিকের মহা অন্ধকারের মধ্যে আমরা কোনও প্রকারেই পথ চিনিয়া চলিতে পারি না, প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারি না। আমাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তিকুল আমাদিগকে কত বিভিন্ন পথে আকৃষ্ট করে, আমাদের বিকৃত বুদ্ধি কত ক্ষুদ্র অসার বস্তুকে আমাদের লক্ষ্যস্থানে আনিয়া উপস্থিত করে! এ সকলের মধ্যে আমরা সহজেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি—কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট, কোন্‌টা প্রধান কোন্‌টা অপ্রধান—অবান্তর, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। ক্ষুদ্রের পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়া আমরা ক্ষুদ্র হইয়া যাই, ক্ষুদ্রেই তৃপ্ত থাকি; তাই আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতেও পারি না। তুমি অবশ্য চিরদিন কাহাকেও এরূপ অবস্থায় ডুবিয়া থাকিতে দেও না, প্রত্যেককে আপনার পথে চলিতে দিয়াও নানা প্রকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া—প্রয়োজন হইলে আঘাত—গুরুতর আঘাত—দিয়াও আবার তোমার পথে আনয়ন কর। কিন্তু হে পিতা, সে ভরসায় বসিয়া থাকিলে যে আমাদের চলে না! আপন পথে চলিতে যাইয়া যে অশেষ দুঃখ, অশেষ কষ্ট পাইতে হয়, জীবনের অনেক সময় যে বৃথা নষ্ট করিতে হয়! আমরা এ ভাবে আর কত দুঃখ ভোগ করিব? কত অমূল্য সময় নষ্ট করিব? হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, আমাদের প্রাণে শুভ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেও, আমাদিগকে তোমার কল্যাণের পথে চালিত কর। আমাদের আপনার ইচ্ছা অভিরুচি সকল চূর্ণ হউক। আমরা একমাত্র তোমাকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া চলি। তুমিই আমাদের সকলের একমাত্র চালক ও প্রভু হও। তোমার ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে ও মণ্ডলীতে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

একাধিক নবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হইলে পরও কেহ কেহ মন্দিরে থাকিয়া ব্যক্তিগত ভাবে ধ্যান, প্রার্থনা, সংগীত ইত্যাদি করিতে থাকেন। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকা হইতে প্রার্থনা, পাঠ ও ব্যাখ্যা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, ভাই সীতারাম ও শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় এই কার্য্য সম্পাদন করেন। তৎপরে ৪ ঘটিকার সময় ইংরাজীতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। কিছু সময় সংকীর্ত্তন হইলে পর যথাসময়ে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

ব্রহ্মের রূপ দর্শনই আমাদের পরম উৎসব। তাঁহাকে যে দিন পাইব সেই দিনই আমাদের মহোৎসব। আজ উৎসবের দিনে সেই ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব। এ বিষয়ে কিছু বলিবার আমার কি অধিকার আছে? যাঁহারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, অন্তরতর অন্তরতম রূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের এক একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া আমরা অত্যন্ত উপকৃত হই। আজ সুবিখ্যাত পাস্‌কালের জীবনের একটি ঘটনার কথা

বলিব। তাঁহার দেহত্যাগের পর দেখা গেল, তাঁহার কোটের মধ্যে এক খণ্ড পার্চ্‌মেণ্টে লেখা আছে—

"১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ, সোমবার, ২৩এ নবেম্বর, রাত্রি সাড়ে দশটা হইতে সাড়ে বারটা পর্যন্ত, অগ্নি।" তার পর এই কয়েকটি কথা লিখিত—"আব্রাহামের ঈশ্বর, আইজ্যাকের ঈশ্বর, যেকবের ঈশ্বর, দার্শনিক ও পণ্ডিতগণের ঈশ্বর নয়। ধ্রুব সত্য। ধ্রুব সত্য। ধ্রুব সত্য। ভাব, আনন্দ, শান্তি।"

এই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অন্তরে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অন্তরে যাঁহার দেখা পাইলাম ইনি দার্শনিক ও পণ্ডিতগণের ব্রহ্ম নহেন।" এই সুবিখ্যাত লেখক তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ভাষা পাইলেন না; কেবল বলিলেন—"ধ্রুব সত্য। ধ্রুব সত্য।" এই কয়েকটী কথা এক খণ্ড পার্চ্‌মেণ্টে লিখিয়া পাস্‌কাল তাহা অতি যত্নে কবচের ন্যায় সর্ব্বদা ধারণ করিতেন। তিনি পণ্ডিত সমাজে সুপণ্ডিত বলিয়া আদৃত, লেখকগণের মধ্যে প্রতিভাশালী লেখক বলিয়া সম্মানিত। কিন্তু তিনি অন্তরে ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিয়া বুঝিলেন, ব্রহ্ম যাঁহাকে দেখা দেন তিনিই ব্রহ্মকে দেখিতে পান, পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না, প্রতিভার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

পাস্‌কালের জীবনের এই ঘটনাটির বিবরণ পাঠ করিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে এটী একটী আকস্মিক ব্যাপার, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বহুদিন অতি শুষ্ক ভাবে দিন যাপন করিবার পর পাস্‌কাল এইরূপে ব্রহ্মের দেখা পাইলেন। যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি তাঁহার অন্তর পূর্ণ করিল তাহা বহুদিনের ব্যাকুল প্রার্থনার ফল। আমরাও আপনাদের জীবনে দেখিয়াছি সহিষ্ণু ভাবে ব্রহ্মের কৃপালাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলে তাহার সুফল অবশ্যম্ভাবী। এক সময়ে আমার অন্তরে দারুণ শুষ্কতা আসে; কিন্তু ভগবৎকৃপায় ঘোর নিরাশা ও বিষাদের মধ্যে আমি এই আশ্বাস পাইলাম যে, প্রার্থনা কখনও বিফল হইতে পারে না। এই বিশ্বাসই ঘোর যাতনার সময়ে আমার পরম সম্বল হইল। এক বন্ধুকে বলিলাম,—"আমার মনে হইতেছে যদি আমি নিয়ত প্রার্থনা করিতে থাকি, প্রার্থনা কখনও বিফল হইবে না। আমার এরূপ মনে করা কি অহঙ্কার?" তিনি বলিলেন,—"না, ইহা অহঙ্কার নয়, বিশ্বাসের বল"। এক এক সময়ে আমার অন্তর দারুণ নিরাশার অন্ধকারে পূর্ণ হইত, মনে হইত আমি কখনই ব্রহ্মসহবাসের অধিকার লাভ করিতে পারিব না। সেই ঘোর সঙ্কটের সময়ে প্রার্থনাই আমার পথপ্রদর্শক হইল। ব্রহ্ম কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিবার শক্তি দিলেন এবং তিনিই সুসময়ে অন্তরে আনন্দ ও শান্তিরূপে প্রকাশিত হইলেন। পাস্‌কালের জীবনের যে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে আমরা এই অমূল্য উপদেশ পাইতেছি যে, সহিষ্ণু ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলে বহুদিনের সাধনের ফলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অমূল্য ধনের অধিকারী হওয়া যায়। কেবল আধ্যাত্মিক জীবনে নয়, সাহিত্য ও বিজ্ঞানেও সাধনার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়। কোন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বিনা আয়াসে কিছু করিলে সে কাজের মূল্য নাই, যাহাতে আপনার তৃপ্তি ও জগতের কল্যাণ হয় এমন কিছু করিতে হইলে তাহার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হইবে।

যেমন নিজের জীবন সম্বন্ধে, সেইরূপ প্রচার সম্বন্ধেও, যাহাতে আমাদের অন্তরে কখনও নিরাশা না আসে সর্ব্বদা সে জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের কথা কেহ শুনিতেছে না, ইহা ভাবিয়া এক এক সময়ে আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়ি। ব্রহ্ম আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন, "সত্যের বীজ ছড়াইয়া যাও, তাহা কখনও বৃথা যাবে না।" এ কত দিন যাহা বলিয়াছি, মনে করিয়াছি আমার সে-সকল কথা বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে; কেহ যে তাহা শ্রদ্ধাসহকারে শুনিয়াছে এরূপ আশা করি নাই। অনেক দিন পরে দেখি আমার কথাতে কিছু ফল হইয়াছে।

গত কল্য প্রাতে ভবানীপুর সমাজে উপাসনা করিতে যাই। সমাজ-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একজন দরিদ্র মুসলমান আমার কাছে আসিয়া বলিলেন,—"আপনি এত ভোরে কলিকাতা হ'তে এখানে এসেছেন?" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি আমাকে চিনিলেন কিরূপে?" "আমি মধ্যে মধ্যে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আপনাদের মন্দিরে যাই ও আপনার কথা শুনি। আজ আপনি এখানে উপাসনা করিবেন বলিয়া এসেছি।" ইনি আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইনি বলিলেন,—"এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারিত হওয়া বড় দরকার, আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ব্রহ্মের বাণী মানুষের কাছে আসে; আমিও তাহা বিশ্বাস করি। আপনারা বলেন,—'বাণী', আমরা আমরা বলি 'ওহি।' মুসলমানেরা এক ঈশ্বরের উপাসক; কিন্তু তাঁহারা বলেন,—মহম্মদের পরে আর কেহ ঈশ্বরের 'ওহি' শুনিতে পায় না। এ কি ভ্রম! ঈশ্বরের 'ওহি' মানুষ সর্ব্বদাই শুনিতেছে।" ইনি কি কাজ করেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন,—"আমি এক জমীদারের সেরেস্তায় কাজ করিতাম, ১২৲টাকা মাহিয়ানা পাইতাম। জমীদারের মৃত্যু হওয়াতে মহিয়ানা কমিয়া গেল, ৬৲টাকা মাহিয়ানা হইল। আমার বড় ভাবনা হইল পরিবার প্রতিপালন কিরূপে করিব? খোদার কি দোয়া! আমার আর একটি চাকরী হইয়াছে, তাহাতে ১৬৲টাকা পাই। ২২৲টাকায় আমার বেশ চলিয়া যাইতেছে।" এরূপ সন্তোষ যাঁর অন্তরে তিনিই ধনী। এই অপরিচিত ব্যক্তির সাদর সম্ভাষণে বড়ই প্রীত হইলাম। পরমেশ্বরের কি কৃপা! কবে ব্রহ্মবাণী সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলাম, আশা করি নাই অন্য সম্প্রদায়ের একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের নিকটে আমার কথার এরূপ সায় পাইব। Cast your bread on the waters—সত্যের বীজ জলে ছড়িয়ে দাও, ফল ফলিবে! গত বৎসর পরিবারস্থ কেহ অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় একদিন অপরাহ্ণে বড়ই চিন্তাকুল হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার একজন বাল্যবন্ধু আমার বাড়ীতে আসিলেন। তিনি আমাকে বিপন্ন দেখিয়া বলিলেন,—"কি করিবে? পরমেশ্বরকে ডাক। তাঁর দয়ার কথা কি বলিব? তিনি ১৪ ১৫ বার আমাকে দেখা দিয়া বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" কত লোকে ব্রহ্মের কৃপার সাক্ষ্য দিতেছে! কত সময়ে যাঁহাদের নিকটে কোন উপদেশ পাইবার আশা করি না তাঁহাদের মুখে ব্রহ্মের কৃপার কথা শুনিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি!

অন্তরে ব্রহ্মের দেখা পাইলে ব্রহ্মের অনুগত হইয়া চলিবার শক্তি পাওয়া যায়। Thomas à Kempis বলিয়াছেন,—"Consider, not whether men are with you, but whether God is with you"—মানুষ তোমার সঙ্গে আছে কি না তাহা দেখিও না, পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন কি না তাহাই দেখিও। কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছেন,—"Persecution is the price which we pay for living above a wicked world"—পাপরত সমাজ যে আদর্শ ধরিয়া চলে, আমরা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ ধরিয়া চলি,এইজন্যই আমাদিগকে নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। এমার্সন বলেন, "Whenever the appeal is made to numbers, proclamation is then and there made that religion is not. He that finds God a sweet, enveloping thought to him never counts his company. When I sit in that presence who shall dare to come in ?" আমাদের সঙ্গে অনেকে আছেন, ইহা বলিয়া যখন আমরা আমাদের মত সমর্থন করি, তখনই আমরা স্বীকার করি আমরা প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস লাভ করি নাই। যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন, তাঁহার সঙ্গে কত জন আছেন ইহা তিনি ভাবেন না। আমি যখন ব্রহ্মের সঙ্গে থাকি তখন কে আমার কাছে আসিতে পারে?" ব্রহ্মের দেখা না পাইলে জগৎকে অগ্রাহ্য করিবার শক্তি হয় না। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে সকল প্রকার নির্যাতন সহিয়াছেন। রামমোহন যখন কলিকাতার রাজপথে গাড়ীতে যাইতেন তখন অনেক সময়ে লোকে তাঁহার গায়ে ধূলা দিত। থিয়োডোর পার্কারকে কেহ নাস্তিক বলাতে তিনি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু একদিনের জন্যও স্বাধীন ভাবে নিজের মত প্রচার করিতে বিমুখ হন নাই। দাসত্বপ্রথা সমর্থন করিবার জন্য এক বিরাট সভা হয়, সেখানে বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে এক ব্যক্তি বলিলেন,—"থিওডোর পার্কার এখানে থাকিলে সে কি বলিত জানিতে ইচ্ছা হয়।" পার্কার তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন "আমি এখানে আছি—আমার কথা শুনিতে চাও?" ব্রহ্মদর্শনেই স্বার্থত্যাগের শক্তি। "পরং দৃষ্ট্বা"—সেই পরম পুরুষকে দেখিয়া সকলই ত্যাগ করা যায়। ব্রহ্মকে আত্মার আত্মারূপে জানিলে আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না। ইহাতেই পরম সন্তোষ। "স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং" এই মন্ত্রের সাধন বড় সহজ নয়। আমরা কেবল ব্রহ্মদর্শনের দ্বারাই এই বৈরাগ্যরূপ পরম সম্পদের অধিকারী হইতে পারি। যিনি যথার্থ ব্রহ্মবাদী তিনিই মাডাম্ গিঁয়র মত বলিতে পারেন,—"তোমার যদি ইচ্ছা না হয় আমি মুক্তি চাই না।" আমাদের মলিন জীবনেও আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্মের কৃপা লাভ করিলে—অন্তরে তাঁর দেখা পাওয়াই তাঁর পরম কৃপা—যাহাতে ঘোর আসক্তি এক মুহূর্ত্তে তাহা ত্যাগ করা সহজ হইয়া যায়। একদিনেই আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি না, তবে ক্রমে আমরা সে দিকে অগ্রসর হইতেছি কি না দেখা আবশ্যক। অন্তরে ব্রহ্মকে পাইয়াও হারাইয়া ফেলা যায়।

"'Tis the most difficult of tasks to keep
Heights which the soul is competent to gain."

অতি উন্নত অবস্থা লাভ করিয়া সেই ভাব রক্ষা করা বড়ই কঠিন। "বিনা দুঃখে হয় না সাধন।" বহুদিন পূর্ব্বে মাঘোৎসবের সময়, চিত্ত যখন ব্রহ্মস্পর্শে সরস ছিল, এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই গানটি শুনিলাম "জয় পুণ্যনিধে গুণসাগর হে।" ইহার প্রত্যেক কথাতে কি অর্থ প্রকাশিত হইল বলিতে পারি না—কথাগুলি আমার অন্তরে অমৃতের উৎসস্বরূপ হইল। তখন প্রাণ যে রসের আস্বাদন পাইল, নিয়ত তাহা সম্ভোগ করিবার অধিকার আজিও পাই নাই। কিন্তু সেই সুখস্মৃতি পরম আদরের বস্তু। ব্রহ্মস্পর্শে হৃদয় যে দিব্যভাবে পূর্ণ হয় তাহা যাঁহারা অতি যত্নে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই সাধক। ব্রহ্মসঙ্গ হইতে যখন আমরা বঞ্চিত হই তখন মনন আমাদের সম্বল। পাস্কালের চিত্তে ব্রহ্ম জ্যোতিঃ রূপে প্রকাশিত হইলেন, কিন্তু সেই জ্যোতিঃ কিছুক্ষণ পরে অদৃশ্য হইল। পাস্কাল ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—"তুমি কি আমাকে ত্যাগ করিবে? আমি যেন চিরকালের তরে তোমাকে না হারাই।" সেই হারান ধন ফিরিয়া পাইবার জন্য তিনি বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিলেন, কঠোর সাধনে তাঁর শরীর ভগ্ন হইল।

আমরা সময়ে সময়ে অন্তরে ব্রহ্মের স্পর্শ না পাইলে, বাণী না শুনিলে, এতদিন তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারিতাম না। তাঁহার আভাস পাইয়াছি বটে, কিন্তু এমন ভাবে তাঁকে জানি নাই যে, তাঁর হাতে সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি, অনায়াসে তাঁর জন্য সকলই সহিতে পারি। যতদিন সে অধিকার না পাইব ততদিন আমরা অতি দরিদ্র। এই দারিদ্র্যের কারণ প্রকৃত ব্যাকুলতার অভাব। আমরা ব্রহ্মকে পরম ধন জানিয়া ব্যাকুল হইয়া তাঁর পশ্চাতে ছুটিতে পারিতেছি না। আমরা নানা বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় নানাদিকে ছুটিতেছি—এই আমাদের ঘোর দারিদ্র্য, এই আমাদের মোহনিদ্রা। ব্রহ্মকে পাইতে হইলে সর্ব্বদা আপনাদের প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া তাঁকে ডাকিতে হইবে—ধর্ম্মসাধনের জন্য চিরজাগ্রত থাকিতে হইবে। ব্রহ্ম ভিন্ন আর আমাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, ইহা স্মরণ রাখাই জাগরণের অবস্থা। তাঁর অভাবে আপনাদিগকে অতি অসহায় ও দীন জানিতে হইবে। এই দীনতা বোধই জাগরণ, ব্রহ্মকে না পাইয়া চারিদিক্ আঁধার দেখাই জাগরণ। তাঁকে না পাইয়া অন্য বস্তু লইয়া সন্তুষ্ট থাকাই ঘোর বিকার। তাঁকে পাইতে হইলে সর্ব্বদা ব্যাকুল ভাবে তাঁকে বলিতে হইবে, "তোমা বিনা সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য।" এই ব্যাকুলতা বিনা কখনই আমরা ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিব না। "বিনা দুঃখে হয় না সাধন!" হয় ব্রহ্ম হৃদয় পূর্ণ করিয়া থাকুন, না হয় তাঁকে পাই নাই এজন্য হৃদয়ে দারুণ বেদনা থাকুক।

১২ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—

প্রাতঃকালে সাধনাশ্রমের উৎসব। প্রত্যূষে সাধনাশ্রমের লোকগণ আশ্রমে সমবেত হইয়া কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করেন। তৎপরে কীর্ত্তন করিতে করিতে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ মন্দিরে প্রবেশ করেন। সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার উপাসনা করেন। আরাধনান্তে শ্রীযুক্ত

মন্মথনাথ দাস, শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ রাও ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র পট্টনায়ককে সাধনাশ্রমের পরিচারকরূপে বরণ করা হয় এবং শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত অনাকৃষ্ণ শীলকে সহায়রূপে গ্রহণ করা হয়। আচার্য্য সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস প্রায় ১০ বৎসর সাধনাশ্রমের সহিত যুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচার করিতেছেন। বিগত আট বৎসর তিনি শিলংএ থাকিয়া খাসিয়া বালকদের জন্য একটী অনাথাশ্রম পরিচালিত করিতেছেন এবং গত বৎসর হইতে খাসিয়া মিশনের ভারও তাঁহার হস্তে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ রাও কয়েক বৎসর যাবৎ সাধনাশ্রমের সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। তিনি প্রায় একবৎসর সপরিবারে কলিকাতায় থাকিয়া সাধনাশ্রমের শিক্ষাধীন ছিলেন। এখন ভিজাগাপট্টম্ জেলায় কার্য্য করিতেছেন। অনেক দিন হইতে মহেন্দ্র পট্টনায়ক সাধনাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বৎসরাধিককাল সাধনাশ্রমে শিক্ষাধীন থাকিয়া গতবৎসরের প্রথমে তিনি মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচার কার্য্যে যান। সম্প্রতি কিছুদিন পুরী জেলায় দুর্ভিক্ষের সাহায্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তদনন্তর দীক্ষার্থীরা প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

জগতের সমুদয় শক্তিশালী ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের একটী সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা সকলেই ভগবৎ-প্রেরণানুভূতিতে উদ্দীপ্ত ছিলেন। তাঁহারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন যে, ভগবান তাঁহাদিগকে বিশেষ কোনও কার্য্য দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। এই জ্ঞানই তাঁহাদের শক্তি ও সাহসের মূল ছিল। চরিদিকের নিরাশা, অকৃতকার্য্যতা, শত্রুতা ও নির্যাতনের মধ্যে তাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া নির্ভীক ও অবিচলিত থাকিতেন। প্রাচীন য়িহুদীজাতি এই ঈশ্বর-প্রেরণানুভূতির আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত। এই ক্ষুদ্রজাতির ইতিহাস অতি অদ্ভুত। জগতে বোধ হয় এমন হতভাগ্য জাতি আর হয় না। প্রাচীনকাল হইতে ইহারা প্রবল শত্রুর হস্তে বার বার ভীষণ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে। সেকালে যুদ্ধে পরাজিত হইলে জেতারা বিজিতদের শুধু স্বাধীনতা হরণ করিত তাহা নয়, তাহাদের ধন মান প্রাণ সকলই অপহরণ করিত, এবং বালকবৃদ্ধবণিতা-সহ সমুদয় জাতিকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। য়িহুদী জাতি এইরূপে প্রথমে মিশরের ফ্যারো, তৎপরে এসিরিয়া, ব্যাবিলন, পারস্ত গ্রীস ও রোমের দ্বারা নির্যাতিত হইয়াছিল। তাহাদের দুঃখের কাহিনী পাঠ করিলে অশ্রুধারা সম্বরণ করা যায় না। কিন্তু এই হতভাগ্য ঘৃণিত পদদলিত জাতিসকল দুর্গতি ও ক্লেশের মধ্যে বিশ্বাস করিত যে, ভগবান তাহাদিগকে সত্যধর্ম্ম স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন; তাহারা তাঁহার বিশেষ প্রিয় ও মনোনীত জাতি। আর তাহাদের এই বিশ্বাস বৃথা হয় নাই। বোধ হয় একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, এ পর্য্যন্ত আর কোনও জাতি মানবের ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মজীবনকে ইঁহাদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিপুষ্ট করে নাই।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের জীবনেও এই লক্ষণ দেখা যায়। মহাত্মা বুদ্ধ ঈশ্বরের নামোল্লেখ কোথাও করেন নাই বটে, কিন্তু তিনিও বিশ্বাস করিতেন যে মানবকে জন্মমৃত্যু পাপ হইতে উদ্ধারের পথ তিনি পাইয়াছেন, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ইহাই। মহর্ষি ঈশাও এই জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ভগবান তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি Messiah ভগবানের দূত। হজরত মহম্মদ বিশ্বাস করিতেন যে তিনি ঈশ্বরের দূত—Prophet। আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে ধর্ম্ম শক্তিশালী হইয়াছে অনুসন্ধান করিলে সেখানেই এই ঈশ্বরপ্রেরণার অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখন চিন্তার বিষয় এই যে, ব্রাহ্মসমাজে কি সেই জ্ঞান আছে? আমরা বলি, ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ভারতে ও জগতে ব্যাপ্ত হইবে; সমস্ত মানবজাতি এই উদার আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহা হইতে হইলে ইহার পশ্চাতে উজ্জ্বল জীবন্ত ঈশ্বরানুপ্রাণনা চাই। ব্রাহ্মসমাজে কি সে অনুপ্রাণনা আছে? আমরা কি সত্য সত্য বিশ্বাস করি যে, জীবন্ত ঈশ্বর আমাদের হাতে এই মহৎকার্য্য দিয়াছেন? আমরা দুর্ব্বল, অযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যদি আপনাদিগকে ঈশ্বরের হাতে যন্ত্র করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে এই দুর্ব্বল দাসদের দ্বারাই তিনি অদ্ভুত কার্য্য করাইয়া লইবেন। লৌহখণ্ড যেমন অগ্নি সংযোগে অগ্নিময় হইয়া যায়, দুর্ব্বল মানুষ তেমনি ভগবৎপ্রেমে আগুন হইয়া যায়। যেই ঈশ্বরানুভূতি আসে অমনি ক্ষুদ্রতা অপসারিত হইয়া যায়, বিষয়াসক্তি মুছিয়া যায়, সংসারের ধনমান সুখের কথা মনেও পড়ে না। তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন, সত্যরাজ্য স্থাপন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়। যেখানে এই প্রকার মানুষ সেখানেই ধর্ম্মের শক্তি। ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতার কারণ এই যে, ব্রাহ্মসমাজে এ প্রকারের লোক বেশী হইতেছে না। সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠা এইজন্য হইয়াছিল যে, এখানে বিশ্বাসী ত্যাগশীল লোক সকল সমবেত হইবেন, যাঁহাদের জীবনের মন্ত্র হইবে যে ঈশ্বরের জন্য ছাড়িতে পারি না এমন সুখ নাই, সহিতে পারি না এমন দুঃখ নাই। কিন্তু আমাদিগকে দারুণ ক্ষোভের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমরা সে শ্রেণীর লোক হইতে পারিলাম না। আজ উৎসবের দিনে সকলকে অনুরোধ করি যে আপনারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রার্থনা করুন, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেরণা অবতীর্ণ হউক। যাঁহারা আজ সেবাব্রতে দীক্ষিত হইলেন তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে বলি যে, তাঁহারা উজ্জ্বলরূপে অনুভব করুন ভগবান তাঁহাদিগকে তাঁহার কাজের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। চারিদিকের সকল উদাসীনতা, সংশয়, বিবাদ ও কোলাহলের মধ্যে তাঁহারা ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া নির্ভয়ে প্রভুর কার্য্যে অগ্রসর হউন। আত্মশক্তিতে নয়, অহঙ্কারে নয়, কিন্তু দীনের দীন হইয়া, সকলের পদধূলি মস্তকে লইয়া, ভৃত্যের সাজে এই জগতের পথে চলিতে হইবে। সকল অকৃতকার্য্যতার মধ্যে ঈশ্বরের প্রসন্নমুখ দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর তাঁর দাসদলকে শক্তি দিন, আশ্বস্ত করুন।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় "প্রচার" বিষয়ে আলোচনা। লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ কর্ণেল ডি, বস্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আলোচনা

উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী হিন্দি ভাষায় সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিবার জন্য লিখিয়া পাঠান। ডাক্তার বি, রায়, রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বাহাদুর প্রভৃতি অনেকে গ্রামে গ্রামে প্রচার, নানা প্রাদেশিক ভাষাতে পুস্তকাদি লিখিয়া প্রচার ইত্যাদি নানা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। সকলেই অনুভব করেন অর্থের অভাবে কোন দিকেই প্রচার কার্য্যের সম্প্রসারণ হইতে পারিতেছে না। অর্থসংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রায় ৪॥ ঘটিকার সময় আলোচনা স্থগিত হয়। সভাপতি মহাশয় প্রচার কার্য্যের উন্নতিসাধন বিষয়ে উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় মন্দির-প্রাঙ্গনে সাধনাশ্রম-গৃহের সম্মুখে শিবনাথ 'স্মৃতিভবনের' ভিত্তি স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণে প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া যায়। একটি সংগীতের পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রার্থনা করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার স্মৃতি ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিলে পর ডাক্তার পি, কে, রায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ "ভাবের সংঘর্ষ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৩ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) বুধবার—প্রাতে যথাসময়ে উপাসনা হয়। শ্রীমতী হেমলতা সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

অপরাহ্নে মেরি কার্পেন্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও লেডি বসু পুরস্কার বিতরণ করেন। বালক বালিকাগণ আবৃত্তি প্রভৃতি করেন।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় "উদারতা" বিষয়ে ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার মর্ম্মানুবাদ আমরা পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে যথাসময়ে উপাসনা হয়। শ্রীমতী সুশীলা বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

যিনি আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে প্রতিপালন করিতেছেন, যাঁহার করুণার মহাদানরূপে সাধু ভক্ত মহাজনগণ, প্রপিতামহ রামমোহন, পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, এবং পিতা ও পিতৃতুল্য গুরুজনগণ প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার প্রেম ও করুণার অজস্র দান এই উৎসবে এবং অশেষ সম্বন্ধে সম্ভোগ করিতেছি, তাঁহার প্রতিই আমাদের ভক্তি সর্ব্বোপরি প্রবল হইতেছে না কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেম পূর্ণ; তাহা আমাদের ক্ষুদ্রতা, মলিনতা, সব অযোগ্যতা অকৃতজ্ঞতার মধ্যেও পরিপূর্ণ, অটুট, অপরাজিত দেখিতে পাই। আমাদের দিক্ দিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিলে দেখিতে পাই, তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেম অতি চঞ্চল, আমাদের সাধন ভজন, উপাসনা, বাক্য, কার্য্য, চিন্তা ও ব্যবহারে তাঁহার সহিত প্রেম ও যোগ রক্ষা করিবার অতি সামান্য প্রয়াসই আমাদের জীবনে প্রকাশ পায়। অথচ আমরা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি এবং যে আদর্শ ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে তাঁহার প্রেম ও মঙ্গল ইচ্ছাই প্রধান ভিত্তি। তাঁহার প্রেম ও মঙ্গল ইচ্ছাকে সর্ব্বোপরি রক্ষা না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মজীবন, ব্রাহ্মসমাজ কখনই তাঁহার বিশেষত্ব ও গৌরব রক্ষা করিতে পারে না। আমাদের জীবন, পরিবার ও সমাজের যে সকল দুঃখ, দুর্গতি আমরা ভোগ করিতেছি তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া কাহারও উন্নত ও সুখী হইবার উপায় নাই। কর্ত্তা ও বিধাতার ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া যে আমরা সুখ ও কল্যাণ লাভ করিতে পারিতেছি না, ইহাতেই তাঁহার জীবন্ত কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে; আর এই দুঃখের মধ্যেই তাঁহার প্রেম এবং তাহাতেই আমাদের আশা।

অনেকে বলিয়া থাকেন ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রদায়িক। আমাদের ক্ষুদ্রতা অপ্রেম দেখিয়া ইহা অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন সত্য; তাহাতে আমাদেরই ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু প্রপিতামহ, পিতামাতা, পিতাতুল্য গুরুজন, সাধুভক্ত মহাজনগণের জীবনের জীবন্ত প্রকাশে যে মহান ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা সাম্প্রদায়িক হয় কিরূপে, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছিনা। বিশ্ববিধাতা মহান্ বিধাতা কর্ত্তা ও চালক, পিতা ও প্রভু এবং সর্ব্বস্ব, আর তাঁহার দান সকল মানবাত্মা আমার আপনার; তাঁহার অভিপ্রায়মত পরিবার, সমাজ ও বিশ্বের সহিত যোগ রক্ষা ও কল্যাণ সাধন আমাদের ছোট বড় সকল কর্ম্মের নিয়ামক। আমরা গণ্ডীতে আবদ্ধ হইলাম কিরূপে? আমরা কি এই বিশ্ববিস্তৃত ইহলোক পরলোকস্থ দূর নিকটস্থ পরিচিত অপরিচিত সর্ব্বহৃদয়পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মপ্রেম দ্বারা সকলকে আপন করিবার শিক্ষাই ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রাপ্ত হই নাই? পিতা পিতামহের জীবনে দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা থাকে থাকুক, তাঁহারা অপূর্ব্ব। কিন্তু তাঁহারা আকুল আবেগে বিপুল প্রয়াসে কি মহান্ আদর্শ জীবন, পরিবারে ও সমাজে সাধন করিয়াছেন না? আমরা কি এই কার্য্যে কখনও বাধা প্রাপ্ত হইয়াছি? ব্রাহ্মসমাজ কেন, সকল সমাজেই (পরব্রহ্মকে কর্ত্তা স্বীকার করা হউক বা না হউক) জগতের সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার মধ্যেই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত, আমাদের বিদ্রোহ ও শত বিরুদ্ধভাব সত্ত্বেও তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ জয়যুক্ত হইতেছে ও হইবে; যে কেহ তাঁহার অনুগত হয় তাঁহার কার্য্যে বাধা কোথাও নাই। এইরূপে তিনি সকল অন্যায়ের মধ্যেও তাঁহার ন্যায়, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বরূপে রক্ষা করিয়া আমাদের অশেষ কল্যাণ করিতেছেন। তাঁহার অনুগত হইয়া আমরা সকলকে যদি আপনার মত ভালবাসি তাহাতে কি কেহ বাধা দিতে পারিবে? আর যদি তাঁহার প্রেমে সকলকে ভালবাসিতে পারিলাম তবে আমাদের গণ্ডী কোথায়? ব্রহ্ম যেমন সকলের আমরাও তেমনি সকলের কি তাহা হইলে হইতে পারি না? তাহা হইলে কি তাঁহার জগতে যেমন সকলই সুন্দর, সকলই পবিত্র শোভন, মানব জীবন, মানব পরিবার ও সমাজ তেমনি শোভন

সুন্দর ও পবিত্র হইয়া তাঁহারই মহান্ মহিমা ও গৌরব প্রচার করিতে পারে না? কিন্তু বলিতে দুঃখ লজ্জা ও অপমানে প্রাণমন ম্রিয়মান হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও সেবকগণ যে আশা করিয়া জীবনের রক্তবিন্দুদ্বারা এই ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, জীবন পরিবার ও সমাজকে তাঁহার অনুগত করিয়া জগতে আদর্শ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার সূচনা করিবেন বলিয়া কতই আশান্বিত হৃদয়ে সন্তানগণকে—আমাদিগকে—সকল সুযোগ ও সুবিধার মধ্যে শিক্ষা দিলেন, আমরা তাহা সম্পূর্ণ পদদলিত করিয়া আপন ইচ্ছায় আপন খেয়ালে চলিয়াছি। আত্মদোষ দর্শন না করিয়া অপর সকলের দোষ ক্রটি অন্বেষণ করিয়া সন্তানত্বের নিতান্ত অযোগ্যতা প্রকাশ করিতেছি! কেবল বিশ্বপিতার নহে, সকলে আপন পিতা মাতারই অবমাননা করিতেছি, মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিতেছি। মনুষ্যত্ব লাভের উপযুক্ত করিবার অনুকূল আয়োজনই তিনি চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত রাখিয়াছেন। পৃথিবীর কোন দীন দুঃখীই তাঁহার কৃপায় মানুষ হইবার সুযোগে বঞ্চিত নয়। কিন্তু মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা না থাকিলে যে সকল ভাব ও অবস্থা আসিয়া থাকে আমাদের তাহাই ঘটিয়াছে। সকলেই চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা নিজ সমাজের লোক ছাড়া অন্য সমাজের লোককে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, যাঁহারা দূরে তাঁহাদিগকে ভাল মনে করি, আর যাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা মিলিত থাকি, নানাকার্য্যে যুক্ত থাকি তাঁহাদিগকে ঘৃণা করি। নিকটে থাকিলে দোষ ক্রটি অধিক দেখা যায়, তাহাতে ঘৃণা না জন্মাইয়া শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে হইলে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন, মহত্ত্ব ও গুণগ্রাহীতাশক্তির প্রয়োজন। এই জন্যই পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বর বিচিত্র মনুষ্য প্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত রাখিয়া মানব সমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পরস্পরের বিচিত্র গুণ ও দোষ দ্বারা আমাদের যে পরমমঙ্গলসাধন করিতে চান,যে সত্য সম্বন্ধে পরিবার সমাজ বাঁধিতে চান ও যাহা মায়ামোহ নয়, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের পরিপোষক যাহা অনন্তকালের উন্নত-আদর্শমানবজীবনের ও বিকাশ-পথের পরম সহায়, মানব সমাজের যাহা সর্ব্বসমাজনিরপেক্ষভাবে তাঁহার দ্বারাই ব্যক্তিগত ভাবে ও সামাজিক ভাবে সকলের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, আমাদের সমাজে আমাদের, পক্ষেই কি তাহা একান্ত দুর্ল্লভ হইল? ব্রাহ্মসমাজে এমন কেহ দুর্ভাগ্য আছে আমি মনে করিতে পারি না, যাহার জীবনে পিতামাতা ইহার অনুকূল নহেন। যদিই কেহ থাকেন তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে বিধাতার অনুকূলতা সেই দুর্ভাগ্যের মধ্যে অধিক রূপে প্রকাশিত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার অনুকূলতা সর্ব্বোপরি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। গ্রহণ করিবার শক্তি কোথায়? অথচ সেই শক্তির অনুশীলনের জন্যই উপাসকমণ্ডলী, সামাজিক উপাসনা, সকল সম্বন্ধ। নিজ দোষের দিকে চাহিলে ঈশ্বর ভক্তির অন্তরায় ধরিতে পারিব। পিতা পিতামহের দোষ ধরিবার ধৃষ্টতা প্রকাশের লজ্জা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছিনা। তাঁহারা অপূর্ণ—তাঁহাদের জীবনে উজ্জ্বল আদর্শ পরিবার ও সমাজে প্রচারিত ও গঠিত করিবার অতিরিক্ত ব্যস্ততা ছাড়া তাঁহাদের কোন দোষত খুঁজিয়া পাইতিছি না।

হে মহান বিধাতা, তোমার প্রতি যে দোষ তাঁহাদের ঘটিয়াছে তুমিই তাহা দর্শন কর। এখন কিনা আর তাঁহাদের সহিত এক করিয়া আমাদিগকে ভাবিতে পারিতেছিনা। আমাদের দ্বারাই তোমাতে অবিচলিত আশা রক্ষা করিবার শান্তি তাঁহারা ভোগ করিতেছেন; তাহাতেই আমাদের তোমার প্রতি যে অকৃতজ্ঞতা, যে ঘোর কৃতঘ্নতা প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি যেমন নির্ব্বিকারে আমাদের অকৃতজ্ঞতারূপ মহাঅপরাধ দর্শন করিয়াও আমাদিগকে তোমার করিবার জন্য অনবরত নিযুক্ত রহিয়াছ, আমাদের প্রতি তোমার প্রেম অক্ষুন্ন রক্ষা করিতেছ, তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ চেষ্টায় বিপুল প্রয়াসই বুঝিয়া লজ্জিত হইতেছি না কি? তাঁহারা কি মহাসংগ্রামের মধ্যে, কি কুসংস্কার অন্ধকারের মধ্যে তোমার প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভক্তির প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের উদার বিশ্বজনীন আদর্শ দর্শন করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহা পালনে সচেষ্ট হইলেন! আর আমরা তাঁহাদের বংশধর হইয়া সকল কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, স্বভাবের কোলে প্রতিপালিত হইয়া, অনুকূল অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া মনুষ্যত্বের—সন্তানত্বের—অযোগ্যই রহিলাম! ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিলাম! এইরূপ দুর্ব্বল মন লইয়া এই সমাজের বাহিরে জন্মলাভ করিলে আজ কোথায় পড়িয়া থাকিতাম তাহা অনুভব করিয়া আতঙ্কিত হইতেছি। তোমার অশেষ দয়াই যে আমাদের মত দুর্ব্বল হৃদয়কে এত সুযোগের মধ্যে প্রতিপালন করিয়া অনেক সংকট হইতে রক্ষা করিয়াছ। কিন্তু প্রভু তোমার না হইতে পারিলে, এই সুযোগ সুবিধা ও আরামের জীবনদ্বারাত আমাদের দুঃখ ও লজ্জা এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞতার অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না। আজ এই বৎসরের দিনে এই চাহিতেছি, দুঃখ লজ্জা ও অপমান যাহাই দেও না কেন, আমাদের এই অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কর। তোমার সন্তান কর। তোমাতে ভক্তি জাগ্রত করিয়া, সকলকে ভক্তি করিতে শিক্ষা দাও। আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ, যাহা তোমার অভিপ্রেত আদর্শ মানব সমাজরূপে অভিব্যক্ত হইবে, তাহার পরিপন্থী না হইয়া তাহার অনুকূল যাহাতে হইতে পারি, সেই জীবন, সেই শিক্ষা, সেই আদর্শ ও চেষ্টা আমাদের দাও। তোমার ইচ্ছা পরিপূর্ণ জয়যুক্ত করিয়া আমাদের সুখ ও কল্যাণ সাধন কর।

অপরাহ্ণে বালক বালিকা সম্মিলন। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রার্থনা করেন ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কিছু উপদেশ প্রদান করেন। তৎপর অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ৺তার নীলরতন সরকারের ব্যয়ে বালক বালিকাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান হয়।

সাংকালে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার "যুগসমস্যা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৫ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) শুক্রবার—

প্রাতে যথাসময়ে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করিব।

অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় সময় বার্ষিক সভার স্থগিত অধিবেশন হয়। তাহাতে কার্য্য বিবরণী পাঠ, সভাপতির অভিভাষণ, কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভায় সভ্য নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্য হইলে পর অবশিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের জন্য ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সভায় অধিবেশন স্থগিত হয়। সভাপতির অভিভাষণের মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশিত হইবে।

১৬ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) শনিবার—

প্রাতে যথাসময়ে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রদত্ত উপদেশটি অথবা তাহার মর্ম্মও কোনও প্রকারেই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

সায়ংকালে ইংরাজীতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

১৭ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) রবিবার—

প্রাতে যথা সময়ে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥
যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যোমাং ভজত্যেকত্ব মাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানো ঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ (গীতা ৬।২৯-৩১)

"যাঁহার আত্মা যোগযুক্ত, তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন। যিনি আমাকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) সকল বস্তুতে ও সকল বস্তুকে আমার মধ্যে দেখেন, আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করি না। যিনি আমার সহিত একীভূত হইয়া, আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া ভজনা করেন, সেই যোগী যেখানেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন।"

এই কয়েকটী শ্লোকের মধ্যে গীতাকার ব্রহ্মজ্ঞানের সারতত্ত্ব ও চরম সাধনার বর্ণনা দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে এই আদর্শকে জীবনে উপলব্ধি করা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার সাধনাই প্রত্যেক ব্রাহ্মের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে ও পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দেখাই সত্য দেখা। আমার মধ্যে অনন্তের প্রকাশ ও অনন্তের মধ্যে আমার বাসগৃহ—একথা শুধু মুখে বলা ও চিন্তাতে ধরিবার জন্য নয়, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি অবস্থায়, প্রতি ঘটনায়, প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিবার ও অপরের প্রাণে অনুভব করাইবার জন্যই ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন। উৎসবাল্তে আমরা সকলে অন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিয়া বিশ্বভুবনে তাঁহার সত্তা ও চৈতন্যকে প্রসারিত দেখিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত ভক্তি বিনয়ে মস্তক অবনত করি ও বলি "যে ধন স্বর্গের দেবতাদের বাঞ্ছিত, ঋষি যোগীদের তপস্যার ফলে, মহাত্মা রামমোহনের সাধনায় মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া পাপীতাপীদের উদ্ধার করিল—ইহাই ব্রহ্মকৃপার জ্বলন্ত প্রমাণ; জয় করুণাময়, তোমারি কৃপার জয়, তোমার প্রেম ধন্য!"

জগতে অনেক বড় বড় আবিষ্কারের কথা শুনিতে পাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আর্কিমিডিসের সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে স্নানাগারে জলে ভাসিতে ভাসিতে এক নিমিষের মধ্যে বহু আলোচনার দ্বারা অমীমাংসিত একটি সত্যনিয়ম তাঁহার প্রাণে প্রকাশিত হইল; তিনি সেই সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া "পেয়েছি" "পেয়েছি" বলিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে উলঙ্গ অবস্থায়ই স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া আপনার আবিষ্কৃত তত্ত্বের কথা জগতের লোককে শুনাইতে ছুটিলেন। এইরূপ কলম্বসের নূতন মহাদেশ আবিষ্কার ও নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার তাঁহাদের নাম পৃথিবীর জ্ঞানবিস্তারের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ ও স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। মানব জাতিরই ইতিহাসে ভারতের ঋষিরা যে এক অভিনব আবিষ্কার করিয়াছিলেন—যে আবিষ্কারের জন্য চিরকাল ভারতের সভ্যতার ও সাধনার কীর্ত্তি অমর হইয়া থাকিবে, যে জন্য আপনাদের প্রত্যেকের শিরায় শিরায় গৌরবের দীপ্তি বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত সঞ্চারিত হওয়া উচিত—সেই আবিষ্কারের কথা কয়জন জানেন ও ভাবেন? যেদিন এক সুন্দর শুভ্র প্রভাতে উদার নীলাম্বরের নিম্নে দাঁড়াইয়া ভারতের ঋষি ধ্যানযোগে পরমদেবতার পবিত্র সত্তাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া আপনার আত্মাকে অনন্তের মধ্যে ও অনন্তকে আপনার আত্মাতে ও সর্ব্বভূতে প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন, সেদিন জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ দিন—ভারতের ধর্ম্মজীবনের ধারা সেদিন স্বর্ণকিরণে মণ্ডিত হইয়া অক্ষয় অমর চির পুরাতন অথচ চির নূতন পরম পুরুষের বিশেষ আশীর্ব্বাদজাত করিয়া মানব জাতির মুক্তির পথ প্রস্তুত করিবার জন্য শুভযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। সেদিন ভারতের তপোবনে ব্রহ্মর্ষি আপনার অনির্ব্বচনীয় আবিষ্কারে আপনি স্তব্ধ হইয়া, একি গভীরমন্ত্রে আকাশ বাতাস ঝঙ্কৃত করিয়া আনন্দের রাগিণীতে চারিদিক পূর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "শৃণ্বন্তু-বিশ্বেঽ মৃতস্যপুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ"—ওগো দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ তোমরা শোন। একি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সেই ঋষি স্বর্গের দেবতাও মর্ত্তের মানুষকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

আমি সেই মহান্ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি তিমিরের পরপারে বিরাজমান, তাঁহাকে জানিয়া মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, অন্য পথ নাই। সেদিন সত্য সত্যই স্বর্গ মর্ত্তের ব্যবধান ভাসিয়া গেল, মানুষ দেবতার সহিত এক আসনে বসিবার অধিকার পাইল। জগতের ইতিহাসে যত আবিষ্কারের কাহিনী আমরা জানি, তার মধ্যে মানবাত্মাতে অনন্ত ব্রহ্মের এই সাক্ষাৎ অনুভূতি সকলের শ্রেষ্ঠ, অভিনব, অভূত পূর্ব্ব আবিষ্কার। ভারতের ললাটে মঙ্গলবিধাতা যে এই গৌরবের দীপ্তি অমর করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে কতখানি সাধনা,

কতখানি তপস্যা, কতখানি ত্যাগ ও নিষ্ঠা সঞ্চিত ছিল, আজ আমাদের ভাবিবার ও নীরবে কৃতজ্ঞচিত্তে অনুভব করিবার দিন। এই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুভূতির ফলে মানব জাতির চিন্তা, ধর্ম, নীতি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার সোপান পরম্পরা কতদূর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কি আর পরিমাণ করা যায়? ধন্য আমরা এই পুণ্যভূমিতে এমন পুণ্যপুরুষদের আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছি—যে ভূমিতে, যে মহর্ষি মহাপুরুষেরা ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের অদ্বিতীয় সত্যজ্ঞান, অনন্তরূপ, তাঁহার আনন্দ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কেবল জীবনে আস্বাদন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন এমন নয়, তত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা, বাক্য ও মনের দ্বারা সেই স্বর্গীয় আলোককে দৃশ্য জগতের মর্ত্ত্যজীবের জন্য মূর্ত্তিমান করিয়া বেদে উপনিষদে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যেদিন তাঁহারা বহুর পশ্চাতে এককে দেখিয়া, পৃথিবীর সকল দুঃখ বিপদ, রোগ শোক তাপ, পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যে তাঁহাকেই একমাত্র স্মরণীয় ও বরণীয় জানিয়া মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছিলেন, আনন্দকে অক্ষয় অটুটরূপে সর্ব্বত্র স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"—আনন্দেই নিখিল চরাচরের উৎপত্তি, আনন্দেই জাত পদার্থ সমূহের জীবন ও স্থিতি এবং পরিণামে আনন্দেই সকলের পরিণতি ও বিলয়—যেদিন তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "তাঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, ভয়ে তাঁহার সূর্য্য আলো দেয়, ভয়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় (ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতিসূর্য্যঃ,)—এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে আর কোথাও ভয়ের স্থান থাকে না" (আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন)—সেদিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, সেই অভয় বাণী শুনাইবার জন্য, আনন্দে ভূমার সহিত, অসীমের সহিত ক্ষুদ্র সসীম আমাদের জীবনকে মিলাইবার জন্যই, ব্রাহ্মধর্ম্ম নব্যভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং আমরা প্রতি বৎসর ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন করিতেছি।

ব্রহ্মবিদ্যা স্বর্গের ধন ছিল। মর্ত্ত্যজীবকে তরাইবার জন্য কি আশ্চর্য্য কৌশলে পরম করুণাময় পরমেশ্বর ইহার ধারা এই জগতে, এই ভারতের জনসমাজে প্রবাহিত করিলেন, ভাবিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইতে হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সগর রাজার সুযোগ্য বংশধর ভগীরথ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের পরিত্রাণের জন্য স্বর্গের মন্দাকিনীকে ধরায় অবতীর্ণ করিয়া গঙ্গানদীর নির্ম্মলস্রোতে গ্রাম জনপদের উর্ব্বরতা সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। পুরাণের এই বর্ণনার সহিত এদেশে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়। ভগীরথ বহু সহস্র বৎসরের তপস্যার ফলে যখন দেবপ্রসাদ লাভ করিয়া গঙ্গাকে স্বর্গধাম হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করিলেন, তখন হইতে পদে পদে কত বাধা বিঘ্ন, কত সংগ্রাম, কত পরীক্ষা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং এ সকল বিপদে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাঁহাকে কত সাধনা করিতে হইয়াছিল—তাহা আমরা জানি। প্রথমে যোগীরাজ সন্ন্যাসী শঙ্কর এই স্বর্গের পবিত্র ধারাকে আপনার জটাজুটের মধ্যে ধারণ করিয়া, আপনার নিভৃত নির্জ্জন তপোবনে একান্তচিত্তে সম্ভোগ করিবার জন্য, ইহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন। অনেক তপস্যার পরে ভগীরথ সেই কঠোর সন্ন্যাসীর জটা হইতে গঙ্গার স্রোতকে নিঃসারিত করিলেন, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইতেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। দারুণ পিপাসায় কাতর হইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জহ্নুমুনি এক গণ্ডূষে এই ক্ষীণ স্রোতস্বতীকে পান করিলেন ও তাঁহার বিশাল উদরে এই বহু তপস্যার প্রভাবে স্বর্গ হইতে আনীত অনন্ত অক্ষয় সম্পদটি লৌহ সিন্ধুকে হীরা মুক্তার মত আবদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অগোচরে অব্যবহারে পড়িয়া রহিল। এই ব্রাহ্মণের উদর গহ্বর হইতেও ভগীরথ কঠোর সাধনা ও অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়া গঙ্গাকে মুক্ত করিলেন। তার পরে যখন গঙ্গার প্রবল স্রোত পাহাড়ের গায়ে বড় বড় পাথর জঙ্গল ভেদ করিয়া সমতলের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তখন ঐরাবত হস্তী আপনার বিরাট দেহ ও বিপুল শক্তির গর্ব্বে মত্ত হইয়া গঙ্গার সুন্দর অথচ তেজোময় রূপে অন্ধ হইয়া, তাঁহাকে আপনার বশীভূত করিতে ও জগতের কাজে না লাগাইয়া কেবল নিজের সম্ভোগের বস্তু করিয়া রাখিতে বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মহাত্মা ভগীরথের পুণ্যে গঙ্গার স্রোত তখন স্ফীত হইয়া বিশাল আয়তন লাভ করিয়া এত বলবতী হইয়াছিল যে ঐরাবত হস্তী সামান্য তৃণের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া গেল। এইরূপে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জনপদে, সমতলপ্রদেশে, গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ার ফলে কত জমি উর্ব্বরা হইয়াছে, কত আবর্জ্জনা ধৌত হইয়াছে, কত পিপাসু পথযাত্রীর প্রাণ শীতল হইয়াছে, কত ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষির পথ সুগম হইয়াছে ও ভারতের প্রজাসাধারণ কত সম্পদশালী হইয়াছে! পৌরাণিক আখ্যায়িকায় রূপকচ্ছলে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি, বিস্তার, বিকাশ ও পরিণতির কাহিনী প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে কিনা কে বলিতে পারে? ঋষিরা অনেক তপস্যা ও সাধনার দ্বারা যে অমূল্য দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা নামে শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা মানবাত্মার পরিত্রাণের জন্যই স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এই অমরত্বের সন্ধান, এই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা গুপ্তধনের মত প্রচ্ছন্ন থাকায় সংসারের কোন কাজে, মানবসমাজের কোন কল্যাণে, নিয়োজিত হয় নাই। প্রথমতঃ একশ্রেণীর সাধক—সন্ন্যাসী শঙ্করের প্রতিনিধি বা অনুচরগণ—গৃহপরিবার, সংসার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া গিরিগুহায়, অরণ্যে, নির্জ্জনে নিভৃতে এই ব্রহ্মবিদ্যার সাধন করিতে চাহিলেন। তাঁহাদের মতে এই ব্রহ্মজ্ঞানের মন্দাকিনী হিমালয়ের শৃঙ্গে তুষারাবৃত সৌর কিরণে উদ্ভাসিত গুহাতে নির্ম্মল ঝরণার ধারার মত সঞ্চিত, গুপ্ত ও আবদ্ধ থাকার যোগ্য, কারণ নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হইলে ইহা আবিল, পঙ্কিল, মলিন হইয়া ইহার স্বাভাবিক পুরাতন স্বচ্ছতা শুভ্রতা ও বিমলতা হারাইবে। ব্রহ্মবিদ্যাকে এই যোগী সন্ন্যাসীদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া যখন সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ভক্ত ও কর্ম্মীদের আয়ত্ত করার চেষ্টা হইতেছিল, তখন জহ্নুমুণির বংশধর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা টিকি নাড়িয়া পৈতায় হাত দিয়া শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "আরে সর্ব্বনাশ! কর কি তোমরা? এমন উন্নত রহস্যময় দুর্ব্বোধ্য ব্রহ্মজ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে ছাড়িয়া দিলে কি আর রক্ষা আছে?

ইহাতে বানরের গলায় মুক্তার হার পরাইয়া এমন দুর্লভ সম্পদের অবমাননা করা হইবে, আর সমাজে সাম্য ও একাত্মবাদের আদর্শ প্রচারিত হইলে আমাদের পুরোহিত শ্রেণীকে কেহ মান্য করিবেনা, স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।" সুতরাং তাঁহারা সাংসারিক স্বার্থ ও ধনমানের পিপাসায় পৌরহিত্যের প্রভাব রক্ষার অন্ধ লালসায় এক গণ্ডূষে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে উদরসাৎ করিয়া নিজেদের যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, দানদক্ষিণা ও শ্রাদ্ধের ভোজনাদি সমাজে অব্যাহত রাখিলেন। কেবল বিশেষ জাতি, বিশেষ শ্রেণী ও বিশেষ অধিকারীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা আবদ্ধ থাকাতে কালক্রমে বেদ উপনিষদের অমর বাণী এদেশে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত এবং সমাজের নীতিধর্ম্মে ও আচরণে ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব একেবারে লুপ্ত হওয়ার সম্ভাব হইল। এই পৌরহিত্যের অধিকারলোলুপ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাত হইতে আবার বিধাতার মঙ্গলনিয়মে ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতি অন্য জাতি সকলে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু সমাজের মধ্যে যাহারা ধনে মানে ক্ষমতায় সর্ব্বসাধারণের বহু ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত— যাহারা পার্থিব সম্পদে ও পাশবিক বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত —অনায়াসে নিজেদের গৌরব ও অধিকার বিস্তার ও বৃদ্ধির জন্য গুপ্তধনের সন্ধান করিতে পারিতেন, এবং পরাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অপরাবিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়া আপনাদের বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য, ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য ও শক্তি পরিচালনার জন্য এই দৈবী সম্পদকে নিয়োজিত করিবার সুযোগ পাইতেন। পুরাণে রাবণ যেমন দেবতার বরে অমর হইয়া স্বর্গের দেবতাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ও ধর্ম্ম ও নীতিকে পদদলিত করিয়া নির্দ্দোষ নর বানরের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করিয়াছিল, এদেশে ও বিদেশে সেরূপ অনেক দুর্দ্ধান্ত নৃপতি বা সেনাপতি বলসেবক নীতির আশ্রয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের অপব্যবহার করিয়াছেন। পুরাণের ঐরাবত হস্তীর পক্ষে গঙ্গার স্রোত রোধ করার চেষ্টার সহিত এসকল পার্থিব শক্তিশালী ব্যক্তিদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাসাধনের তুলনা হইতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন ভগীরথের মত ব্রহ্মকৃপার মন্দাকিনীকে ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে গিয়া এই তিন শ্রেণীর সাধকরূপী প্রতিকূলশক্তিকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। যে উচ্চ আদর্শ হিমালয়ের পুণ্যতীর্থে সন্ন্যাসীদের সাধনের ধন ছিল, তাহাকে তিনি গৃহে সমাজে পরিবারে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিলেন—যে ব্রহ্মবিদ্যা কৃপণের গুপ্তধনের মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উদরে বা সিন্দুকে চাবিবদ্ধ হইয়াছিল, তিনি তাহা সকল জাতি, সকল শ্রেণীর মধ্যে মুক্তভাবে বিতরণ করিলেন, যে দিব্যজ্ঞান অল্পসংখ্যক অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের হাতে ন্যস্ত হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন ও ক্ষমতা পরিচালনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাহাকে তিনি নীতিধর্ম্মে উন্নত, পবিত্রচরিত্র মানব মাত্রেরই পক্ষে গভীর সাধনা—কঠোর তপস্যা—ধ্যান আরাধনা ও প্রার্থনার দ্বারা দেবপ্রসাদে লভনীয় বলিয়া সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রচার করিলেন ও সমাজের উন্নতির জন্য সাংসারিক ও পারিবারিক কল্যাণের জন্য ও জগতের দুঃখতাপ পাপ ব্যাধি দূর করার জন্য এই আধ্যাত্মিক সম্পত্তিকে একমাত্র অব্যর্থ উপায় ও সঞ্জীবনী মহৌষধ বলিয়া মানবজাতির নিকট ঘোষণা করিলেন। এই ব্রহ্মর্ষিদের আবিষ্কৃত পুরাতন ভারতের গুপ্তধনকে রাজা রামমোহন পুনরাবিষ্কৃত করিয়া, পুনঃপ্রচলিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্ত্তমানযুগে সভ্যজাতিসমূহের—বিশেষতঃ ভারতীয় ও বঙ্গীয় জনসমাজের নিকট অসীম অপরিমিত শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ কি? ব্রাহ্মসমাজের নরনারী বিশেষভাবে এই ব্রহ্মবিদ্যার ও অধ্যাত্ম সাধনের উত্তরাধিকারী হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের সত্যশিব সুন্দর রূপ ধ্যানে অভ্যস্ত হইয়া, এই মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মের অমৃত রস আস্বাদনে নবজীবনের স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া, আনন্দে "জয় ব্রহ্ম জয়" গান করিতেছেন ও সকলকে এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন—ইহাই মাঘোৎসবের পুণ্যতীর্থে সকলের চেয়ে সুন্দর দৃশ্য এবং এখানেই ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা। উৎসবের প্রারম্ভে আমরা গাহিয়াছিলাম, "এসেছে ব্রহ্মনামের তরণী কে যাবিরে তোরা আয়রে আয়............ধনী কি নির্ধন, জ্ঞানী কি অজ্ঞান, নাহি দেখে কারো জাতিকুলমান, ভবনদী পারে সেই যেতে পারে, ব্যাকুল অন্তরে যেতে যে চায়"। আজ উৎসবের শেষদিনে আমাদের সাক্ষ্য দিতে হবে—সত্যসত্যই কি আমরা ব্রহ্মনামের তরণীতে আরোহণ করিয়া ভবনদীর ওপারে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষয় আনন্দধামের যাত্রী হইয়াছি? সত্যসত্যই কি আমাদের জাতি-কুলের অভিমান ঘুচিয়া গিয়াছে? সত্যসত্যই কি আমরা পাপীতাপী হইয়াও ব্রহ্মকৃপায় মুক্তিদানের আহ্বান শুনিয়াছি? সত্যসত্যই কি আমরা মধুর সঙ্গীতে ভুবন প্লাবিত ও আনন্দলহরীতে দিক দিগন্তর তরঙ্গিত অনুভব করিতেছি? সত্যসত্যই কি আমরা সর্ব্বভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দেখিয়া ধন্য হইয়াছি? আজ অতীত ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমানে—এই জীবন্ত জাগ্রত বর্ত্তমানে—ব্রহ্মানুভূতির সাক্ষ্য দিতে হইবে। এই মুহূর্ত্তে এই মন্দিরে—"স্থানেতে এখানে সময়ে এখন"—আমাদের দেহপ্রাণ মন পূর্ণ করিয়া, অন্তর বাহির পরিব্যাপ্ত করিয়া, আমাদের নিঃশ্বাসে শোণিতাধারে, অস্থি মজ্জায়, চিন্তায় কল্পনায়, বুদ্ধিতে স্মৃতিতে, চৈতন্যময় আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই এক অসীম দেবাদিদেব আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, ইহা কেবল কবির কবিত্ব নয়, রূপক নয়—দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রাণে প্রাণে গভীররূপে উপলব্ধি করিয়া, এই সাক্ষ্য দিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগের দর্শন বিজ্ঞান কি এই সত্যটাকেই নানাভাবে, নানা ভাষায়, বিভিন্ন আকারে, মূর্ত্তি দিবার, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর-রূপে ধারণার বস্তু করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে না? গ্রীক দর্শনের আদি গুরুরা বহুর পশ্চাতে একেরই সন্ধান করিয়াছিলেন, মায়া ও ছায়ার (appearance) দৃশ্যজগৎকে সত্যবস্তুর প্রকাশরূপে ধরিতে চাহিয়াছিলেন,—তাঁহারা কেহ জলকে, কেহ অগ্নিকে, কেহ বায়ুকে মূলসত্তা, আদি কারণ, সর্ব্বব্যাপী পরমাধার ও একমাত্র জগতের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু জড়শক্তি ও ইন্দ্রিয় জগতের উপরে আত্মার অস্তিত্ব ও অতীন্দ্রিয় জগতের আধিপত্য মানবেতিহাসে সর্ব্বপ্রথমে ভারতের ঋষিরাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আত্মার জগতের আবিষ্কারও ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তনের মত আমাদের দেশের একটি গৌরবের সামগ্রী। আত্মা

কি, ইহার ধর্ম কি, স্বভাব কি, জগতের সহিত ও দেহের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ, পরমাত্মার মধ্যে আত্মার ও আত্মার মধ্যে পরমাত্মার প্রকাশ কিরূপে উপলব্ধি করিতে হয়, আত্মজ্ঞানের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা কি, এসকল তত্ত্বের আলোচনা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে—উপনিষদ ও গীতায় গভীরভাবে ও বিশদভাবে করা হইয়াছে। ঋষিরা নির্ম্মল হৃদয়ের দর্পণে আত্মার ছবি পরিস্ফুট দেখিয়া নশ্বর দেহকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন বা শারীরিক মৃত্যুকেই জীবনের শেষ পরিণতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে শরীর আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়, বাতাসে ধূলিকণা উড়িয়া যায়, ধূলিতে মিশাইয়া যায়, দেহের জলীয় উপাদান জলেই বিলীন হয়; দেহকে অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করা যায়, শীতের দ্বারা সঙ্কুচিত ও তাপের দ্বারা প্রসারিত করা যায়;—যাহা কিছু ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, দেখা যায়, চাখা যায়, শুঁকা যায় তাহার সমবায়ে যে জীবন তাহার বিনাশ আছে, বিকার আছে, ক্ষয় আছে, পরিবর্ত্তন আছে; কিন্তু মানুষ কেবল শরীর নয়, জীবন কেবল আহার নিদ্রা ও সম্ভোগের ব্যাপার নয়, কেবল অন্নের দ্বারা, নিশ্বাস বায়ুর দ্বারাই মানুষ বাঁচেনা; পশু পক্ষী উদ্ভিদের চেয়ে মানুষের বিশেষত্ব এখানেই যে, তাঁহার আত্মা আছে, যাহা মৃত্যুর অতীত, অবিনাশী, নির্ব্বিকার, হ্রাসবৃদ্ধি যাহাকে স্পর্শ করেনা, অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিতে পারেনা, জল যাহাকে সিক্ত করিতে পারেনা, বায়ু যাহাকে শোষণ করিতে পারেনা, শস্ত্র যাহাকে ছেদন করিতে পারেনা, চক্ষু যাহাকে দেখিতে পায়না, কর্ণ যাহাকে শ্রবণ করিতে পারেনা, কোন ইন্দ্রিয় যাহাকে অনুভব করিতে পারেনা, বাক্য ও মন যাহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা—অথচ যাহা চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ, বাক্য মনের কার্য্য সকলকে সম্ভব করিতেছে, যাহা আমাদের প্রাণের প্রাণ, মনের মন, মূলাধার জীবনীশক্তি। এই আত্মাকে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত দেখিয়াই তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য, আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবনেন মননেন বিজ্ঞানেন সর্ব্বমিদং বিদিতং ভবতি।" মহর্ষি ঈশা যেরূপ বলিয়াছিলেন—"তোমরা আগে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, তা'হলে অন্য যা কিছু তোমাদের কাছে আপনা হ'তেই আসিবে", তেমনি ব্রহ্মর্ষিরা আমাদের দেশে আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞান ও নিদিধ্যাসনকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন এবং এই আত্মার রাজ্যে প্রবেশ করিলেই আর সব পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনের অধিকারী হওয়া যায় এরূপ আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন। এই আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যাকে তাঁহারা পৃথক করিয়া দেখেন নাই। একই সত্যের বিভিন্ন বিচিত্র প্রকাশরূপে তাঁহারা ব্রহ্মের ও আত্মার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এজন্যই তাঁহারা বলিয়াছেন—"আত্মাকেই প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিবে; পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই পুত্র প্রিয় হইয়া থাকে; বিত্তের জন্য বিত্তকে প্রিয় মনে করিওনা, আত্মলাভের কামনায়ই বিত্ত কামনা করিও।" কারণ এই "আত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল বস্তু হইতে প্রিয়।" তাঁহারা আত্মার রাজ্যে শাশ্বত শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পাইয়া বলিয়াছেন "এষাস্য পরমা সম্পদ, এষাস্য পরমাগতি, এষোঽস্য পরমোলোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ";—এই আনন্দের মধ্যেই জগতের জন্ম, স্থিতি ও পরিণতি, এই আনন্দের সাগরের এক একটি তরঙ্গই প্রাণীজগতে প্রাণরূপে উঠিতেছে, ভাসিতেছে, ও দুদিন পরে মহাপ্রাণের আনন্দ সাগরে ডুবিতেছে ও মিশিতেছে। কে বাঁচিত, কে শরীর-চেষ্টা করিত যদি আনন্দরূপে আত্মা সকল আকাশ পরিব্যাপ্ত না করিতেন? এই আনন্দের এক কণা পাইয়া চন্দ্র সূর্য্য নৃত্য করিতে করিতে শূন্যপথে ধাবিত হয়, এই আনন্দের এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি ও বিদ্যুৎকে দীপ্তি দিতেছে, এই আনন্দের একটু রস পাইয়া পাখীর সুললিত গান, বৃক্ষের সুরসাল ফল, সুবাসিত ফুলের সুগন্ধ এত সুমধুর হইয়াছে। এই আনন্দে ডুবিয়া কত ঋষিযোগী বিষয়ে বিরাগী হইয়া যোগাসনে অটল থাকিতেছেন, এই আনন্দরসের আস্বাদনে একবার বিভোর হইলে, সকল বিষাদ দূর হয়, অন্য কোন সাধ থাকেনা। "তরতি শোকং তরতি পাপং"—সেই মোদনীয় পরম আত্মাকে পাইয়া। রসস্বরূপের সাক্ষাৎ সম্ভোগ যাহার ভাগ্যে লাভ হয় তিনি সকল সন্দেহ, সকল মায়াবন্ধনের অতীত হইয়া যান,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"। প্রাচীন ঋষিরা যে দেবতাকে সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে, শক্তিরূপে, আত্মারূপে বিরাজিত দেখিতেন (যা দেবী সর্ব্বভূতেষু প্রাণরূপেণ সংস্থিতা—ইত্যাদি), যে দেবতাকে অগ্নিতে জলেতে, ঔষধিতে বনস্পতিতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান দেখিতেন, তাঁহাকেই বর্ত্তমান বিজ্ঞান সর্ব্বভূতের অন্তরালে—জড়জীব নরের পশ্চাতে প্রাণরূপী চৈতন্যরূপী মহাশক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেছে। ভারতেরই বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র আপনার অক্লান্ত গবেষণা দ্বারা প্রাচীন ঋষিদের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জীবনের পরীক্ষিত সত্যকে বর্ত্তমানকালের নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাধনাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। আত্মাকে আর আমরা জড় অচেতন প্রাণহীন পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেখিতে পারিনা—কারণ স্বপ্রকাশ আত্মা আপনার জ্যোতিতে আপনি আলোকিত, আপনার মহিমাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জড় চেতনের, প্রাণী ও অপ্রাণীর ব্যবধানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। আজ বিজ্ঞান দর্শন এক মন্ত্রে, এক তন্ত্রে, দীক্ষিত হইয়া এক কণ্ঠে, এক তানে, সুর মিলাইয়া একেরই মহিমাগীতি গান করিতেছে, ও আত্মাকে সকল আকাশে সকল কালে, সকল বস্তুতে, সকল ব্যক্তিতে, অখণ্ড সত্তারূপে, পরিপূর্ণ জ্ঞানরূপে, অনাবিল পবিত্রতারূপে, নিরাময় আনন্দরূপে নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যরূপে প্রকাশিত দেখিয়া ভূমার—অসীমের—পূজার প্রাধান্য স্বীকার করিতেছেন। এই অনন্তের উপাসনাকে ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান বিজ্ঞান দর্শনের অভিনব আবিষ্কার ও চিন্তার সহিত মিলাইয়া জনসাধারণের কাছে অতি সরল সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্মসাধনের ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাচীন ঋষিদের সহিতই সুর মিলাইয়া বলিতেছেন, নায়মাত্মা প্রবচনেনলভ্যঃ নমেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন,"—এই আত্মা কেবল বহুশাস্ত্র পাঠ করিলেই লাভ করা যায় না, তর্ক বিতর্কের দ্বারা নয়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে নয়, যাহারা দুশ্চরিত হইতে বিরত হয় নাই, যাহারা অশান্ত, অসমাহিত, যাহারা বলহীন, তাহারা কেবল জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না, কিন্তু আত্মপ্রভাবের সঙ্গে দেবপ্রসাদের প্রাণকাঙ্ক্ষণ যোগে ও

জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলে, সেই আত্মা সাধককে বরণ করেন। সোজা কথায়, "যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতি বিচার।" এখানে পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, এমন কি সাধু পাপীরও ভেদাভেদ নাই, কেবল পবিত্র হৃদয়ে ব্যাকুল অন্তরে বিনীত চিত্তে ভক্তিভরে আত্ম সমর্পণ করিলেই যে কোন ব্যক্তি দেবাদিদেবের মন্দিরের পূজারীরূপে গৃহীত হইবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনটী—সর্ব্বভূতে আত্মাকে উপলব্ধি করা—অতি সুন্দররূপে সকলের নিকট বোধগম্য করিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দুইটি সঙ্গীত আমার কাছে অতিশয় উপযোগী, উপাদেয় ও সহায়তাকারী মনে হয়। এই দুটি সঙ্গীতের ভাব মাঘোৎসবের নৈবেদ্যরূপে উপস্থিত করিয়া আমার বিনীত নিবেদন শেষ করিব। একটি গানের প্রথম দুই লাইন এই—

> বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার,
> সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

সামাজিক সাধন ও সম্মিলিত উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব। সকলকে নিয়া সকলের সঙ্গে দেবাদিদেবের সহিত যুক্ত হইতে হইবে। "নয়ক বনে, নয় বিজনে, নয়ক আমার আপন মনে, সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, আপন সেথায় আমারো।" সকলের সঙ্গে যেখানে বিশ্বনাথের যোগ সেখানেই আমার সঙ্গেও যোগ। তিনি আমার একলার গোপন ধন নহেন, আমি তাঁহাকে সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বভূতের আত্মারূপেই দেখিতে চাই, পাইতে চাই। সকলের পানে যেখানে তিনি প্রেমহস্ত প্রসারিত করেন, সেখানেই আমার সঙ্গে তাঁহার মিলন। মর্ম্মী কবি ও ঐকান্তিক ভক্তেরা যেমন সঙ্গোপনে হৃদয়ের নিভৃত প্রকোষ্ঠে প্রাণপতির প্রেম ভোগ করিতে চান, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মসাধক—ব্রাহ্ম ভক্ত—সে পথ ছাড়িয়া সজনমার্গের পথিক হইয়া বলেন—"গোপনে প্রেম রয়না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে, সবার তুমি আনন্দ ধন, হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারো।" বৃন্দাবনের রাস লীলায় গোপীদের মত কেবল আপনার পাশেই হৃদয়েশ্বর প্রাণপতিকে দেখা নয়, সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই বিশ্বপতিকে সকলের সহিত অনন্ত প্রেমে যুক্ত দেখাই, এ যুগের সাধন। আমি যদি আপনার প্রাণে আনন্দরসধারা পাই, অমৃতস্পর্শ লাভ করি ও একাকীই আনন্দময়কে সম্ভোগ করিবার জন্ত আপনার হৃদয়মন্দিরে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে চাই, তাহলে পরিপূর্ণ আনন্দ পাইব না, সত্যভাবে প্রেমময়ের প্রেমলীলা দেখিতে পাইব না। সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে সেই আনন্দ-লহরী যখন তরঙ্গিত হয়, সেই রসমধুধারা সকল "ভগবত প্রেম-পিয়াসীর" প্রাণে উচ্ছ্বাসিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, ও আনন্দের বন্যায় এ লোক সে লোক, আকাশ পাতাল, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভাসিয়া যায়, বিশ্বজগতের সকল দেশের সকল যুগের সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্ত নরনারী ও পাপী তাপী মূর্খ চণ্ডাল সকলে ভাসিয়া যায়, তখনি প্রেমের উৎসব সম্পূর্ণতা ও সার্থকতালাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি গানে আরও স্পষ্ট ভাষায় এই প্রেমের উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়।—

> "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে,
> সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে।
> বাতাস জল, আকাশ আলো, সবারে কবে বাসিব ভাল
> হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে।
> নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি,
> যেপথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি,
> রয়েছ তুমি একথা কবে জীবনমাঝে সহজ হবে,
> আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে।"

বিশ্বভুবনের সর্ব্বত্র পরমাত্মার অনাদি রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে, সর্ব্বত্র উদার সুরে আনন্দ গান বাজিতেছে, কেবল মানবাত্মাই আপনার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার ফলে সে রাগিণী হইতে বঞ্চিত। বেসুরা হইয়া আমরা এই বিশ্বসঙ্গীতের তাল মান হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি ও নানা কোলাহলের সৃজন করিতেছি। কিন্তু অন্তরের মাঝে যখন সেই আনন্দ গান গভীর রবে বাজিয়া উঠে, তখন হৃদয়ের সকল তন্ত্রী সমস্বরে ঝঙ্কৃত হয়, জীবনের সকল রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই তান সমীরিত হয়, তখন সকল বস্তুর ও সকল ব্যক্তির সহিত আমাদের এক আশ্চর্য্য মিলন ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিরাজ করে, প্রকৃতি ও মানবসমাজের মধ্যে কোন ব্যবধান, বৈষম্য বা অমিল থাকে না,—তখন আকাশ বাতাস, জল আলোক, সকলেই আমাদের অতি আপনার হইয়া যায়—তারা আমাদের ভালবাসে ও আমরা তাদের ভাল বাসি। ইহাই যথার্থ সর্ব্বভূতে আত্মার প্রকাশ ও আত্মাতে সর্ব্বভূতের প্রকাশ। বিজ্ঞানের চিন্তাতে যে জড়কে প্রাণময় বলিয়া দেখা, তাহাও নিম্নতর দৃষ্টি, কিন্তু প্রেমের চক্ষে যখন সেই জড়জগৎ আপনার জন হইয়া যায়, যখন বাতাস জল, আকাশ আলো—সবারে ভাল বাসিতে পারি—তখনই সত্য দেখা, উচ্চতর দর্শন হয়। এমন মানুষ পৃথিবীতে জন্মেন—কবি ঋষি ভক্তদের মধ্যে এমন প্রেমিক এখনও দেখা যায়, যাঁহারা সত্য সত্যই সর্ব্বভূতে চৈতন্যের বিস্তার ও প্রেমের প্রসার করেন—ইহা জগতের পরম সৌভাগ্য। ব্রাহ্মসমাজে এমন ধর্ম্মবন্ধু ও ধর্ম্মগুরু পাইয়াছি যাঁহারা প্রেমময়ের আশীর্ব্বাদে এমন প্রেমের দৃষ্টি নিজেরা লাভ করিয়া অন্যের চক্ষেও নূতন দিব্য দৃষ্টির আলোক ফুটাইয়া দেন; ইহাতে আমরা নিজকে ধন্য মনে করি। ধর্ম্মত মানুষকে প্রিয় করেই, মানুষের সঙ্গে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সদ্ভাব জন্মায়ই; কিন্তু আমরা এত দিন যাহাদের অচেতন প্রাণহীন জড় বস্তু মনে করিয়া দূরে রাখিতাম, যে প্রকৃতিতে অন্ধশক্তিপুঞ্জের সমাবেশমাত্র দেখিয়া আমাদের ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় মনে করিতাম, যে রূপ রস গন্ধ আমাদের মোহপাশে বদ্ধ করে ও অদৃশ্য লোকের প্রতি আমাদের অন্ধ করিয়া রাখে বলিয়া এতদিন রিপুর মত গণ্য হইত—আজ তারা সকলেই আমাদের পরমাত্মীয়, পরম প্রিয়জন, হইয়া আমাদের অন্তরের রাগিণীর সহিত সুর মিলাইয়া বিশ্বজগতের আনন্দ গানের সহিত যোগ দেয় ও আমাদিগকে সেই পরম দেবতার চরণে লইয়া যাইবার সহায়তা করে। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র বাণীর বিশেষত্ব। এই উপলব্ধিটিই আমাদের মাঘোৎসবের বিশেষ সাধন ও নববর্ষের নবব্রত হউক।

সায়ংকালে যথাসময়ে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রাপ্ত হইলে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিব।

এই প্রকারে উৎসব শেষ হইল। আমরা অধিকতরবিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি। প্রেমময় পিতা যে ভাবে উৎসব সম্ভোগ করিতে সমর্থ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে আমরা বার বার তাঁহাকে নমস্কার করি। সকল বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্ম সমাজ।

সম্মানিত সভ্য।—বার্ষিক সভার বিগত ১৯শে মার্চ্চ তারিখের স্থগিত অধিবেশনে অধিকাংশের মতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্মানিত সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রস্তাবের পক্ষে ৪৯৬ ও বিপক্ষে ২০৩জন ভোট প্রদান করিয়াছিলেন।

শুভ বিবাহ—বিগত ২৩শে মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখার্জ্জির কন্যা কমলার ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অমিয়কুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা মণিকার ও টাকী নিবাসী শ্রীমান রামাপ্রসাদ রায়ের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

পারলৌকিক—বিগত ২৬এ ফেব্রুয়ারী তেজপুর নগরীতে পরলোকগত বিনয় কুমার দাসের আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। মাতামহ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে নগরের ভিখারী দিগকে চাউল, ডাল, লবণ ও পয়সা এবং শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারে ২৲ শিলং সেবাশ্রমে ২৲ ও তেজপুর ব্রাহ্মসমাজে ১৲ দান করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

উপনিষদ—২য় খণ্ড—পণ্ডিত সীতানাথতত্ত্বভূষণ কৃত সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত, তৃতীয় সংস্করণ। ইহাতে শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি, এই চারি খানা উপনিষদ্ আছে। শেষোক্ত উপনিষদ খানা এই সংস্করণে প্রথম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল ও ব্যাখ্যা পৃথক ভাবে দেখান হইয়াছে। ইহাতে উপনিষদ পাঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বঙ্গানুবাদও বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত না জানিলেও উপনিষদের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে কোনও বাধা থাকিবে না। পরিবর্দ্ধিত অনুক্রমণিকা প্রয়োজনানুসারে বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ বিষয়ে সাহায্য করিবে। মূল্যও অতিরিক্ত হয় নাই—১৲ এক টাকা মাত্র। আশা করি অনেকেই ইহা পাঠে ধর্ম্ম জীবন গঠনে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

(২) ইট্‌নার স্বর্গীয় কালী কিশোর বিশ্বাস এবং তদীয় পত্নী দেবী কমলমণি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র কিশোর বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৵০। এই পুস্তক খানিতে দুইটি বিশ্বাসী জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহারা রায় সাহেব হরকিশোর বিশ্বাসের জনক জননী। ইহা পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন।

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার সহানুভূতি, সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে প্রবল অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও জীবনব্যাপী ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সর্ব্বত্র পূজিত। উপযুক্ত রূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার, (২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতাগৃহ, (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ, এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারার্থীদিগের জন্য একটি সাধনোদ্যান নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্য্যটিকে শাস্ত্রী মহাশয় অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল কার্য্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচার্য্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামান্য চেষ্টায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার চেকগুলিতে দুইটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রায়পুর), এন্, জি, চন্দাবারকর (বোম্বে), বি, জি ত্রিবেদী (বোম্বে), আর ভেঙ্কাটা রত্নম্ নাইডু (মাদ্রাজ), অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (পঞ্জাব), জে, আর দাস (রেঙ্গুন), রুচিরাম সানি (পঞ্জাব), এন্, জি, ওয়েলিঙ্কার (হাইদ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য), নীলমণি ধর (আগ্রা), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ), বিশ্বনাথ কর (উড়িষ্যা), হরকান্ত বসু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ), পি, কে, রায়, নীলরতন সরকার, পি, সি, রায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শশিভূষণ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কামিনী রায়, কানাইলাল সেন, শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র সরকার (বাঙ্গালা), পি, কে, আচার্য্য, ও পি, মহলানবীশ (সম্পাদকদ্বয়) ১০ই এপ্রিল ১৯২০।

ভুল সংশোধন।

বিগত সংখ্যায় ২৭৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ১৯ লাইনে "বিলাস" স্থলে "বিনাশ" হইবে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।